দিল্লী আইন আইন, ১৯১২, আজমের-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭ এ

এবং

পার্ট সি স্টেটস (আইন) আইন, ১৯৫০।

[প্রধান বিচারপতি শ্রী হরিলাল কানিয়া, , বিচারপতিগণ ফজল আলী, পতঞ্জলি শাস্ত্রী, মেহর চাঁদ মহাজন, মুখার্জিয়া, দাস এবং বোস ।]

দিল্লি আইন আইন, ১৯১২, ধারা ৭-আজমির-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭, ধারা ২—পার্ট সি স্টেটস (আইন) অ্যাক্ট, ১৯৫০-আইনগুলি সরকারকে দিল্লি এবং আজমীর-মেরওয়ারা পর্যন্ত প্রসারিত করার ক্ষমতা দেয় এমন বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনগুলির সাথে এটি মনে করে যে ভারতের অন্য কোনও অংশে বলবৎ থাকা কোনও আইন-আইন ক্ষমতায়ন সরকারকে প্রসারিত করতে পারে অংশ সি রাজ্যে একটি অংশে বলবৎ কোনো আইন এবং বিদ্যমান আইন বাতিল করতে- বৈধতা- বিধানিক ক্ষমতা অর্পণের বিরুদ্ধে বিধি-- বিধির পরিধি এবং ভিত্তি- ভারতে প্রযোজ্যতা- আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ এবং শর্তাধীন আইনের মধ্যে পার্থক্য- ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১, ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এবং ভারতীয় সংবিধান, ১৯৫০ এর অধীনে ভারতীয় আইনসভার ক্ষমতা।

দিল্লি লজ অ্যাক্ট, ১৯১২-এর ধারা ৭-এ দেওয়া হয়েছে যে "প্রাদেশিক সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, দিল্লি প্রদেশ বা তার যে কোনও অংশের জন্য উপযুক্ত মনে করে এমন বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তন সহ প্রসারিত করতে পারে, যে কোনও আইন এই ধরনের প্রজ্ঞাপনের তারিখে ব্রিটিশ ভারতের যে কোনো অংশে বলবৎ"। আজমির-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ২-এ দেওয়া হয়েছে যে "কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, আজমের-মেরওয়ারা প্রদেশ পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারে, যেমনটি উপযুক্ত

মনে করে, পার্ট সি স্টেটস (আইন) অ্যাক্ট, ১৯৫০-এর ধারা ২-এর তারিখে অন্য কোনও প্রদেশে কার্যকর হওয়া যে কোনও আইন, এই শর্তে যে "কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা যে কোনও অংশ সি পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারে৷ রাজ্য .....অথবা এই জাতীয় রাজ্যের যে কোনও অংশে, এই জাতীয় বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনগুলি যেমন উপযুক্ত মনে করে, যে কোনও আইন যা একটি অংশ ক রাজ্যে প্রজ্ঞাপনের তারিখে বলবৎ এবং বিধান করা যেতে পারে আইনটি তাই বর্ধিত কোনো সংশ্লিষ্ট আইন বাতিল বা সংশোধনের জন্য.... যা আপাতত সেই অংশ সি রাজ্যে প্রযোজ্য। ফেডারেল আদালতের একটি সিদ্ধান্তের ফলে, কার্যনির্বাহী সরকারকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণকারী আইনের বৈধতা নিয়ে সন্দেহের অবসান ঘটে এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩(১) অধীনে সুপ্রিম কোর্টে একটি রেফারেন্স দেন উপরোক্ত ধারা বা এর কোন বিধান কোন মাত্রায় ছিল কি না এবং যদি তা কতটুকু ছিল এই প্রশ্নটি বিবেচনা করার জন্য এবং কি বিবরণে, অতিমাত্রায় এই আইনগুলি পাশ করা আইনসভাগুলিকে "ক্ষমতা বহির্ভূত" করে, এবং তাকে রিপোর্ট করার জন্য আদালতের মতামত:

২-৩ এস. সি. ভারত /৬৮

আদেশ, (১) ফজল আলী, পতঞ্জলি শাস্ত্রী, মুখার্জিয়া, দাস এবং বোস বিচারপতিগণ। (কানিয়া. প্রধান বিচারপতি, এবং বিচারপতি মহাজন, ভিন্নমত পোষণকারী)।-দিল্লি আইন আইন, ১৯১২ এর ধারা ৭, (এক্সটেনশন অফ লাওস) আইন, ১৯৪৭ এর, এবং ধারা ২ আজমের – মেড়বড়া সম্পূর্ণরূপে "ক্ষমতাধীন"। প্রধান বিচারপতি কানিয়া ধারা ৭ অফ দা দিল্লী লাওস আইন, ১৯১২, এবং ধারা ২ আজমির-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭-এর, কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন ছাড়া অন্য আইনগুলি যথাক্রমে দিল্লি এবং আজমের-মেরওয়ারা প্রদেশগুলিতে প্রসারিত করার ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়েছে সেই পরিমাণে অতি-সংগতিপূর্ণ। যে পরিমাণে কেন্দ্রীয় আইনসভা তার কার্যাবলী ত্যাগ করেছে এবং সেগুলিকে কার্যনির্বাহী সরকারের কাছে অর্পণ করেছে, বিচারপতি মহাজন-উপরের উল্লেখিত বিভাগগুলি নিম্নোক্ত বিবরণগুলিতে "ক্ষমতা বহির্ভূত": (i) যদিও তারা নির্বাহীকে দিল্লি এবং আজমিরে আবেদন করার অনুমতি দেয়- মেরওয়ারা, আইনসভাগুলি দ্বারা প্রণীত আইনগুলি সেই অঞ্চলগুলির জন্য আইন তৈরি করতে সক্ষম নয় এবং যেগুলি এই আইনসভাগুলি তাদের নিজস্ব আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তৈরি করতে

পারে, এবং (ii) যেহেতু তারা প্রণীত আইনগুলির সংশোধনের ক্ষেত্রে নির্বাহীকে সহ-বিস্তৃত আইনী কর্তৃত্বের সাথে পরিধান করে। ভারতের আইনসভা সংস্থা দ্বারা।

(২) প্রধান বিচারপতি ফজল আলী, পতঞ্জলি শাস্ত্রী, মুখার্জী, দাস এবং বোস -এর প্রথম অংশ। পার্ট সি স্টেটস (আইন) অ্যাক্ট, ১৯৫০-এর ২, যা কেন্দ্রীয় সরকারকে যে কোনও পার্ট সি রাজ্যে বা এই জাতীয় রাজ্যের যে কোনও অংশে এমন পরিবর্তন এবং বিধিনিষেধ সহ প্রসারিত করার ক্ষমতা দেয় যা এটি মনে করে যে কোনও অংশে বলবৎ থাকা কোনও আইনের সাথে উপযুক্ত। একটি রাষ্ট্র, "ক্ষমতাধীন" হয় । কানিয়া প্রধান বিচারপতি বিচারপতি মহাজন, বিচারপতিদ্বয়ে মুখার্জিয়া এবং বোস ।- উল্লিখিত ধারার পরবর্তী অংশ যা কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি পার্ট সি রাজ্যে প্রসারিত যেকোনো আইনে বিধান করার ক্ষমতা দেয়, কোনো আইন বাতিল বা সংশোধনের জন্য (একটি কেন্দ্রীয় আইন ছাড়া) যেটি আপাতত সেই পার্ট সি রাজ্যের জন্য প্রযোজ্য, এটি "ক্ষমতা বহির্ভূত"। বিচারপতিগণ ফজল আলি, পতঞ্জলি শাস্ত্রী এবং দাস -র পরের অংশ। পার্ট সি স্টেটস (আইন) অ্যাক্ট, ১৯৫০ এর ২টিও "ক্ষমতাধীন"।

প্রধান বিচারপতি কানিয়া - যে পরিমাণে ধারা ২, পার্ট সি রাজ্য (আইন) আইন, ১৯৫০-এর কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি অংশ এ রাজ্যের যে কোনো আইনসভার দ্বারা পাস করা আইনগুলিকে একটি অংশ 'সি' রাজ্যে প্রসারিত করার ক্ষমতা দেয় যা এটি "ক্ষমতা বহির্ভূত"।

বিচারপতি মহাজন পার্ট সি স্টেটস (আইন) অ্যাক্ট, ১৯৫০-এর ধারা ২, এতদূর পর্যন্ত অতি সঙ্গতিপূর্ণ কারণ এটি কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতা দেয় (i) একটি আইনসভা দ্বারা পাস করা একটি অংশ সি রাজ্যের আইনগুলিতে প্রসারিত করার জন্য যা যোগ্য নয় সেই অংশ সি রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করা এবং (ii) ভারতের আইনসভাগুলির দ্বারা প্রণীত আইনগুলির পরিবর্তন করা এবং (iii) সেই অংশ সি রাজ্যে ইতিমধ্যে প্রযোজ্য আইনগুলি বাতিল বা সংশোধন করা।

প্রধান বিচারপতি কানিয়া -(i) আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা হল আইনসভার নীতি নির্ধারণ এবং আচরণের নিয়ম হিসাবে এর প্রণয়ন এবং এই অপরিহার্য বিষয়গুলি নিজেই একটি আইনসভার বৈশিষ্ট্য। এই অপরিহার্য বিষয়গুলি সংরক্ষিত হয় যখন আইনসভা একটি মনোনীত প্রশাসনিক সংস্থার প্রাসঙ্গিক ডেটা থেকে এটির বিধিবদ্ধ আদেশ কার্যকর হওয়ার নির্দেশ দেয়। এইভাবে আইনসভা তার আইন তৈরি করেছে, এটি কার্যকর করার জন্য এবং আইনটিকে কার্যকর ও কার্যকর করার জন্য প্রতিটি বিবরণ আইনসভা দ্বারা করা যেতে পারে বা অন্য অধস্তন সংস্থা বা কোনো নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। যদিও এটি কখনও কখনও আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণ হিসাবে বর্ণনা করা হয়। সংক্ষেপে এটি আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণ থেকে ভিন্ন কারণ এতে আইন প্রণয়ন নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয় না এবং আচরণের নিয়ম হিসাবে এটি প্রণয়ন করা হয়। যদিও তথাকথিত প্রতিনিধিদল যা বিধি ও প্রবিধান তৈরির ক্ষমতা প্রদান করে তাকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার আনুষঙ্গিক হিসাবে স্বীকৃত করা হয়েছে, ভারতীয় আইনসভার ১৯৩৫ সালের আগে প্রকৃত অর্থে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার কোনো ক্ষমতা ছিল না। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌম চরিত্র ছাড়াও যার ক্ষমতা পরম এবং সীমাহীন, আইনসভায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার একটি সাধারণ ক্ষমতা কোনো রাষ্ট্রে স্বীকৃত নয়। ১৯৩৫ এবং ১৯৫০ সালের সাংবিধানিক আইনের অধীনে ভারতীয় আইনসভার ক্ষমতাগুলি এই ক্ষেত্রে আলাদা নয় (ii) একটি আইনসভার দ্বারা তার ক্ষমতার "ত্যাগ" অগত্যা নিজের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির পরিমাণের প্রয়োজন হয় না। এটি আংশিক হতে পারে। সম্পূর্ণ হলে আইনসভা যা করতে পারে তার সব কিছু করার ক্ষমতা একটি অধস্তন কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করা হয়, যদিও আইনসভা অধস্তন কর্তৃপক্ষের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ধরে রাখে এই ধরনের ক্ষমতা প্রত্যাহার করে বা অধস্তন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পাসকৃত আইন বাতিল করে, সেখানে একটি ত্যাগ বা এই ধরনের ক্ষমতা প্রদানকারী আইনসভার নিষ্ক্রিয়করণ।

বিচারপতি ফজল আলী (i) আইনসভাকে অবশ্যই তার প্রাথমিক আইনী কার্য সম্পাদন করতে হবে অন্যের মাধ্যমে নয়। (ii) একবার এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে যে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে এটির সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে, এটি সেই ক্ষেত্রের মধ্যে আইন প্রণয়নের জন্য স্বাধীন যেটি এটিকে একটি নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য এবং নীতিকে কার্যকর করার সর্বোত্তম উপায়

বলে মনে হয়। আইন এবং এটি যে কোনও বাইরের সংস্থাকে ব্যবহার করতে পারে যে কোনও কাজ করার জন্য এটি প্রয়োজনীয় বলে মনে করে, যা এটি নিজে করতে অক্ষম বা এটি করতে অসুবিধাজনক বলে মনে করে। (iii) যদিও এটি তার আইন প্রণয়ন কার্যগুলিকে ত্যাগ করতে পারে না এবং তাই, একটি বহিরাগত সংস্থার কাছে ক্ষমতা অর্পণ করার সময়, এটি অবশ্যই দেখতে হবে যে এই জাতীয় সংস্থা একটি অধস্তন কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করে এবং একটি সমান্তরাল আইনসভায় পরিণত না হয়। (iv) যেহেতু ভারতের আদালত ক্ষমতার পৃথকীকরণের মতবাদের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয় এবং এটি আমেরিকাতে প্রাপ্ত বিচারিক ব্যাখ্যার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়, তাই এই দেশে আইনসভার প্রতিনিধি করার ক্ষমতার উপর শুধুমাত্র দুটি প্রধান চেক রয়েছে, এগুলি তার ভাল বোধ এবং নীতি যে এটি লাইন অতিক্রম করা উচিত নয় যা প্রতিনিধিত্ব পরিমাণ 'ত্যাগ এবং আত্ম-নিয়োগ।' (v) প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তন প্রবর্তনের ক্ষমতা আইনটি মানিয়ে নেওয়া বা প্রয়োগ করার ক্ষমতার সাথে আনুষঙ্গিক। বিবেচনা করা পরিবর্তনগুলি যেমন আইনের কাঠামোর মধ্যে করা যেতে পারে এবং এর পরিচয় বা কাঠামো বা অপরিহার্য উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করার মতো নয় এটি দ্বারা পরিবেশন করা ।

বিচারপতি পতঞ্জলি শাস্ত্রী -(i) এটা এখন সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে ভারতীয় আইনসভা, যখন তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতার পরিধির মধ্যে কাজ করে, তখন আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা যেমন বৃহৎ এবং একই প্রকৃতির ছিল এবং তার উদ্দেশ্য ছিল। বৃটিশ পার্লামেন্ট নিজেই এবং অধস্তন ইউনিটের কাছে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণের উপর কোন সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৮৬১, বা ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫, বা ১৯৫০ সালের সংবিধানে পাওয়া যায় না। তাই এটির জন্য উপযুক্ত ভারতীয় আইনসভা একটি আইন প্রণয়ন করে, যা পরিমাণগত এবং গুণগতভাবে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করে, যেমনটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের জন্য তা করা হয়, তবে শর্ত থাকে যে এটি সীমাবদ্ধ সীমার মধ্যে কাজ করে (ii) আইনসভা কর্তৃপক্ষের অর্পণ একটি নতুন আইন তৈরির থেকে আলাদা ক্ষমতা পূর্বে, অর্পণকারী সংস্থা নিজেকে ধ্বংস করে না কিন্তু তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অক্ষত রাখে এবং শুধুমাত্র একটি সংস্থা বা তার পছন্দের উপকরণের মাধ্যমে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য নির্বাচন করে। পরবর্তীকালে, অধস্তন ইউনিটগুলির কাছে ক্ষমতার অর্পণ নেই তবে একটি স্বাধীন এবং সমন্বিত সংস্থাকে তাদের নিজস্ব শক্তির আইনকে কার্যকর করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। প্রথমটির জন্য,

কোনো এক্সপ্রেস প্রভিশন অনুমোদনকারী প্রতিনিধিদলের প্রয়োজন নেই। সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞার অনুপস্থিতিতে, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা যেতে পারে, যতটা বিস্তৃতই হোক না কেন, অর্পণকারী সংস্থাটি তার নিজস্ব আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখবে। দ্বিতীয়টির জন্য, তবে, সাংবিধানিক নথিতে একটি ইতিবাচক সক্ষম বিধান প্রয়োজন। (iii) সর্বাধিক প্রতিনিধি অ-প্রতিরোধী প্রতিনিধি ভারতীয় সাংবিধানিক আইনের অংশ নয় এবং আইন প্রণয়নের কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে আইনসভাগুলি দ্বারা কাজ করার জন্য একটি রাজনৈতিক অনুশাসনের চেয়ে বেশি শক্তি নেই এবং আদালতগুলিকে আঘাত করতে পারে না। সংসদের আইন অসাংবিধানিক হিসাবে শুধুমাত্র এই কারণে যে সংসদ একটি নির্দিষ্ট উদাহরণে তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অন্যের উপর অর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেয় যার উপর এটি আস্থা রাখে বা অন্য কথায়, তার নিযুক্ত যন্ত্রের মাধ্যমে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য, যদিও এই ধরনের অর্পণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি ঘৃণ্য হতে পারে। . যাকে রাজনৈতিকভাবে অবাঞ্ছিত বলে গণ্য করা যেতে পারে তা সাংবিধানিকভাবে যোগ্য। (iv) "বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তন" অভিব্যক্তিতে যতই বিস্তৃত অর্থ দায়ী করা হোক না কেন, এটি প্রতিনিধিত্বকারী আইনের সাংবিধানিকতাকে প্রভাবিত করবে না।

বিচারপতি মহাজন (i) এটি সাংবিধানিক আইনের একটি মীমাংসিত সর্বোচ্চ যে একটি আইন প্রণয়নকারী সংস্থা তার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে না। শুধু আইন প্রণয়ন ক্ষমতার প্রকৃতিই নয়, প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের অস্তিত্বই এই মতবাদের উপর নির্ভর করে যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় না। আইনসভা প্রতিস্থাপন করতে পারে না বিচার, প্রজ্ঞা, এবং দেশপ্রেম অন্য কোন সংস্থার জন্য, যাদের জন্য একা জনগণকে এই সার্বভৌম আস্থার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করা হয়েছে। যে দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ না হলে একটি আইনসভার একটি অধস্তন কর্তৃপক্ষের কাছে তার আইন প্রণয়নের কার্যাবলী অর্পণ করার একটি সাধারণ ক্ষমতা থাকে তা কর্তৃপক্ষ বা নীতি দ্বারা সমর্থিত নয়। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হল যে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা সংবিধান দ্বারা স্পষ্টভাবে দেওয়া না হলে, একটি আইনসভা তার প্রয়োজনীয় আইনী কার্যাবলী অর্পণ করতে পারে না। ভারতীয় সংবিধান যেহেতু আইনসভাকে এই ধরনের ক্ষমতা দেয় না, তাই অন্য কোনও সংস্থাকে প্রয়োজনীয় আইনী কার্যাবলী অর্পণ করার ক্ষমতা নেই। (ii) একটি আইন প্রণয়নকারী সংস্থার দ্বারা ত্যাগের অগত্যা সম্পূর্ণ বিলুপ্তির পরিমাণ হবে না। একটি ত্যাগ আছে যখন আইনী

তালিকার একটি বিষয়ের ক্ষেত্রে যে সংস্থাটি কার্যকরভাবে বলে যে এটি আইন প্রণয়ন করবে তবে এটির উপর আইন প্রণয়নের জন্য এটি অন্যের হাতে ছেড়ে দেবে।

বিচারপতি মুখার্জিয়া - আইন প্রণয়ন ক্ষমতার প্রতিনিধিদলের সাংবিধানিকতার বিষয়ে, ভারতীয় আইনসভা সর্বশক্তিমান ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মতো একই অবস্থানে থাকতে পারে না এবং ভারতে প্রতিনিধিত্ব কতদূর অনুমোদিত তা স্পষ্ট বিধান থেকে নির্মাণের বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করতে হবে। ভারতীয় সংবিধান। এটা বলা যাবে না যে প্রতিনিধিত্বের সীমাহীন অধিকার আইন প্রণয়নের ক্ষমতার মধ্যেই অন্তর্নিহিত। এটি সংবিধানের বিধান দ্বারা নিশ্চিত নয় এবং প্রতিনিধিত্বের বৈধতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এটিকে একটি আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা হিসাবে ব্যবহার করার উপর যা আইনসভা তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা কার্যকরভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বলে মনে করে। আইনসভাকে অবশ্যই তার নিজের হাতে প্রয়োজনীয় আইনী কার্যাবলী বজায় রাখতে হবে যা আইন প্রণয়ন নীতি ঘোষণা এবং মানদণ্ড নির্ধারণ করে যা আইনের শাসনে প্রণীত হবে এবং যা অর্পণ করা যেতে পারে তা হল অধস্তন আইনের কাজ যা তার প্রকৃতি দ্বারা এটি আইনের আনুষঙ্গিক যা এটি তৈরি করার ক্ষমতা অর্পণ করে। আইন প্রণয়ন নীতি যথেষ্ট স্পষ্টতার সাথে বর্ণনা করা হলে বা একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা হলে, আদালতের সেই বিচক্ষণতার সাথে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় যা নিঃসন্দেহে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রতিনিধিত্বের পরিমাণ নির্ধারণে আইনসভার উপর নির্ভর করে।

বিচারপতি দাস -(i) ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদ বা সংস্থার তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত আইনী ক্ষমতার অ-অর্পণের নীতিটি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি আইন দ্বারা গঠিত আইনসভায় কোন প্রয়োগ নেই; (ii) অবস্থার এমনকি বর্তমান জটিলতার মধ্যেও যেটির সাথে সরকারগুলিকে মোকাবেলা করতে হবে, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা প্রয়োজনীয় এবং আনুষঙ্গিক এবং এটির একটি উপাদান অংশ; (iii) অর্পিত ক্ষমতার অধীনে সম্পাদিত আইনের ক্রিয়াকলাপ সরাসরি এবং অবিলম্বে আইনের অধীনে এবং যার দ্বারা ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল এবং এর কার্যকারিতা সেই পূর্ববর্তী আইনের সাথে উল্লেখযোগ্য; (iv) যদি আইনসভা যা করে তা হল ইতিবাচক শব্দের সাধারণ সুযোগের মধ্যে আইন প্রণয়ন যা ক্ষমতা দেয় এবং যদি তা লঙ্ঘন না করে যে শর্ত বা বিধিনিষেধের দ্বারা সেই ক্ষমতা সীমিত, তাহলে আদালতের পক্ষে সেই শর্ত বা নিষেধাজ্ঞাগুলিকে গঠনমূলকভাবে বাড়ানো বা আরও অনুসন্ধান

করা নয়; (v) যখন আইনসভা তার নির্ধারিত ক্ষেত্রের মধ্যে কাজ করছে, তখন এখানে বলা ব্যতীত, তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণ করার ক্ষমতার কোন মাত্রা বা সীমা নেই, এটি আইনসভার জন্য এটি নির্ধারণ করতে হবে যে এটি কতদূর চাওয়া উচিত। অধীনস্থ সংস্থাগুলির সাহায্য এবং কতদিন এটি তাদের অব্যাহত রাখবে এবং আইনসভার প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতার কোন সীমা নির্ধারণ করা আদালতের জন্য নয়; (vi) অর্পণ করার ক্ষমতা যদিও সেই যোগ্যতার সাপেক্ষে যে বিধানসভা নিজেকে ত্যাগ করতে পারে না বা বিলুপ্ত করতে পারে না, অর্থাৎ, এটি তার নিজস্ব ক্ষমতা অক্ষত না রেখে, নিজের ক্ষমতার সাথে একটি নতুন আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তৈরি করতে পারে না। বা আইন দ্বারা অনুমোদিত যা এটি তার নিজস্ব অস্তিত্ব ঋণী। (vii) কুইন বনাম বুরাহ-তে সিদ্ধান্তের অর্থের মধ্যে শর্তসাপেক্ষ আইন প্রণয়নের উদাহরণ হিসাবে বাতিল করা আইনগুলিকে সমর্থন করা যেতে পারে।

বিচারপতি বোস ভারতীয় পার্লামেন্ট রানী বনাম বুরাহ-এর আদলে আইন প্রণয়ন করতে পারে, অর্থাৎ, এটি সেই সময়ে বিদ্যমান বা হতে পারে এমন আইনের প্রবর্তন বা প্রয়োগ অন্য ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে ছেড়ে দিতে পারে। ভারতের যেকোনো অংশ যা সংসদের আইন প্রণয়ন নিয়ন্ত্রণের অধীন, সেই আইনগুলি সংসদ দ্বারা প্রণীত হোক বা সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি রাজ্য আইনসভা দ্বারা। কিন্তু এ ধরনের প্রতিনিধি দল এর বাইরে যেতে পারে না; এটি প্রয়োজনীয় বিশদ আইন বাতিল বা পরিবর্তনের জন্য প্রসারিত হতে পারে না যা ইতিমধ্যেই প্রশ্নবিদ্ধ এলাকায় বলবৎ রয়েছে।

বিশেষ এখতিয়ার: ১৯৫১ সালের বিশেষ রেফারেন্স নং ১। রাষ্ট্রপতির দ্বারা এই বিশেষ রেফারেন্সের জন্য যে পরিস্থিতিতে এবং উল্লেখ করা প্রশ্নগুলি ৭ই জানুয়ারী, ১৯৫১ তারিখের রেফারেন্সের সম্পূর্ণ পাঠ থেকে প্রদর্শিত হয়, যা নীচে পুনরুত্পাদন করা হয়েছে:-

"যেহেতু ১৮১২ সালে ভারতের গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতায় অভিনয় করে দিল্লি আইন আইন, ১৮১২ প্রণয়ন করেছিলেন, যার ধারাটি দিল্লি প্রদেশে প্রসারিত করার জন্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করেছিল (অর্থাৎ ,' বর্তমান দিল্লি রাজ্য) বা এর যে কোনও অংশ, এই জাতীয় বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তন সহ উপযুক্ত বলে মনে

করা হয়েছে, এই জাতীয় বিজ্ঞপ্তির তারিখে ব্রিটিশ ভারতের যে কোনও অংশে কার্যকর ছিল এমন কোনও আইন;

"এবং যেহেতু ১৯৪৭ সালে ডোমিনিয়ন আইনসভা আজমির-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭ প্রণয়ন করেছিল, যার ধারা ২ আজমির মেরওয়ারা প্রদেশে প্রসারিত করার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করেছিল (অর্থাৎ, বর্তমান আজমীর রাজ্য), এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনের সাথে এটি উপযুক্ত মনে করে, যেকোনো এই ধরনের প্রজ্ঞাপনের তারিখে অন্য কোনো প্রদেশে কার্যকর ছিল এমন আইন;

"এবং যেহেতু, উল্লিখিত আইনগুলির উল্লিখিত ধারাগুলি দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার ভিত্তিতে, কেন্দ্রীয় সরকার সময়ে সময়ে প্রদেশের গভর্নরদের প্রদেশগুলিতে কার্যকর বেশ কয়েকটি আইন দিল্লি এবং প্রদেশে প্রসারিত করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল৷ আজমির-মেরওয়ারার, কখনও কখনও সঙ্গে এবং কখনও কখনও, এবং কখনও কখনও সীমাবদ্ধতা এবং পরিবর্তন ছাড়াই, এবং আইনগুলি তাই বর্ধিত করা হয়েছে এবং এই ধরনের আইনের অধীনে জারি করা আদেশ, বিধি, উপ-আইন এবং অন্যান্য উপকরণগুলিকে বলবৎ আইন হিসাবে গণ্য করা হয়েছে প্রদেশ (বর্তমানে দিল্লি রাজ্য এবং আজমের-মেরওয়ারা প্রদেশে (বর্তমানে আজমের রাজ্য), যেমনটি হতে পারে, এবং অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধাগুলি তৈরি করা হয়েছে, বাধ্যবাধকতা এবং দায়বদ্ধতা করা হয়েছে এবং জরিমানা, বাজেয়াপ্ত করা এবং শাস্তি দেওয়া হয়েছে এই ধরনের আইন এবং উপকরণের অধীনে খরচ বা আরোপিত;

"এবং যেখানে সংসদ কুর্গ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ব্যতীত সমস্ত অংশ সি রাজ্যের ক্ষেত্রে আইনের সম্প্রসারণের জন্য একটি অভিন্ন বিধান তৈরি করার উদ্দেশ্যের সাথে পার্ট সি রাজ্য (আইন) আইন, ১৯৫০ প্রণয়ন করেছে, যার ধারা ২ আসে যে কোনো পার্ট সি রাজ্যে (কুর্গ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ব্যতীত) বা এই জাতীয় রাজ্যের যে কোনো অংশে প্রসারিত করার জন্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতা, এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনগুলি যেটা উপযুক্ত মনে করে, যে কোনো আইন যা বলবৎ আছে। প্রজ্ঞাপনের তারিখে একটি অংশ 'এ' রাজ্য এবং আপাতত প্রযোজ্য যে কোনো সংশ্লিষ্ট আইন (একটি কেন্দ্রীয়

আইন ব্যতীত) বাতিল বা সংশোধনের জন্য বর্ধিত কোনো আইনে বিধান করার ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদান করে। সেই অংশ সি রাজ্যে;

"এবং যেহেতু পার্ট সি স্টেটস (আইন) আইন, ১৯৫০ এর ধারা ৪ দিল্লি আইন আইন, ১৯১২ এবং আজমের-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ৭ বাতিল করেছে, কিন্তু বিধানগুলির প্রভাব উল্লিখিত ধারাটি হল, উল্লিখিত রহিত হওয়া সত্ত্বেও, অব্যাহত রাখার জন্য, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইনগুলি দিল্লি এবং আজমির-মেরওয়ারা প্রদেশগুলিতে বা দিল্লি এবং আজমের রাজ্যগুলিতে উল্লিখিত ধারা দ্বারা বাতিল করা বিধানগুলির অধীনে প্রসারিত;

"এবং যখন কেন্দ্রীয় সরকার পার্ট 'সি' রাজ্য (আইন) আইন, ১৯৫০-এর ধারা ২ এর অধীনে সময়ে সময়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, পার্ট 'এ' রাজ্যে কার্যকর আইনগুলিকে বিভিন্ন অংশ 'সি' রাজ্যগুলিতে প্রসারিত করেছে, কখনও কখনও সহ এবং কখনও কখনও ছাড়া, সীমাবদ্ধতা এবং পরিবর্তন;

"এবং যেখানে ভারতের ফেডারেল কোর্ট ল্যাটিন্দ্র নাথ গুপ্ত বনাম বিহার প্রদেশে (১) সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা অনুষ্ঠিত যে বিহার মেইনটেন্যান্স অফ পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট, ১৯৪৭-এর ধারা ১-এর উপ-ধারা (৩) এর বিধানটি বিহার আইনসভার "ক্ষমতা বহির্ভূত" ছিল এই কারণে যে উল্লিখিত বিধানটি প্রাদেশিক সরকারকে একটি আইন সংশোধন করার ক্ষমতা প্রদান করেছিল। প্রাদেশিক আইনসভা এবং এইভাবে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার একটি প্রতিনিধি দল;

"এবং যেহেতু ফেডারেল আদালতের উল্লিখিত সিদ্ধান্তের ফলে, দিল্লি আইন আইন, ১৯১২ এর ধারা ৭, আজমির-মারওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭ এর ধারা ২ এবং ধারার বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। পার্ট সি স্টেটস (আইন) অ্যাক্ট, ১৯৫০ এর ২ এবং আইনগুলির ২ প্রদেশগুলি যথাক্রমে দিল্লি এবং আজমির-মেরওয়ারা প্রদেশগুলিতে প্রসারিত এবং উল্লিখিত

(১) [১৯৪৯] এফ. সি. আর. ৫৯৫।

ধারাগুলির অধীনে বিভিন্ন পার্ট সি রাজ্যগুলি এবং এই আইনের অধীনে জারি করা আদেশ এবং অন্যান্য উপকরণগুলির সম্প্রসারিত :

"এবং যেহেতু দিল্লি আইন আইন, ১৯১২-এর ধারা ৭, এবং আজমির-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭-এর ২-এর ধারা ২ এবং উল্লিখিতদের দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রসারিত আইনগুলির বৈধতা বর্তমানে পাঞ্জাব হাইকোর্ট, আজমিরের বিচার বিভাগীয় কমিশনারের আদালত এবং দিল্লির জেলা আদালত এবং অধস্তন আদালতের সামনে বিচারাধীন কিছু ক্ষেত্রে ধারাটিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে;

"এবং যেহেতু, এখানে যা বলা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আইনের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছে এবং সেগুলি এমন প্রকৃতির এবং এমন জনগুরুত্বপূর্ণ যে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের মতামত নেওয়া উচিত। তার উপর;

"(১) দিল্লি আইন আইন, ১৯১২ এর ধারা ৭, বা এর কোন বিধান এবং কোন বিশেষ বা বিবরণে .অথবা উল্লিখিত আইনটি পাশ করা আইনসভার সাথে কতটা ক্ষতিকর?

"(২) আজমের-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭, বা এর কোন বিধান কি এবং কোন বিশেষ বা বিবরণে বা কতটা অতিমাত্রায় আইনসভার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল যা উক্ত আইনটি পাশ করেছে?

"(৩) পার্ট সি স্টেটস (আইন) আইন, ১৯৫০ এর ধারা ২ বা এর যে কোন বিধান এবং কোন বিশেষ বা বিবরণে বা কতটুকু অতিমাত্রায় সংসদকে সীমাবদ্ধ করে?"

১৯৫১ সালের ৯, ১০, ১১, ১২, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭ ও ৩০ এপ্রিল যুক্তিতর্ক শুনানি হয়।

এম.সি. সেটালভাদ, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য অ্যাটর্নি-জেনারেল (জি. এন. জোশি, তার সাথে)।

সি. কে. দফতরি, বোম্বে-এর অ্যাডভোকেট-জেনারেল (জি. এন জোশি , তার সাথে) বোম্বে রাজ্যের হয়ে।

আর. গণপতি লিয়ার, মাদ্রাজ রাজ্যের জন্য।

এম এল সাক্সেনা, উত্তর প্রদেশ রাজ্যের জন্য।

এ.আর. সোমনাথ আইয়ার, মহীশূরের অ্যাডভোকেট-জেনারেল (আর. গণপতি আইয়ার, তাঁর সাথে) মহীশূর রাজ্যের জন্য।

পি.এস. নিরাপদ, ক্যাপ্টেন দীপ চাঁদের জন্য।

এন.এস. বিন্দ্রা, পন্ডিত অমরনাথ ভরদ্বাজ।

এম.এম. ঘরাখান, আজমির-ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিমিটেডের জন্য

এন.সি. চ্যাটার্জি, (জি. সি. মাথুর, বসন্ত চন্দ্র ঘোষ, এবং তিলক রাজ ভাসিন, তাঁর সাথে), মেইডেন হোটেলের জন্য।

জেসারাম বনসিং, রুংলাল নাসিরাবাদের হয়ে।

আজমির মিউনিসিপ্যাল কমিটির জন্য জ্যোতি সরুপ গুপ্ত এবং কে বি আস্থানা।

দীন দয়াল কাপুর, শ্রী মুন্সিলাল এবং অন্য দুজনের জন্য।

১৯৫১, মে ২৩. নিম্নলিখিত রায় প্রদান করা হয়.

প্রধান বিচারপতি কানিয়া - এটি সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদের অধীনে ভারতের রাষ্ট্রপতির দ্বারা তৈরি একটি রেফারেন্স যা তার বিবেচনা এবং প্রতিবেদনের জন্য জমা দেওয়া তিনটি প্রশ্নে আদালতের মতামত জিজ্ঞাসা করেছে। তিনটি প্রশ্ন নিম্নরূপ:-

"(১) দিল্লি আইন আইন, ১৯১২-এর ধারা ৭ বা এর যে কোনও বিধান ছিল এবং কোন বিশেষ বা বিবরণে বা কী পরিমাণে এই আইনটি পাশ করা আইনসভাকে অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ করে?"।

প্রশ্নে উল্লিখিত দিল্লি আইন আইনের ধারা ৭ নিম্নরূপ চলে:-

"প্রাদেশিক সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, দিল্লি প্রদেশ বা তার যে কোনো অংশের জন্য উপযুক্ত মনে করে এমন বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনের সাথে প্রসারিত করতে পারে, যে কোনো আইন যা ব্রিটিশ ভারতের কোনো অংশে বলবৎ আছে বিজ্ঞপ্তি।"

"(২) আজমের-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭, বা এর যেকোনও বিধান কি এবং কোন বিশেষ বা বিবরণে বা কতটা অতিমাত্রায় আইনসভার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল যা উক্ত আইনটি পাস করেছে?"

আজমির-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ২, নিম্নরূপ চলে:-

"আজমের-মেরওয়ারায় আইনের সম্প্রসারণ।—কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, আজমের-মেরওয়ারা প্রদেশে এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনের সাথে প্রসারিত করতে পারে যেটি অন্য কোনো প্রদেশে বলবৎ যে কোনো আইনের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করে। এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির তারিখ।"

"(৩) পার্ট সি স্টেটস (আইন) অ্যাক্ট, ১৯৫০ এর ধারা ২ কি বা এর কোন বিধান এবং কোন বিশেষ বা বিবরণে বা কোন পরিমাণে সংসদকে "ক্ষমতা বহির্ভূত" করে?"

পার্ট সি স্টেটস (আইন) আইন, ১৯৫০ এর ধারা ২, নিম্নরূপ চলে:-

"নির্দিষ্ট অংশ সি রাজ্যগুলিতে আইন প্রসারিত করার ক্ষমতা।-- কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, যে কোনও অংশ সি রাজ্যে (কুর্গ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ব্যতীত) বা এই জাতীয় রাজ্যের যে কোনও অংশে প্রসারিত করতে পারে, এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনের সাথে যা এটি উপযুক্ত মনে করে, যে কোনো আইন যা একটি অংশ 'এ' রাজ্যে প্রজ্ঞাপনের তারিখে বলবৎ থাকে এবং বিধান যে কোনো আইনে করা যেতে পারে যাতে কোনো সংশ্লিষ্ট আইনের রদ বা সংশোধনের জন্য বর্ধিত হয় (একটি ছাড়া কেন্দ্রীয় আইন) যা আপাতত সেই অংশ সি রাজ্যের জন্য প্রযোজ্য।"

তিনটি প্রশ্নে উল্লিখিত তিনটি ধারা সবই আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণ হিসাবে বর্ণনা করা এবং তিনটি বিশেষ আইন হল ভারতের সাংবিধানিক বিকাশের তিনটি প্রধান পর্যায়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার জন্য নির্বাচিত। প্রথমটি ভারত সরকার আইন, ১৯১৫ এর পূর্বের সময়কালে ভারতীয় আইনসভার আইনী ক্ষমতাগুলিকে কভার করে। দ্বিতীয়টি ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন দ্বারা সংশোধিত ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর পরে এর আইন প্রণয়ন ক্ষমতার ক্ষেত্রে। সর্বশেষটি হল ১৯৫০ সালের বর্তমান সংবিধানের অধীনে ভারতীয় সংসদের ক্ষমতার বিষয়ে। তাই সেই সময়ে ভারতীয় আইনসভার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। তিনটি সময়কাল। অপ্রয়োজনীয় বিবরণে না গিয়ে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানার বাইরে থাকবে না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম ভারতে একটি বাণিজ্য কোম্পানি হিসেবে তার কার্যক্রম শুরু করে এবং ধীরে ধীরে রাজনৈতিক প্রভাব অর্জন করে। ইংল্যান্ডের ক্রাউন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে আসা এলাকার ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ হয়ে ওঠে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট অফ ১৮৬১, ধারা ২২, গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলকে, অতিরিক্ত মনোনীত সদস্যদের সাথে, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়। তাই সাংবিধানিক অবস্থান ছিল যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ছিল সার্বভৌম সংস্থা যা ভারতীয় কাউন্সিল আইন পাস করে। এটি গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলকে তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতার ক্ষমতার ক্ষমতা দিয়েছিল যে ক্রাউনের শাসনের অধীনে ভারতের অঞ্চলগুলির উপর আইন তৈরি করতে পারে। ইংরেজ সংবিধানের অধীনে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সহ রাজা এবং সংসদের দুটি কক্ষই সর্বোচ্চ এবং এর সার্বভৌমত্বকে কোথাও চ্যালেঞ্জ করা যায় না। এর ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব সংজ্ঞায়িত বা সীমাবদ্ধ করার জন্য এটির কোন লিখিত সনদ নেই। এর ক্ষমতাগুলি কনভেনশনের ফলাফল কিন্তু এখন সম্পূর্ণরূপে পরম, অনিয়ন্ত্রিত এবং নিরবচ্ছিন্ন হিসাবে স্বীকৃত। স্যার সিসিল কার তার ইংরেজি প্রশাসনিক আইনের বইয়ের ১৫ পৃষ্ঠায় পর্যবেক্ষণ করেছেন: "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের সংবিধানের মধ্যে আরও একটি মৌলিক পার্থক্য হল কুখ্যাত সত্য যে ব্রিটেনকে সংবিধান লিখতে হবে, এমন কোনও মৌলিক আইন নেই যা সবার জন্য স্পর্শকাতর হিসাবে কাজ করে। অন্যান্য আইন এবং যা কিছু বিশেষভাবে গম্ভীর এবং বিস্তৃত প্রক্রিয়া দ্বারা পরিবর্তন করা যাবে না বিচারিক ব্যাখ্যার সাধারণ সীমা এমনকি ম্যাগনা কার্টাও লঙ্ঘন করা হয় না.....ইংরেজি সংবিধানের কার্যকরী গোপনীয়তা ছিল নির্বাহী ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার ঘনিষ্ঠ মিলন এবং প্রায় সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ।

অন্য কথায় মন্ত্রিপরিষদের ব্যবস্থায় সরকার নির্বাহী কর্তৃপক্ষ আইনসভা এবং দেশে প্রভাবশালী দলের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয়:"

ইংল্যান্ডের হালসবারির আইনে, ভলিউম। VI, ৪২৯ অনুচ্ছেদে আরও বলা হয়েছে যে এই কারণে এমন কোনও আইন নেই যা সংসদে রাজা সংবিধানের সাথে সম্পর্কিত হোক বা অন্যথায় প্রণয়ন বা বাতিল করতে পারবেন না; কোন বিশেষ আইন প্রণয়ন আইন সংসদের সাংবিধানিক ক্ষমতার মধ্যে আছে কি না এবং আইনগুলিকে প্রভাবিত করে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য একটি বিচার বিভাগীয় সংস্থার অস্তিত্বের জন্য যে রাজ্যগুলির সংবিধানগুলি একটি নির্দিষ্ট এবং কঠোরভাবে তৈরি করা হয়েছে এবং লিখিত নথিতে রয়েছে এমন কোনও প্রয়োজন নেই। সংবিধান নিজেই একই সহজে এবং সাধারণ আইনের মতো একই পদ্ধতির সাপেক্ষে প্রণীত হতে পারে৷ ইংল্যান্ডে, যখন অধস্তন সংস্থাগুলিতে ক্ষমতা প্রদানের ঘটনাগুলি ঘন ঘন হয়ে ওঠে এবং বৃহত্তর সুযোগ ধরে নেওয়া হয়, তখন সেই পদ্ধতির পরামর্শযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং একটি কমিটি মন্ত্রীর ক্ষমতার উপর, যা সাধারণত ডনফমোর কমিটি হিসাবে বর্ণনা করা হয় নিযুক্ত করা হয়েছিল। কমিটি কিছু সতর্কতা অবলম্বনের সুপারিশ করেছে অধস্তন সংস্থাগুলিতে এই জাতীয় ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রে সংসদ দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। ইংরেজদের স্বীকৃত মতবাদের কারণে এটা স্বাভাবিক সংবিধান যে সংসদ সর্বোচ্চ এবং নিরঙ্কুশ এবং কোন আইন তার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

এই ধরনের একটি আইন প্রণয়ন সংস্থা যা সর্বোচ্চ, এইভাবে কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই ধরনের সার্বভৌম সংস্থা কর্তৃক পাসকৃত আইনের ক্ষেত্রে "সাংবিধানিক" শব্দটি ব্যবহার করা অনুচিত। সাংবিধানিকতার প্রশ্ন তখনই উঠতে পারে যদি কিছু স্পর্শকাতর থাকে' যার দ্বারা প্রশ্নটি সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মতো সার্বভৌম সংস্থার সম্মান নেই স্পর্শ পাথর এগুলো সবই আইন এবং সংসদ কর্তৃক পাসকৃত আইনের মধ্যে সাংবিধানিক বা অন্যান্য আইন হিসেবে কোনো পার্থক্য নেই। এই ধরনের আইন একই সংস্থা দ্বারা অন্য যেকোনো আইনের মতোই সহজে পরিবর্তিত হয়। এর থেকে যা পাওয়া যায় তা হল, সংসদের কোনো আইনকে অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করার কোনো অধিকার কোনো আদালত বা কর্তৃপক্ষের নেই। এ, দিকেই 'স ল অফ দা কনস্টিটিউশন , ৯থ সংকরণ ফ্রান্সের সংবিধান বিবেচনা করে দেখা গেছে যে প্রজাতন্ত্রের অধীনে সর্বোচ্চ আইন প্রণয়ন ক্ষমতা দুটি চেম্বারের সাধারণ পার্লামেন্টে

ন্যস্ত ছিল না, কিন্তু চেম্বারের সমন্বয়ে গঠিত একটি জাতীয় পরিষদ বা কংগ্রেসে ন্যস্ত ছিল। ডেপুটি এবং সেনেট একসাথে বসা. ফ্রান্সের সংবিধান যা এই ক্ষেত্রে কন্টিনেন্টাল পলিটিগুলির মতোই ছিল ইংরেজি প্রতিষ্ঠানগুলির বিস্তৃতি বা নমনীয়তার সাথে তুলনা করে যে বৈশিষ্ট্যটি লেখক দ্বারা কঠোর হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। একটি নমনীয় সংবিধান ছিল যার অধীনে প্রতিটি বর্ণনার প্রতিটি আইন আইনতভাবে একই সহজে এবং একই পদ্ধতিতে এক এবং একই সংস্থা দ্বারা পরিবর্তন করা যেতে পারে। ব্রিটিশ সংবিধানের নমনীয়তা ক্রাউন এবং দুই কক্ষের অধিকারের মধ্যে রয়েছে যে কোনো আইন সংশোধন বা বাতিল করার। তারা একই পদ্ধতিতে সংশোধন বা বাতিল করতে পারে যেভাবে তারা একটি কোম্পানিকে একটি নতুন রেলপথ তৈরি করতে সক্ষম করে একটি আইন পাস করতে পারে। অক্সফোর্ড থেকে লন্ডন। অতএব, ইংল্যান্ডে আইনগুলিকে সাংবিধানিক বলা হয় কারণ তারা রাজ্যের মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রভাবিত করার প্রস্তাবিত বিষয়গুলিকে উল্লেখ করে এবং এই কারণে নয় যে সেগুলি অন্যান্য আইনের তুলনায় আইনগতভাবে আরও পবিত্র বা পরিবর্তন করা কঠিন। পরিস্থিতিতে "সাংবিধানিক আইন বা আইন" শব্দটি খুব কমই কোনো ইংরেজী আইনে প্রয়োগ করা হয় যাতে এর চরিত্রের একটি নির্দিষ্ট বিবরণ দেওয়া যায়। একটি অনমনীয় সংবিধানের অধীনে, "সাংবিধানিক" শব্দের অর্থ হল একটি নির্দিষ্ট আইন সংবিধানের অনুচ্ছেদের অন্তর্গত এবং আইনগতভাবে সাধারণ আইনের মতো একই সহজে এবং একই পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা যায় না, এবং এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই সংবিধান দ্বারা একটি নির্দিষ্ট আইন অনুমোদিত কিনা তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা আদালতকে দেওয়া হয় বৃটিশদের আইনের বিষয়ে কখনই উদ্ভূত হবে না সংসদ।

এর বিপরীতে, ভারতীয় কাউন্সিল আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সহ গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল ভিন্ন অবস্থানে দাঁড়িয়েছিলেন। এর সনদ ছিল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট। এর ক্ষমতা অগত্যা সংজ্ঞায়িত এবং সীমিত ছিল। সেই ক্ষমতা, আবার, যে কোন সময় প্রত্যাহার, পরিবর্তন এবং প্রসারিত বা আরও হ্রাস করা যেতে পারে। তদুপরি, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি আইন দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা হিসাবে, গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের কর্ম তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতার মধ্যে ছিল বা তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতার বাইরে ছিল কিনা তা সর্বদা আইনের আদালত দ্বারা উত্থাপিত এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সক্ষম ছিল কিনা। ডিসির 'স ল অফ দা সংবিধানের, ৯থ সংস্করণে, লেখক একটি সার্বভৌম আইনসভা এবং একটি অধস্তন আইন

প্রণয়নকারী সংস্থার অবস্থানকে আলাদা করেছেন। পার্থক্যটি এই সত্য থেকে টানা হয়েছে যে অধস্তন আইনসভাগুলির আইন প্রণয়নের সীমিত ক্ষমতা রয়েছে। পৃষ্ঠা ৯৯-এ, তিনি বিশেষভাবে ১৯১৫ সালের পূর্বে ব্রিটিশ ভারতের আইন পরিষদের অবস্থান বিবেচনা করেছেন এবং নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে:-"আইনগুলি ব্রিটিশ ভারতের জন্য আইন প্রণয়নের বিস্তৃত ক্ষমতাসম্পন্ন একটি আইন পরিষদ দ্বারা প্রণীত হয়। এই কাউন্সিল, বা, যেমনটি প্রযুক্তিগতভাবে প্রকাশ করা হয়, 'গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল', আইন পাস করতে পারে যতটা গুরুত্বপূর্ণ বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক পাশকৃত কোন আইন কিন্তু আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কাউন্সিলের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে অধীনস্থ এবং লন্ডন ও নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে কোম্পানির ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল উপবিধি... এখন লক্ষ্য করুন, এই আইনের অধীনে ভারতীয় কাউন্সিল কঠোর অর্থে একটি অ-সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা, এবং এই স্বাধীনভাবে কাউন্সিলের গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক প্রণীত আইন বা প্রবিধান বাতিল বা অননুমোদিত হতে পারে। ক্রাউন দ্বারা; এবং উল্লেখ্য যে কাউন্সিলের অবস্থান আইন প্রণয়নের সমস্ত চিহ্ন বা নোট প্রদর্শন করে (১) কাউন্সিল বহু সংখ্যক নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ যা ভারতীয় আইনসভা দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না এবং যা পরিবর্তন করা যায়। ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের উচ্চতর ক্ষমতা দ্বারা। (২) যে আইনগুলি থেকে কাউন্সিল তার কর্তৃত্ব লাভ করে, সেগুলি কাউন্সিল দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না এবং .....এগুলি আইন বা প্রবিধানের সাথে চিহ্নিত বিপরীতে দাঁড়ায় যা কাউন্সিল প্রণয়নের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এই মৌলিক বিধিগুলি অবশ্যই রয়েছে যোগ করা আবশ্যক, সঙ্গে বিষয়ের উপর নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা একটি সংখ্যা যে বিষয়ে কাউন্সিল আইন প্রণয়ন করতে পারে... (৩) ভারতের আদালত....., যখন উপলক্ষ দেখা দেয়, তখন ভারতীয় কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত আইনের বৈধতা বা সাংবিধানিকতার বিষয়ে উচ্চারণ করতে পারে।" তাই স্পষ্ট যে ১৮৬১ এবং ১৯১৫ পর্যন্ত ভারতীয় আইনসভা একটি অধীনস্থ আইনসভা ছিল এবং একটি সার্বভৌম আইনসভা নয়।

এই পর্যায়ে এটি আবার লক্ষ্য করা যেতে পারে যে সরকার একক ছিল, ফেডারেল নয়। কেন্দ্র এবং বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার কোনো বণ্টন ছিল না। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা উচিত যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যখন সর্বোচ্চ ছিল, তখন এর নির্বাহী সরকার ক্ষমতায় এসেছিল এবং এতদিন ক্ষমতায় ছিল যতক্ষণ না পার্লামেন্ট এটিকে টিকে থাকতে দেয় এবং সংসদ নিজেই ভেঙ্গে যায় নি। ফলাফল হল যে কার্যনির্বাহী সরকার ছিল

আইনসভার একটি অংশ এবং আইনসভা নির্বাহী বিভাগের কাজগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত৷ প্রকৃতপক্ষে, আইনসভা এইভাবে সর্বোচ্চ ছিল এবং কার্যকরভাবে একটি অবস্থানে ছিল৷ নির্বাহী সরকারের কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য। উল্টো না হলে ভারতে অবস্থান ছিল একেবারেই ভিন্ন। গভর্নর-জেনারেলকে ক্রাউন দ্বারা নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং এমনকি ১৯১৫ সালের ভারত সরকার আইনের আগে আইন প্রণয়নকারী সংস্থাটি সংখ্যায় সম্প্রসারণের পরেও, এটি নির্বাহী বিভাগের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ১৯১৫ সালের ভারত সরকার আইনের পূর্বে ভারতীয় আইনসভার কার্যকারিতা সম্পর্কে রাজ্য সচিবের নিয়ন্ত্রণ ন্যায্য ছিল এই ভিত্তিতে যে প্রাদেশিক আইনসভাগুলি শুধুমাত্র আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কার্যনির্বাহী সরকারের একটি পরিবর্ধন ছিল এবং আর ছিল না। ক্ষমতার কোনো আভাস ছাড়াই নিছক উপদেষ্টা সংস্থার চেয়ে। ভারতের কার্যনির্বাহী সরকার ভারতীয় আইনসভার প্রতি দায়বদ্ধ ছিল না এবং ভারতীয় আইনসভার গঠন এমন ছিল যে নির্বাহী কর্মকর্তারা একত্রে মনোনীত সদস্যরা আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। এর ফল হল যে আইন পরিষদ কার্যত ভারতের নির্বাহী সরকারের একটি প্রাণী ছিল এবং এর কার্যাবলী কার্যত কার্যত নির্বাহী সরকারের ডিক্রি অনুচ্ছেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। "ভারতে আদালত এবং আইনসভা কর্তৃপক্ষ" এর বক্তৃতায় মিঃ কাওয়েলের মতে, আইন পরিষদে প্রণীত আইনগুলিকে বাস্তবে সরকারের আদেশ হিসাবে বর্ণনা করা ভুল হবে না। গভর্নর-জেনারেল কাউন্সিল কর্তৃক পাস করা প্রতিটি বিল একটি আইনে পরিণত হওয়ার জন্য তার সম্মতির প্রয়োজন ছিল। ১৮৯২ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলকে ক্ষমতা দেয়, কাউন্সিল ইন স্টেট সেক্রেটারি এর অনুমোদনের সাথে, শর্তাবলী অনুযায়ী প্রবিধান তৈরি করতে। যা অতিরিক্ত সদস্যদের মনোনয়ন দিতে হবে। 'নির্বাচন' শব্দটি সাবধানে এড়িয়ে গেছে। কাউন্সিলগুলিতে একটি শক্তিশালী অফিসিয়াল ব্লকের অস্তিত্ব ছিল এই আইনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় সংবিধানের একজন লেখক যেমন লক্ষ্য করেছেন, সরকার আইনসভায় অফিসিয়াল সদস্যদের আচরণের উপর কঠোর এবং নিবিড় নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে এবং যেমন তারা খুশি তাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি। সরকারের অনুমোদন ছাড়াই তাদের কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার বা (কিছু কাউন্সিলে) বিতর্কে হস্তক্ষেপ করার প্রত্যাশিত ছিল না। তাদের প্রধান কাজটি ছিল সরকারের সাথে ভোট দেওয়ার জন্য ভোট দেওয়া। বেসরকারী বক্তারা যতই বাকপটু কথা বলুক এবং তাদের যুক্তি যতই যুক্তিযুক্ত এবং ওজনদার হোক না কেন, যখন ভোটের সময় এল তখন নীরব সরকারী ফ্ল্যাঙ্কগুলি এগিয়ে এসে তাদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেয়। এই সমস্ত কারণগুলি

কাউন্সিলের কার্যধারার অবাস্তবতার জন্য অবদান রাখে কারণ নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা কম ছিল এবং সমস্যাটি প্রায়শই আগে থেকেই জানা ছিল। ১৯০৮ সালের ডিসেম্বরে হাউস অফ লর্ডসে যে বিলটির ফলস্বরূপ ১৯০৯ সালের ভারত সরকার আইনে বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল, লর্ড মোর্লে, ভারতের তৎকালীন সেক্রেটারি অফ স্টেট, ঘোষণা করেছিলেন: "আমি যদি ভারতে একটি সংসদীয় ব্যবস্থা স্থাপনের চেষ্টা করতাম, অথবা যদি বলা যায় যে বিধির এই অধ্যায়টি ভারতে একটি সংসদীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষভাবে বা অপরিহার্যভাবে পরিচালিত হয়েছিল। আমি এক জন্য হবে এর সাথে কিছুই করার নেই.....একটি সংসদীয় ব্যবস্থা মোটেই সেই লক্ষ্য নয় যা আমি এক মুহূর্তের জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে চাই।" ১৯১২, এটি ছিল:

গভর্নর-জেনারেল কাউন্সিলের সাধারণ সদস্য, প্রধান সেনাপতি এবং লেফটেন্যান্ট-গভর্নর

..৮

মনোনীত সদস্য যাদের মধ্যে ২৮ জনের বেশি হবে না তাদের অবশ্যই কর্মকর্তা হতে হবে

..৩৩

নির্বাচিত সদস্য .. ২৭

এবং

গভর্নর জেনারেল ..৬৯

কার্যনির্বাহী সরকার এইভাবে সর্বোচ্চ ছিল এবং আইনসভার আদেশ মানতে বা পালন করতে বাধ্য ছিল না। দৃষ্টান্ত যেখানে ফিনান্স বিলগুলি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং অন্যান্য বিলগুলি জনপ্রিয় অনুভূতি দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল এবং গভর্নর-জেনারেল কোন সিদ্ধান্তগুলি বাতিল করেছিলেন, তা সুপরিচিত। ভারতীয় আইনসভা এই বিষয়ে কিছু করার ক্ষমতাহীন ছিল। নির্বাহী সরকারের সম্মতি ব্যতীত কোনো বিলকে আইনে পরিণত করা যাবে না বা কোনো আইন সংশোধন বা রহিত করা যাবে না। আইনসভার একটি আইনের অধীনে পরবর্তীদের সম্মতির বিরুদ্ধে নির্বাহীকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রত্যাহার করার সম্ভাবনা তাই শূন্য ছিল। একবার এই ধরনের ক্ষমতা প্রদানকারী একটি আইন (যেমন দিল্লি আইন আইন) পাশ হয়ে গেলে, কার্যত ক্ষমতাটি

অপরিবর্তনীয়। আমার মতে, ভারতীয় আইনসভার ক্ষমতা এবং অবস্থানকে এর সর্বোচ্চ এবং কঠোর চরিত্রের সাথে তুলনা করা একেবারেই অনুচিত। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট।

প্রাদেশিক আইনসভা গঠনের মাধ্যমে ১৯১৫ সালের আইনের ফলে ভারতীয় আইনসভার আইনী ক্ষমতা পরিবর্তন করা হয়েছিল। আমি পরিবর্তনের বিশদ বিবরণে যাওয়ার প্রস্তাব দিই না, আদালতের মতামতের জন্য জমা দেওয়া প্রশ্নগুলির আলোচনার জন্য যে পরিমাণ সরাসরি উপাদান। ডায়ার্কি এইভাবে তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু ১৯১৫ সালের আইনের অধীনে কোন ফেডারেশন ছিল না। ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫-এর অধীনে, আইন প্রণয়ন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং প্রাদেশিক আইনসভার মধ্যে বন্টন করা হয়েছিল, প্রতিটিকে তালিকায় উল্লিখিত কিছু আইটেমের ক্ষেত্রে একচেটিয়া ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। সপ্তম তফসিলের। এবং ॥. তালিকা ।॥-তে এমন বিষয় রয়েছে যেগুলির উপর কেন্দ্র বা প্রদেশের কাছে আইন প্রণয়নের জন্য উন্মুক্ত ছিল এবং আইন প্রণয়নের অবশিষ্ট ক্ষমতা ১০৪ ধারা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। যদিও এই আইনটি এখনও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দ্বারা পাশ হয়েছিল এবং তাই ভারতীয় কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষমতাও যেহেতু প্রাদেশিক আইনসভাগুলি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিবর্তিত, সম্প্রসারিত বা সীমিত করতে সক্ষম ছিল ভারতীয় আইনসভা বা ভারতের জনগণের এই বিষয়ে কোনো কণ্ঠস্বর ছাড়াই। এমনকি এই আইনের অধীনে, কার্যনির্বাহী সরকার কেন্দ্রীয় আইনসভা বা প্রাদেশিক আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ ছিল না, যেমনটি হতে পারে। আমি এই দিকটির উপর জোর দিচ্ছি কারণ এটি দেখায় যে ইংল্যান্ডের সংবিধানের মতো আইন প্রণয়ন ও নির্বাহী ক্ষমতার কোনো সংমিশ্রণ ছিল না। ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ এর ফলাফল ছিল ভারতের জন্য কোনো আইন প্রণয়নের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব অপসারণ করা। ভারতীয় কেন্দ্রীয় আইনসভাকে ধর্মান্তরিত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল ।

ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ সংশোধন বা বাতিল করার ক্ষমতা সহ ভারতের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করার জন্য একটি গণপরিষদ গঠন করে, যা নতুন সংবিধান গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত দেশের সংবিধান ছিল। এমনকি এই পরিবর্তনের সাথে এটি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে কার্যনির্বাহী সরকার কেন্দ্রীয় আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ ছিল না। আসলে সংসদের নিয়ন্ত্রণ

অপসারণের সাথে সাথে এটি কারও কাছে দায়বদ্ধ হওয়া বন্ধ করে দেয়।

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী গৃহীত ভারতের সংবিধানের অধীনে, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সরকার মন্ত্রীদের পরামর্শে কাজ করার জন্য রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত। একটি সংসদ আইন প্রণয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত ক্ষমতা নিয়ে একটি সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাহী, আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগীয় সরকারের কার্যাবলী, যেগুলিকে নিষ্পত্তি করতে হবে, এইভাবে বিতরণ করা হয়েছিল কিন্তু এই সংস্থাগুলিকে ক্ষমতা প্রদানকারী ধারাগুলি এই সংস্থাগুলিতে স্পষ্টভাবে আইনী বা বিচারিক ক্ষমতা ন্যস্ত করে না। ভারতের সংবিধানের অধীনে, মন্ত্রীরা আইনসভাগুলির কাছে দায়বদ্ধ এবং সেই পরিমাণে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের স্কিমটি সংবিধানে গৃহীত হয়েছে৷ যদিও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বৈশিষ্ট্যটি ভারতীয় আইনসভাকে দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে পার্থক্যের প্রধান বিন্দু ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং ভারতীয় সংসদ রয়ে গেছে এবং তা হল যে ভারতীয় সংসদ হল ভারতের সংবিধানের সৃষ্টি এবং এর ক্ষমতা, অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং বাধ্যবাধকতাগুলি ভারতের সংবিধানের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদে খুঁজে পাওয়া উচিত। এটি একটি সার্বভৌম সংস্থা নয়, সীমাহীন ক্ষমতার সাথে অনিয়ন্ত্রিত। ভারতের সংবিধান ভারতীয় সংসদকে উপযুক্ত স্থানে নির্দিষ্ট করা বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করেছে এবং তফসিল, এবং কিছু অন্যান্য অনুচ্ছেদের অধীনে এবং বিশেষ করে মৌলিক অধিকারের সাথে সম্পর্কিত অধ্যায় III এ পাওয়া অনুচ্ছেদগুলির দ্বারা এর অধিকার ও ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছে। জরুরী পরিস্থিতিতে যেখানে ভারতের ইউনিয়নের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়, রাষ্ট্রপতিকে সংবিধান স্থগিত করার এবং সমস্ত আইন প্রণয়ন ক্ষমতা গ্রহণ করার জন্য প্রকাশ্য ক্ষমতা দেওয়া হয়। একইভাবে একটি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক যন্ত্র ভেঙ্গে যাওয়ার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতিকে অনুচ্ছেদ ২৫৭ এর অধীনে আইন প্রণয়ন এবং নির্বাহী উভয় ক্ষমতা গ্রহণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং অনুচ্ছেদে পাওয়া পরিমাণে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা ও নিয়ন্ত্রণের সাপেক্ষে, এর ক্ষমতার পরিধির মধ্যে এবং যে বিষয়গুলির উপর এটি আইন প্রণয়নের ক্ষমতাপ্রাপ্ত, আইনসভা সর্বোচ্চ এবং এর ক্ষমতা সম্পূর্ণ।

তিনটি প্রশ্নের অন্তর্নিহিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-আদালতের বিবেচনার জন্য দাখিল করা কি আইন প্রণয়ন ক্ষমতার প্রতিনিধি হিসাবে বর্ণনা করা হয় । আইন প্রণয়নকারী সংস্থা যা স্বৈরাচারীর মতো সার্বভৌম শাসকের কিছু করার ক্ষমতা আছে। এটি একজন শাসকের মতো হতে পারে, একটি স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত দ্বারা, একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্বাহ নির্দেশ করুন বা একটি নির্দিষ্ট সম্পত্তি হতে পারে রাষ্ট্র দ্বারা গৃহীত। এমন চরিত্রের একটি বাহ্যিক অনুশীলন করতে পারে এমন কাউকে মনোনীত করুন তার সব সিদ্ধান্ত নিতে । এই কারণ কোন কর্তৃত্ব বা অধিকার বা ক্ষমতা প্রশ্ন থাকতে পারে না। এর সমস্ত ক্ষমতা এবং করা সম্ভব ট্রাইব্যুনাল যা পারে তা করার কর্তৃপক্ষ।

বিরোধিতা রাষ্ট্রপতির পক্ষে অনুরোধ করা হয়েছে ভারত হল যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তার সাথে একটি শক্তি বহন করে যে কোনো ব্যক্তির কাছে প্রতিনিধিত্ব যা আইনসভা বেছে নিতে পারে নিয়োগ করা। সার্বভৌম বা অধস্তন কিনা, আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ তাই তার কার্য অর্পণ করতে পারে যদি প্রতিনিধি দল তিনটি পরীক্ষা দাঁড়াতে পারে. (১) এটি একটি হতে হবে একটি বিষয় বা বিষয়ে প্রতিনিধি দল যা সত্তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতার সুযোগের মধ্যে প্রতিনিধিদল তৈরি করে। (২) অর্পণের ক্ষমতা যন্ত্র দ্বারা নেতিবাচক হয় না যা দ্বারা আইন বডি তৈরি বা প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং (৩) এটা করে একই থাকা অন্য আইনসভা সংস্থা তৈরি করবেন না ক্ষমতা এবং একই ফাংশন ডিসচার্জ যা এটি নিজেই আছে, যদি এই ধরনের একটি সত্তার সৃষ্টি নিষিদ্ধ করা হয় যন্ত্র দ্বারা যা আইন প্রণয়ন করে শরীর নিজেই। অনুরোধ করা হয়েছিল যে একটি আইন-এর ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মতো লিখিত সংবিধান কোন ইতিবাচক সীমাবদ্ধতা বা নেতিবাচক হতে পারে না- প্রতিনিধি দলের বিরুদ্ধে সক্রিয় নিষেধাজ্ঞা এবং তাই অর্পণ ক্ষমতা সম্পূর্ণ পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় আইন প্রণয়নের ক্ষমতার মধ্যে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নিজেকে মুছে ফেলতে পারে বা এমনকি ত্যাগ করতে পারে কারণ এটি একটি আছে পরের দিন রহিত বা বাতিল আইন পাস করার ক্ষমতা আগের দিনের আইন। যখন ব্রিটিশরা পার্লামেন্ট ভারতে আইন প্রণয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইন দ্বারা কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া আইনসভা তাই প্রতিষ্ঠিত, যদিও ক অধস্তন বোধ, কারণ তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইনের উপর এবং যা অস্তিত্বের অবসান ঘটানো যেতে পারে বা আরও ফেট-ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি আইন দ্বারা অনুমোদিত, তা সত্ত্বেও এর পূর্ণ ক্ষমতার সাথে সর্বোচ্চ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মতো একই

প্রকৃতি, তাদের নিজ নিজ আইনের মধ্যে বিষয় এবং বিষয়-কর্তৃত্ব প্রতিনিধিদলের ক্ষমতা যেমন আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত, এই আইন প্রণয়ন সংস্থাগুলি উপরে উল্লিখিত তিনটি সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, তাদের পালাক্রমে অর্পণ করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। এই আইন প্রণয়ন সংস্থাগুলি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এজেন্ট ছিল না। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এজেন্ট বা ডেলিগেট না হয়েও, মতবাদের প্রতিনিধি "ডেলিগেটাস পোটেস্টাস নন পোটেস্ট ডেলিগার" তাদের ক্রিয়াকলাপে প্রয়োগ করতে পারে না এবং যদি এই আইনসভাগুলি অন্য কোনও কর্তৃপক্ষকে নিয়ম বা প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করে, বা তাদের দ্বারা প্রণীত আইন প্রয়োগ করার জন্য নির্বাহী সরকারকে ক্ষমতা দেয়। অন্যান্য আইনসভাগুলি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে এবং বিধিনিষেধ বা পরিবর্তন সহ বা ছাড়াই, আইনসভাগুলি তা করতে পুরোপুরি সক্ষম। ইংল্যান্ড এবং ভারত এবং অন্যান্য ডোমিনিয়নে আইন প্রণয়নের ইতিহাস এই বিতর্ককে সমর্থন করে। এটি একটি আইন প্রথা হিসাবে স্বীকৃত এবং এটি অধিরাজ্যের আইনসভা এবং ভারতে পাস করা বেশ কয়েকটি আইনে দেখা যায়। এই ধরনের আইন প্রণয়ন কার্যাবলী প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিভাগীয় কমিটি দ্বারা কয়েক বছর ধরে স্বীকৃত হয়েছে এবং এটি খুব বেশি। এই ধরনের প্রতিনিধি দলের বৈধতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেরী. সবশেষে দাবি করা হয়েছিল যে যতীন্দ্র নাথ গুপ্ত বনাম বিহার প্রদেশে ফেডারেল আদালতের পর্যবেক্ষণ (১), এটি দেখানোর প্রবণতা যে প্রতিনিধি দল অনুমোদিত নয়, পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।

এই যুক্তিগুলো বিশদভাবে বিবেচনা করার আগে, আমি মনে করি "প্রতিনিধি" শব্দটি দ্বারা যা বোঝানো হয়েছে তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা অপরিহার্য। এই শব্দটি একই অর্থ সহ আলোচনায় বা এমনকি আদালতের কিছু সিদ্ধান্তেও ব্যবহৃত হয় না। যখন একটি আইন প্রণয়ন সংস্থা একটি আইন পাস করে তখন এটি তার আইনী কার্য সম্পাদন করে। এই ধরনের ফাংশনের অপরিহার্য বিষয়গুলি হল আইনী নীতি নির্ধারণ এবং আচরণের নিয়ম হিসাবে এর প্রণয়ন। এই অপরিহার্য বিষয়গুলি নিজেই একটি আইনসভার বৈশিষ্ট্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে প্রাপ্ত ক্ষমতার বিভাজনের নীতির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এই প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সংরক্ষিত হয়, যখন আইনসভা বাস্তবের মৌলিক সিদ্ধান্তগুলি নির্দিষ্ট করে, যার নিশ্চিতকরণের ভিত্তিতে, প্রাসঙ্গিক তথ্য থেকে, একটি মনোনীত প্রশাসনিক সংস্থা দ্বারা

(১) [১৯৪৯] এফ. সি. আর. ৫৯৫।

এটি নির্দেশ করে যে এর বিধিবদ্ধ আদেশ কার্যকর হবে। আইনসভা এইভাবে তার আইন তৈরি করেছে, এটি স্পষ্ট যে এটি কার্যকর করার এবং বহন করার জন্য প্রতিটি বিবরণ কার্যকরী এবং কার্যকরী আইনগুলি আইনসভা দ্বারা করা যেতে পারে বা অন্য অধস্তন সংস্থা বা কিছু নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। যদিও এটিকে কখনও কখনও আইনী ক্ষমতার অর্পণ হিসাবেও বর্ণনা করা হয়, সারমর্মে এটি আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণ থেকে আলাদা যার অর্থ আইন প্রণয়ন নীতি নির্ধারণ এবং আচরণের নিয়ম হিসাবে একই প্রণয়ন। আমি খুঁজে পেয়েছি যে শব্দটি আমি খুঁজে পেয়েছি যে "প্রতিনিধি" শব্দটি প্রায়শই এই মৌলিক পার্থক্যটি মাথায় না রেখেই ব্যবহৃত হয়। যদিও তথাকথিত প্রতিনিধি দল, যা বিধি ও প্রবিধান তৈরির ক্ষমতা দেয়, আইন প্রণয়ন নীতি নির্ধারণ এবং আচরণের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতার আনুষঙ্গিক হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে, অ্যাটর্নি-জেনারেল কর্তৃক উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি অধিকারের ক্ষেত্রে আইনসভার আইনসভার কার্যাবলি অর্পণ করা কঠোরভাবে তথাকথিত।

ভারতীয় আইনসভার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তার সাথে প্রতিনিধি দলের ক্ষমতা বহন করে, এই যুক্তির সমর্থনে অ্যাটর্নি-জেনারেল প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিভাগীয় কমিটির বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এবং কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছিলেন। প্রথমটি হল দ্য কুইন বনাম বুরাহ[1]। আইন ও প্রবিধান তৈরির জন্য ভারতের গভর্নর-জেনারেল কাউন্সিলের ১৮৬৯ সালের আইন XXII ছিল সাধারণ প্রবিধানের অধীনে প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার থেকে গারো পাহাড়কে অপসারণ করার জন্য একটি আইন। এবং ব্রিটিশ ভারতের যে কোনো আইনসভার দ্বারা পাসকৃত আইন এবং শর্ত থাকে যে "এর পরে গভর্নর-জেনারেল কাউন্সিল কর্তৃক আইন ও প্রবিধান তৈরির জন্য পাশ করা কোনো আইন উক্ত ভূখণ্ডের কোনো অংশে প্রসারিত বলে গণ্য হবে না যদি না সেখানে বিশেষভাবে নামকরণ করা হয়। " উক্ত অঞ্চলের মধ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারি বিচারের প্রশাসন লেফটেন্যান্ট-গভর্নর সময়ে সময়ে নিয়োগ করতে পারেন এমন অফিসারদের উপর ন্যস্ত ছিল। উক্ত আইনের ধারা ৮ এবং ৯ নিম্নরূপ প্রদান করা হয়েছে:-

(১) ৫ আই. এ ১৭৮.

"ধারা ৮. উল্লিখিত লেফটেন্যান্ট-গভর্নর সময়ে সময়ে, কলকাতা গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উল্লিখিত অঞ্চলে যে কোনও আইন, বা কোনও আইনের কোনও অংশ, এখন তাঁর সরকারের অধীন অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে বলবৎ, বা যা আইন ও প্রবিধান প্রণয়নের জন্য গভর্নর-জেনারেল বা উল্লিখিত লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কাউন্সিল দ্বারা অতঃপর বিধিবদ্ধ করা যেতে পারে এবং এই ধরনের বর্ধিতকরণ সরাসরি করতে পারে' যার দ্বারা প্রসারিত বিধানের ক্ষেত্রে দায়িত্বের কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে। বা সঞ্চালিত, এবং যে কোনো আদেশ যা তিনি এই ধরনের বিধান কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করবেন।"

"ধারা ৯. উল্লিখিত লেফটেন্যান্ট-গভর্নর সময়ে সময়ে, কলকাতা গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, এই আইনের অন্যান্য ধারায় থাকা সমস্ত বা যে কোনও বিধানকে জৈন্তিয়া পাহাড়, নাগা পাহাড় এবং সীমানা পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারেন৷ খাসি পাহাড়ের এমন অংশ যা বর্তমানে ব্রিটিশ ভারতের অংশ।

এই ধরনের প্রতিটি বিজ্ঞপ্তি প্রযোজ্য অঞ্চলগুলির সীমানা নির্দিষ্ট করবে।"

বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নর ধারা ৯ দ্বারা তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেন এবং উল্লিখিত আইনের বিধানগুলি খাসি ও জৈন্তিয়া পাহাড় নামে পরিচিত অঞ্চলে প্রসারিত করেন এবং সাধারণ দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের এখতিয়ার থেকে বাদ দেন। . সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ের মাধ্যমে কলকাতা হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে উক্ত বিজ্ঞপ্তির কোন আইনি শক্তি বা প্রভাব নেই। কলকাতা হাইকোর্টে, ক্রাউনের কৌঁসুলি মিঃ কেনেডি ভারতীয় আইন পরিষদের পক্ষে আইন প্রণয়নের কার্যাবলী বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কাছে হস্তান্তর করার ক্ষমতা সাহসের সাথে দাবি করেছিলেন এবং মার্কবি জে. সিদ্ধান্তের জন্য প্রশ্নটি নিম্নরূপ তৈরি করেছিলেন: " আইনসভা কি লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রদান করতে পারে?" উত্তর: "এটি ভারতে আইনের একটি সাধারণ নীতি যে এই দেশের আইনসভার দ্বারা আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্ব বাতিল।"

লর্ড সেলবোর্ন হাইকোর্টের সাথে একমত হওয়ার পরে যে ১৮৬৯ সালের আইন XXII আইনসভার মধ্যে ছিল গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের ক্ষমতা, সীমিত প্রশ্ন বিবেচনা করে যে এই

দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সেই আইনের ৯ তম ধারাটি অকার্যকর হওয়া উচিত এবং কোন প্রভাব নেই। বোর্ড লক্ষ্য করেছে যে কলকাতা হাইকোর্টের বেশিরভাগ বিচারক তাদের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে যে ৯ম ধারাটি আইন নয় বরং আইন প্রণয়ন ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব ছিল। তারা লক্ষ্য করেছে যে মার্কবি জে এর অগ্রণী রায়ে এজেন্সির নীতির উপর নির্ভর করা হয়েছে এবং ভারতীয় আইনসভা/কে ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের আদেশের অধীনে কাজ করা এজেন্ট প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। তারা এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা বলেছিলেন: "ভারতীয় আইনসভার ক্ষমতাগুলি স্পষ্টভাবে ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের আইন দ্বারা সীমিত রয়েছে যা এটি তৈরি করেছে, এবং এটি অবশ্যই এই ক্ষমতাগুলিকে সীমাবদ্ধ করে এমন সীমার বাইরে কিছুই করতে পারে না। কিন্তু, সেই সীমার মধ্যে কাজ করার সময়, এটি কোন অর্থে ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধি নয়, কিন্তু এর উদ্দেশ্য ছিল আইন প্রণয়নের ক্ষমতা যেমন বৃহৎ এবং একই প্রকৃতির ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠিত আদালতের, যখন একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা হয়েছে, প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই সেই প্রশ্নটি নির্ধারণ করতে হবে এবং একমাত্র উপায় যা তারা সঠিকভাবে করতে পারে, তা হল যন্ত্রের শর্তাবলী যা দ্বারা, ইতিবাচকভাবে, আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তৈরি করা হয়েছিল, এবং যার দ্বারা, নেতিবাচকভাবে , তারা সীমিত করা হয় যদি আইন প্রণয়ন হয়, ক্ষমতা দেয় ইতিবাচক শব্দের সাধারণ সুযোগের মধ্যে, এবং যদি এটি কোন প্রকাশ শর্ত বা বিধিনিষেধ লঙ্ঘন না করে যার দ্বারা সেই ক্ষমতা সীমিত হয়..... তা নয়। যে কোন আদালতের জন্য ন্যায়বিচার আরও অনুসন্ধান করতে, বা বিস্তৃত করার জন্য গঠনমূলকভাবে সেই শর্ত এবং বিধিনিষেধগুলিকে প্রসারিত করুন।

"তাদের লর্ডশিপস সম্মত হন যে গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল, কোনো আইনের মাধ্যমে, ভারতে তৈরি করতে পারে না এবং সাধারণ আইনী কর্তৃত্বের সাথে অস্ত্র তৈরি করতে পারে না, কাউন্সিল আইন দ্বারা তৈরি বা অনুমোদিত নয় এমন একটি নতুন আইনী ক্ষমতা। তাদের লর্ডশিপের মতামত, যা করা হয়েছে বা করা হয়েছে তা হল কাউন্সিল ইন গভর্নর-জেনারেল আইন প্রণয়নের যথাযথ এবং সাধারণ পদ্ধতি, একটি নির্দিষ্ট জেলাকে সাধারণ আদালত এবং অফিসের এখতিয়ার থেকে অপসারণ করা এবং এটিকে নতুন আদালত এবং অফিসের অধীনে স্থাপন করা, যা বাংলার লেফ্ট-গভর্নর দ্বারা নিযুক্ত এবং তার কাছে দায়বদ্ধ; লেফ্ট-গভর্নরের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যে কোন সময়ে পরিবর্তনটি ঘটবে; এবং সেই সাথে তাকে সেই বা অন্য কোন জেলার জন্য কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে না, বরং সেই জেলায় পাবলিক নোটিফিকেশনের মাধ্যমে কোন আইন, বা আইনের অংশ, যা আগে থেকেই ছিল বা সময়ে সময়ে হতে পারে, প্রয়োগ করতে সক্ষম করে। তার সরকারের অধীন অন্যান্য অঞ্চলে যথাযথ আইনী কর্তৃত্ব দ্বারা বলপ্রয়োগ করা। আইনসভা নির্ধারণ করেছে যে, এখন পর্যন্ত, একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তন হওয়া উচিত; কিন্তু সময় এবং তা কার্যকর করার পদ্ধতি লেফ্ট-গভর্নরের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া সমীচীন ছিল; এবং এছাড়াও, যে আইনগুলি একই সরকারের অধীন অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে কার্যকর ছিল বা হতে পারে সেগুলি এই জেলাতেও প্রযোজ্য হতে পারে এবং উপযুক্ত হতে পারে; কিন্তু যেহেতু এটা নিশ্চিত ছিল না যে সেই সমস্ত আইন এবং তাদের প্রতিটি

অংশ সমান সুবিধার সাথে প্রয়োগ করা যেতে পারে, সেক্ষেত্রে লেফ্ট-গভর্নরকে একটি বিচক্ষণতা অর্পণ করাও সমীচীন ছিল। গারো পাহাড়ের জন্য এটি করা হয়েছে, খাসিয়া এবং জৈন্তিয়া পাহাড়ের ক্ষেত্রে কী করা হয়েছে? আইনসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে খাসি এবং জৈন্তিয়া পাহাড়ের সংলগ্ন জেলাকেও বিদ্যমান আদালতের এখতিয়ার থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত এবং গারো পাহাড়ের সাথে একই বিধানের অধীনে আনা উচিত.....যদি এবং কখন লেফ্ট।-গভর্নরকে তা করা বাঞ্ছনীয় মনে করা উচিত; এবং এটিও সম্ভব ছিল যে এটি সমীচীন হতে পারে যে সমস্ত নয়, তবে কেবলমাত্র কিছু বিধান সেই সংলগ্ন জেলায় প্রয়োগ করা উচিত; এবং সেই অনুযায়ী এই উদ্দেশ্যে অর্পিত আইনসভাও লেফ্ট-গভর্নরের কাছে একটি বিবেচনামূলক ক্ষমতা।"

তাদের সামনে প্রশ্নটি মোকাবেলা করার সিদ্ধান্তের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি ছিল এই শর্তে:- "তাদের লর্ডশিপরা মনে করেন যে এটি সম্পর্কে কথা বলা একটি ভ্রান্তি। এইভাবে ক্ষমতাগুলি লেফ্টকে অর্পণ করা হয়েছে।-গভর্নর (তারা নিঃসন্দেহে বড়) যেন, যখন তারা প্রয়োগ করা হয় তখন তাদের অধীনে কৃত কর্মের কার্যকারিতা প্রযোজ্য হবে। গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের ব্যতীত অন্য কোনো আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষের কাছে। তাদের পুরো অপারেশন সরাসরি এবং অবিলম্বে এই আইনের (১৮৬৯ সালের XXII) অধীনে এবং এর দ্বারা। যথাযথ আইনসভা স্থান, ব্যক্তি, আইন, ক্ষমতা সম্পর্কে তার রায় প্রয়োগ করেছে এবং সেই রায়ের ফলাফল এই সমস্ত বিষয়ের শর্তসাপেক্ষে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। শর্ত পূরণ হওয়ার পর, আইনটি এখন নিরঙ্কুশ। যেখানে আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা নির্দিষ্ট বিষয় হিসাবে বিদ্যমান, তা ইম্পেরিয়াল বা প্রাদেশিক আইনসভায়, সেগুলি (তাদের প্রভুত্বের রায়ে) ভালভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, হয় একেবারে বা শর্তসাপেক্ষে। . আইন প্রণয়ন, নির্দিষ্ট ক্ষমতার ব্যবহারের উপর শর্তসাপেক্ষে, বা সীমিত বিচক্ষণতার অনুশীলনের উপর, আইনসভা কর্তৃক সেই ব্যক্তিদের উপর অর্পিত যাদের উপর এটি আস্থা রাখে, কোন অস্বাভাবিক বিষয় নয়; এবং, অনেক পরিস্থিতিতে এটি অত্যন্ত সুবিধাজনক হতে পারে৷ ব্রিটিশ সংবিধি বইতে এর উদাহরণ রয়েছে এবং এটা অনুমিত করা যায় না যে ভারতীয় আইনসভা গঠন করার সময় ইমপ্রিয়াল পার্লামেন্ট এই ধরনের শর্তসাপেক্ষ আইন বিবেচনা করেনি আইন প্রণয়ন ক্ষমতা যা সময়ে সময়ে প্রদত্ত। এটি অবশ্যই এটিকে বাদ দেওয়ার জন্য কোনও শব্দ ব্যবহার করেনি।" (ইটালিকগুলি আমার)। তারপরে তারা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কাউন্সিলের গভর্নর-জেনারেলকে (তাঁর আইনী ক্ষমতায় নয়) কোড অফ সিভিল প্রসিডিউর এবং কোড প্রসারিত করার ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছিলেন। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩৮৫, সিভিল প্রসিডিউর কোড, এবং ৪৪৫ ধারা ফৌজদারি কার্যবিধি, বিভিন্ন অঞ্চলে তারা ধরেছিল যে একটি ভিন্ন উপসংহার আইনের দীর্ঘ সিরিজের বৈধতা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করবে, যতদূর তারা বিচার করতে পারে। , ভারতের অদ্ভুত পরিস্থিতির জন্য; যার একটি বড় অংশ ১৮৬১ সালের পূর্ববর্তী সময়ের অন্তর্গত, এবং সেইজন্য সংসদে এবং সেই বছরের ইম্পেরিয়াল অ্যাক্ট দেখার জন্য অনুমান করা হলে, সংসদে জানা থাকতে হবে। এই ধরনের সন্দেহের জন্য তাদের প্রভুত্ব অক্ষম ছিল তাদের সামনে আইনের ইতিবাচক বা নেতিবাচক শব্দে কোনো ভিত্তি আবিষ্কার করা।

আমি এই রায় থেকে বিস্তৃত অংশ উদ্ধৃত করেছি কারণ এটি বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল কর্তৃক অগ্রসর যুক্তির ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হয়। আমার মতে এই রায়টি যেভাবে অনুরোধ করা হয়েছিল তা সমর্থন করে না। প্রিভি কাউন্সিল নিম্নলিখিত উল্লেখ করেছে: (১) যে গারো পাহাড়গুলিকে সাধারণ আদালতের এখতিয়ার থেকে আইন দ্বারা অপসারণ করা হয়েছিল। (২) যে খাসি এবং জৈন্তিয়া পাহাড়ের ক্ষেত্রে একই অবস্থানে পৌঁছেছিল (৩) যে সমস্ত এলাকায় ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে, আইন সত্ত্বেও, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থাকবে লেফ্ট- গভর্নর। (৪) যে কর্তৃত্ব লেফ্ট-গভর্নরকে দেওয়া হয়েছিল তা ছিল নতুন আইন পাস করার জন্য নয়, তবে শুধুমাত্র সেই আইনগুলিকে প্রসারিত করার জন্য যা লেফ্ট-গভর্নর বা গভর্নর-জেনারেল প্রদেশের ক্ষেত্রে উভয় ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত আইনসভা হিসাবে পাস করেছিলেন। প্রশ্ন তাকে কোনো আইন সংশোধনের কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। (৫) তারা কলকাতা হাইকোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকের মতামতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল যে ভারতীয় আইনসভা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রতিনিধি বা এজেন্ট। (৬) ভারতীয় আইনসভাকে প্রদত্ত ক্ষমতার মধ্যে এটি ছিল সর্বোচ্চ এবং এর ক্ষমতাগুলি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মতো সম্পূর্ণ এবং একই প্রকৃতির ছিল। (৭) যে আইন দ্বারা ভারতীয় সংসদ তার সমস্ত ক্ষমতা সহ একটি আইন প্রণয়ন সংস্থা তৈরি করেনি। (৮) প্রতিনিধিদলের ভিত্তিতে আপত্তি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল কারণ যা করা হয়েছিল তা মোটেই প্রতিনিধিত্ব ছিল না বরং শর্তসাপেক্ষ আইন ছিল। পুরো রায় জুড়ে এটি কোথাও প্রস্তাব করা হয়নি যে মার্কবি জে. তার দ্বারা তৈরি করা প্রশ্নের উত্তর (এবং এই রায়ে আগে উদ্ধৃত করা হয়েছে) ভুল ছিল। (৯) এটি জোর দিয়েছিল যে লেফ্ট-গভর্নরের আদেশটি গভর্নর-জেনারেলের আইন থেকে এর অনুমোদন পেয়েছে এবং এটি লেফেরার আদেশ ছিল না বলে। গভর্নর (১০) যে গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের আইনে (লেজিসলেটিভ) আইন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু পাওয়া গেছে। এটি ভবিষ্যতের আইনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য কারণ এলাকার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়নকারী সংস্থা

একই। এই সিদ্ধান্তটি তাই সাবধানে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিতর্ককে সমর্থন করেনি যে প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা আইন প্রণয়নের ক্ষমতার মধ্যে নিহিত ছিল। বোর্ড নিশ্চিত করার পরে যে যা করা হয়েছিল তা কোনো প্রতিনিধিদল ছিল না যে আইনটি শুধুমাত্র শর্তসাপেক্ষ আইন ছিল।

সম্রাট বনাম বেনোয়ারি লাল সরমা এবং অন্যান্য (১), ১৯৪২ সালের বিশেষ ফৌজদারি ফৌজদারি আদালত অধ্যাদেশ ॥ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছিল, যা যুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের উপর জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিষয়ে গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতার অধীনে জারি করা হয়েছিল। . সেই অধ্যাদেশের বৈধতাকে ভারতে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল (১) কারণ বিভাগের ভাষা দেখায় যে গভর্নর-জেনারেল, প্রস্তাবনা সত্ত্বেও, জরুরী অবস্থার অস্তিত্ব আছে বলে মনে করেননি কিন্তু ভবিষ্যতে যদি একটি উদ্ভূত হওয়ার প্রয়োজন হয় তবে বিধান করছেন, অথবা (?) অন্যথায় কারণ এই ধারাটিকে অর্পিত আইন বলা হত যার দ্বারা আইনী কর্তৃত্ব ছাড়াই গভর্নর-জেনারেল নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে প্রাদেশিক সরকারের কাছে জরুরী অবস্থা বিদ্যমান কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্তটি পাস করতে চেয়েছিলেন। সরকারের ইন্ডিয়া আইন, ১৯৩৫প্রাসঙ্গিক বিধানে, এই শর্তে ছিল:

"৭২. গভর্নর-জেনারেল, জরুরী পরিস্থিতিতে, ব্রিটিশ ভারত বা তার যে কোন অংশের শান্তি ও ভালো সরকারের জন্য অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারেন এবং এইভাবে প্রণীত যেকোন অধ্যাদেশটি জারি হওয়ার ছয় মাসের বেশি সময়ের জন্য হবে। , ভারতীয় আইনসভা কর্তৃক গৃহীত আইন হিসাবে অনুরূপ শক্তি আছে কিন্তু এই ধারার অধীন অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা এবং এই ধারার অধীন প্রণীত কোনো অধ্যাদেশের মতই সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে; ভারতীয় আইনসভা কর্তৃক গৃহীত একটি আইনের মতো অস্বীকৃতি সাপেক্ষে এবং এই জাতীয় যেকোন আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা বাতিল করা যেতে পারে।"

এই দ্বিতীয় আপত্তি প্রত্যাখ্যান করে, তাদের লর্ডশিপগুলি পর্যবেক্ষণ করেছিল যে তফসিল ৯ এর ৭২ অনুচ্ছেদের অধীনে, গভর্নর-জেনারেলকে অবশ্যই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

(১) ৭২ আই. এ. ২৭।

আইন প্রণয়ন এবং অন্য কর্তৃপক্ষের কাছে তা হস্তান্তর করতে পারে না। কিন্তু গভর্নর-জেনারেল তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা আদৌ অর্পণ করেননি। আবার বলার পরে যে যা করা হয়েছিল তা মোটেও অর্পিত আইন ছিল না, তবে এটি একটি অস্বাভাবিক আইনী ব্যবস্থার একটি উদাহরণ ছিল যার মাধ্যমে একটি আইনের বিধানের স্থানীয় প্রয়োগটি তার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে একটি স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থার রায় দ্বারা নির্ধারিত হয়। , তাদের লর্ডশিপ ফেডারেল আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত নয় যে যা করা হয়েছিল তা আইনী কার্যাবলীর প্রতিনিধিত্ব ছিল। যদি অ্যাটর্নি-জেনারেলের দাবির মতো বিস্তৃত আইন প্রণয়নের ক্ষমতার মধ্যে প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা নিহিত থাকত, তাহলে প্রিভি কাউন্সিলের এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করা উচিত ছিল যে আইনটি প্রতিনিধিত্বের একটি কাজ ছিল এবং এর বৈধতা স্থলে বহাল রাখা উচিত ছিল এমন কোন কারণ নেই। যে এটি শর্তাধীন আইন ছিল. তদুপরি তারা রাসেল বনাম দ্য কুইন (১) থেকে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি পুনরায় নিশ্চিত করেছেন: "এই আপত্তির সংক্ষিপ্ত উত্তর (আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করার বিরুদ্ধে) এই যে আইনটি যা-ই হোক না কেন কোনো আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করে না। এটি নিজের মধ্যেই পুরো আইন ধারণ করে। এই আইনের কিছু অংশ শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের আবেদনের ভিত্তিতে কার্যকর হবে এই বিধানটি এই ব্যক্তিদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে না যে শর্ত এবং যা অনুসরণ করতে হবে শর্ত পূরণ করা হচ্ছে এই ধরনের অনেক ক্ষেত্রে সুবিধাজনক, এবং অবশ্যই অস্বাভাবিক নয়, এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কানাডার পার্লামেন্টের কাছে অস্বীকার করা যায় না যখন আইন প্রণয়নের বিষয় তার যোগ্যতার মধ্যে থাকে।" দ্য কুইন বনাম বুরাহ (২) তে প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তে পাওয়া গেছে এটি স্পষ্ট যে এই সিদ্ধান্তটি একটি যুদ্ধের পরিমাপ ছিল যদিও বোর্ড জোর দিয়েছিল যে গভর্নর-জেনারেলকে অবশ্যই অব্যাহতি দিতে হবে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব এবং তা অন্য কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে পারে না

(১) ৭ অ্যাপিল মামলা ৬২৯। (২) ৫ আই. এ. ১৭৮।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে এটি যে সমস্ত বিষয়ে মোকাবিলা করেছে সেগুলির সম্পূর্ণ আইনটি নিজের মধ্যেই রয়েছে এবং আইন প্রণয়নের কোনও প্রতিনিধিত্ব নেই।

এই সিদ্ধান্তগুলির একটি নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং এতে থাকা পর্যবেক্ষণগুলি আমার মতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে অ্যাটর্নি-জেনারেল কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবকে সমর্থন করার পরিবর্তে বোঝা যায় যে বিতর্কটি নেতিবাচক। যদিও বিচার বিভাগীয় কমিটি উল্লেখ করেছে যে ভারতীয় আইনসভার ক্ষমতার মধ্যে থাকা বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়নের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল এবং সেই ক্ষমতাগুলি একই প্রকৃতির এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মতো সর্বোচ্চ ছিল, তারা এই বিতর্ককে সমর্থন করে না যে ভারতীয় আইনসভা ব্যতীত যে এটির মতো একই ক্ষমতার সাথে অন্য সংস্থা তৈরি করতে পারে না বা অন্য কথায়, নিজেই প্রতিনিধিত্বের সীমাহীন ক্ষমতা রাখে। ভারতীয় আইনসভার অধস্তন সংস্থাগুলিকে সেই পদ্ধতিতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার ক্ষমতার যুক্তি যখন প্রিভি কাউন্সিলের কাছে তাদের প্রতিটি সিদ্ধান্তে সরাসরি তাগিদ দেওয়া হয়েছিল তখন বিচার বিভাগীয় কমিটি এই পরামর্শটি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বলেছে যে যা করা হয়েছিল তা প্রতিনিধিত্ব নয় বরং সাবসিডিয়ারি আইন বা শর্তসাপেক্ষ আইন ছিল। এইভাবে বোর্ড তার মতামত পুনর্ব্যক্ত করেছে যে ভারতীয় আইনসভার ক্ষমতাগুলি "ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মতো সম্পূর্ণ এবং একই প্রকৃতির" ছিল কেউই, কোনো অবস্থাতেই, এবং কোনো অবস্থাতেই, গত সত্তর বছর ধরে বলেছে যে ভারতীয় আইনসভার প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা রয়েছে (যেমন এই ক্ষেত্রে বিরোধিতা করা হয়েছে) এবং যা যুক্তির সরাসরি, সরল, সুস্পষ্ট এবং চূড়ান্ত উত্তর হতে পারে, এর পরিবর্তে তারা অপ্রকৃত আইন পরীক্ষা করেছে প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং এর বৈধতার ভিত্তিতে ঘোষণা করা হয়েছে যে এটি শর্তসাপেক্ষ বা সহায়ক আইন ছিল কানাডিয়ান সংবিধানের ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিল একই মনোভাব গ্রহণ করে। "সাবসিডিয়ারি" "শর্তাধীন আইন" অভিব্যক্তিগুলি নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয় যে অধস্তন সংস্থাগুলিকে প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল না তবে ক্ষমতাগুলি কেবলমাত্র আইনটিকে কার্যকর ও কার্যকর করার জন্য প্রদত্ত ছিল, বা আইনসভার কার্য সম্পাদনকারী আইনসভা নির্দিষ্ট করেছে। মৌলিক উপসংহার উপর সত্য

যার নিশ্চিতকরণ, একটি মনোনীত প্রশাসনিক সংস্থার প্রাসঙ্গিক তথ্য থেকে, সেই সংস্থাটিকে আইনটি কার্যকর করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এমনকি এই ধরনের ক্ষেত্রেও বোর্ড স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে এই বিধি, প্রবিধান বা আইনের বল প্রশাসনিক বা নির্বাহীর সিদ্ধান্ত থেকে উদ্ভূত হয় না আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি কার্যকর করার ক্ষমতা। এর কর্তৃত্বমূলক শক্তি এবং বাধ্যতামূলক প্রকৃতি নিজেই আইনসভা কর্তৃক পাসকৃত আইনে পাওয়া যায়। অতএব, এই সিদ্ধান্তগুলির একটি সঠিক পঠন অ্যাটর্নি-জেনারেল দ্বারা অনুরোধ করা বিতর্ককে সমর্থন করে না।

কানাডার সুপ্রিম কোর্ট থেকে আপিলের বিষয়ে প্রিভি কাউন্সিলের কিছু সিদ্ধান্ত এবং কানাডার সুপ্রীম কোর্টের কিছু সিদ্ধান্ত, আলোচনাধীন পয়েন্টে, যার উপর বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল তার বিরোধের জন্য নির্ভর করেছিলেন, পরবর্তীতে লক্ষ্য করা যেতে পারে। হঙ্গে বনাম দ্য কুইন (১), যা আপিল কোর্ট অফ আপিল, অন্টারিও, কানাডা থেকে একটি আপীল ছিল মদের লাইসেন্স আইনের বৈধতা নিয়ে একটি প্রশ্ন উঠেছিল। টেম্পারেন্স আইনগুলি "ভাল সরকার" এর জন্য ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইনের ধারা ৯২ এর অধীনে ছিল বলে ধরে রাখার পরে তাদের লর্ডশিপ এই আপত্তিটি বিবেচনা করে যে ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্ট স্থানীয় আইনসভাকে লাইসেন্স কমিশনারদের কাছে এই ক্ষমতাগুলি অর্পণ করার জন্য কোনও ক্ষমতা দেয়নি। অন্য কথায়, এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে স্থানীয় আইনসভার উপর ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা সেই সংস্থা এবং শুধুমাত্র সেই সংস্থার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা উচিত। আপত্তি সমর্থন করার জন্য সর্বাধিক প্রতিনিধি ""ডেলিগেটাস নন পোটেস্ট ডেলিগারের"" উপর নির্ভর করা হয়েছিল। তাদের লর্ডশিপ পর্যবেক্ষণ করেছেন: "আপীলকারীদের দ্বারা এইভাবে উত্থাপিত আপত্তি প্রাদেশিক আইনসভার প্রকৃত চরিত্র এবং অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার কোন অর্থেই নয় ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের প্রতিনিধি বা আদেশের অধীনে কাজ করা। যখন ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন প্রণয়ন করেছিল যে এর জন্য একটি আইনসভা থাকা উচিত। অন্টারিও এবং এর আইনসভার প্রদেশের জন্য এবং প্রাদেশিক উদ্দেশ্যে বিষয়গুলির জন্য আইন প্রণয়নের একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকা উচিত

(১) ৯ অ্যাপিল মামলা ১১৭।

ধারা ৯২-এ গণনা করা হয়েছে, এটি কোন অর্থেই ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রয়োগ করার ক্ষমতা প্রদান করে না, বরং পূর্ণাঙ্গ এবং ধারা ৯২ দ্বারা নির্ধারিত সীমার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্ষমতায় ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্ট হিসাবে ক্ষমতা প্রদান করে। এর ক্ষমতা আছে এবং দিতে পারে। বিষয় এবং এলাকার এই সীমার মধ্যে স্থানীয় আইনসভা সর্বোচ্চ এবং ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্ট বা ডোমিনিয়নের সংসদের মতো একই কর্তৃত্ব রয়েছে, এমন পরিস্থিতিতে একটি পৌর প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কাছে তার নিজস্ব সৃষ্টি কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আইনে উল্লিখিত বিষয়গুলির জন্য উপ-আইন বা প্রস্তাব এবং আইনটিকে কার্যকর ও কার্যকর করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

এটা স্পষ্ট যে এই ধরনের কর্তৃত্ব, 'আইন প্রণয়নের সহায়ক' এবং এটি ব্যতীত বিভিন্ন বিশদ বিবরণ এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার প্রচেষ্টা নিপীড়নমূলক হতে পারে বা একেবারে ব্যর্থ হতে পারে.... বারে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে একটি আইনসভা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। এজেন্ট বা প্রতিনিধিদের প্রবিধান নিজেই প্রভাব ফেলে। এটি তার ক্ষমতা অক্ষত রাখে এবং যখন খুশি এটি তৈরি করা সংস্থাটিকে ধ্বংস করতে পারে এবং অন্য একটি স্থাপন করতে পারে বা বিষয়টি সরাসরি নিজের হাতে নিতে পারে৷ এটি কতদূর অধস্তন সংস্থাগুলির সহায়তা চাইবে এবং কতদিন এটি চালিয়ে যাবে তা তার জন্য বিষয়। আইনসভা এবং আইনের আদালতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নয়।" (ইটালিকগুলি আমার)। নতুন অপরাধ সৃষ্টির বিষয়ে, তাদের লর্ডশিপ পর্যবেক্ষণ করেছেন যে যদি উপ-আইন বা প্রস্তাবগুলি নিশ্চিত করা হয় তবে তাদের প্রয়োগ করার ক্ষমতা প্রয়োজনীয় এবং সমানভাবে আইনানুগ বলে মনে হয়।

এই মামলাটিও অ্যাটর্নি-জেনারেলকে সাহায্য করে না৷ এটি শুধুমাত্র "আইন প্রণয়নের আনুষঙ্গিক" প্রবিধান তৈরি করার ক্ষমতা প্রদানকে স্বীকৃতি দেয়৷

রেফেরেন্সে দ্য ইনিশিয়েটিভ এবং রেফারেন্ডাম আইন(১), ম্যানিটোবার আইনসভার আইনটি ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইনের ধারা ৯২ এর সুযোগের বাইরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল কারণ এটি লেফ্টকে রেন্ডার করেছিল।-গভর্নর এই আইনটি হতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতাহীন। প্রকৃত আইন, যদি ভোটারদের দ্বারা অনুমোদিত হয়, এমনকি তার কন-তাদের লর্ডশিপ ব্যতীত; "প্রেরিত ধারা ৯২

(১) ১৯১৯] এ. সি. ৯৩৫।

১৮৬৭ সালের আইন একটি প্রদেশের আইনসভার ক্ষমতা তার আইনসভা এবং শুধুমাত্র সেই আইনসভার কাছে অর্পণ করে। নিঃসন্দেহে একটি সংস্থার হাতে অর্পিত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা এতটাই প্রশস্ত যে কানাডার একটি প্রাদেশিক আইনসভা উপভোগ করেছে, তার নিজস্ব ক্ষমতা অক্ষত রেখে অধস্তনদের সহায়তা চাইতে পারে এজেন্সিগুলি যেমনটি হজ বনাম দ্য কুইন (১) এ করা হয়েছিল কিন্তু এটি অনুসরণ করে না যে এটি তার নিজস্ব ক্ষমতার সাথে একটি নতুন আইনী ক্ষমতা তৈরি করতে এবং প্রদান করতে পারে যা আইন দ্বারা তৈরি করা হয়নি যার জন্য এটি তার নিজের অস্তিত্বের ঋণী।"

রেফেরেন্সে জর্জ এডুইন গ্রে (২), যুদ্ধ ব্যবস্থা আইন, ১৯১৪-এর বিষয়ে ক্ষমতা অর্পণের প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য এসেছিল। বিধান ছিল খুব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে প্রতিরক্ষা আইন এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিগুলির অনুরূপ। রায় প্রদানের সময় প্রধান বিচারপতি স্যার চার্লস ফিটজপ্যাট্রিক নিম্নোক্তভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন "প্রশাসনিক সংস্থাগুলিকে একটি আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পরিবর্তে প্রবিধান তৈরি করার জন্য অনুমোদন করার অনুশীলন। আইনের সমস্ত বিবরণ নিজেই সুপরিচিত এবং এর বৈধতা প্রশ্নাতীত।" তিনি এই যুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে এই ধরনের ক্ষমতা এমন পরিমাণে দেওয়া যাবে না যাতে একটি আইনের স্পষ্ট বিধানগুলিকে সংশোধন বা বাতিল করা যায়, কারণ সংবিধানের অধীনে, সংসদই কানাডিয়ান সংবিধানের অধীনে আইন প্রণয়ন করে। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন যে সংসদ প্রকৃতপক্ষে তার কার্যাবলী ত্যাগ করতে পারে না তবে যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে যে কোনও হারে এটি তার ক্ষমতা নির্বাহী সরকারের কাছে অর্পণ করতে পারে। এই জাতীয় ক্ষমতাগুলি অবশ্যই সংসদের যে কোনও সময় নির্ধারণের অধীন হতে হবে। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন: "তবে আমি সেই সাংবিধানিক আইনে এমন কিছু খুঁজে পাচ্ছি না যা কানাডার পার্লামেন্টের কর্তৃত্বের উপর কোন সীমাবদ্ধতা আরোপ করবে যা ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের অধীন নয়।" এই আপত্তির বিরুদ্ধে যে এত বিস্তৃত বিচক্ষণতা কার্যনির্বাহীকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, তিনি লক্ষ্য করেছেন যে এই আপত্তিটি যখন সংসদে অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছিল বা যখন যুদ্ধ ব্যবস্থা আইন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তখনও এই আপত্তি জানানো উচিত ছিল। সংসদ অর্পণকারী কর্তৃপক্ষ ছিল এবং এটি সেই সংস্থার জন্য ছিল যে কোনও স্থাপন করা

(১) ৯ অ্যাপইল মামলা ১১৭। (২) ৫৭ এস. সি. আর. কানাডা ১৫০।

কার্যনির্বাহীকে প্রদত্ত ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা। তারপর তিনি বলেছিলেন: "আমাদের আইনপ্রণেতারা নিঃসন্দেহে বিপদের সময়ে এই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে প্রভাবিত হয়েছিলেন যে দেশের নিরাপত্তাই ছিল সর্বোচ্চ আইন যার বিরুদ্ধে অন্য কোন আইন প্রাধান্য দিতে পারে না। এটা স্পষ্টতই আমাদের তাদের দেশপ্রেমিক অভিপ্রায়কে কার্যকর করার দায়িত্ব।"

রাসায়নিক রেফারেন্স মামলা(১), প্রধান বিচারপতি ডাফ যুদ্ধ ব্যবস্থা আইনে সিদ্ধান্তের প্রকৃত প্রভাব নির্ধারণ করে। তিনি মনে করেন যে প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত ফোর্ট ফ্রান্সিসের মামলা (২) যুদ্ধ ব্যবস্থা আইনের বৈধতার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এই বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন রইল না। তিনি বলেছিলেন: "রেফারেন্সে গ্রে (৩) এ নীতিটি জড়িত ছিল, যা নিষ্পত্তির জন্য এই আদালতে গ্রহণ করা উচিত, যে যুদ্ধ ব্যবস্থার দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলী এবং বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি অর্ডার-ইন-কাউন্সিল। আইনটি সংসদের একটি আইনের প্রভাব থাকতে পারে।" আদালত গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানগুলিকে রক্ষা করার জন্য বিবেচনা করে রাজ্যের সর্বোচ্চ স্বার্থগুলি গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল "যাকে অধস্তন আইনী কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছিল।" তিনি বলেছিলেন: "ফোর্ট ফ্রান্সেসের মামলায় (২) প্রিভি কাউন্সিলের রায় এই নীতি নির্ধারণ করেছিল যে একটি জরুরী অবস্থা, যেমন যুদ্ধ, কানাডার শান্তি, শৃঙ্খলা এবং ভাল সরকার সম্পর্কিত আইনের ক্ষেত্রে ডোমিনিয়নের কর্তৃত্ব, জরুরী অবস্থা থেকে উদ্ভূত প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে, সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রদেশগুলির কর্তৃত্বকে অক্ষম বা অতিরিক্ত বহন করতে পারে। একটি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে যেখানে প্রদেশগুলির অন্যথায় একচেটিয়া এখতিয়ার থাকবে তবে এটিকে মঞ্জুর করা উচিত নয় যে কানাডার পার্লামেন্টের এখতিয়ারের মধ্যে থাকা প্রতিটি বিষয় এমনকি সাধারণ সময়েও আইন প্রণয়নের জন্য কার্যনির্বাহী সংস্থার কাছে বৈধভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে পারে। একটি মামলা জরুরী ভারতীয় সংবিধানের বিপরীতে, ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইনে যুদ্ধের মতো জরুরি পরিস্থিতিতে সংবিধান স্থগিত বা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বাড়ানোর কোনো ক্ষমতা নেই। আদালত তাই জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য বিভাগগুলির ভাষা প্রসারিত করেছে

(১) [১৯৪৩] এস. সি. আর. কানাডা ১। (৩) [১৯১৮] ৫৭ এস. সি. আর. কানাডা ১৫০।

(২) [১৯২৩] এ. সি. ৬৯৫।

দেশের সর্বোচ্চ স্বার্থ কিন্তু এটাও জোর দিয়েছিল যে সাধারণ সময়ে এ ধরনের কর্মকাণ্ড যোগ্য ছিল না।

যুদ্ধ পরিমাপ আইন এইভাবে কানাডার সুপ্রিম কোর্ট একটি ভিন্ন ভিত্তিতে বিবেচনা করেছে। প্রশ্নটি যোগ্যতার ছিল কিন্তু অস্বাভাবিক পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনীয়তার কারণে আইনে যা বলা হয়েছিল তা আইনী নীতির যথেষ্ট বিবৃতি হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। এটা মনে করা হয় যে একই, পরীক্ষা স্বাভাবিক সময়ে প্রণীত আইনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না, একটি স্থায়ী আইনের ক্ষেত্রে যা সীমিত মেয়াদের নয়। উপরে উল্লিখিত প্রিভি কাউন্সিলের রায়ে বেনাওরি লাল সরমার মামলার (১) আলোচনাটি এই ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে কারণ সেই ক্ষেত্রে আইনটিও একটি যুদ্ধ ব্যবস্থা ছিল কিন্তু শর্তসাপেক্ষ আইন হিসাবে বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছিল। কানাডিয়ান সিদ্ধান্তগুলিতে পর্যবেক্ষণগুলি প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তগুলির বাইরে যা সম্মানের সাথে রয়েছে, আমি একমত হতে অক্ষম। দেখা যাচ্ছে যে কানাডিয়ান আদালতের কিছু পর্যবেক্ষণে "প্রতিনিধি" শব্দটিকে একটি বর্ধিত অর্থ দেওয়া হয়েছে প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত। এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রিভি কাউন্সিলের সমস্ত রায়ে, "প্রতিনিধি" শব্দটি কঠোরভাবে আইনী কার্যাবলী প্রদানের অর্থ হিসাবে, অপ্রকৃত আইনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়নি এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এড়ানো হয়েছে। তাদের বৈধতা এই ভিত্তিতে বহাল ছিল যে আইনটি হয় শর্তসাপেক্ষ বা সহায়ক বা আনুষঙ্গিক আইন।

অস্ট্রেলিয়ার সুপ্রিম কোর্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পরবর্তী নজরে আসতে পারে। ভিক্টোরিয়ান স্টিভেডোরিনা এবং জেনারেল কন্ট্রাক্টিং কোম্পানি প্রোপ্রাইটারী লিমিটেড বনাম ডিগনান (২) তে, আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণ সংবিধান অনুযায়ী ছিল কিনা তা অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্ট দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছিল। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে প্রশ্নে থাকা আইনটির ধারা ৩ "ক্ষমতা বহির্ভূত" এবং অকার্যকর ছিল যতক্ষণ না এটি গভর্নর-জেনারেলকে প্রবিধান প্রণয়নের জন্য ক্ষমতা প্রদান করার কথা বলেছিল যা (অন্য কোন আইনের কিছু থাকা সত্ত্বেও) থাকবে

(১) ৭২ আই. এ. ২৭। (২) ৪৬ কম. এল.আর. ৭৩।

আইনের বল। প্রধান বিচারপতি গ্যাভান ডাফি এবং বিচারপতি স্টার্ক -এর রায়ে বলা হয়েছে: "আমেরিকান সাংবিধানিক মতবাদের উপর ভিত্তি করে এই আইনের উপর আক্রমণ করা হয়েছিল যে কোনও আইন প্রণয়নকারী সংস্থা সরকারের অন্য বিভাগে বা অন্য কোনও বিভাগে অর্পণ করতে পারে না। সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা এই উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী তার নিজস্ব প্রজ্ঞা, বিচার এবং দেশপ্রেমের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে এবং এটি কার্যকর করার পরিবর্তে ট্রাস্টকে অর্পণ করার দায়িত্ব নিলে এটি চরমভাবে কাজ করবে। (কুলির সাংবিধানিক আইনের মূলনীতি, ৩য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১১১) রোচে বনাম ক্রোনহাইমার (১) এই প্রস্তাবের জন্য একটি কর্তৃপক্ষ যে অধস্তন আইন প্রণয়নের একটি কর্তৃত্ব নির্বাহী বিভাগে বিনিয়োগ করা যেতে পারে৷ যাই হোক না কেন পক্ষে বা বিপক্ষে বলা যেতে পারে৷ আমি মনে করি এই সিদ্ধান্ত থেকে আমাদের এখন সরে যাওয়া উচিত নয়।" মিঃ বিচারপতি ডিক্সন এই শর্তে যুক্তিটিকে সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করেছেন: "এই বিধানের বৈধতা এখন এই ভিত্তিতে আক্রমণ করা হয়েছে যে এটি সংসদে সংবিধান দ্বারা অর্পিত আইন প্রণয়ন ক্ষমতার একটি অংশ নির্বাহীকে প্রদান করার একটি প্রচেষ্টা যা অসঙ্গত। আইন প্রণয়নকারী এবং বিচারিক ক্ষমতার সংবিধান দ্বারা প্রণীত বিধানের সমর্থনে যে কংগ্রেস আইন প্রণয়ন ক্ষমতার সাথে একটি দ্বিতীয় মতবাদের উপর নির্ভর করে কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানে এর কোন প্রয়োগ নেই সরকারকে ইউনিয়নের জনগণের কর্তৃত্ব থেকে প্রাপ্ত বলে বিবেচিত হয় এমন কোনো সংস্থা যাদের কাছে জনগণ একটি ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে না। এবং সাধারণ আইনটি ভালভাবে বোঝা যায় এবং আমাদের ফেডারেল এবং রাজ্য সংবিধানের নির্মাণে এটি ব্যক্তিগত আইনের তুলনায় ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক আইনসভার ক্ষেত্রে কোন অনুরূপ মতবাদের অস্তিত্ব নেই, তা প্রাধান্যের ভিত্তিতে বা ইম্পেরিয়াল স্ট্যাটিউট দ্বারা তৈরি করা হয়।...এটা লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে আমেরিকায় সাংবিধানিক ব্যাখ্যায় সংস্থার মতবাদের অনুপ্রবেশ

(১) [১৯২১] ২৯ কম. এল.আর. ৩২৯।

ক্ষমতা পৃথকীকরণের কার্যক্রমকে কোনোভাবেই আড়াল করেনি। বিচার বিভাগীয় কমিটির মতে একটি আইনসভার অন্তর্গত আইন প্রণয়নের একটি সাধারণ ক্ষমতা একটি অনমনীয় সংবিধানের অধীনে গঠিত কোন আইনের মাধ্যমে এটিকে একটি নতুন আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তৈরি করতে এবং সাধারণ আইনসভা কর্তৃপক্ষের সাথে সজ্জিত করতে সক্ষম করে না যে যন্ত্র দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠিত হয় তার দ্বারা তৈরি বা অনুমোদিত নয়।" যুদ্ধের জরুরি অবস্থার সময় পাস করা আইনের বিষয়ে এবং যেখানে শক্তির উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করা হয়েছিল, ডিক্সন জে পর্যবেক্ষণ করেছেন: "এটি বিবেচনা করা যেতে পারে যে প্রয়োজনীয়তাগুলি অবশ্যই প্রতিরক্ষা ক্ষমতার অধীনে মোকাবেলা করা এত বেশি, এত মহান এবং এত জরুরি এবং নির্বাহী বিভাগের এতটাই যথাযথ উদ্বেগ যে তার প্রকৃতি থেকে ক্ষমতাটি একটি প্রতিনিধি দলকে অনুমোদন করার প্রয়োজনীয় অভিপ্রায় দ্বারা প্রদর্শিত হয় অন্যথায় আইনসভার কাছে সাধারণত নিষিদ্ধ। আমি মনে করি এটি নিশ্চিত যে এই ধরনের একটি বিধান আমেরিকায় সমর্থিত হবে এবং বুরাহর মামলার উত্তরণ এটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে হচ্ছে যেখানে বিচার বিভাগীয় কমিটি অস্বীকার করেছে যে প্রকৃতপক্ষে সেখানে কোনো প্রতিনিধিদল সংঘটিত হয়েছিল..... .এর মানে এই নয় যে একটি আইন বিশ্বাসকারী কর্তৃপক্ষ কার্যনির্বাহীকে অনুসরণ করা হবে, যদিও বিষয়-বিষয়টি ব্যাপক বা অস্পষ্ট হোক না কেন যদি এটি ফেডারেল ক্ষমতার সীমানার বাইরে না পড়ে। বা এর অর্থ এই নয় যে ক্ষমতার বন্টন বৈধতাকে প্রভাবিত করে এমন কোন বিবেচনা বা ওজন সরবরাহ করতে পারে না.....এটা স্বীকার করা যেতে পারে যে সংবিধান যে পদ্ধতিতে ক্ষমতার পৃথকীকরণ সম্পন্ন করে তা যৌক্তিক এবং তাত্ত্বিকভাবে সংসদকে কার্যনির্বাহী ভান্ডারে পরিণত করে। কমনওয়েলথের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা। অধস্তন আইন প্রণয়নের ক্ষমতার সংসদে অস্তিত্ব সেই আইন প্রণয়নের ক্ষমতার ধারণার জন্য দায়ী করা যেতে পারে যা বিচারিক বিশ্লেষণের উপর কম এবং সম্ভবত ব্রিটিশ আইনের ইতিহাস এবং ব্যবহার এবং ইংরেজি আইনের তত্ত্বের উপর বেশি নির্ভর করে। এই ধরনের অধস্তন আইন সংসদীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকে এবং স্বাধীন ও অযোগ্য কর্তৃপক্ষের অভাব রয়েছে যা সত্যিকারের আইন প্রণয়নের ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য।" তিনি উপসংহারে বলেছেন: "তবে তা যাই হোক না কেন, আমাদের এখন ব্যাখ্যা মেনে চলা উচিত

যা রোচে বনাম ক্রোনহাইমার(১) এর সিদ্ধান্তের ফলাফল।

এই পুরো আলোচনাটি দেখায় যে বিজ্ঞ বিচারক এই যুক্তি খণ্ডন করছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অধীনে এই ধরনের ক্ষমতা প্রদান অবৈধ হবে কানাডিয়ান সংবিধানের অধীনেও এটি অবৈধ হওয়া উচিত। তিনি আমাদের সামনে উত্থাপিত প্রশ্ন মোকাবেলা করা হয় না. শেষ পর্যন্ত তিনি বলেছিলেন যে রোচে বনাম ক্রোনহাইমার(১) চূড়ান্ত ছিল।

শ্রী বিচারপতি ইভাট বলেছেন যে আইন প্রণয়ন এবং নির্বাহী ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদের সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে "এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে কমনওয়েলথ সরকারের কাঠামোর অন্তর্নিহিত একটি নির্বাহী ব্যবস্থার ব্রিটিশ ব্যবস্থার ধারণা রয়েছে যা সংসদের কাছে দায়বদ্ধ৷ সেই ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অধীনে কাজ করছে না৷ তিনি বৃহত্তর প্রস্তাবটি তৈরি করেছিলেন যে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টের দ্বারা বিধি ও প্রবিধান প্রণয়নের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতিটি অনুদান, অনুদানপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাহী সরকার বা এই জাতীয় কিছু কর্তৃপক্ষই হোক না কেন, নিজেই একটি আইন প্রণয়ন কমনওয়েলথ পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার প্রকৃত প্রকৃতি এবং গুণমান এর বিষয়বস্তু ক্ষমতার অংশ হিসেবে সংসদ ব্যতীত অন্য কর্তৃপক্ষকে আইনত বাধ্যতামূলক আদেশ জারি করার ক্ষমতা প্রদান করে এক্সিকিউটিভ বা অন্যান্য সংস্থাগুলি এই ধরনের ক্ষমতার পরিধির বৃদ্ধি নিজেই অনুদানকে বাতিল করতে পারে না এটা সত্য যে অনুদান প্রদানকারী আইনের বৈধতা পরীক্ষায় প্রদত্ত ক্ষমতার পরিমাণ প্রায়শই একটি খুব বস্তুগত পরিস্থিতি হবে। " এই অনুচ্ছেদে বিজ্ঞ বিচারক অবশ্যই পূর্ববর্তী কোন সিদ্ধান্তে যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি এগিয়ে গেছেন বলে মনে হয় তবে তিনি এই শর্তগুলিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন বলে মনে হয় কারণ (যেমন তিনি নিজেই আগে বলেছিলেন) তার দৃষ্টিতে প্রতিটি ক্ষমতা প্রদান- এটি শর্তাধীন আইন দ্বারা হোক বা আনুষঙ্গিক আইন- ছিল আইন প্রণয়ন ক্ষমতার একটি প্রতিনিধি দল। তবে তিনি এইভাবে উপসংহারে এসেছিলেন: "অতএব চূড়ান্ত বিশ্লেষণে

(১) [১৯২১] ২৯ কম. এল.আর. ৩২৯।

কমনওয়েলথের সংসদ তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ত্যাগ করতে সক্ষম নয়। এর কারণ এই নয় যে সংসদ তার যেকোনো বা সমস্ত আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বা কার্য সম্পাদন করতে বাধ্য কারণ এটি তা না করার জন্য নির্বাচন করতে পারে; এবং এই কারণে নয় যে ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদ সংসদকে অন্যান্য সংস্থাকে আইন বা উপ-বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করতে বাধা দেয় এবং এর ফলে প্রায় প্রতিটি সংবিধিতে এটির জন্য আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় কিন্তু কারণ সংসদ কর্তৃক পাস করা প্রতিটি আইনের উত্তর দিতে হবে। সংবিধানে বর্ণিত এক বা একাধিক বিষয়ের উপর আইনের বর্ণনা। একটি আইন যার দ্বারা সংসদ তার সমস্ত আইন-প্রণয়নের কর্তৃত্ব অন্য সংস্থাকে দেয় শুধুমাত্র খারাপ হবে কারণ এটি সর্বশেষ উল্লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হবে।" সঠিকভাবে পড়ুন, এই রায়গুলি তাই বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেলের বিতর্ককে সমর্থন করে।

কানাডা থেকে আপিলের বিষয়ে প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তগুলি বিষয়টিকে আর বহন করে না। কানাডার সুপ্রিম কোর্টের দুটি সিদ্ধান্ত এবং অস্ট্রেলিয়ার সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের রায়গুলিতে এমন পর্যবেক্ষণ রয়েছে যা উপরে উল্লিখিত সীমা অতিক্রম করে বলে মনে হতে পারে। এই পর্যবেক্ষণগুলিকে মামলার তথ্যের আলোকে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে আদালতের সামনে বিশেষ প্রবিধান বা আইনের আলোকে পড়তে হবে। এই সিদ্ধান্তগুলি একইভাবে পুনর্ব্যক্ত করে যে আইনসভাকে অবশ্যই তার কার্য সম্পাদন করতে হবে এবং এটি অন্য কোনও কর্তৃপক্ষের উপর ছেড়ে দিতে পারে না। অধিকন্তু শব্দ "প্রতিনিধি" হিসাবে বিচারপতি ইভাত দ্বারা বিবৃত তার রায়ে কিছু বিচারকের দ্বারা বোঝা যায় যাকে সহায়ক বা শর্তসাপেক্ষ আইন হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এই রায়গুলির কিছু জায়গায় "প্রতিনিধি" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে করা উচিত নয় যে বিশ্ব মানে আইন প্রণয়ন কার্যের প্রতিনিধিত্ব, যেমনটি শব্দের কঠোর অর্থে বোঝা যায়। প্রকৃত সিদ্ধান্তগুলো ছিল অধস্তন আইন বা শর্তসাপেক্ষ আইনের ভিত্তিতে। আবার, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার ডোমিনিয়নগুলির সংবিধানের ক্ষেত্রে আমি লক্ষ্য করতে পারি যে সেই ডোমিনিয়নগুলির আইনসভাগুলি ভারতের মতো পরিপূর্ণ ছিল না এবং তাদের সংবিধান ছিল

গণতান্ত্রিক লাইনে। আইনসভা এবং কার্যনির্বাহী বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার সংমিশ্রণের নীতিটি সেই ডোমিনিয়নগুলিতে কার্যকরভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যখন আমি উপরে উল্লেখ করেছি যে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সংবিধান কার্যকর ছিল এমন কোনও সংমিশ্রণ ছিল না। তাই আইন প্রণয়ন এবং নির্বাহী ক্ষমতার সংমিশ্রণের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তগুলি ভারতীয় সংবিধানে যথাযথভাবে প্রযোজ্য নয়। আমার মতে তাই কানাডিয়ান এবং অস্ট্রেলিয়ান সিদ্ধান্তগুলিতে পর্যবেক্ষণগুলি ভারতীয়দের ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা স্পষ্টভাবে যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার বাইরে যায়। আইনসভা, তারা প্রশাসনিক বা নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কাছে আইনসভার কার্যাবলী অর্পণ করার জন্য ভারতীয় আইনসভার ক্ষমতা নির্ধারণের জন্য একটি দরকারী নির্দেশিকা সরবরাহ করে না।

কানাডিয়ান এবং অস্ট্রেলিয়ান সংবিধান উভয়ই ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইনের উপর ভিত্তি করে এবং তাই লিখিত উপকরণের প্রাণী। সেই পরিমাণে তারা অনমনীয়। অধিকন্তু অস্ট্রেলিয়ান সংবিধানে আইন প্রণয়ন ও নির্বাহী কর্তৃপক্ষের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মতোই "ন্যস্ত" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যে পরিমাণে দুটি সংবিধানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে পারস্পরিক এবং সম্পূর্ণরূপে একচেটিয়া হওয়ার জন্য আইনসভা এবং কার্যনির্বাহী এবং নির্বাহী বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার কোনও স্পষ্ট বিভাজন নেই এবং ক্ষমতার সংমিশ্রণ রয়েছে যাতে মন্ত্রীরা নিজেরাই আইনসভার সদস্য হন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল যা বেশিরভাগই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আদলে প্রণীত সংবিধানের অধীনে আইনসভার আইনসভার ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য। .এটা স্বীকার করা হয়েছিল যে যেহেতু সংবিধান নিজেই প্রদান করেছে যে আইনসভা এবং নির্বাহী ক্ষমতাগুলি একচেটিয়াভাবে আইনসভা এবং সংবিধানে উল্লিখিত নির্বাহী কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত ছিল, তাই একটি সংস্থার পক্ষে এই কর্তৃত্ব এবং কার্যাবলী অন্য সংস্থাকে অর্পণ করা অনুমোদিত ছিল। এটি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত

প্রতিনিধিদের অযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে এটি প্রদান করার ক্ষমতা চাওয়া হয়েছে। কার্যনির্বাহী সংস্থা হিসাবে কাজ করার যোগ্যতা সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, এবং এটি মনে করা হয়েছে যে সংবিধান এইভাবে এই জাতীয় সংস্থাকে আইনসভা সংস্থা থেকে অন্যান্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হতে বাধা দিয়েছে। আমার চূড়ান্ত উপসংহারের পরিপ্রেক্ষিতে আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী অবস্থানটি লক্ষ্য করব।

ক্রাফোর্ড অন স্ট্যাটিউটরি কনস্ট্রাকশন-এ, এটি নিম্নরূপ বলা হয়েছে: "যদিও কোনো নির্বাহী কর্মকর্তা বা প্রশাসনিক বোর্ডের কাছে কোনো ক্ষমতা অর্পণ করার বিষয়ে, আইনসভাকে অবশ্যই আইনের নীতি ঘোষণা করতে হবে এবং আইনী নীতিগুলি ঠিক করতে হবে যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রদত্ত ক্ষেত্রে এবং আইনটি কার্যকর করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা বোর্ডকে অবশ্যই একটি মান প্রদান করতে হবে। নির্বাহী বা প্রশাসনিক আধিকারিককে গাইড করার জন্য একটি বোধগম্য নীতি বেআইনিভাবে অর্পণ করা হয়েছে নীতিমালার মধ্যে বিশদ বিবরণের বিষয়গুলি পূরণ করা, এবং আইনসভা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইনী নীতি এবং মানগুলি মূলত মন্ত্রীত্বমূলক নয় চরিত্রগতভাবে, এমনকি যদি যথেষ্ট বিচক্ষণতা অর্পণ করা হয়। "

হ্যাম্পটন এন্ড কোং বনাম ইউনাইটেড স্টেটস (১), প্রধান বিচারপতি টাফ্ট পর্যবেক্ষণ করেছেন: "এটি জাতীয় মৌলিক আইনের লঙ্ঘন যদি কংগ্রেস তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ছেড়ে দেয় এবং এটি রাষ্ট্রপতি বা বিচার বিভাগীয় শাখায় স্থানান্তর করে বা আইন দ্বারা এটি নির্বাহী বা বিচারিক ক্ষমতার সাথে নিজেকে বা এর সদস্যদের বিনিয়োগ করার চেষ্টা করে। এর অর্থ এই নয় যে তিনটি শাখা একটি সরকারের সমন্বিত অংশ নয় এবং প্রতিটি দায়িত্বের ক্ষেত্রে।

(১) [১৯২৮] ২৭৬ ইউ.এস. ৩৯৪, ৪০৬ এবং ৪০৭।

অন্য দুটি শাখার ক্রিয়াকলাপকে আমন্ত্রণ জানানো নাও হতে পারে যেহেতু আহ্বান করা পদক্ষেপটি অন্য শাখার কর্মের সাংবিধানিক ক্ষেত্রের একটি অনুমান নয়..... কংগ্রেসের ক্ষেত্রটি সমস্ত এবং অনেক ধরণের আইনী ক্রিয়াকে জড়িত করে এবং কংগ্রেস প্রায়শই নির্বাহী কর্মকর্তাদের ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পেয়েছে সংজ্ঞায়িত সীমার মধ্যে শাখা এই ধরনের কর্মকর্তাদের পাবলিক প্রবিধান প্রণয়নের জন্য বিচক্ষণতা ন্যস্ত করে, একটি আইনের ব্যাখ্যা করে এবং এমনকি এই ধরনের প্রবিধান লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি প্রদানের জন্য এমনকি তার নির্বাহীর বিশদ নির্দেশনা প্রদান করে তার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সঠিক প্রভাব নিশ্চিত করতে। .. .. কংগ্রেস অনুভব করতে পারে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার প্রয়োগ ঠিক কখন কার্যকর হবে তা নির্ধারণ করতে নিজেই অক্ষম, কারণ ভবিষ্যতের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এবং এটি এমন সময় নির্ধারণের সিদ্ধান্তকে নির্বাহীর সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিতে পারে।" তিনি রায়ের প্রায়শই উদ্ধৃত অনুচ্ছেদের সাথে একমত হন। সিনসিনাটি ডব্লিউ এবং জেড. আর কো. ভি. ক্লিনটন কাউন্টি কমিশনারস (১) এর ওহিওর সুপ্রিম কোর্টের র‍্যানি জে. এটি কি হবে এবং আইনের অধীনে এবং অনুসরণে এটি কার্যকর করার জন্য একটি কর্তৃত্ব বা বিচক্ষণতা প্রদান করবে। প্রথমটি করা যাবে না; পরবর্তীতে কোন বৈধ আপত্তি করা যাবে না।"

লকের আপিল (২) এ বলা হয়েছে: "এতে যথাযথ পার্থক্য। আইনসভা তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে না কিন্তু কিছু ঘটনা বা অবস্থা নির্ধারণ করার জন্য একটি ক্ষমতা অর্পণ করার জন্য আইন তৈরি করতে পারে যার উপর আইন এটিকে অস্বীকার করার জন্য সরকারের চাকা বন্ধ করতে হবে, যার উপর নির্ভরশীল আইন প্রণয়নকারী শক্তির কাছে পরিচিত হতে পারে না। আইনসভার হলের বাইরে তদন্ত এবং সংকল্প।"

পানামা রিফাইনিং কোং বনাম রায়ান (৩), এটি প্রধান বিচারপতি হিউজ দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল: "কংগ্রেসের অনুমতি নেই

(১) ১ ওহিও সেন্ট ৮৮। (৩) ২৯৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩৮৮।

(২) ৭২ পি.এ. ৪৯১।

ত্যাগ করা বা অন্যদের কাছে হস্তান্তর করা অপরিহার্য আইনী কার্যাবলী যার সাথে এটি অর্পিত। নিঃসন্দেহে আইন প্রায়ই জটিল অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে জাতীয় আইনসভা সরাসরি মোকাবেলা করতে পারে না এমন অনেক বিশদ বিবরণের সাথে জড়িত। সংবিধানকে কখনই কংগ্রেস অস্বীকারকারী হিসাবে গণ্য করা হয়নি নমনীয়তা এবং ব্যবহারিকতার প্রয়োজনীয় সংস্থান যা এটিকে নীতি নির্ধারণে তার কার্য সম্পাদন করতে এবং মান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম করবে, নির্ধারিত সীমার মধ্যে অধস্তন বিধি তৈরির নির্বাচিত উপকরণগুলি এবং আইনসভা কর্তৃক ঘোষিত নীতিটি প্রয়োগ করতে হবে এমন তথ্য নির্ধারণ। এই ধরণের অনুমোদন দেওয়ার ক্ষমতা ব্যতীত আমাদের একটি আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অসঙ্গতি থাকা উচিত যা অনেক পরিস্থিতিতে এটির প্রয়োগের জন্য আহ্বান করা একটি নিরর্থকতা হবে তবে এই জাতীয় বিধানগুলির প্রয়োজনীয়তা এবং বৈধতা এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্বের বিস্তৃত পরিসরের অবিচ্ছিন্ন স্বীকৃতি। তাদের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়েছে যদি আমাদের সাংবিধানিক ব্যবস্থা বজায় রাখতে হয় তবে অর্পণের সীমাবদ্ধতাকে অস্পষ্ট করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। একইভাবে, সেকহেক্টর বনাম. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ([1]), এটি বলা হয়েছে: "যতক্ষণ পর্যন্ত নীতি নির্ধারণ করা হয় এবং একটি বিধি দ্বারা মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আইন প্রণয়ন ক্ষমতার কোনো অসাংবিধানিক প্রতিনিধিদল নির্বাচিত উপকরণের কাছে অধীনস্থ নিয়ম তৈরি করার ক্ষেত্রে জড়িত নয়। নির্ধারিত সীমা এবং তথ্যের নির্ণয় যা আইনসভা কর্তৃক ঘোষিত নীতি প্রযোজ্য।"

ক্ষমতা অর্পণের এই প্রশ্নের জটিলতা এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিবেচনায় যার প্রয়োগ আইনের সমর্থন বা অকার্যকরতার দিকে পরিচালিত করেছে, আমেরিকান প্রশাসনিক আইনে শোয়ার্টজ কিছুটা উপযুক্তভাবে তুলে ধরেছেন। ওয়েম্যান বনাম সাউথেন্ড (২) মার্শাল সি.জে.-এর পর্যবেক্ষণের উদ্ধৃতি দেওয়ার পরে যে লাইনটি ঠিক টানা হয়নি যা সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে আলাদা করে যা সম্পূর্ণরূপে আইনসভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে কম আগ্রহের বিষয়গুলি থেকে যেখানে একটি সাধারণ বিধান করা যেতে পারে। এবং ক্ষমতা যারা তাদের দেওয়া হয়

(১) ২৯৫ এউ.এস. ৪৫৯। (২) ১০ গম ১ এউ.এস. ১৮২৫।

বিশদ বিবরণ পূরণ করার জন্য এই ধরনের সাধারণ বিধানের অধীনে কাজ করে, লেখক উল্লেখ করেছেন যে ফলস্বরূপ বিচার বিভাগীয় দ্বিধা, যখন আমেরিকার আদালতগুলি শেষ পর্যন্ত প্রতিনিধিদের মামলাগুলির মুখোমুখি হয়েছিল, তখন "অর্পিত ক্ষমতা" শব্দটি বর্ণনা করার জন্য শব্দের ন্যায়বিচারপূর্ণ পছন্দ দ্বারা সমাধান করা হয়েছিল। হস্তান্তরিত কর্তৃত্বটি ছিল, বিচারপতি হোমসের আনন্দদায়ক বাক্যাংশে, "একটি আধা দ্বারা নরম করা" এবং আদালত এইভাবে অর্পিত আইনের সত্যতা প্রদান করতে সক্ষম হয়েছিল এবং এখনও নামটি অস্বীকার করতে সক্ষম হয়েছিল। এই ফলাফলটি অধ্যাপক কুশম্যানের যুক্তির মধ্যে ভালভাবে রাখা হয়েছে:

"প্রধান ভিত্তি: আইন প্রণয়ন ক্ষমতা কংগ্রেস দ্বারা সাংবিধানিকভাবে অর্পণ করা যাবে না।

গৌণ ভিত্তি: প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং নিয়ন্ত্রক কমিশনের কাছে কিছু ক্ষমতা অর্পণ করা অপরিহার্য।

উপসংহার: সুতরাং এইভাবে অর্পিত ক্ষমতা আইনী ক্ষমতা নয়।

তারা পরিবর্তে প্রশাসনিক বা আধা-বিধায়ক ক্ষমতা।"

রাষ্ট্রপতির পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে আশি বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতে আইনসভার অনুশীলন এই ধরণের প্রতিনিধিদলকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এটি এমন একটি নীতি যা আদালতকে আইনসভার আইনগুলির বৈধতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, এই আদালতের সেই প্রথা বহাল রাখা উচিত। এই বিতর্কের সমর্থনে রাষ্ট্রপতির পক্ষে মামলা ক্ষেত্রের সাথে সংযুক্ত একটি তফসিল, আইনগুলির একটি তালিকা সহ, নির্ভর করা হয়। আমার মতে, খুব কম আইনের মধ্যে যেগুলিকে নিবিড়ভাবে যাচাই করার জন্য উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে সেগুলি এই জাতীয় কোনও অনুশীলন প্রতিষ্ঠা করে না। কয়েকটি উদাহরণকে শর্তাধীন আইন বা সহায়ক আইনের বর্ণনার আওতায় পড়ে বলে সমর্থন করা যেতে পারে। আমি এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করছি না কারণ আইন প্রথাটি অত্যধিক স্পষ্ট, সহনশীলতা বা সহনশীলতা না থাকলে আইনের বৈধতা নিয়ে বিতর্ক ছাড়াই আইনের আদালতে কয়েক বছর ধরে প্রশ্ন তোলা বাধ্যতামূলক বলে বিবেচিত হতে পারে না। এই ধরনের অনুশীলনের বৈধতা সম্পর্কে উত্থাপিত হয় এবং আদালতের সামনে সিদ্ধান্তের জন্য আসে। আমার মতে, অতএব, এই বিস্তৃত

অ্যাটর্নি-জেনারেলের বিবাদ যে ১৯৩৫ সালের আগে ভারতীয় আইনসভার ক্ষমতা ছিল .তাঁর দ্বারা বিরোধিত অর্থে আইনসভা কার্যাবলী অর্পণ করার ক্ষমতা বিচারিক সিদ্ধান্ত বা আইন প্রথা দ্বারা সমর্থিত নয়।

প্রিভি কাউন্সিলের এই সমস্ত সিদ্ধান্তগুলির একটি ন্যায্য এবং নিবিড় পঠন এবং বিশ্লেষণ, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার সুপ্রিম কোর্টের রায়গুলি সেখানে ব্যবহৃত শব্দ এবং অভিব্যক্তিগুলিকে প্রসারিত এবং চাপ না দিয়ে আমাকে এই সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় যে আইনসভার একটি অংশ হিসাবে এর আইনী কার্যাবলী, আইন ও প্রবিধান প্রণয়ন করার ক্ষমতা প্রদান করতে পারে কার্যকরী ও কার্যকর করার জন্য, এবং যখন একটি আইনসভার নীতি ও নীতিগুলিকে আচরণের বিধি প্রদান করার ক্ষমতা রয়েছে, এবং যখন এটি নির্দিষ্ট তথ্যের উপর আরও প্রদান করতে পারে বা কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষের দ্বারা তথ্য পাওয়া এবং নিশ্চিত করা হলে, আইনটির কার্যকারিতা নির্দিষ্ট এলাকায় প্রসারিত করা যেতে পারে বা এমন সংকল্পের ভিত্তিতে বলবৎ করা যেতে পারে যা শর্তসাপেক্ষ আইন হিসাবে বর্ণনা করা হয় আইন প্রণয়নের কার্যাবলী অর্পণ করার ক্ষমতা সাধারণত সংবিধানের অধীনে বৈধ নয়। যে কোন পর্যায়ে ভারতের। জরুরী পরিস্থিতিতে, যুদ্ধের মতো যেখানে নির্বাহী বিভাগের কাছে প্রবিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি বড় অক্ষাংশ অগত্যা ছেড়ে দিতে হয়, প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতার সুযোগ খুব বিস্তৃত, তবে সেসব ক্ষেত্রেও পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে প্রতিনিধিদল ছিল। "বিধানিক কার্যাবলী" প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। একইভাবে, মামলার প্রয়োজনীয়তা এবং আইনের প্রকৃতি অনুসারে পরিবর্তিত হয়, শর্তাধীন আইন বা সহায়ক আইন বা আনুষঙ্গিক আইনের মতবাদ সমস্ত সংবিধানের অধীনে সমানভাবে বহাল থাকে। আমার মতে, তাই, বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেলের দ্বারা বিরোধের আহ্বান জানানো হয়েছে যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তার সাথে আইন প্রণয়নের কার্যাবলী অর্পণ করার একটি সাধারণ ক্ষমতা বহন করে, যাতে আইনসভা তার নীতিকে মোটেই সংজ্ঞায়িত করতে না পারে এবং আচরণের কোনো নিয়ম নির্ধারণ না করতে পারে। পুরো জিনিসটি হয় প্রশাসনিক বা অন্য সংস্থার নির্বাহী কর্তৃপক্ষের উপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, এটি অস্বস্তিকর এবং সে যে কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করে তার দ্বারা সমর্থিত নয়। এটা সার্বভৌম চরিত্র ছাড়া আমি তা মনে করি না

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যা কনভেনশনের বিষয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এবং যার ক্ষমতাও তাই পরম এবং সীমাহীন, অন্য কোনো দেশের আইনসভায় অ্যাটর্নি-জেনারেল কর্তৃক আইনসভার জন্য দাবিকৃত প্রতিনিধি দলের সাধারণ ক্ষমতাগুলি স্বীকৃত বা অনুমোদিত হয়েছে।

এটি বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল দ্বারা বিরোধিতা করা হয়েছিল যে প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতার অধীনে আইন প্রণয়নকারী সংস্থা নিজেকে ত্যাগ বা বিলুপ্ত করতে পারে না। এটি তার সীমা ছিল। এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে যতক্ষণ পর্যন্ত আইনসভার হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল সেই সংস্থার ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত এই জাতীয় সংস্থার ক্রিয়াগুলি প্রত্যাহার করা যেতে পারে ততক্ষণ কোনও ত্যাগ বা বিলুপ্তি ছিল না। এই যুক্তির সমর্থনে উপরে উল্লিখিত মামলাগুলিতে প্রিভি কাউন্সিলের রায়গুলিতে কিছু পর্যবেক্ষণের উপর কিছু নির্ভরতা রাখা হয়েছিল। এটি লক্ষ্য করা উচিত যে বোর্ড এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করার জন্য তার মতামত প্রকাশ করে যে বিবেচনাধীন আইনের বিশেষ অংশটি হয় একটি শর্তসাপেক্ষ আইন ছিল বা আইনটি তার শক্তি এবং অনুমোদন আইনসভা যা করেছে তা থেকে এবং প্রতিনিধি যা করেছে তা থেকে নয়। . আমি মনে করি না যে এই পর্যবেক্ষণগুলি এই উপসংহারে নিয়ে যায় যে সেই সীমা পর্যন্ত আইনী প্রতিনিধিদের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। "ত্যাগ" বা "বহির্ভূতকরণ" এর ক্ষেত্রে সত্যিকারের পরীক্ষা হল প্রতিনিধিকে ক্ষমতা অর্পণ করার ক্ষেত্রে, আইনসভা, ক্ষমতা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত শব্দে, তার নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে কি না। প্রতিনিধির সিদ্ধান্ত থেকে কি অনুমোদন পাওয়া যায়? প্রতিনিধির কাজ বা আইনসভা যা প্রণয়ন করেছে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা থেকে এটি অনুমোদন পেয়েছে? একজন প্রতিনিধিকে দেওয়া প্রতিটি ক্ষমতা সাধারণত ফেরত ডাকা যেতে পারে। এমন একটি ঘটনা খুব কমই হতে পারে যেখানে এটি করা যাবে না কারণ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা ক্ষমতা প্রদান করে প্রতিনিধির সর্বদা সেই কর্তৃত্ব প্রত্যাহার করার ক্ষমতা থাকে এবং এমন পরিস্থিতি কল্পনা করা কঠিন বলে মনে হয় যেখানে এই জাতীয় ক্ষমতা অপরিবর্তনীয়ভাবে হারিয়ে যেতে পারে। একই ফাংশন সহ অন্য আইন প্রণয়ন সংস্থা তৈরি করার অধিকার এবং

ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব। এই ধরনের ক্ষমতা শুধুমাত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টে হতে পারে এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আইনসভায় নয়। অতএব, বলা যায় যে নিষ্ক্রিয়তার প্রকৃত পরীক্ষা হল যে কর্তৃপক্ষ অধস্তন সংস্থাকে ক্ষমতা প্রদান করে তাকে প্রত্যাহার করতে সক্ষম হওয়া উচিত নয়। শক্তি অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে। আমার মতে, অতএব, "ত্যাগ" এবং "নিষ্ক্রিয়করণ" আছে কি না বা না হওয়া বা না হওয়ার প্রশ্নটি যন্ত্রটিতে ব্যবহৃত শব্দের অর্থের উপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে যার দ্বারা কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। অক্সফোর্ড ডিকশনারী অনুসারে, ত্যাগ মানে আনুষ্ঠানিক বা ভার্চুয়াল, সার্বভৌমত্ব পরিত্যাগ করা। একটি আইন প্রণয়নকারী সংস্থা দ্বারা ত্যাগের অগত্যা এটিকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করার পরিমাণের প্রয়োজন হয় না। ত্যাগ আংশিক বা সম্পূর্ণ হতে পারে। যখন লেজিসলেটিভ লিস্টের বিষয় আইনসভা বলে যে এটি সেই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করবে না তবে এটি অন্য কারোর উপর ছেড়ে দেবে, কেন এটি করে? পদত্যাগ বা বিলুপ্তির পরিমাণ নয়? যদি আইনসভা যা কিছু করতে পারে এবং যা কিছু করতে পারে তার পূর্ণ ক্ষমতা অধস্তন কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করা হয়, যদিও অধস্তন কর্তৃপক্ষের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আইনসভার আছে, এই ধরনের ক্ষমতা প্রত্যাহার করে বা অধস্তন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পাসকৃত আইন বাতিল করে, ক্ষমতা যন্ত্র দ্বারা প্রদত্ত, আমার মতে, এই জাতীয় ক্ষমতা প্রদানকারী আইনসভার ত্যাগ বা বিলুপ্তির পরিমাণ।

অধস্তন কর্তৃপক্ষের আদেশে একটি আইনের বর্ধিতকরণে পরিবর্তন করার ক্ষমতাও যথেষ্ট আলোচনার জন্য এসেছে। মূলত যখন নির্দিষ্ট এলাকায় বিদ্যমান আইন প্রয়োগ করার ক্ষমতা অধস্তন কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করা হয়েছিল তখন এটি শুধুমাত্র সম্পূর্ণ বা তার একটি অংশ প্রয়োগ করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। এর প্রয়োগকেও সীমিত করার ক্ষমতা দিয়ে সেই শক্তিকে আরও প্রসারিত করা হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে স্থানীয় অবস্থার সাথে "তাই মানিয়ে নিতে" পরিবর্তন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এটা স্পষ্ট যে এই পর্যায় পর্যন্ত স্পষ্ট অভিপ্রায় ছিল যে, যে প্রতিনিধিকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল, কেবলমাত্র সামগ্রিকভাবে বা আংশিকভাবে, কাকে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে, তা প্রয়োগ করার বিচক্ষণতার সাথে বাকি ছিল।

এবং অভিযোজন করা যা স্থানীয় অবস্থার কারণে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে এবং এর বেশি কিছু নয়। শুধুমাত্র সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কিছু আইনে সেই ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কোন শব্দ ছাড়াই পরিবর্তনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল যুক্তি দিয়েছিলেন যে অক্সফোর্ড অভিধান অনুসারে "পরিবর্তন" শব্দের অর্থ "সীমাবদ্ধ করা, সংযত করা, প্রশমিত করা, করা। কম তীব্র, কঠোর বা নির্ধারক। এর অর্থও দেওয়া হয়েছে "আংশিক পরিবর্তন করা; আমূল রূপান্তর ছাড়াই পরিবর্তন করা।" তাই তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে ক্ষমতার দানকারী যদি সেই অর্থের বাইরে পরিবর্তনের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে তবে তা ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করবে এবং সেই পরিমাণে ক্ষমতার প্রয়োগ অবৈধ ঘোষণা করা যেতে পারে। তিনি "পরিবর্তন" শব্দটির অধীনে কোন বৃহত্তর শক্তি দাবি করেননি। অন্যদিকে, রোল্যান্ডে বারোজের "শব্দ এবং বাক্যাংশ", "পরিবর্তন" শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যার অর্থ "পরিবর্তন, প্রসারিত বা প্রসারিত করা, সীমাবদ্ধ করা বা সীমাবদ্ধ করা।" এটি ধরে নেওয়া হয়েছে যে পরিবর্তনের অর্থ এবং পরিবর্তন। এটি পূর্বের বিধানগুলিকে সংকীর্ণ বা প্রসারিত করতে পারে। আইনটি উল্লেখ করা হয়েছে যে দিল্লি আইন আইন দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার অধীনে, কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লিতে বোম্বে ঋণখেলাপি ত্রাণ আইনের আবেদন বাড়িয়েছে। ৫০০ টাকা। দিল্লি আইন আইন দ্বারা প্রদত্ত পরিবর্তনের ক্ষমতার অধীনে, কেন্দ্রীয় সরকার আয়ের এই সীমা অপসারণ করেছে, যার ফলে নীতি, নীতি এবং যন্ত্রগুলি আয়ের সাথে দরিদ্র কৃষক বা কৃষকদের ত্রাণ দেওয়ার জন্য। ২০ লক্ষ আয়ের সাথেও দিল্লিতে ৫০০ টাকার কম প্রযোজ্য হয়!! আমি মনে করি না যে এই ধরনের পরিবর্তনের ক্ষমতা আসলে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োগ করে আইনে অনুমোদিত। যদি পরিবর্তনের ক্ষমতাকে তাই বোঝা যায় তা বোঝার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে এটি কেন্দ্রীয় আইনসভার জন্য উন্মুক্ত থাকবে কার্যকরভাবে আইনটির সম্পূর্ণ ভিত্তি এবং এই আইন তৈরি করার কারণ পরিবর্তন করতে

আইন। এটি হবে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার সম্পূর্ণ অর্পণ কারণ সেই পদ্ধতিতে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারতীয় আইনসভা সেই নীতিতেও তার মন প্রয়োগ করেনি যে নীতির অধীনে রিলার দেওয়া উচিত বা ব্যক্তির শ্রেণী নয় পরিস্থিতি বা যন্ত্রপাতি যার দ্বারা ত্রাণ দেওয়া হয়। বিভিন্ন প্রদেশে ভাড়া নিষেধাজ্ঞা আইনের বিধানগুলি কার্যনির্বাহী সরকারকে সংশোধনের ক্ষমতা প্রদান করা কতটা বিপজ্জনক তা দেখানোর জন্য একটি সমান ভাল উদাহরণ।

আমাদের সামনে উদ্‌ধৃত সমস্ত সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে এবং এই মামলার আলোচনায় বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল কর্তৃক অগ্রসর হওয়া বিস্তৃত এবং বিশদ যুক্তিগুলিকে উদ্বিগ্ন বিবেচনা করে, আমি যতীন্দ্র নাথ গুপ্তের মামলায় যা বলেছিলাম তা মেনে চলেছি (১) কার্যনির্বাহী সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে আইনসভার ক্ষমতা প্রদানের অর্থে প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা, "আচরণ বিধির অন্তর্নিহিত নীতি নির্ধারণ করা" অনুমোদিত নয়। "প্রতিনিধি" শব্দটি, যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি। আলোচনার সময় এবং এমনকি কিছু বিচারক তাদের মতামত প্রকাশে কিছুটা ঢিলেঢালাভাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন আমি উল্লেখ করেছি প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত জুড়ে "প্রতিনিধি" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যাতে শর্তসাপেক্ষ হিসাবে বর্ণনা করা হয় তা কভার করার জন্য আইন বা সহায়ক বা আনুষঙ্গিক আইন, যার অর্থ কার্যকরী আনতে এবং আইন কার্যকর করার জন্য বিধি ও প্রবিধান তৈরি করার ক্ষমতা। প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তগুলিতে সর্বদা এটিকে "প্রতিনিধিত্ব" দেওয়ার অর্থ দেওয়া হয়েছে, আমি যতীন্দ্র নাথ গুপ্তের ক্ষেত্রে যা বলেছিলাম কারণ আইনসভার প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা নেই তা হল, আমার মতে সঠিক।

১৯৫০ সালের নতুন সংবিধানের অধীনে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের, অর্থাৎ, একটি বহিরাগত কর্তৃপক্ষের, ভারতীয় আইনসভার উপর আর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। যে আইনসভার ক্ষমতা সংজ্ঞায়িত এবং নিয়ন্ত্রিত এবং তার উপর সীমাবদ্ধতাগুলি শুধুমাত্র ভারতের সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত। কিন্তু এর আইনসভা ক্ষমতার পরিধি হয়ে ওঠেনি

(১) [১৯৪৯] এফ. সি. আর. ৫৯৫।

ভারতের সংবিধানে প্রাপ্ত বিধানগুলির দ্বারা বিস্তৃত। যদিও সংবিধান সংসদ তৈরি করে এবং যদিও এটি স্পষ্টভাবে সংসদে আইন প্রণয়ন ক্ষমতাকে একচেটিয়াভাবে ন্যস্ত করে না, তবে সংবিধানের পুরো পরিকল্পনাটি এই ধারণার উপর ভিত্তি করে যে আইন প্রণয়নের কার্যাবলী সংসদের দ্বারা এবং অন্য কোন সংস্থা দ্বারা ইউনিয়নের দায়িত্ব পালন করা হবে না। আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয় কাজগুলি, যেমন, আইন প্রণয়ন নীতি নির্ধারণ এবং আচরণের নিয়ম হিসাবে এটির প্রণয়ন, এখনও সংসদ বা রাজ্য আইনসভাগুলিতে রয়েছে ক্ষেত্রে এবং অন্য কোথাও হতে পারে. আমি ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৫৭ এবং অনুচ্ছেদ ২২(৪) এর বিধানগুলির কারণে সেই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করি। ৩৫৬ অনুচ্ছেদ রাজ্যগুলিতে সাংবিধানিক যন্ত্রের ব্যর্থতার আকস্মিকতার বিরুদ্ধে সরবরাহ করে। জারি করা একটি ঘোষণার উপর, এটি ৩৫৭(১) (ক) অনুচ্ছেদে সরবরাহ করা হয়েছে যে রাষ্ট্রের আইনসভার ক্ষমতা সংসদের কর্তৃত্ব দ্বারা বা তার অধীনে প্রয়োগযোগ্য হবে এবং এটি সংসদের জন্য উপযুক্ত হবে। রাষ্ট্রপতিকে আইন প্রণয়নের জন্য রাষ্ট্রের আইনসভার ক্ষমতা প্রদান করা "এবং রাষ্ট্রপতিকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করা, এমন শর্ত সাপেক্ষে যে তিনি তার দ্বারা নির্দিষ্ট করা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে অর্পিত ক্ষমতা আরোপ করার জন্য উপযুক্ত মনে করেন। যে পক্ষে।" উপধারা (খ) নিম্নরূপ "পার্লামেন্টের জন্য, বা রাষ্ট্রপতি বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের জন্য যার কাছে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা উপ-ধারা (ক) এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়, আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা প্রদান করা এবং দায়িত্ব আরোপ করা বা অনুমোদন করা। ইউনিয়ন বা এর কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষের উপর ক্ষমতা প্রদান এবং কর্তব্য আরোপ করা। যুক্তি ছিল যে, এই ধরনের যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে গেলে সংসদ বা রাষ্ট্রপতিকে প্রথমত, এমন বিষয়গুলির বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে হবে যেগুলির উপর রাজ্য আইনসভাই অন্যথায় আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং দ্বিতীয়ত, সংসদকে ক্ষমতায়িত করতে বা রাষ্ট্রপতির নির্বাহী কর্মকর্তাদের বানান রাজ্য সরকার সেই আইন অনুযায়ী কাজ করবে যা সংসদ বা রাষ্ট্রপতি এই জাতীয় জরুরি অবস্থায় পাস করতে পারেন। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে এই উদ্দেশ্যে "প্রতিনিধি" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আমি মনে করি না এই যুক্তি সঠিক। উপধারা (২) ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত

রাষ্ট্রপতির রাজ্য নির্বাহী কর্মকর্তাদের ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু প্রকরন (ক) এর অধীনে সংসদকে রাষ্ট্রপতিকে আইনসভার ক্ষমতা প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন অনুচ্ছেদ ৩৫৭ (১) (ক) এইভাবে স্পষ্টভাবে সংসদকে ক্ষমতা প্রদান করে রাষ্ট্রপতিকে তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার জন্য। যদি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কোন কর্তৃপক্ষের কাছে অর্পণ করার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করে তবে অনুচ্ছেদে এই অতিরিক্ত বিধান করার কোন সুযোগ ছিল না। এই ধারার শব্দগুলি তাই এই বিতর্ককে সমর্থন করে যে সাধারণত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করে না।

অনুচ্ছেদ ২২(৪) আবার এই ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি প্রতিরোধমূলক আটকের সাথে সম্পর্কিত এবং প্রদান করে যে কোন আইন বৈধ হবে না যা প্রতিরোধমূলককে অনুমতি দেবে একজন ব্যক্তিকে তিন মাসের বেশি সময়ের জন্য আটকে রাখা, যদি না অনুচ্ছেদ ২২(৪) (ক) এ দেওয়া শর্তাবলী মেনে না হয়। এর ব্যতিক্রম হল ২২(৪) (খ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তে প্রণীত সংসদের একটি আইনের ক্ষেত্রে। সে মোতাবেক সংসদকে এর বিধান রেখে ধারাবাহিকভাবে একটি আইন পাস করতে হবে অনুচ্ছেদ ২২(৭)। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিকে তার আটকের মেয়াদ তিন মাস পর্যন্ত সীমিত করার ক্ষেত্রে, একটি ব্যতিক্রম অনুচ্ছেদ দ্বারা সংসদের অনুকূলে করা হয়েছে। এটি আমার কাছে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত এই অনুচ্ছেদের বিধানের লঙ্ঘন বলে মনে হয় যে সংসদের ২২(৭) অনুচ্ছেদের শর্তাবলীর মধ্যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে। নির্বাহী সরকারের পক্ষে সেই অধিকার অর্পণ করা। আমার মতে, তাই যুক্তি যে ১৯৫০ সালের সংবিধানের অধীনে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তার সাথে প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা বহন করে, বৃহৎ অর্থে, অ্যাটর্নি-জেনারেলের দাবি মেনে নেওয়া যায় না।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অবস্থানের বিষয়ে, এটি তার আইনী কার্যাবলীকে বৈধভাবে অর্পণ করতে পারে কিনা এই প্রশ্নটি আইনের আদালতে উত্থাপিত হতে পারে না। 'অতএব ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করেছে তা থেকে এটি অনুসরণ করে না যে প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা আইনে স্বীকৃত হয় কারণ আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। যদিও

ভারতের সংবিধানে ক্ষমতার কোনো প্রকাশ্য পৃথকীকরণ নেই, এটা স্পষ্ট যে সংবিধান দ্বারা একটি আইনসভা তৈরি করা হয়েছে এবং সেই আইনসভা আইন পাস করার জন্য বিস্তারিত বিধান করা হয়েছে। তাহলে কি সংবিধানের অধীনে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব, আইন প্রণয়নে নিজস্ব প্রজ্ঞা, বিচারবুদ্ধি ও দেশপ্রেম প্রয়োগের দায়িত্ব প্রধানত আইনসভার ওপর ন্যস্ত করা কি খুব বেশি? এটা কি বোঝায় না যে সংবিধানের অন্যান্য বিধান থেকে সংগ্রহ করা না গেলে, অন্যান্য সংস্থা, নির্বাহী বা বিচার বিভাগীয় কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নয়? আমি সেই সিদ্ধান্তগুলি পড়তে অক্ষম যেগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এই বলে যে একবার একটি আইনসভা একটি আইনে একটি বিল পাস করার জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিটি পর্যবেক্ষণ করে, এটি একটি বৈধ আইন হয়ে যায়, যদি না এটি সপ্তম তফসিলের বিধানিক তালিকার বাইরে থাকে। তার নিজ নিজ ক্ষমতা নির্ধারণ, আমি ২৪৫ এবং ২৪৬ অনুচ্ছেদগুলিকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার প্রশ্নে পড়ি না। আমার মতে, উপরে উল্লিখিত বিচারিক সিদ্ধান্তের আলোকে ২৪৫ এবং ২৪৬ অনুচ্ছেদ এবং সপ্তম তফসিলের তালিকাগুলির একটি সত্য নির্মাণের বিষয়ে, কিছু অন্যান্য সংস্থার উপর আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণকারী আইন আইনী তালিকায় উল্লিখিত বিষয় বা এন্ট্রিগুলির কোনও আইন নয়। এটি এমন একটি আইনের পরিমাণ যা বলে যে আইনসভা এন্ট্রিগুলির অন্তর্ভুক্ত যে কোনও বিষয়ে আইন পাস করার পরিবর্তে, এটি আইনে উল্লিখিত সংস্থাকে আইনের নীতি নির্ধারণ করার এবং আচরণের একটি নিয়মকে বাধ্যতামূলক আইন দ্বারা আচ্ছাদিত ব্যক্তি করার ক্ষমতা প্রদান করে।

এই সমস্ত সিদ্ধান্তগুলি একসাথে বিবেচনা করার ফলে আমার কাছে মনে হয় যে ভারত, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভাগুলিকে তাদের আইন প্রণয়ন করতে হবে। ফাংশন, যেমন, আচরণের একটি নিয়ম স্থাপন করা। এটি করার সাথে সাথে, এটি শর্তগুলি স্থাপন করতে পারে, বা এমন তথ্যগুলিকে রাষ্ট্রীয় তথ্য দিতে পারে যা পূর্ণ বা নিশ্চিত করা হচ্ছে অন্য সংস্থা বা নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে, আইনটি একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। এটি শর্তাধীন আইনীকরণ হিসাবে বর্ণনা করা হয়। আইনসভা, আচরণের বিধি নির্ধারণে, শর্ত এবং পরিস্থিতির প্রয়োজন হলে সাধারণত নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। এর ব্যাপ্তি

আচরণের নিয়মের সুনির্দিষ্ট এবং বিস্তারিত লাইন প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বা প্রয়োজনীয়তা অনুসারে পরিবর্তিত হতে পারে। ফলাফলটি হবে যে, অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বা প্রয়োজনীয়তার কারণে, আইনসভা বিস্তারিত নিয়ম বা প্রবিধান তৈরি করতে বেছে না নিলে, সেই কাজটি অন্য সংস্থার হাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে তারপর অধস্তন আইন প্রণয়ন ক্ষমতা আছে বলে মনে করা হয়।

আইন প্রণয়ন কার্যাবলী অর্পণ করার ক্ষমতা এবং ক্ষমতা প্রদানের ক্ষমতার মধ্যে উপরে উল্লেখিত পার্থক্য বিবেচনা করে যা ক্ষমতা প্রদানকারীকে আইন কার্যকর করতে বা কার্যকর করার জন্য প্রবিধান বা বিধি প্রণয়ন করতে সক্ষম করে এবং শর্তসাপেক্ষ করার জন্য আইনসভার ক্ষমতা আইন, আমি রেফারেন্সে উল্লিখিত তিনটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন বিবেচনা করতে এগিয়ে যাব। এটি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে তিনটি প্রশ্নে উল্লিখিত তিনটি ধারা দ্বারা আচ্ছাদিত ধরণের আইন প্রণয়নের উপলক্ষগুলি ভারত দখলের প্রাথমিক পর্যায়ে শুরু হয়েছিল যেখানে ছোট ছোট অঞ্চলগুলি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং যার ক্ষেত্রে কোনও নিয়মিত আইনসভা সংস্থা ছিল না। সংলগ্ন এলাকায় উপযুক্ত আইনসভা দ্বারা তৈরি করা এই ছোট এলাকার আইনগুলিতে প্রয়োগ করা সুবিধাজনক বলে মনে করা হয়েছিল। এই অভ্যাসটি ছোট এলাকার জন্য একটি পৃথক, কখনও অসুবিধাজনক এবং কখনও কখনও ব্যয়বহুল, আইন প্রণয়নের যন্ত্রপাতি স্থাপন এড়াতে গৃহীত হয়েছিল। গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের পক্ষে এই ধরনের অঞ্চলগুলির প্রতিদিনের প্রশাসনের জন্য বা বিভিন্ন স্থানীয় অবস্থার বিষয়ে তাদের সমস্ত প্রয়োজনের জন্য আইন প্রণয়ন করা সম্ভব বলে মনে করা যেতে পারে। যেহেতু স্থানীয় পরিস্থিতি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ভিন্ন হতে পারে, তাই প্রশাসককে আইনটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা প্রদান করা বা এই ধরনের নতুন অর্জিত এলাকার একটি সীমিত অংশে এমনকি এর কার্যক্রমকে সীমিত করাও সুবিধাজনক বলে মনে হয়। আইন প্রণয়নের এই দিকটি ১৮৬৯ সালের আইন XXII-এ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, যা দ্য কুইন বনাম বুরাহ[1] এ আলোচিত হয়েছে। ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্টের ২২ ধারার অধীনে, গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলকে 'সকল ব্যক্তির জন্য এবং ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে যা-ই হোক না কেন সমস্ত স্থান ও জিনিসের জন্য আইন তৈরি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। দিল্লি প্রদেশটি পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে খোদাই করা হয়েছিল এবং একটি প্রধান কমিশনারের অধীনে রাখা হয়েছিল এবং দিল্লি আইন

অ্যাক্টের ধারা ২ দ্বারা পাঞ্জাবের আইনগুলি নবনির্মিত প্রদেশ দিল্লিতে কার্যকর হতে থাকে। দিল্লি প্রদেশের আইন প্রণয়নকারী সংস্থা ছিল না এবং যতদূর পর্যন্ত এই প্রধান কমিশনারের প্রদেশটি উদ্বিগ্ন তা বিতর্কিত নয় যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতায় গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের কাছে ছিল। ১৯১২ সালে আইনসভার ক্ষমতা এবং অবস্থান অনুসারে প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। দিল্লি আইন অ্যাক্টটির ধারা ৭ অনুযায়ী সরকার (কার্যনির্বাহী) বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, তাদের ইচ্ছেমতো সীমাবদ্ধতা ও পরিবর্তন সহ, দিল্লি প্রদেশ বা তার কোনো অংশে ব্রিটিশ ভারতের যে কোনো অংশে বিজ্ঞপ্তির তারিখে কার্যকরী যে কোনো আইন প্রয়োগ করতে পারে। অর্থাৎ, এমন একটি আইন যা শুধুমাত্র পাঞ্জাব প্রদেশে বলবৎ ছিল না, যেখান থেকে দিল্লি প্রদেশ তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু কোনো কেন্দ্রীয় বা যেকোনো প্রদেশে প্রাদেশিক আইন বলবৎ। আবার, সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে কোনও আইনকে এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং সংশোধন সহ প্রসারিত করার জন্য এটি উপযুক্ত মনে করে। অধিকন্তু এটি প্রাদেশিক সরকারকে একটি আইন প্রসারিত করতে সক্ষম করে যা "এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির তারিখে" বলবৎ থাকে। এই শব্দগুলি তাই ভবিষ্যতের আইনগুলির সম্প্রসারণের অনুমতি দেয় যা হয় কেন্দ্রীয় বা কোনও প্রাদেশিক আইনসভা দ্বারা পাস করা যেতে পারে, এছাড়াও প্রাদেশিক সরকার উপযুক্ত মনে করতে পারে এমন বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তন সহ। এই পর্যায়ে, ১৮৬৯ সালের আইন XXII এর ধারা ৮ এবং ৯ এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যার অধীনে দ্য কুইন বনাম বুরাহ(১) মামলায় লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তারা আইনের সম্প্রসারণের অনুমতি দিয়েছিল যা গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল (লেজিসলেটিভ) বা লেফ্ট-গভর্নর দ্বারা করা হতে পারে, উভয়ই লেফ্ট-গভর্নরের প্রশাসনিক এখতিয়ারের অধীনে সমগ্র এলাকার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ। ক্ষমতাটি ১৮৬৯ সালের আইন XXII-এ নির্দিষ্ট এলাকার উপর শুধুমাত্র সেই আইনগুলিকে প্রসারিত করার জন্য সীমাবদ্ধ ছিল, যদিও সেই এলাকাটি ১৮৬৯ সালের আইন XXII দ্বারা প্রদেশের আইনের অধীন নয় বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, যদি না এলাকাটি নির্দিষ্ট আইনে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। সেই

(১) ৫ আই. এ. ১৭৮.

সিদ্ধান্তের কর্তৃত্ব তাই, যতদূর পর্যন্ত দিল্লি আইন আইনের ধারা ৭ কার্যনির্বাহী (কেন্দ্রীয়) সরকারকে কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক পাশকৃত আইনগুলিকে দিল্লি প্রদেশে প্রসারিত করার ক্ষমতা দেয়, তা বহাল থাকতে পারে। অন্যান্য প্রাদেশিক আইনসভার আইন (সীমাবদ্ধতা বা পরিবর্তন ছাড়া) প্রধান কমিশনারের প্রদেশে প্রসারিত করার জন্য নির্বাহী সরকারের ক্ষমতার বিষয়ে প্রশ্নটি তখন থেকেই যায়। এটা স্পষ্ট যে এই আইনগুলির বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভা তার মনকে মোটেই প্রয়োগ করেনি। প্রদেশের জনগণের কল্যাণের জন্য বা এর সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বা উপকারী হিসাবে দিল্লি প্রদেশের সেই আইনগুলিতে নির্ধারিত আচরণের বিধি প্রয়োজন কিনা তা বিবেচনা করেনি। তাদের প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী অন্যান্য প্রাদেশিক আইনসভার দ্বারা পাশ হয়। দিল্লি আইন অ্যাক্টের ধারা ৭' এর প্রভাব তাই কেন্দ্রীয় সরকারকে দিল্লি প্রদেশে এমন প্রাদেশিক আইন প্রয়োগ করার অনুমতি দেওয়ার মধ্যে এই যে, দিল্লি প্রদেশের বিষয়ে নির্দিষ্ট বিষয়গুলিতে আইন প্রণয়নের ইচ্ছা বা প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভা সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে, সেই দায়িত্ব এবং অধিকার নির্বাহী সরকারের উপর অর্পিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, দিল্লী প্রদেশের নীতির বিষয় হিসাবে একটি ভাড়া আইন, বা আবগারি আইন, বা সাধারণত একটি নিষেধাজ্ঞা আইন হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে, বা ঋণ ত্রাণ আইন কাম্য বা প্রয়োজনীয় কিনা এই প্রশ্নটি বিবেচনা করা হয় না এবং কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা আমার মতে, সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে, কিন্তু সেই দায়িত্ব এবং কার্যকারিতা কোনো সংরক্ষণ ছাড়াই নির্বাহী সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। দিল্লি আইন অ্যাক্টের ধারা ৭ এইভাবে ১৮৬৯ সালের আইন XXI। এর ধারা ৮ এবং ৯ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার গুণমানের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষমতার গুণমান রয়েছে।

প্রিভি কাউন্সিলের সমস্ত সিদ্ধান্ত দ্ব্যর্থহীনভাবে নিশ্চিত করে যে কেন্দ্রীয় আইনসভার মতো একই ক্ষমতার অধিকারী একটি সংস্থা তৈরি করা ভারতীয় আইনসভার পক্ষে যোগ্য নয়। এটা বলা হয়েছে যে আইনসভা নিজেকে ইফেস করতে পারে না। কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে, দিল্লি আইন আইনের ৭ ধারা

অন্য কিছু করেছে কিনা। প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তগুলি এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে দুটি দিকের উপর জোর দেয়। প্রথমটি হল নতুন সংস্থা আইন প্রণয়নের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিনা। দ্বিতীয়টি হল, আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন বা সদ্য গঠিত সংস্থার সিদ্ধান্ত থেকে কি অনুমোদন প্রবাহিত হয়। প্রথমটি সম্পর্কে, এটি স্পষ্ট যে, নীতিগতভাবে কোন পার্থক্য নেই যদি নতুন সৃষ্ট সংস্থা নিজেই কাগজের শীটে একটি আইনের বিভিন্ন ধারা লিখে দেয় বা বলে যে আইনটি অন্য স্পষ্টভাবে সনাক্তযোগ্য কাগজে যা লেখা বা মুদ্রিত হবে তা হবে। তাই এই ধরনের নতুন সংস্থা যদি বলে যে দিল্লিতে আইন হবে বোম্বে বা মাদ্রাজ অ্যাক্টের মতোই হবে অমুক অমুক বছরে আইন করেছে। অধিকন্তু এটি মনে রাখা যেতে পারে যে এটি করার ক্ষেত্রে নতুন সংস্থা এই জাতীয় আইনের বিধানগুলিও সীমাবদ্ধ বা সংশোধন করতে পারে। দ্বিতীয় দিকের অনুমোদনটি নবগঠিত সংস্থার বিজ্ঞপ্তি থেকে স্পষ্টভাবে প্রবাহিত হয় যে বোম্বে বা মাদ্রাজ আইন এই ধরনের পরিবর্তনের সাথে যেমন উল্লেখ করা যেতে পারে, আইন হবে। এটা আইনসভার ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত হয়নি। আইনসভা তার মনকে প্রয়োগ করেনি এবং বলেছে "বোম্বে অ্যাক্ট..... এই প্রদেশের আইন।" আমার মতে, এটা যুক্তিহীন যে অনুমোদনটি আইন পরিষদের বিবৃতি থেকে প্রবাহিত হয়, যেখানে বলা হয়েছে যে আইনটি হবে নতুনভাবে গঠিত সংস্থার সিদ্ধান্ত বা নির্ধারণ অনুযায়ী, কারণ সেই বিবৃতিটি শুধুমাত্র নতুন সংস্থাকে নির্দেশ করে এবং বলে যে আমরা এর উপর একটি অন্য প্রদেশের আইন বেছে নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করছি।

দ্য কুইন বনাম বুরাহ ([1]) এর রায়ে উল্লিখিত দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধির বর্ধিতকরণের চিত্রগুলিকে বিবেচনা করতে হবে যে সেই সময়ে কাউন্সিলের গভর্নর-জেনারেল তার আইনসভায় ক্ষমতা, সমস্ত বিষয়ে সমগ্র ভারতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল। দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধি কোড কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বারা প্রণীত হয়েছিল এবং এটি সমগ্র ভারতে একবারে একইভাবে প্রযোজ্য হতে পারত। কিন্তু আইন পাস করার পরে, এটি একটি শর্ত জুড়ে দেয় যে এটির আবেদন নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় উল্লেখ করা যেতে পারে যতক্ষণ না নির্দিষ্ট প্রাদেশিক সরকার (নির্বাহী) এই কোডগুলি তৈরি করার জন্য

(১) ৫ আই. এ. ১৭৮.

এটিকে সুবিধাজনক মনে করে। বোম্বের একটি প্রাদেশিক সরকার, উদাহরণস্বরূপ, দেওয়ানি কার্যবিধি বা ফৌজদারি কার্যবিধি সম্পর্কিত কোনও নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা রাখত না, তেমনই এটি মাদ্রাজের আইন পরিষদ দ্বারা গৃহীত কোনও আইনকে বোম্বে প্রদেশে প্রয়োগের জন্য বেছে নেওয়ার অনুমতি পায়নি। এটি করতে চাইলে বোম্বে প্রদেশের আইনসভাকে তার রায় ও সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করতে হবে এবং আইনটি পাস করতে হবে যা বোম্বে প্রদেশে বলবৎযোগ্য হবে। এটি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ১৮৬৯ সালের আইন XXII এর ধারা ৮ এবং ৯-এ থাকা আইনগুলি প্রসারিত করার ক্ষমতা, পরিবর্তিত পরিবর্তন, পরিবর্তনের মাধ্যমে অভিযোজনের ধারণা নিয়ে আসে, কিন্তু এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র উদ্দেশ্যের জন্য এটি প্রয়োজনীয়। আমার মতামত, তাই, দিল্লী আইন আইনের ধারা ৭ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সরকারকে প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক গৃহীত যেকোন আইন দিল্লি প্রদেশে প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়, একইভাবে কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষেত্রেও এটি চরমভাবে বিবেচিত হয়। সেই পরিমাণে কেন্দ্রীয় আইনসভা তার কার্যাবলী ত্যাগ করেছে এবং তাই আইনটি কতটুকু অবৈধ।

প্রশ্ন ২ আজমির-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন সম্পর্কিত। ভারত সরকার আইন, ১৯১৫ পর্যন্ত, ভারতে একক সরকার ছিল। ১৯১৫ সালের আইন দ্বারা, প্রাদেশিক আইনসভাগুলিকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কেন্দ্র এবং প্রদেশগুলির মধ্যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার কোন বন্টন ছিল না। এটি শুধুমাত্র ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫ দ্বারা আনা হয়েছিল। সেই আইনের ধারা ৯৪ চিফ কমিশনারের প্রদেশগুলিকে গণনা করে। এর মধ্যে রয়েছে দিল্লির প্রদেশ এবং আজমির-মেরওয়ারা। ধারা ৯৯ এবং ১০০ এর অধীনে প্রদেশ এবং কেন্দ্রের মধ্যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার বণ্টন ছিল, কিন্তু "প্রদেশ" শব্দটিতে প্রধান কমিশনারের প্রদেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল না এবং তাই কেন্দ্রীয় আইনসভাই ছিল প্রধান কমিশনারের প্রদেশগুলির জন্য একমাত্র আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ। আজমির-মেরওয়ারা আইন ভারতের স্বাধীনতা আইন দ্বারা অভিযোজিত ভারত সরকারের আইনের অধীনে পাস করা হয়েছিল। যদিও সেই আইনের দ্বারা ভারত সরকার এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার উপর

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ সরানো হয়েছিল, তবুও কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষমতাগুলি ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এ পাওয়া সেই মতই ছিল। তাই স্বাধীনতা আইন এই প্রশ্নে কোন পার্থক্য করেনি যে প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা আইনসভার ক্ষমতার মধ্যে ছিল কিনা। ফলাফল হল যে দিল্লি আইন আইনের ৭ ধারাকে যে পরিমাণে "ক্ষমতা বহির্ভূত" হিসাবে ধরা হয়েছে, আজমির-মেরওয়ারা আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ২কেও "ক্ষমতা বহির্ভূত" বলা উচিত।

এটি আমাকে প্রশ্ন ৩-এ নিয়ে আসে, পার্ট সি স্টেটস (আইন) আইন, ১৯৫০-এর ধারা ২, ভারতীয় সংসদ দ্বারা পাস হয়েছে৷ ভারতের সংবিধানের ২৩৯ অনুচ্ছেদের অধীনে, অংশ সি রাজ্যগুলির প্রশাসনের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত। অনুচ্ছেদ ২৪০ এর অধীনে সংসদকে পার্ট সি-তে নির্দিষ্ট করা যেকোনো রাজ্যের জন্য তৈরি বা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং প্রধান কমিশনার বা লেফটেন্যান্ট গভর্নরের মাধ্যমে শাসিত হয়েছে;

(ক) রাজ্যের আইনসভা হিসাবে কাজ করার জন্য মনোনীত বা নির্বাচিত, বা আংশিকভাবে মনোনীত বা আংশিকভাবে নির্বাচিত একটি সংস্থা, বা

(খ) উপদেষ্টা বা মন্ত্রীদের একটি পরিষদ।

এটা সাধারণ ভিত্তি যে এই ধরনের সংস্থা তৈরির কোন আইন: সংসদে এখন পর্যন্ত পাস করা হয়নি। অনুচ্ছেদ ২৪৬ কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বণ্টনের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু অংশ সি রাজ্যগুলি এর কার্যকারিতার বাইরে রয়েছে। তাই অংশ সি রাজ্যগুলিকে প্রভাবিত করে এমন কোনও বিষয়ে সংসদই একমাত্র এবং একচেটিয়া আইনসভা যতক্ষণ না এটি ২৪০ অনুচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে একটি আইনসভা বা একটি কাউন্সিল তৈরি করে একটি আইন পাস করে। প্রতিনিধি দল (যেমন অ্যাটর্নি-জেনারেল দাবি করেছেন), প্রশ্ন হল পার্ট সি স্টেটস (আইন) আইনের ধারা ২ বৈধ কি না এই ধরনের রাজ্যের (পার্ট সি রাজ্য), এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তন সহ যেটি উপযুক্ত মনে করে, বিজ্ঞপ্তির তারিখে অংশ এ রাজ্যে বলবৎ যে কোনও আইন৷ যদিও এই ধারাটি দিল্লি আইন অ্যাক্ট এবং আজমির-মেরওয়ারা আইনের ভিত্তিতে তৈরি

করা হয়েছে তার পরিধিতে সীমাবদ্ধ কারণ কার্যনির্বাহী সরকারকে শুধুমাত্র একটি আইন প্রসারিত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যেটি অংশ এ রাজ্যের যেকোনো একটিতে কার্যকর রয়েছে। কারণগুলির জন্য আমি প্রশ্ন ১ এবং ২ "ক্ষমতা বহির্ভূত" দ্বারা আচ্ছাদিত দুটি ধারার কিছু অংশ বিবেচনা করেছি, পার্ট সি স্টেটস (আইন) আইন, ১৯৫০ এর ধারা ২ এর সেই অংশটি, যা কেন্দ্রীয় সরকারকে যে কোনো আইনসভার দ্বারা পাস করা আইন প্রসারিত করার ক্ষমতা দেয়। অংশ এ রাজ্যের ক্ষেত্রেও "ক্ষমতা বহির্ভূত" হবে। কেন্দ্রীয় আইনসভা বা সংসদ যে পরিমাণে অংশ এ রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন পাশ করেছে, সেই পরিমাণে কেন্দ্রীয় সরকার যদি প্রয়োজন হয়, সেই আইনগুলির প্রয়োগ দিল্লি প্রদেশে বাড়ানোর ক্ষেত্রে কোনও আপত্তি থাকতে পারে না, কারণ দিল্লি প্রদেশের জন্য সংসদই হল যোগ্য আইনসভা। যদিও ধারাটি কেন্দ্রীয় সরকারকে অংশ এ রাজ্যের যে কোনো আইনসভার দ্বারা প্রণীত আইনগুলিকে দিল্লি প্রদেশে প্রসারিত করার অনুমতি দেয়, সেই ধারাটি "ক্ষমতা বহির্ভূত"।

পার্ট সি স্টেটস (আইন) আইন, ১৯৫০ এর ধারা ২ এর প্রথম অংশের বিষয়ে আমার উপসংহারের পরিপ্রেক্ষিতে, আমি সেই অংশ সি রাজ্যের জন্য প্রযোজ্য সময়ের জন্য একটি সংশ্লিষ্ট আইন বাতিল বা সংশোধন করার ক্ষমতা সম্পর্কিত ধারার অন্য অংশটি আলাদাভাবে মোকাবেলা করার প্রয়োজন মনে করি না।

শেষ করার আগে, আমাকে অবশ্যই আদালতের প্রশংসা রেকর্ড করতে হবে যে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল এবং রেফারেন্সে উপস্থিত কৌঁসুলিরা তাদের শিল্পের দ্বারা সমস্ত প্রাসঙ্গিক উপকরণ সংগ্রহ করে আদালতের সামনে অত্যন্ত ন্যায্য পদ্ধতিতে উপস্থাপন করতে সহায়তা করেছেন।

প্রশ্নগুলির উত্তর হিসেবে আমি বলছি যে তিনটি প্রশ্নে উল্লেখিত তিনটি ধারাই সংশ্লিষ্ট তারিখগুলিতে কার্যরত আইনসভাগুলির ক্ষমতার বাইরে, সেই পরিমাণে যেখানে সরকারের (নির্বাহী) কাছে কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন ছাড়া অন্য আইন প্রয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যেমন রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিচারপতি, ফজল আলী- তিনটি প্রশ্নের উত্তর যা। ভারতের সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতি দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে, অন্য একটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের উপর নির্ভর করে যা ছিল

আমাদের সামনে অত্যন্ত বিস্তৃত তর্কের বিষয় এবং যা এভাবে বলা যেতে পারে: একটি আইনসভা যা সার্বভৌম বা এটির জন্য নির্ধারিত ক্ষেত্রের মধ্যে পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে, তার আইন প্রণয়ন কার্যগুলি একটি নির্বাহী কর্তৃপক্ষ বা অন্য সংস্থার কাছে অর্পণ করতে পারে এবং, যদি তাই হয়, এটা কতটা করতে পারে?

এই প্রশ্নটি মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে, তিনটি সম্ভাব্য উত্তর বিবেচনা করা যেতে পারে। তারা হল:-

(১) একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সার্বভৌম একটি আইনসভার প্রতিনিধিত্বের সীমাহীন ক্ষমতা রয়েছে এবং এর ক্ষমতার বিষয়বস্তুতে অবশ্যই আইনী কার্যাবলী অর্পণ করার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে;

(২) অর্পিত আইন শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অনুমোদিত; এবং

(৩) অর্পিত আইন হল সুপরিচিত এবং স্বীকৃত আইনের কিছু নীতির কারণে আইন প্রণয়ন করা মোটেই অনুমোদিত নয়।

আমি প্রথমে শেষ বিকল্পটি বিবেচনা করব, তবে আমার বলা উচিত যে এটি করার সময় আমি অভিব্যক্তিগুলি ব্যবহার করব, "অর্পিত আইন," এবং "আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষের অর্পণ," শিথিল এবং জনপ্রিয় অর্থে এবং কঠোর অর্থে নয় যা আমি পরে ব্যাখ্যা করা হবে।

আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করা যায় না তা দেখানোর জন্য যে নীতির উপর নির্ভর করা হয়েছিল তার একটিকে বলা হয় সুপরিচিত ম্যাক্সিম, ""ডেলিগেটাস নন পোটেস্ট ডেলিগার"" -এ মূর্ত হয়েছে।

যার সহজ ভাষায় অর্থ হল একটি অর্পিত কর্তৃপক্ষকে পুনরায় অর্পণ করা যাবে না, বা, অন্য কথায়, একজন এজেন্ট আইনত অন্যকে সংস্থার দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ করতে পারে না। যদিও এই ম্যাক্সিমটির একটি সীমিত প্রয়োগ রয়েছে এমনকি চুক্তি বা সংস্থার আইনের ক্ষেত্রেও যেখানে এটি প্রায়শই আহ্বান করা হয় এবং সেই ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ যেখানে সংস্থার ট্র্যাক্ট একটি গোপনীয় চরিত্রের হয় এবং যেখানে কর্তৃত্ব বিচক্ষণতা বা আস্থার সাথে মিলিত হয়। এইভাবে, নিলামকারী, দালাল, পরিচালক, ফ্যাক্টর, লিকুইডেটর এবং বিশ্বস্ত পদে অধিষ্ঠিত অন্যান্য ব্যক্তিদের সাধারণত ডেপুটি বা সাব-এজেন্ট নিয়োগের কোন অন্তর্নিহিত কর্তৃত্ব নেই। নিয়মটি তাই বলা হয়েছে ব্রুম এর আইনি ম্যাক্সিমস, এবং অন্যান্য অনেক বই, এবং এটাও বলা হয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রে এজেন্ট নিয়োগ

করার ক্ষমতা নিহিত রয়েছে। একটি আইন প্রণয়ন সংস্থার আইনে সর্বোচ্চ প্রয়োগ করার সময়, আমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে হবে "কে প্রধান এবং কে প্রতিনিধি"। কিছু মামলায় যেখানে ভারতীয় বা ঔপনিবেশিক আইনসভার ক্ষমতার প্রশ্ন আদালতের বিবেচনার জন্য উঠেছিল, সেখানে এটি প্রস্তাব করা হয়েছিল যে এই জাতীয় আইনসভা হল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি প্রতিনিধি যার দ্বারা এটি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গিটি একাধিক অনুষ্ঠানে প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা যথাযথভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে, যেমনটি এই বিষয়ের দুটি নেতৃস্থানীয় কেস থেকে নিম্নলিখিত নির্যাস থেকে দেখা যাবে:-

"ভারতীয় আইনসভার ক্ষমতাগুলি স্পষ্টভাবে ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের আইন দ্বারা সীমিত রয়েছে যা এটি তৈরি করেছে, এবং এটি অবশ্যই সীমার বাইরে কিছু করতে পারে না যা এই ক্ষমতাগুলিকে সীমাবদ্ধ করে। কিন্তু সেই সীমার মধ্যে কাজ করার সময় এটি কোনও অর্থেই এজেন্ট বা প্রতিনিধি নয়। "ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের, কিন্তু আছে, এবং এর উদ্দেশ্য ছিল, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বৃহৎ এবং একই প্রকৃতির, যেমন পার্লামেন্ট বনাম বুরাহ(১)।"

"তাদের লর্ডশিপের কাছে এটি প্রতীয়মান হয় যে, আপীলকারীদের দ্বারা এইভাবে উত্থাপিত আপত্তি প্রাদেশিক আইনসভার প্রকৃত চরিত্র এবং অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা কোন অর্থেই ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের কোন আদেশের প্রতিনিধি বা কাজ করছে না। । কোন অর্থেই ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রয়োগ করা যাবে না, তবে ধারা ৯২ দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে এবং প্রশস্ত হিসাবে কর্তৃত্ব, যেমন ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্ট তার ক্ষমতার আধিক্যের অধিকারী ছিল এবং দিতে পারে। বিষয় এবং এলাকার এই সীমার মধ্যে স্থানীয় আইনসভা সর্বোচ্চ, এবং ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের মতো একই কর্তৃত্ব রয়েছে।" : হজ বনাম দ্য কুইন(২)।

(১) ৩টি অ্যাপ ক্যাস। ৮৮৯।

(২) ৯ অ্যাপ। কাস। ১১৭।

কিছু লেখকের দ্বারা এটিও প্রস্তাব করা হয়েছে যে আইনসভা হল জনগণের প্রতিনিধি বা নির্বাচকদের। এই মতটি আবার কিছু সংবিধান লেখক দ্বারা গৃহীত হয়নি এবং ডিসি সেপ্টেনিয়াল অ্যাক্টের রেফারেন্স সহ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা নিয়ে কাজ করছেন, নিম্নরূপ বলে:-

"এই আইনটি প্রমাণ করে যে আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে সংসদ নির্বাচনকারীদের এজেন্ট নয় বা কোনও অর্থেই তার উপাদানগুলির জন্য ট্রাস্টি নয়। এটি আইনত রাষ্ট্রের সার্বভৌম আইনী ক্ষমতা, এবং সেপ্টেনিয়াল অ্যাক্ট একবারে ফলাফল এবং এই জাতীয় সংসদীয় সার্বভৌমত্বের স্থায়ী প্রমাণ। "(১)

একই বিজ্ঞ লেখক আরও পর্যবেক্ষণ করেন:-

"বিচারপতিরা জনগণের কোনো ইচ্ছার বিষয়ে কিছুই জানেন না শুধুমাত্র সংসদের একটি আইন দ্বারা যতটুকু ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে, এবং ভোটারদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে এটি পাস করা হয়েছে বা জীবিত রাখা হয়েছে এই ভিত্তিতে প্রশ্নবিদ্ধ একটি আইনের বৈধতা ভোগ করবে না। " (২)

কোন সন্দেহ নেই যে একটি আইনসভার সদস্যরা তাদের ভোটারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু একটি সংস্থা হিসাবে আইনসভাকে সম্পূর্ণরূপে ভোটারদের একটি সংস্থা বলা যায় না। স্বতন্ত্র সদস্যরা বিভিন্ন দল এবং বিভিন্ন মতামতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এবং প্রায়শই করতে পারে, তবে যৌগিক আইনসভা যেটি আইন প্রণয়ন করে, সেটি তার নিজস্ব কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার ভিত্তিতে করে যা এটি সংবিধান থেকে প্রাপ্ত, এবং এর কাজগুলি নির্বাচকদের দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে না, বা পরবর্তী কোন বিশেষ বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রত্যাহার করতে পারে? ডিসি যেমন উল্লেখ করেছেন, -

"ইংরেজি সংবিধানের অধীনে নির্বাচকদের একমাত্র আইনগত অধিকার হল সংসদের সদস্যদের নির্বাচন করা। নির্বাচনকারীদের সংসদের আইন প্রবর্তন, অনুমোদন বা বাতিল করার কোন আইনি অধিকার নেই।" (৩)

তাই আমার কাছে মনে হয় যে এটা বলা একেবারেই সঠিক হবে না যে

(১) ডিসি এর "সংবিধানের আইন", ৮ম সংস্করণ, পৃ. ৪৫।

(২) ইবিদ, পৃ. ৭২।

(৩) ডিসির "সংবিধানের আইন", ৮ম সংস্করণ, পৃ. ৫৭।

আইনসভা তার উপাদানগুলির এজেন্ট হচ্ছে, এর ক্ষমতাগুলি ল্যাটিন ম্যাক্সিমে উল্লেখিত বিধিনিষেধের অধীন। যাইহোক, আমি এই বিষয়ে আবার প্রচার করব যখন আমি অন্য একটি নীতির সাথে মোকাবিলা করব যা ম্যাক্সিমের অন্তর্নিহিত নীতির সাথে কিছুটা সাদৃশ্যপূর্ণ।

দ্বিতীয় নীতি যার উপর নির্ভরশীলতা স্থাপন করা হয়েছিল তা "ক্ষমতা পৃথকীকরণ" এর সুপরিচিত মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বলা হয়েছিল। এটি একটি পুরানো মতবাদ যা এরিস্টটল থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে কথিত আছে, কিন্তু, যেমনটি সুপরিচিত, লক এবং মন্টেসকুইউ দ্বারা এটিকে ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। মতবাদটি মন্টেসকিউয়ের নিজের ভাষায় বলা যেতে পারে:-

"প্রতিটি সরকারে তিন প্রকারের ক্ষমতা থাকে, আইন প্রণয়ন; রাষ্ট্রের আইনের উপর নির্ভরশীল বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্বাহী; এবং নাগরিক আইনের উপর নির্ভরশীল বিষয়গুলির জন্য নির্বাহী বিভাগ.... যখন আইনসভা এবং নির্বাহী একই ব্যক্তি বা ম্যাজিস্ট্রেটদের একই সংস্থার মধ্যে ক্ষমতা একত্রিত হয়, কারণ আশংকা বাড়তে পারে, পাছে একই রাজা বা সিনেট অত্যাচারী আইন প্রণয়ন করে, তাদের আবার অত্যাচারী পদ্ধতিতে কার্যকর করতে পারে কোন স্বাধীনতা, যদি আইন প্রণয়ন এবং নির্বাহী ক্ষমতা থেকে পৃথক করা হয়, তাহলে বিষয়ের জীবন এবং স্বাধীনতা উন্মুক্ত করা হবে বিধায়ক; নির্বাহী ক্ষমতার কাছে, বিচারক সহিংসতা এবং নিপীড়নের সাথে আচরণ করতে পারে, সবকিছুর অবসান হওয়া উচিত, একই ব্যক্তি বা একই সংস্থা, তা অভিজাতদের হোক বা জনগণের, সেই তিনটি ক্ষমতা প্রয়োগ করা, আইন প্রণয়ন করা, যা পাবলিক প্রস্তাব কার্যকর করা এবং ব্যক্তিদের কারণের চেষ্টা করা।"(১)

এই মতবাদটি আমেরিকায় অনেক উত্সাহী খুঁজে পেয়েছিল এবং সেই দেশে কার্যত একটি আইনি নীতিতে উন্নীত হয়েছিল। ওয়াশিংটন তার বিদায়ী ভাষণে বলেছেন:-

"অধিকারের চেতনা সমস্ত সরকারের ক্ষমতাকে একত্রিত করে, এবং এইভাবে

(১) মন্টেসকিউয়ের আইনের আত্মা। ভলিউম ১ জে. ভি. প্রিতচারদ দ্বারা, ১৯১৪ সংস্করণ, পৃষ্ঠা. ১৬২-৩.

সরকার যে ধরনেরই হোক না কেন, একটি প্রকৃত স্বৈরতন্ত্র তৈরি করে।"

জন অ্যাডামস অনুরূপ লাইনে লিখেছেন:-

"এই তিনটি শক্তির মধ্যে একটিকে অন্য দুটির বিরুদ্ধে ভারসাম্য বজায় রাখার মাধ্যমেই অত্যাচারের প্রতি মানব প্রকৃতির প্রচেষ্টাকে একাই নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং সংযত করা যায় এবং যেকোনো মাত্রার স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়।"(১)

এই অনুভূতিগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয় পৃথক রাজ্যগুলির সংবিধানের পাশাপাশি আমেরিকার ফেডারেল সংবিধানে৷ ম্যাসাচুসেটস তার সংবিধানে, ১৭৮০ সালে গৃহীত, শর্ত ছিল যে "এই কমন-ওয়েলথের সরকারে আইন প্রণয়ন বিভাগ কখনই নির্বাহী বিভাগ ব্যবহার করবে না এবং বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা বা উভয়ের কোন একটি; বিচার বিভাগ কখনই আইন প্রণয়ন ও কার্যনির্বাহী ক্ষমতা বা উভয়ের কোনোটি ব্যবহার করবে না; শেষ পর্যন্ত যাতে এটি আইনের সরকার হতে পারে এবং পুরুষদের নয়।"(২)" ৩৯টি অন্যান্য রাজ্যের সংবিধান একই ধাঁচে প্রণয়ন করা হয়েছিল, এবং যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সংবিধানের কথা বলা হচ্ছে, যদিও এটি সরাসরি সরকারী ক্ষমতার পৃথকীকরণ তৈরি করে না, তবে তিনটি অনুচ্ছেদ থেকে যেখানে বলা হয়েছে যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কংগ্রেসে, বিচারিক ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টে এবং নির্বাহী ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে নিহিত, সেই নিয়মটি নির্ধারিত হয়েছে যে সরকারের প্রতিটি শাখায় নিহিত ক্ষমতা অন্য কোনও শাখায় নিহিত হতে পারে না, এবং এক শাখা অন্য কোনও শাখার ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এই নিয়মটি সাদারল্যান্ড জে. স্প্রিংগার বনাম ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সরকার (৩) এই কথায় বলেছেন:-

"এটি তখন বলা যেতে পারে, আমেরিকান সাংবিধানিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত একটি সাধারণ নিয়ম হিসাবে, যে অন্যথায় স্পষ্টভাবে প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি প্রদত্ত বা আনুষঙ্গিকভাবে প্রদান করা না হলে, আইনসভা নির্বাহী বা বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না; নির্বাহী বিভাগ

(১) বিবিধ, কাজ, ভলিউম। I, P. ১৮৬।

(২) উইলবি'স কনস্টিটিউশন অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস, ভলিউম III, ১৬১৬।

(৩) ২৭৭ এস. ১৮৯ এ ২০১:

আইন প্রনয়ন বা বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না; বিচার বিভাগ নির্বাহী বা আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না।"

এইভাবে বলা নিয়ম থেকে, পরবর্তী পদক্ষেপটি ছিল আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণের বিরুদ্ধে বিধি নির্ণয় করা যা পূর্ববর্তী আমেরিকান সিদ্ধান্তগুলিতে প্রায়শই জোর দেওয়া হয়েছে। যদিও এটি শীঘ্রই উপলব্ধি করা হয়েছিল যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণের বিরুদ্ধে নিরঙ্কুশ শাসন অনুশীলনে টিকিয়ে রাখা যাবে না এবং ১৮২৫ সালের প্রথম দিকে, প্রধান বিচারপতি মার্শাল খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন যে এই নিয়মটি সীমাবদ্ধতার অধীন এবং জোর দিয়েছিলেন যে কংগ্রেস "অবশ্যই অন্যদের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে যা আইনসভা যথাযথভাবে নিজেকে প্রয়োগ করতে পারে" (১)। সময়ের পরিক্রমায়, প্রতিনিধিদলের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ সত্ত্বেও, প্রতিনিধিদলের পরিধি এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে ১৯১৬ সালে একজন আমেরিকান লেখক লিখেছিলেন যে "প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার উত্থানের কারণে, আইন প্রণয়ন ক্ষমতার প্রতিনিধি দলকে নিষিদ্ধ করার পুরনো মতবাদ কার্যত ক্ষেত্র থেকে অবসর নিয়েছে এবং লড়াই ছেড়ে দিয়েছে''। (২) এটি এক অর্থে একটি অতি-বিবৃতি, কারণ আমেরিকান বিচারকরা কখনোই নির্বাহী বিভাগে অর্পিত হওয়া অযৌক্তিক বা অত্যধিক কর্তৃত্ব পরীক্ষা করার জন্য সতর্ক থাকতে ক্ষান্ত হননি যা তুলনামূলকভাবে প্রদর্শিত হবে। পানামা রিফাইনিং কোং বনাম রায়ান (৩) এবং শেচটার পোল্ট্রি কর্পোরেশন বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৪) এ আমেরিকান সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত। পরবর্তী ক্ষেত্রে, এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে জাতীয় শিল্প পুনরুদ্ধার আইন, যতদূর পর্যন্ত এটি রাষ্ট্রপতিকে ন্যায্য প্রতিযোগিতার কার্যকরী কোড গ্রহণ ও প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদানের জন্য এবং প্রতিটি শিল্পের সদস্যদের উপর এটি আরোপ করার জন্য অভিহিত করা হয়েছিল যার জন্য কোড অনুমোদিত, অকার্যকর ছিল কারণ এটি আইনী ক্ষমতার একটি অসাংবিধানিক প্রতিনিধি দল ছিল। ব্যাপারটি মোকাবেলা করে, বিচারপতি কার্ডোজো নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন:-

"আইন প্রণয়নের অর্পিত ক্ষমতা যা এই কোডে অভিব্যক্তি খুঁজে পেয়েছে তা ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে

(১) ওয়েম্যান বনাম সাউথার্ড (১৮২৫) ২৩ ইউ.এস. ৪৩.

(২) ৪১ আমেরিকান বার অ্যাসন রিপোর্ট, ৩৬৮ এ ৩৫৬।

(৩) ২৯৩ ইউএস ৩৮৮। (৪) ২৯৫ ইউএস ৪৯৫।

খালি করা হয় না যা এটিকে উপচে পড়া থেকে রক্ষা করে। এটি সীমাবদ্ধ এবং ভবঘুরে...এখানে, আমাদের সামনের ক্ষেত্রে, একটি প্রয়াসিত প্রতিনিধি দল কোনো একক কাজ বা কোনো শ্রেণী বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যা কোনো স্ট্যান্ডার্ডের রেফারেন্স দ্বারা চিহ্নিত বা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রকৃতপক্ষে একটি ঘোরাঘুরি কমিশন রয়েছে যা আবিষ্কারের পরে তাদের সংশোধন করার জন্য অনুসন্ধানের জন্য ..এটি প্রতিনিধিদল চলছে দাঙ্গা। ক্ষমতার এমন কোন অঢেলতা স্থানান্তর করতে সক্ষম নয়।"(১)

তবে সত্যটি রয়ে গেছে যে আমেরিকান আদালত বহু দৃষ্টান্তে তথাকথিত প্রতিনিধিত্বকারী তথাকথিত অর্পিত আইনকে বহাল রেখেছে এবং তাত্ত্বিক মতবাদ এবং বাস্তবে এর প্রয়োগের মধ্যে এখন বিস্তৃত ব্যবধান রয়েছে। নিয়মে কতটা ব্যতিক্রম খোদাই করা হয়েছে তা পানামা রিফাইনিং কো. বনাম রায়ান ৭৯-এর মামলার রিপোর্টে সংযোজিত একটি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তথ্যমূলক নোটের রেফারেন্সে প্রদর্শিত হবে, ৪৪৮ পৃষ্ঠায় আইনজীবী সংস্করণ। এই নোটে, বিজ্ঞ লেখক নিম্নলিখিত ৮টি শিরোনামের অধীনে আমেরিকায় প্রতিনিধিদলের শ্রেণীবদ্ধ উদাহরণ রয়েছে, অসংখ্য উপ-শিরোনাম সহ:-

১. তথ্য বা শর্তাবলী নির্ধারণ করার ক্ষমতা অর্পণ যা সংবিধির কার্যপ্রণালী আনুষঙ্গিক।

২. অ-বিধায়ক বা প্রশাসনিক কার্যাবলী অর্পণ।

৩. প্রশাসনিক বিধি ও প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ।

৪. পৌরসভা এবং স্থানীয় সংস্থায় অর্পণ।

৫. আঞ্চলিক আইনসভা বা কমিশনে কংগ্রেস কর্তৃক অর্পণ।

৬. বেসরকারী বা বেসরকারী ব্যক্তি বা কর্পোরেশনের কাছে অর্পণ।

৭. বিচার বিভাগে বিচক্ষণতা ন্যস্ত করা।

৮. অন্য এখতিয়ারের আইন বা শাসন গ্রহণ করা।

সময়ে সময়ে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম স্থাপনে বিজ্ঞ আমেরিকান বিচারকরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যার মধ্যে কয়েকটি নমুনা হিসাবে উদ্ধৃত করা যেতে পারে:-

(১) ২৯৫ ইউএস ৪৯৫ এ ৫৫১।

যাইহোক, আমরা গাণিতিক সূক্ষ্মতার সাথে আইন প্রণয়ন এবং নির্বাহী কর্মের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি না এবং করতে পারি না এবং শাখাগুলিকে নিশ্ছিদ্র প্রকোষ্ঠ করতে পারি না এবং করতে পারি না এমন শব্দের মাধ্যমে এটিকে ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারি, এটি করা কি কখনও এতটা বাঞ্ছনীয় ছিল, যা আমি বিশ্বাস করা থেকে অনেক দূরে হয়, বা সংবিধানের প্রয়োজন।" [বিচারপতি হোমস এর প্রতিবেদন স্প্রিংগার বনাম ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সরকার(১)]

..বিস্তারিত এবং বিশেষায়িত করার জন্য অত্যধিক প্রচেষ্টা, যাতে প্রশাসনিক বা সত্য-অনুসন্ধানী সহায়তা প্রদানের জন্য, আইনগুলিতে বড় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে এবং এর ফলে বিধান এবং কার্যকরী উভয় ক্ষেত্রেই আইনের ঘাটতি হবে।" [মিউচুয়াল ফিল্ম কর্পোরেশন বনাম শিল্প কমিশন (২)]

"যদি আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণের সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়গুলির জন্য বিধান করার জন্য কঠোরভাবে প্রয়োজন হয়, তবে এটি কার্যকর হবে যে বিষয়গুলির উপর এটির নিঃসন্দেহে ক্ষমতা রয়েছে তার উপর কার্যকর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হবে।"

"সত্যি পার্থক্য হল..... এটি। আইনসভা একটি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে না; তবে আইন প্রণয়ন করতে পারে এমন কিছু সত্য বা অবস্থা নির্ধারণ করার জন্য একটি ক্ষমতা অর্পণ করার জন্য যার উপর আইনটি তৈরি করে বা উদ্দেশ্য করে। করা, তার নিজস্ব কর্ম নির্ভর করে- এটা অস্বীকার করা হবে সরকারের চাকা বন্ধ করা।"(৩)।

"প্রকৃত পার্থক্য হল আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার মধ্যে যা অপরিহার্যভাবে এটি কী হবে সে সম্পর্কে একটি বিচক্ষণতা জড়িত, এবং আইনের অধীনে এবং অনুসরণে প্রয়োগ করার ক্ষমতা বা বিচক্ষণতা প্রদান করা। পরবর্তীতে কোন বৈধ আপত্তি করা যাবে না।" (সিনসিনাটি ডব্লিউ অ্যান্ড জেড আর কো বনাম ক্লিনটন কাউন্টি কমিশনারস (৪) তে বিচারপতি রানে এর প্রতিবেদন]

(১) ২৭৭ ইউএস ১৮৯। (৩) লকের আপিল, ১৮৭৩ ৭২ পা. ৪৯১।

(২) ২৩৬ ইউএস ২৩০। (৪) আই ওহিও সেন্ট ৮৮.

"আমাদের বইয়ের অর্ধেক বিধি বিকল্পে রয়েছে, কিছু ব্যক্তি বা ব্যক্তির বিবেচনার উপর নির্ভর করে যাদেরকে তাদের নির্বাহ কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত উপলক্ষ বিদ্যমান কিনা তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে এটি বলা যায় না যে এই ধরনের বিচক্ষণতার অনুশীলন আইন প্রণয়ন।" [মুর বনাম রিডিং (১)]

"কংগ্রেস তার ইচ্ছা ঘোষণা করতে পারে এবং একটি প্রাথমিক মান ঠিক করার পরে, প্রশাসনিক বিধি ও প্রবিধান নির্ধারণ করে বিশদগুলি পূরণ করার ক্ষমতা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উপর হস্তান্তর করতে পারে।" [মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বনাম শ্রেভপোর্ট গ্রেইন অ্যান্ড ই. কো.(২)]

"সংবিধানকে কখনই কংগ্রেসের নমনীয়তা এবং ব্যবহারিকতার প্রয়োজনীয় সংস্থানগুলিকে অস্বীকার করা বলে গণ্য করা হয়নি যা এটিকে নীতি নির্ধারণে এবং মান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম করবে, এবং নির্বাচিত ইন-স্ট্রুমেন্টালিটিগুলিকে নির্ধারিত মধ্যে অধস্তন বিধি তৈরি করার জন্য ছেড়ে দেবে৷ সীমা, আইনসভা দ্বারা ঘোষিত নীতিটি প্রয়োগ করার ক্ষমতা ছাড়াই, আমাদের একটি আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অসঙ্গতি থাকা উচিত যা অনেক পরিস্থিতিতে তার প্রচেষ্টার জন্য আহ্বান করা হবে। " [পানামা রিফাইনিং কো রায়ান (৩)] এ প্রধান বিচারপতি হিউজ এর প্রতিবেদন]

"এর মানে এই নয় যে তিনটি শাখা একটি সরকারের সমন্বিত অংশ নয় এবং প্রতিটি তার দায়িত্বের ক্ষেত্রে অন্য দুটি শাখার ক্রিয়াকলাপকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে না যতক্ষণ না আহ্বান করা পদক্ষেপটি অন্য শাখার কর্মের সাংবিধানিক ক্ষেত্রে একটি অনুমান হবে না।" [জে ডব্লিউ হ্যাম্পটন জুনিয়র অ্যান্ড কোং বনাম ইউএস (৪) তে প্রধান বিচারপতি টাফ্ট এর প্রতিবেদন]

আমি এই নির্যাসগুলো আমার মতামতকে ২টি কারণে উদ্ধৃত করেছি: প্রথমত, কারণ তারা

(১) ২১ পৃ. ২০২। (৩) ২৯৩ ইউএস ৩৮৮।

(২) ২৮৭ ইউএস ৭৭। (৪) ২৭৬ ইউএস ৩৯৪।

দেখায় যে আমেরিকায় ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদের প্রচলন থাকা সত্ত্বেও, আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণের বিরুদ্ধে নিয়মটি কোনওভাবেই সে দেশে অস্থিতিশীল নয় এবং সেখানকার অনেক বিশিষ্ট বিচারক এটিকে একটি বাস্তব প্রবণতা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যাতে করে এটিকে বর্তমান সময়ের প্রশাসনের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে আনুন, এবং দ্বিতীয়ত, কারণ তারা দেখায় যে অর্পণের বিরুদ্ধে শাসন ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদ থেকে প্রয়োজনীয় প্রতিফলন নয়।

উল্লেখ্য যে ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতিটি অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানের ভিত্তি হলেও, সংবিধানে থাকা ক্ষমতার বণ্টনের কারণে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণ অনুমোদনযোগ্য ছিল না বলে আপত্তি শুধুমাত্র সেই কমনওয়েলথেই উত্থাপিত হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে এটি নেতিবাচক হয়েছে। প্রথম যে ক্ষেত্রে এই আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল তা হল ব্যাক্সটার বনাম আহ ওয়ে(১)। সেই মামলায়, শুল্ক আইন, ১৯০১ এর ৫২ ধারার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। কিছু নিষিদ্ধ আমদানি গণনা করার পরে সেই বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে "সমস্ত পণ্য যার আমদানি ঘোষণা দ্বারা নিষিদ্ধ হতে পারে।" আইনের ৫৬ ধারায় বলা হয়েছে যে "পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা কোনো নির্দিষ্ট শর্ত বা বিধিনিষেধ সাপেক্ষে নিষেধাজ্ঞাকে অনুমোদন করবে এবং এই ধরনের কোনো শর্ত বা নিষেধাজ্ঞার বিপরীতে আমদানিকৃত পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ হবে।" যে ভিত্তির ভিত্তিতে এই বিধানগুলিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল যে তারা ফেডারেল পার্লামেন্টে সংবিধান দ্বারা অর্পিত আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণ করার পরিমাণ ছিল, প্রধান বিচারপতি গ্রিফথ তবে এই বিরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং এটি করার জন্য রানী বনাম বুরাহ (২) এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে নির্ভর করেছিলেন, পর্যবেক্ষণ:-

যতক্ষণ না আইনসভা একবারে এবং সর্বদা শুয়ে থাকার জন্য প্রস্তুত না হয়, বা ভবিষ্যতে যতদূর পর্যন্ত তারা উপযুক্ত মনে করতে পারে, নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা, তাদের অবশ্যই একটি শর্তের উপর নির্ভর করে একটি নিষেধাজ্ঞা করার ক্ষমতা থাকতে হবে এবং সেই শর্তের উপর নির্ভর করে হতে পারে অস্তিত্বে আসা বা কিছু সত্যের আবিষ্কার

(১) (১৯০৯) ৮ সি.এল.আর. ৬৭৬। (২) ৩ অ্যাপ। কাস। ৮৮৯।

.....এবং যদি সেই সত্যটি সেই শর্ত হতে হয় যার উপর পণ্য আমদানির স্বাধীনতা নির্ভর করে, তবে সেই সত্যটি নিশ্চিত করার জন্য অবশ্যই কিছু উপায় থাকতে হবে, এটি নিশ্চিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি; এবং গভর্নর-ইন-কাউন্সিল সত্যটি নিশ্চিত করতে এবং ঘোষণা করার জন্য নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ।"

অন্য যে ক্ষেত্রে একই ধরনের আপত্তি তোলা হয়েছিল, সেগুলো হল:-ওয়েলেবাচ লাইট কোং. অফ অস্ট্রালেসিয়া লিমিটেড বনাম দ্য কমনওয়েলথ (১), রোচে বনাম ক্রোনহাইমার (২), এবং ভিক্টোরিয়ান স্টিভেডোরিং অ্যান্ড জেনারেল কন্ট্রাকটিং কোং. পিটিই লিমিটেড এবং মিকস বনাম ডিগনান (৩)। সর্বশেষ উল্লিখিত ক্ষেত্রে যেটিতে বিষয়টি ব্যাপকভাবে মোকাবিলা করা হয়েছে, বিচারপতি ডিক্সন এইভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন:-

.... সরকারের পৃথক অঙ্গগুলির মধ্যে ক্ষমতার সাংবিধানিক বণ্টনের জন্য সময় অতিবাহিত হয়েছে, একটি অপারেশন যা আইন প্রণয়ন ক্ষমতাকে সংসদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছিল যাতে এটিকে কার্যনির্বাহীতে একটি অপরিহার্যভাবে আইন প্রণয়নকারী চরিত্রের একটি কর্তৃত্বকে পুনঃস্থাপন করা থেকে বিরত রাখতে পারে। "(৪)।

ইংল্যান্ডে, ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদ বিচারিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বা সংবিধান গঠনে খুব কম প্রভাব ফেলেছে, তা সত্ত্বেও- লক এবং ব্ল্যাকস্টোনের মতো বিশিষ্ট লেখকরা ১৭ এবং ১৮ শতকে এটির পক্ষে জোরালোভাবে সমর্থন করেছিলেন। সিভিল গভর্নমেন্টের উপর তার গ্রন্থে লক নিম্নরূপ লিখেছেন:-

"আইনসভা অন্য কারো হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারে না; কারণ এটি জনগণের কাছ থেকে একটি অর্পিত ক্ষমতা, যাদের কাছে এটি রয়েছে তারা এটি অন্যদের কাছে হস্তান্তর করতে পারে না। (§১৪১)।

ব্ল্যাকস্টোন এই কথায় এই মতকে সমর্থন করেছেন:-

যেখানেই আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের অধিকার একই পুরুষের বা এক এবং একই পুরুষের দেহে ন্যস্ত থাকে, সেখানে কোনো জনস্বাধীনতা থাকতে পারে না।"(৫)।

আবার, মন্টেস্কিউ, যখন তিনি ক্ষমতার পৃথকীকরণের মতবাদটি ঘোষণা করেছিলেন, তখন ভেবেছিলেন যে এটি

(১) (১৯১৬) ২২ সি.এল.আর. ২৬৮। (৩) (১৯৩১) ৪৬ সি.এল.আর. ৭৩.

(২) (১৯২১) ১৯সি.এল.আর. ৩২৯। (৪) আইবিআইডি., পৃষ্ঠা ১০০।

(৫) ইংল্যান্ডের আইনের উপর মন্তব্য, ১৭৬৫।

ব্রিটিশ সংবিধানের সূক্ষ্মতার প্রতিনিধিত্ব করে যার জন্য তিনি প্রচুর প্রশংসা করেছিলেন। এই মতবাদটি নিঃসন্দেহে ১৭ এবং ১৮ শতকে ইংল্যান্ডে যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে অর্জিত হয়েছিল তার থেকে সেখানে একটি খুব ভিন্ন অর্থ এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সরকারের তিনটি বিভাগের পারস্পরিক স্বাধীনতার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল৷ কিন্তু, ইংল্যান্ডে, মতবাদের অর্থ কেবল বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, যেখানে মন্ত্রিসভা ব্যবস্থার উত্থান নির্বাহী এবং আইনসভার মধ্যে একটি সংযোগ তৈরি করে৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাপ্ত তথাকথিত অ-সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে মন্ত্রিসভা ব্যবস্থা কীভাবে আলাদাভাবে কাজ করে, খুব শীঘ্রই বলা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করা হয়, কার কাছে, এবং কংগ্রেসের কাছে নয়, মন্ত্রিসভার সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী এবং রাষ্ট্রপতি বা মন্ত্রিসভার সদস্যরা কংগ্রেসে বসতে বা ভোট দিতে পারেন না, এবং তাদের বিল চালু করার বা কংগ্রেসের মাধ্যমে তাদের পাস চাওয়ার কোনো দায়িত্ব নেই। ইংল্যান্ডে, মন্ত্রিসভা হল এমন একটি সংস্থা যা হাউস অফ কমন্সে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত। সংসদের আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে এটির একটি নির্ণায়ক কণ্ঠস্বর রয়েছে এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন এক বা অন্য মন্ত্রীদের মাধ্যমে শুরু করে, যার ফলস্বরূপ "যদিও সংসদ সর্বোচ্চ যেখানে এটি সরকার গঠন বা অনির্মাণ করতে পারে, সরকার একবার ক্ষমতায় থাকলে সংসদ নিয়ন্ত্রণ করুন।"

আমি যে উপসংহারটি প্রকাশ করতে চাই তা এখন সংক্ষিপ্তভাবে বলা যেতে পারে। এটা আমার কাছে মনে হয় যে যদিও আমেরিকাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণের বিরুদ্ধে বিধিটিকে ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদ থেকে একটি প্রতিফলন বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, তবে এটি কঠোরভাবে বলা প্রয়োজন বা অনিবার্য ফলাফল নয়। আমেরিকায় নিয়মটি কতটা শিথিল করা হয়েছে এবং নিয়ম থেকে সরে যাওয়ার ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা এই মতামতকে নিশ্চিত করে এবং এটি এই সত্য দ্বারাও সমর্থিত যে অস্ট্রেলিয়ার সিদ্ধান্তের প্রবণতা, যদিও এর সংবিধান

অন্ততপক্ষে তাত্ত্বিকভাবে ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতির উপর ভিত্তি করে, এই নীতিটি উপযুক্ত পরিস্থিতিতে প্রতিনিধিত্বের পথে দাঁড়ায় না। সরকারের ক্ষমতার বিভাজন এখন সব সভ্য সংবিধানের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, এবং নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম কমনওয়েলথ (১) এর বিচারপতি রিচ দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে, এটি "সমস্ত ব্রিটিশ সম্প্রদায়ের মধ্যে সুপরিচিত"; এখনও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া, কোথাও এটি অনুষ্ঠিত হয়নি যে এটি নিজেই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণকে নিষিদ্ধ করে। আমার মনে হয় যে আমেরিকান আইনবিদরা এই ধারণে অনেক বেশি এগিয়ে গেছেন যে প্রতিনিধিদলের বিরুদ্ধে বিধিটি ক্ষমতা পৃথকীকরণের সরাসরি প্রতিফলন ছিল।

আমি এখন তৃতীয় নীতিটি নিয়ে কাজ করব, যেটি আমার মতে সত্যিকারের নীতি যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিদলের বিরুদ্ধে শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এটি কুলির সাংবিধানিক সীমাবদ্ধত, ভলিউম । পৃষ্ঠা ২২৪-এ এই কথায় বলা হয়েছে:-

"সাংবিধানিক আইনের একটি নিষ্পত্তিকৃত সর্বোচ্চ হল, আইন প্রণয়নের জন্য আইনসভার উপর অর্পিত ক্ষমতা সেই বিভাগ দ্বারা অন্য কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করা যাবে না। যেখানে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কর্তৃপক্ষকে অবস্থিত করেছে, সেখানে এটি অবশ্যই থাকবে; এবং সাংবিধানিক সংস্থার দ্বারাই আইনগুলি তৈরি করতে হবে যতক্ষণ না সংবিধান নিজেই পরিবর্তিত হয় যে ক্ষমতা, প্রজ্ঞা এবং দেশপ্রেমের উপর এই উচ্চ অধিকার অর্পণ করা হয়েছে তা অন্য সংস্থাগুলিকে বেছে নিয়ে নিজেকে দায়মুক্ত করতে পারে না। আত্মনিয়োগ করা হবে, না এটি অন্য কোনো সংস্থার বিচার, প্রজ্ঞা এবং দেশপ্রেমের প্রতিস্থাপিত হতে পারে যাদের জন্য একা জনগণ এই সার্বভৌম আস্থাকে বিশ্বাস করার উপযুক্ত বলে মনে করেছে।'"

একই বিজ্ঞ লেখক তার সাংবিধানিক আইনের সুপরিচিত বইতে (৪র্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৩) এভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন :-

"কোন আইন প্রণয়নকারী সংস্থা সরকারের অন্য বিভাগকে, বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে, সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করতে

(১) ২০ সি.এল.আর. ১০৮ এ ৫৪।

পারে না। কারণটি তার নিজস্ব ক্ষমতার অস্তিত্বের মধ্যেই পাওয়া যায়। এই উচ্চ বিশেষাধিকারটি তার নিজস্ব প্রজ্ঞা, বিচার এবং দেশপ্রেমের উপর অর্পিত হয়েছে, এবং অন্য ব্যক্তির উপর নয়, এবং এটি কার্যকর করার পরিবর্তে ট্রাস্ট অর্পণ করার উদ্যোগ নিলে এটি চরমভাবে কাজ করবে।"

এই নিয়মটি একটি বিস্তৃত অর্থে মাক্সিম, "ডেলিগেটাস নন পটেস্ট ডেলিগের" এর অন্তর্নিহিত নীতিকে জড়িত করে, তবে এটি ভুল বোঝার উপযুক্ত এবং ভুল বোঝানো হয়েছে। আমার বিচারে, এর অর্থ হল যে আইনসভা তার আইন প্রণয়ন কার্যগুলিকে ত্যাগ করতে পারে না এবং এটি নিজেকে অর্পণ করতে পারে না এবং এটিকে অর্পিত প্রাথমিক দায়িত্ব পালনের জন্য একটি সমান্তরাল আইনসভা স্থাপন করতে পারে না। এই নিয়মটি আমেরিকা এবং ইংল্যান্ড উভয় ক্ষেত্রেই স্বীকৃত হয়েছে এবং প্রধান বিচারপতি হিউজ এই শব্দগুলিতে এটি ব্যাখ্যা করেছেন:-

"কংগ্রেসকে প্রধানত ত্যাগ করার, বা অন্যদের কাছে হস্তান্তর করার অনুমতি দেওয়া হয় না, প্রয়োজনীয় আইনী কার্যাবলী যার সাথে এটি এইভাবে অর্পিত।" (১)।

ভিক্টোরিয়ান স্টিভেডোরিং এবং জেনারেল কন্ট্রাক্টিং কোং. প্যাটি. লিমিটেড-এ বিচারপতি ইভাট এবং নিয়াকস বনাম ডিগনান (২), এই কথায়:-

"অতএব চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, কমনওয়েলথের পার্লামেন্ট তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা 'ত্যাগ' করতে সক্ষম নয়। এর কারণ এই নয় যে সংসদ তার যেকোনো বা সমস্ত আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বা কার্য সম্পাদন করতে বাধ্য, কারণ এটি তা না করার জন্য নির্বাচন করতে পারে। ; এবং এই কারণে নয় যে ক্ষমতার পৃথকীকরণের মতবাদ সংসদকে আইন বা উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করতে বাধা দেয় এবং এর দ্বারা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়, কারণ এটি প্রতিটি আইনে পাশ হয়; সংসদ কর্তৃক সংবিধানে বর্ণিত এক বা একাধিক বিষয়ের উপর একটি আইনের বর্ণনার উত্তর দিতে হবে যে আইন দ্বারা সংসদ তার সমস্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অন্য সংস্থাকে দিয়েছে কেবলমাত্র এটি পরীক্ষায় ব্যর্থ হবে। একটি আইন যার দ্বারা সংসদ তার সমস্ত আইন প্রণয়নের কর্তৃত্ব অন্য সংস্থাকে দিয়েছে তা কেবলমাত্র খারাপ হবে কারণ এটি সর্বশেষ উল্লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হবে।"

(১) ২৯৩ ইউএস ৪২১। (২) ৪৬ কম এল.আর. ১২১ এ ৭৩।

আমি মনে করি যে সঠিক আইনি অবস্থানটি লর্ড হ্যালডেন ইন রি দ্য ইনিশিয়েটিভ অ্যান্ড রেফারেন্ডাম অ্যাক্ট (১) তে ব্যাপকভাবে তুলে ধরেছেন :-

"নিঃসন্দেহে একটি সংস্থা, যার উপর অর্পিত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা এতটাই উপভোগ করা হয়েছে যেটি উপভোগ করা হয়েছে৷ কানাডার একটি প্রাদেশিক আইনসভা, তার নিজস্ব ক্ষমতা অক্ষত রেখে অধস্তন সংস্থাগুলির সহায়তা চাইতে পারে, যেমনটি করা হয়েছে। যখন হজ বনাম রানী, অন্টারিওর আইনসভাকে সরাই সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়নের জন্য বোর্ড অফ কমিশনার কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এটি অনুসরণ করে না যে এটি নিজের ক্ষমতার সাথে একটি নতুন আইনী ক্ষমতা তৈরি করতে পারে না; আইন দ্বারা সৃষ্ট যার কাছে এটির নিজস্ব অস্তিত্ব রয়েছে।"

কি পরিত্যাগ গঠন করে এবং কোন শ্রেণীর মামলাগুলি সেই অভিব্যক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত হবে তা সর্বদাই একটি বাস্তবতার প্রশ্ন হয়ে থাকবে এবং এটিকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য কোনও ব্যাপক সূত্র স্থাপন করা কোনওভাবেই সহজ নয়, তবে এটি স্বীকৃত হওয়া উচিত যে ত্যাগের বিরুদ্ধে নিয়মটি আইনসভাকে তার আইন কার্যকর, উপযোগী এবং সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক কাজগুলি করার জন্য তার নিজের পছন্দের কোনও অধস্তন সংস্থাকে নিয়োগ করতে নিষেধ করে না।

তিনটি নীতি বিবেচনা করে যেগুলো নেতিবাচক ক্ষমতা অর্পণকে বলা হয়, আমি এখন বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল যে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন তা বিবেচনা করার জন্য এগিয়ে যাবো যে অর্পণের ক্ষমতা আইন প্রণয়নের ক্ষমতার মধ্যে নিহিত। এই যুক্তিটি তার নির্ধারিত ক্ষেত্রের মধ্যে আইনসভার সার্বভৌমত্বের নীতির উপর ভিত্তি করে। সংবিধান লেখকদের দ্বারা সার্বভৌমত্ব বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং কখনও কখনও আইনি সার্বভৌমত্ব এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। একজন লেখক এটিকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং জবরদস্তির মাধ্যমে তাদের প্রয়োগ করার ক্ষমতা হিসাবে এটি নিয়োগের যত্ন নেয়, এবং তিনি বলেন যে ইংল্যান্ডে আইনী সার্বভৌম, অর্থাত্, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তি যারা দেশের আইন অনুসারে আইন প্রণয়ন ও সরকার পরিচালনা করে, সংসদে রাজা, যেখানে রাজনৈতিক

(১) [১৯১৯] এ, সি. ৯৪৫ এ ৯৩৫।

বা সাংবিধানিক সার্বভৌম, অর্থাৎ, ব্যক্তিদের সংস্থা যাদের মধ্যে ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত থাকে, হল নির্বাচক বা ভোটদানকারী জনসাধারণ (১)। ডিসি বলেছেন যে সার্বভৌমত্বের আইনী ধারণার অর্থ হল আইন প্রণয়নের ক্ষমতা যে কোন আইনি সীমা দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় এবং যদি এইভাবে "সার্বভৌমত্ব" শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তাহলে ইংরেজী সংবিধানের অধীনে সার্বভৌম ক্ষমতা হল সংসদ। এই ধরনের সার্বভৌমত্বের প্রধান গুণটি তিনি এই কথায় বলেছেন:-

"এমন কোনো আইন নেই যা সংসদ পরিবর্তন করতে পারে না (অথবা একই জিনিসটিকে কিছুটা ভিন্নভাবে বলতে গেলে, মৌলিক বা তথাকথিত সাংবিধানিক আইনগুলি আমাদের সংবিধানের অধীনে একই সংস্থা দ্বারা এবং একই পদ্ধতিতে অন্যান্য আইনের মতো পরিবর্তিত হয়, যেমন, সংসদ তার সাধারণ আইনী চরিত্রে অভিনয় করে) এবং এটি দ্বারা পাস করা কোনো আইন বাতিল বলে ঘোষণা করা যাবে না।"

একই লেখকের মতে, একটি অ-সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি হল:-(১) আইনের অস্তিত্ব যা এই সংস্থাকে মানতে হবে এবং পরিবর্তন করতে পারে না; (২) সাধারণ আইন এবং মৌলিক আইনের মধ্যে একটি চিহ্নিত পার্থক্য গঠন; এবং (৩) কিছু ব্যক্তি বা ব্যক্তির অস্তিত্ব বিচারিক বা অন্যথায়, এই জাতীয় আইন প্রণয়নকারী সংস্থা দ্বারা পাসকৃত আইনের বৈধতা বা সাংবিধানিকতা সম্পর্কে উচ্চারণ করার ক্ষমতা রয়েছে৷ ভারতীয় বা ঔপনিবেশিক আইনসভার সাথে মোকাবিলা করে, বিজ্ঞ লেখক এটিকে একটি অ-সার্বভৌম আইনসভা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং পর্যবেক্ষণ করেছেন যে আইন প্রণয়নের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে অধীনস্থ এবং সংসদের আইনের উপর ততটাই নির্ভরশীল যতটা উপ-আইন তৈরি করার ক্ষমতা লন্ডন এবং নর্থওয়েস্টার্ন রেলওয়ে কোম্পানির। এটি নিঃসন্দেহে একটি অতিবিবৃতি এবং অবশ্যই আজকের ভারতীয় সংসদের জন্য প্রযোজ্য নয়। আমাদের বর্তমান সংসদ, যদিও এটি গ্রেট ব্রিটেনের পার্লামেন্টের মতো সার্বভৌম নাও হতে পারে, তবে অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এবং ফেডারেল সংবিধানযুক্ত অন্যান্য স্বাধীন দেশের আইনসভার মতো সার্বভৌম। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যের সাথে

(১) আধুনিক রাজনৈতিক সংবিধান, শক্তিশালী দ্বারা।

যেটা বেশি প্রাসঙ্গিক তা হল যে ডাইসি নিজেই, ঔপনিবেশিক এবং অন্যান্য অনুরূপ আইনসভা নিয়ে কাজ করছেন, বলেছেন যে "তারা ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের নিজস্ব গোলকের অনুলিপিগুলির মধ্যে সংক্ষেপে, তারা তাদের নিজস্ব গোলকের সার্বভৌম সংস্থার মধ্যে, কিন্তু তাদের কর্মের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হয় যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে তাদের অধীনতা।" এই মন্তব্যগুলি নিঃসন্দেহে ১৯১২ সালের আইন পরিষদে প্রযোজ্য যা দিল্লী আইন অ্যাক্ট, ১৯১২ পাস করেছে এবং তারা বর্তমান সংসদেও এই অত্যন্ত উপাদান পরিবর্তনের সাথে প্রযোজ্য যে এর কর্মের স্বাধীনতা আর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধীনতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় বরং ভারতীয় সংবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এই পর্যায়ে, ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা নির্ধারিত কিছু ক্ষেত্রে উল্লেখ করা দরকারী হবে যেখানে সরাসরি ভারতীয় এবং ঔপনিবেশিক আইনসভার দ্বারা প্রয়োগ করা ক্ষমতার পরিধি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এই বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় মামলা হল রানী বনাম বুরাহ৷ (১), যা এই আদালত একাধিক অনুষ্ঠানে উদ্ধৃত করেছে এবং ভাল কর্তৃপক্ষ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে, প্রশ্ন উঠেছিল যে ১৮৬৯ সালের আইন নং XXII-এর একটি ধারা যা বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে প্রয়োগ করা উচিত কিনা তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা প্রদান করেছিল কিনা তা চূড়ান্ত ছিল বা ছিল না? অপরিবর্তিত বিধানটি "ক্ষমতাধীন" ছিল বলে ধরে রাখার সময়, প্রিভি কাউন্সিল কিছু পর্যবেক্ষণ করেছে যা বারবার উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং আরও একবার উদ্ধৃত করার যোগ্য। ভারতীয় আইনসভা ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের প্রতিনিধি ছিল না বলে ধরে নিয়ে এবং তাই ম্যাক্সিম, ""ডেলিগেটাস নন পোটেস্ট ডেলিগার"", আবেদন করেননি (এই পয়েন্টের সাথে ডিল করার জন্য আগে দেখুন), তাদের লর্ডশিপগুলি নিম্নরূপ বলেছে:-

"তাদের লর্ডশিপ সম্মত হন যে গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল ভারতে কোন প্রকার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে, তৈরি করতে পারে না এবং সাধারণ আইনী কর্তৃত্বের সাথে হাত দিতে পারে না, একটি নতুন আইনী ক্ষমতা, যা কাউন্সিল আইন দ্বারা তৈরি বা অনুমোদিত নয়। এই ধরণের কিছুই নেই, তাদের লর্ডশিপের মতে, বর্তমান মামলায় করা হয়েছে

(১) ৫ আই.এ. ১৭৮।

বা চেষ্টা করা হয়েছে। যা করা হয়েছে তা হল। গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল নির্ধারণ করেছেন আইন প্রণয়নের যথাযথ এবং সাধারণ পদ্ধতিতে, একটি নির্দিষ্ট জেলাকে সাধারণ আদালত এবং অফিসের এখতিয়ার থেকে সরিয়ে দেওয়া এবং এটিকে নতুন আদালত ও অফিসের অধীনে রাখার জন্য বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের দ্বারা নিযুক্ত হবেন এবং দায়বদ্ধ হবেন, লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের উপর ছেড়ে দেবেন যে কোন সময়ে এই পরিবর্তন ঘটবে; এবং সেই সাথে তাকে সক্ষম করা, তিনি সেই বা অন্য কোন জেলার জন্য কোন আইন প্রণয়ন করতে চান না, বরং সেই জেলায় যে কোন আইন, বা আইনের অংশ, যা আগে থেকেই ছিল বা সময়ে সময়ে হতে পারে, সেই জেলায় পাবলিক নোটিফিকেশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে। বলবৎ, যথাযথ আইনী কর্তৃত্ব দ্বারা, অন্যান্য অঞ্চলে তার সরকারের অধীন'।"

তারপর, পরে তারা যোগ করেছে:-

"যথাযথ আইনসভা স্থান, ব্যক্তি, আইন, ক্ষমতা হিসাবে তার রায় প্রয়োগ করেছে; এবং সেই রায়ের ফলাফল হল এই সমস্ত বিষয়গুলির জন্য শর্তসাপেক্ষে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। শর্তগুলি পূরণ হওয়ার পরে, আইনটি এখন নিরঙ্কুশ। যেখানে পূর্ণ ক্ষমতা ইম্পেরিয়াল বা প্রাদেশিক আইনসভায় নির্দিষ্ট বিষয় হিসাবে আইনের অস্তিত্ব রয়েছে, সেগুলি (তাদের প্রভুত্বের রায়ে) ভালভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, হয় একেবারে বা শর্তসাপেক্ষে, বিশেষ ক্ষমতার ব্যবহার বা অনুশীলনের উপর একটি সীমিত বিচক্ষণতা, যাদের উপর এটি আস্থা রাখে, এটি কোন অস্বাভাবিক বিষয় নয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই এটির উদাহরণ রয়েছে এবং এটি অনুমান করা যায় না ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্ট, ভারতীয় আইনসভা গঠন করার সময়, এই ধরনের শর্তসাপেক্ষ আইনকে সময়ে সময়ে প্রদত্ত আইন প্রদত্ত ক্ষমতার সুযোগের মধ্যে বিবেচনা করেনি।"

বিষয়ের পরবর্তী কেসটি হল রাসেল বনাম দ্য কুইন (১)। সেই ক্ষেত্রে, কানাডিয়ান টেম্পারেন্স অ্যাক্ট, ১৮৭৮, এই ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল যে এটি

(১) ৭ অ্যাপ। ক্যাস.৮২৯।

কানাডার পার্লামেন্টে "ক্ষমতা বহির্ভূত" ছিল। যে কাউন্টি বা শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচকদের ভোটে এই ধরনের একটি কোর্সের পক্ষে হলে, গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল আইনটির আপেক্ষিক অংশটিকে বলবৎ বলে ঘোষণা করলে যে কোনো দেশে বা শহরে আইনটি কার্যকর করা হবে। এটি প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে এই বিধানটি একটি শহর বা কাউন্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের কাছে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করে না। যে অনুচ্ছেদে এটি পরিষ্কার করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ চলে:-

"এই আপত্তির সংক্ষিপ্ত উত্তর হল যে আইনটি যে কোনও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করে না। এটি যে বিষয়গুলির সাথে কাজ করে সেগুলির সম্পূর্ণ আইন এটির মধ্যেই রয়েছে। আইনের কিছু অংশ শুধুমাত্র পিটিশনের ভিত্তিতে কার্যকর হবে এমন বিধান। সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্বাচকরা এই ব্যক্তিদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে না, সংসদ নিজেই শর্ত প্রণয়ন করে এবং শর্ত পূরণ করার জন্য যা কিছু অনুসরণ করা হয় তা অনেক ক্ষেত্রে সুবিধাজনক, এবং অবশ্যই অস্বাভাবিক নয় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কানাডার পার্লামেন্টের কাছে অস্বীকার করা যায় না যখন আইন প্রণয়নের বিষয়টি তার যোগ্যতার মধ্যে থাকে... যদি এই বিষয়ে কর্তৃত্বের প্রয়োজন হয়, তবে এটি সম্প্রতি এই বোর্ডের আগে রানী বনাম বুরাহর ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে। "

হজ বনাম দ্য কুইন (১) এর ক্ষেত্রেও একই মতবাদ স্থাপিত হয়েছিল, যেখানে প্রশ্ন উঠেছিল যে অন্টারিওর আইনসভার স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করার ক্ষমতা ছিল বা ছিল না - কমিশনার বোর্ডের ক্ষমতা লিকার লাইসেন্স অ্যাক্ট, ১৮৭৭ সংক্রান্ত প্রবিধান তৈরি করা, যা অন্যান্য জিনিসগুলির মধ্যে সেই বিধি লঙ্ঘনের জন্য অপরাধের সৃষ্টি করে এবং তাতে জরিমানা যুক্ত করে৷ তাদের লর্ডশিপগুলি ধরেছিল যে অন্টারিও আইনসভার সেই ক্ষমতা রয়েছে, এবং পুনর্ব্যক্ত করার পরে যে আইনসভা আইনটি পাস করেছে একজন প্রতিনিধি ছিলেন না, তারা নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন:-

"যখন ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন প্রণয়ন করে যে অন্টারিওর জন্য একটি আইনসভা থাকা উচিত, এবং

(১) ৯ অ্যাপ। কাস। ১১৭।

এর আইনসভার প্রদেশের জন্য আইন প্রণয়নের একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকা উচিত এবং ধারা ৯২-এ গণনা করা বিষয়গুলির জন্য প্রাদেশিক উদ্দেশ্যে, এটি কোনো অর্থেই ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রয়োগ করার ক্ষমতা প্রদান করে না, কিন্তু ধারা ৯২ দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সাম্রাজ্যিক পার্লামেন্টের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে এবং যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষমতার অধিকারী এবং প্রদান করতে পারে। এই বিষয় ও অঞ্চলের সীমার মধ্যে স্থানীয় আইনসভা সর্বোচ্চ, এবং একই পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যিক সংসদ বা ডোমিনিয়নের সংসদ যেমন করে একটি পৌর প্রতিষ্ঠান বা নিজের সৃষ্ট একটি সংস্থাকে ক্ষমতা প্রদান করতে পারত, তেমনি এখানেও বিশেষিত বিষয়ের উপর উপ-আইন বা প্রস্তাবনা তৈরি করতে এবং আইন কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সেই আইন কার্যকর করা ও বাস্তবায়নের জন্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।"

আরেকটি কেস যা দরকারীভাবে উদ্ধৃত করা যেতে পারে তা হল পাওয়েল বনাম অ্যাপোলো ক্যান্ডেল কো (১)। সেই ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি উঠেছিল তা হল নিউ সাউথ ওয়েলসের ১৮৭৯ সালের কাস্টমস রেগুলেশন অ্যাক্টের ১৩৩ ধারা ঔপনিবেশিক আইনসভার "ক্ষমতা বহির্ভূত" ছিল কি না। সেই ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে "যখন পণ্যদ্রব্যের কোনো দ্রব্য সংগ্রাহকের কাছে অজানা আমদানি করা হয়, যা সংগ্রাহক বা কমিশনারদের মতে, দৃশ্যত কোনো পরিচিত শুল্কযোগ্য অনুচ্ছেদের বিকল্প, বা দৃশ্যত শুল্ক এড়ানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, কিন্তু তার অধিকার আছে। সম্পূর্ণ বা আংশিক সম্পত্তি যা ব্যবহার করা যেতে পারে বা এই জাতীয় শুল্কযোগ্য অনুচ্ছেদের মতো একই উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, গভর্নরের পক্ষে নির্দেশ দেওয়া আইনত হবে যে এই জাতীয় পণ্যের উপর নির্ধারিত হারে শুল্ক আরোপ করা হবে। অনুপাতে এই ধরনের অজানা অনুচ্ছেদটি তার গুণাবলীর আনুমানিক বা এই ধরনের কর্তব্যযোগ্য নিবন্ধে ব্যবহার করে।" ঔপনিবেশিক আইনসভা ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের একটি প্রতিনিধি ছিল এবং এটি একটি এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছে না বলে দাবি করার পরে, প্রিভি কাউন্সিল নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে উত্থাপিত প্রশ্নের মোকাবেলা করতে এগিয়ে যায়:-

(১) ১০টি অ্যাপ। কাস ২৮২।

"এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে প্রশ্নবিদ্ধ করটি গভর্নর দ্বারা আরোপ করা হয়েছে, এবং আইনসভার দ্বারা নয়, যাদের একা এটি আরোপ করার ক্ষমতা ছিল৷ তবে অর্ডার ইন কাউন্সিলের অধীনে ধার্য করা দায়িত্বগুলি সত্যই আইনের কর্তৃত্ব দ্বারা ধার্য করা হয় যার অধীনে আদেশটি জারি করা হয়েছে, আইনসভা গভর্নরের উপর নিখুঁত নিয়ন্ত্রণের সাথে বিভক্ত হয়নি, এবং এই পরিস্থিতিতে তাদের প্রভুত্বের ক্ষমতা প্রত্যাহার বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা রয়েছে ১৮৭৯ সালের শুল্ক নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৩৩ ধারাকে আইনসভার ক্ষমতার বাইরে ঘোষণা করার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায় ভুল ছিল।"

বারে আরও বেশ কয়েকটি কেস উদ্‌ধৃত করা হয়েছিল যেখানে একটি আইনসভার আধিপত্য (যা ডাইসের দ্বারা নির্ধারিত পরীক্ষা অনুসারে অ-সার্বভৌম হবে) এর কার্যকারিতার জন্য নির্ধারিত ক্ষেত্রের মধ্যে, নিশ্চিত করা হয়েছিল, তবে উদাহরণগুলিকে বহুগুণ করা অপ্রয়োজনীয় সেই নীতির। তবে আমি শ্যানন বনাম লোয়ার মেইনল্যান্ড ডেইরি প্রোডাক্টস বোর্ড (১) তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিলের ঘোষণাটি উদ্‌ধৃত করতে পারি, যা নিম্নরূপ:-

"তৃতীয় আপত্তি হল যে প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষমতার মধ্যে লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে কাউন্সিলে তথাকথিত আইনী ক্ষমতা অর্পণ করা বা তাকে আরও অর্পণ করার ক্ষমতা দেওয়া। এই আপত্তি তাদের প্রভুত্বের অধিকারের ক্ষুণ্নকারী বলে মনে হয়। যা প্রাদেশিক আইনসভার বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির সাথে লেনদেন করে যা সংবিধান তার নির্ধারিত ক্ষেত্রের মধ্যে প্রাদেশিক আইনসভাকে অন্য যেকোনো সংসদের মতোই সর্বোচ্চ বলে গণনা করার চেষ্টা করে; অসংখ্য ঘটনা যেখানে আইনসভা, প্রাদেশিক, ডোমিনিয়ন এবং ইম্পেরিয়াল, বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থাকে এই আইনে থাকা ক্ষমতার অনুরূপ ক্ষমতা অর্পণ করেছে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি উল্লেখ করার জন্য ।

আমাকে এখানে বিরতি দিতে হবে যা কেস থেকে বের করা যেতে পারে

(১) [১৯৩৮] এ সি ৭০৮ এ ৭২২।

প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যা আমি এ পর্যন্ত উদ্ধৃত করেছি, এই নীতি ব্যতীত যে ভারতীয় এবং ঔপনিবেশিক আইনসভাগুলি তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এবং যে মাক্সিম, ডেলিগেটাস নন-প্রস্পেকট ডেলিগেয়ার, তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। প্রথমত, এটি বেশ স্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে যে প্রিভি কাউন্সিল কখনই এই বিবৃতিতে নিজেদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করতে পছন্দ করেনি যে অর্পিত আইন অনুমোদিত ছিল। তাদের পক্ষে এমনটি বলা এবং তাদের সামনে থাকা মামলাগুলি নিষ্পত্তি করা সহজ ছিল, তবে তারা এটি দেখানোর জন্য বেদনাদায়ক ছিল যে তাদের সামনে যে বিধানগুলিকে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছিল তা আইনী কর্তৃপক্ষের অর্পণের উদাহরণ নয় বরং তারা শর্তাধীন আইন প্রণয়নের উদাহরণ ছিল যা তারা ভেবেছিল, সংশ্লিষ্ট আইনসভাগুলি প্রণয়ন করতে সক্ষম ছিল, অথবা অধস্তন সংস্থাগুলিকে কিছু ক্ষেত্রে অর্পিত এই ধরনের কর্তৃত্ব প্রদান আইন প্রণয়নের আনুষঙ্গিক ছিল এবং এটি ব্যতীত "বিভিন্ন বিবরণ এবং সেগুলি পরিচালনা করার জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার একটি প্রচেষ্টা নিপীড়ক বা সম্পূর্ণরূপে পরিণত হতে পারে৷ ব্যর্থ।" তারা আরও নির্ধারণ করেছে: (১) যে শর্তযুক্ত আইন এবং আইনের অন্যান্য রূপ বর্ণনা করা সঠিক হবে না যা তাদের বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে বিবেচনা করার জন্য বলা হয়েছিল যা অন্য সংস্থার মাধ্যমে আইন হিসাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি আইন বা আইন যা তাদের সামনে অর্পিত আইন হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল, তার মধ্যেই এটি যে বিষয়টি নিয়ে কাজ করেছিল তার পুরো আইনটি ধারণ করে, শর্ত নির্ধারণ করে এবং শর্ত পূরণ করার শর্তে যা অনুসরণ করতে হবে; (২) আইনসভা তার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখলে এবং যখন খুশি তার সংস্থাটিকে ধ্বংস করতে পারে তবে সেই আইনী ক্ষমতাকে ভাগ করা হয়েছে বলে বলা যায় না অন্যটি তৈরি এবং সেট আপ করা বা বিষয়টি সরাসরি নিজের হাতে নেওয়া; (৩) আইনসভাগুলি দ্বারা অধস্তন সংস্থাগুলির সাহায্য কতটা চাওয়া যেতে পারে এবং তাদের দীর্ঘ সময় ধরে সেগুলি চালিয়ে যাওয়া উচিত সেই প্রশ্নটি প্রতিটি আইনসভার বিষয় এবং আইন আদালতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নয়; (৪) অন্যদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রবিধান কমিট করার ক্ষেত্রে একটি আইনসভা নিজেকে বিলুপ্ত করে না; এবং (৫) যে আইনসভা, গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের মতো, কোনো ধরনের আইন কর্তৃত্ব প্রণয়নের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করতে পারে না

কাউন্সিল আইন দ্বারা তৈরি বা অনুমোদিত নয় এমন একটি নতুন আইনী ক্ষমতা যার কাছে এটি (গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল) এর অস্তিত্বের পাওনা।

আমি ইতিমধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছি যে "অর্পিত আইন" এবং "অর্পণকারী আইনী ক্ষমতা" অভিব্যক্তিগুলি কখনও কখনও শিথিল অর্থে ব্যবহৃত হয়, এবং কখনও কখনও একটি কঠোর অনুভূতি। তথাকথিত অর্পিত আইনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন চুক্তি বা প্রতিবেদনগুলিতে এই অভিব্যক্তিগুলি আলগা বা জনপ্রিয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; এবং যদি আমরা সেই অর্থটি প্রিভি কাউন্সিলের সামনে বাস্তবতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি, এতে কোন সন্দেহ নেই যে প্রতিটি মামলাই অর্পিত আইন বা আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষের অর্পণের উদাহরণ হবে। কিন্তু প্রিভি কাউন্সিল সর্বত্র এই পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছে যে তাদের সামনের মামলাগুলি অর্পিত আইন বা আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিত্বের উদাহরণ ছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে আইনসভা যদি তার কার্যাবলী সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে এবং একটি সমান্তরাল আইনসভা গঠন করে এবং তার সমস্ত ক্ষমতা তার কাছে হস্তান্তর করে, তবে নিঃসন্দেহে এটি তার ক্ষমতা অর্পণের একটি বাস্তব উদাহরণ হবে। অন্য কথায়, কঠোরভাবে প্রতিনিধিত্ব থাকবে। অর্থ যদি আইনী ক্ষমতা তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য সহ অন্য কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু প্রিভি কাউন্সিল বারবার উল্লেখ করেছে যে আইনসভা যখন তার আধিপত্য ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখে এবং যখন খুশি তখনই তার তৈরি করা সংস্থাটিকে ধ্বংস করে অন্য একটি স্থাপন করতে পারে বা বিষয়টি সরাসরি নিজের হাতে নিতে পারে, তখন এটি তার নিজস্ব আইনসভার সাথে বিচ্ছেদ করেনি। ক্ষমতা তারা আরও উল্লেখ করেছেন যে অধস্তন কর্তৃপক্ষের কাজটি প্রকৃত আইনী বৈশিষ্ট্য ধারণ করে না, যদি তারা এটি দ্বারা কৃত কার্যের কার্যকারিতা অধস্তন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নয় বরং আইনসভা থেকে প্রাপ্ত হয় যার দ্বারা অধস্তন কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল। কাজ করতে যেসব ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রিভি কাউন্সিল আইন প্রণয়নের প্রকৃতি এবং নীতির উল্লেখ করেছে এবং নির্দেশ করেছে যে শর্তসাপেক্ষ আইন কেবলমাত্র অন্যদের কাছে সীমিত বিবেচনামূলক কর্তৃত্ব অর্পণ করা এবং অধস্তন এজেন্সিগুলির সাহায্য চাওয়া। আইনের উদ্দেশ্য কার্যকর করা আইন প্রণয়নের আনুষঙ্গিক এবং সঠিকভাবে

কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য প্রতিটি আইনসভাকে অবশ্যই ক্ষমতার সুযোগের মধ্যে রয়েছে। তথাকথিত অর্পিত আইন সম্পর্কে আমেরিকাতেও প্রচুর সাহিত্য রয়েছে, তবে আমেরিকার প্রখ্যাত বিচারকদের রায়গুলি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে, যদিও কিছু ক্ষেত্রে তারা অভিব্যক্তিটিকে জনপ্রিয় অর্থে ব্যবহার করেছেন, তবুও অনেক ক্ষেত্রেই তারা নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিলের মতোই সতর্কতা অবলম্বন করেছে এবং যখনই তারা আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষের অর্পণ বলে তাদের সামনে প্রত্যাখ্যান করা কোনো বিধান বহাল রেখেছেন তখনই তারা তাদের উপসংহারে বিশ্রাম দিয়েছেন যে সেখানে ছিল আইন কোন প্রতিনিধি দল নেই।

বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল এই প্রস্তাবের জন্য ইভাট জে-এর কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করেছেন যে "সংসদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার প্রকৃত প্রকৃতি এবং পরিধি তার বিষয়বস্তু ক্ষমতার অংশ হিসেবে সংসদ ছাড়া অন্য কর্তৃপক্ষকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদানের জন্য জড়িত। " (") এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে একটি আইনসভা যেটি তার নিজের ক্ষেত্রের মধ্যে সার্বভৌম, তার অবশ্যই কর্মের খুব বড় স্বাধীনতা থাকতে হবে, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে আইনের কঠোর বিন্দুতে ইভাট জে: একটি সুনির্দিষ্ট বা সুনির্দিষ্ট নয়। একটি সঠিক বিবৃতি যা প্রথম প্রশ্নটি উত্থাপন করে তা হল আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বলতে কি বোঝায় এবং এই ধরনের ক্ষমতা আদৌ অর্পণ করা যায় কি না। আরেকটি সমস্যা যা উত্থাপন করে তা হল একবার এটি সাধারণ হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তাব যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা আইন প্রণয়নের ক্ষমতার মধ্যে অন্তর্নিহিত, সেখানে সুনির্দিষ্ট বিন্দুতে লাইন টানা কঠিন হবে যেখানে আইনসভা থামতে হবে এবং আইনসভা ১, ১০ প্রতিনিধি করার জন্য সক্ষম কিনা তা জিজ্ঞাসা করা বৈধ হবে। বা তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতার ৯৯ শতাংশ, এবং কঠোরভাবে যৌক্তিক উপসংহারটি এমন হবে না যে আইনসভা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তার ক্ষমতার সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু অর্পণ করতে পারে। প্রিভি কাউন্সিল বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে বিষয়টি তুলে ধরেছে বলে আমার কাছে মনে হয় সঠিক এবং কঠোরভাবে আইনি উপায়। আইনসভা কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য, পর্যাপ্ত তথ্যের জন্য কল করতে হবে, করতে হবে

(১) ভিক্টোরিয়ান স্টিভেডোরিং কেস দেখুন; ৪৬ কম। এল আর ৭৩।

ভবিষ্যতের পাশাপাশি বর্তমানের জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির বহুগুণ জন্য প্রদান করতে হবে যা কখনও কখনও পূর্বাভাস করা কঠিন হতে পারে। ক্রমানুসারে এর উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য, এটিকে বিভিন্ন ধরণের এবং আইনের ফর্ম অবলম্বন করতে হবে, উপযুক্ত সংস্থাগুলিকে বিশদ বিবরণ পূরণ করার এবং আইনকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে। সুতরাং, শর্তাধীন আইন হিসাবে যা পরিচিত, একটি অভিব্যক্তি যা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং রায়ের একটি সিরিজে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং যা অধস্তন আইন হিসাবে পরিচিত, যার মধ্যে বস্তুকে কার্যকর করার জন্য বিধি ও প্রবিধান তৈরি করার জন্য অধস্তন কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করা জড়িত। যে উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা হয়, সেই নীতির ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের অনুমতিযোগ্য রূপ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে যে একটি আইনসভা কার্যকর আইন প্রণয়নের জন্য আনুষঙ্গিক বা প্রয়োজনীয় সবকিছু করতে পারে। একবার এটি স্বীকার করা হলে, এটি অনুসরণ করে যে আইনসভা একই নীতিতে অন্য যেকোন আইন অবলম্বন করতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে এটি তার ক্ষমতার অনুকরণের মধ্যে কাজ করে, তা ছাড়াই আরোপ করা হোক বা বাধ্যতামূলক দায়িত্বের প্রকৃতির দ্বারা শর্তযুক্ত করতে হোক ।

আমি এখন পর্যন্ত যে উপসংহারে পৌঁছেছি তা এখন সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে:-

(১) আইনসভাকে অবশ্যই তার প্রাথমিক আইনী কার্য সম্পাদন করতে হবে এবং অন্যদের মাধ্যমে নয়।

(২) একবার এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে যে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে এটির সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে, এটি অবশ্যই একটি ফলাফল হিসাবে অনুসরণ করবে যে এটি সেই গোলকের মধ্যে আইন প্রণয়নের জন্য স্বাধীন যে কোনও উপায়ে এটি তার উদ্দেশ্যকে কার্যকর করার সর্বোত্তম উপায় বলে মনে হয়। এবং একটি নির্দিষ্ট আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নীতি, এবং এটি যে কোনও বাইরের সংস্থাকে যে কোনও পরিমাণে ব্যবহার করতে পারে এমন কাজগুলি করার জন্য যা এটি নিজে করতে অক্ষম বা অসুবিধাজনক বলে মনে করে৷ অন্য কথায় এটি সমস্ত কিছু করতে পারে যা আনুষঙ্গিক। এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতার পূর্ণ ও কার্যকর প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয়।

(৩) এটি তার আইন প্রণয়ন কার্য ত্যাগ করতে পারে না, এবং তাই বাইরের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করার সময়

সংস্থা, এটি অবশ্যই দেখতে হবে যে এই জাতীয় সংস্থা একটি অধস্তন কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করে এবং একটি সমান্তরাল আইনসভায় পরিণত না হয়।

(৪) ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদ এবং আমেরিকান সংবিধান প্রণীত হওয়ার পর থেকে এটি আমেরিকাতে প্রাপ্ত বিচারিক ব্যাখ্যা, আমেরিকান আদালতগুলিকে অযৌক্তিক এবং অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্ব যাচাই করতে সক্ষম করে কিন্তু এই দেশের আদালত সেই মতবাদের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয় এবং করতে পারে না। আমেরিকাতে যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে সেভাবে এটি প্রয়োগ করুন। অতএব, এই দেশে আইনসভার প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতার উপর কেবল দুটি প্রধান চেক রয়েছে, এগুলি হল তার ভাল বোধ এবং প্রধান যে এটিকে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত নয় যেটি প্রতিনিধিত্বকে "ত্যাগ এবং আত্ম-নিয়োগ" বলে গণ্য করে।

আমি এখন এই রেফারেন্সে যে তিনটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন তা নিয়ে মোকাবিলা করব, সেগুলি নিম্নরূপ:-

(১) দিল্লি লজ অ্যাক্ট, ১৯১২-এর ধারা ৭, বা এর যে কোনও বিধান এবং কোন বিশেষ বা বিবরণে বা কতটা অতিমাত্রায় আইনসভা যেটি উল্লিখিত আইনটি পাশ করেছে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত?

(২) আজমের-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭, বা এর কোন বিধান কি এবং কোন বিশেষ বা বিবরণে বা কতটা অতিমাত্রায় আইনসভার সাথে সম্পর্কযুক্ত যা উক্ত আইনটি পাশ করেছে?

(৩) পার্ট সি স্টেটস (আইন) অ্যাক্ট, ১৯৫০-এর ধারা ২ বা এর যে কোনও বিধান এবং কোন বিশেষ বা বিবরণে বা কতটা "ক্ষমতা বহির্ভূত" সংসদকে সীমাবদ্ধ করে?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করার আগে, ভারতীয় আইনসভার গঠন এবং ক্ষমতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করা উপযোগী হবে যে তারিখে প্রশ্নবিদ্ধ তিনটি আইন পাশ হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে যে পূর্বে এটি নির্বাহী সরকার ছিল যা "ভারতে অর্জিত কারখানা এবং অঞ্চলগুলির ভাল সরকার" এর জন্য প্রবিধান ও অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল এবং ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত আইনগুলি গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল দ্বারা পাস করা হত। অথবা মাদ্রাজের গভর্নরদের দ্বারা এবং

বোম্বে কাউন্সিল, প্রবিধান আকারে। ১৮৩৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট দ্বারা, গভর্নর-জেনারেল কাউন্সিল একটি চতুর্থ সদস্যের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বর্ধিত করা হয়েছিল যিনি আইন ও প্রবিধান তৈরির জন্য সভা ছাড়া বসতে বা ভোট দেওয়ার অধিকারী ছিলেন না। এই আইনের মাধ্যমে গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল সমগ্র ভারতের জন্য আইন ও প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করেছিল এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গভর্নরদের উপর ন্যস্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হয়েছিল, যদিও তাদের খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাব করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল কর্তৃক পাসকৃত আইনগুলিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে পেশ করা প্রয়োজন ছিল এবং সেগুলিকে সংসদের আইনের মতোই বল করতে হবে। ১৮৫৩ সালে, শুধুমাত্র আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে চতুর্থ সদস্যকে সাধারণ সদস্য এবং ৬ জন বিশেষ সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের শক্তি আরও ১২ সদস্যে উন্নীত করা হয়। এরপর ১৮৬১ সালের কাউন্সিল অ্যাক্ট আসে, যার মাধ্যমে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর গভর্নরদের কাছে পুনঃস্থাপিত হয় এবং বাংলার জন্য একটি আইন পরিষদ নিযুক্ত করা হয়; কিন্তু গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল এখনও সমগ্র ভারতে আইনী কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে সক্ষম ছিলেন এবং "সকল ব্যক্তি এবং সমস্ত স্থান এবং জিনিস" এর জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারতেন এবং আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কাউন্সিলকে আরও পুনর্গঠন করা হয়েছিল যাতে ৬ থেকে ১২টি অন্তর্ভুক্ত করা যায়। গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক ২ বছরের জন্য মনোনীত সদস্য, যাদের মধ্যে অর্ধেকেরও কম নন-অফিসিয়াল হতে হবে। তাঁর কাউন্সিলে, গভর্নর-জেনারেলের অনুমোদন ব্যতীত নির্দিষ্ট বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত কোনও ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে না এবং কোনও আইন বৈধ হবে না যতক্ষণ না গভর্নর-জেনারেল এতে সম্মতি দেন এবং একটি আইন অনুমোদন না করার চূড়ান্ত ক্ষমতা সংরক্ষিত ছিল। তদুপরি, মাদ্রাজ এবং বোম্বেতে স্থানীয় আইনসভা গঠন করা হয়েছিল, যেখানে অর্ধেক সদস্য গভর্নরদের দ্বারা মনোনীত অ-অফিসিয়াল হতে হবে, এবং পাস করা যেকোনো আইনের বৈধতা দেওয়ার জন্য গভর্নরের পাশাপাশি গভর্নর-জেনারেলের সম্মতি প্রয়োজন ছিল স্থানীয় আইনসভা দ্বারা। বাংলার নিম্ন প্রদেশগুলির জন্য অনুরূপ আইনসভা গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল

এবং কিছু অন্যান্য প্রদেশের জন্য আইন পরিষদ গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ১৮৯২ সালে, ভারতীয় কাউন্সিল আইন পাস করা হয়েছিল, যার দ্বারা আইন পরিষদগুলিকে আরও প্রসারিত করা হয়েছিল এবং সদস্যদের কিছু নতুন অধিকার দেওয়া হয়েছিল। ১৯০৯ সালে, মর্লে-মিন্টো স্কিম আসে যার অধীনে ৬০ জন অতিরিক্ত সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে আইন পরিষদের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছিল যাদের মধ্যে ২৭ জন নির্বাচিত এবং ৩৩ জন মনোনীত হয়েছিল। এর শীঘ্রই, ১৮১২ সালে, দিল্লি আইন আইন পাশ হয়, এবং সেই সময়ে কাজ করা আইনসভার সাথে সম্পর্কিত যে বিষয়গুলি লক্ষ্য করা যেতে পারে তা হল: প্রথমত, এর পরিধির মধ্যে, এর ক্ষমতাগুলি আইনসভার মতোই সম্পূর্ণ ছিল। ১৮৬১, যার ক্ষমতা বুরার ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিলের সামনে বিবেচনার জন্য এসেছিল এবং দ্বিতীয়ত, আইন পরিষদের গঠন বিবেচনা করে যেখানে বেসরকারী এবং নির্বাহী উপাদানগুলি প্রাধান্য পেয়েছিল, বিচ্ছিন্নতার মতবাদের প্রয়োগের জন্য কোন অবকাশ ছিল না। ক্ষমতার সম্পূর্ণ আমদানিতে, বা এটাও বলা যায় না যে সেই মতবাদের কারণে আইনসভা গভর্নর-জেনারেলকে সেই ক্ষমতা দিয়ে বিনিয়োগ করতে পারেনি যা আমরা তাকে দিল্লি আইন আইনের অধীনে বিনিয়োগ করতে দেখেছি। এটা বলা উচিত যে সেই আইনের ধারা ৭-এ যেমনটি মূলত দাঁড়িয়েছিল, গভর্নর-জেনারেলকে এমন কর্তৃপক্ষ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যিনি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই ধরনের প্রজ্ঞাপনের তারিখে ব্রিটিশ ভারতের যে কোনও অংশে কার্যকর ছিল এমন কোনও আইন প্রসারিত করতে পারেন। "প্রাদেশিক সরকার" পরবর্তীকালে "গভর্নর-জেনারেল" এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত হয়।

দ্বিতীয় আইনে, যথা, আজমের-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭-এ, আমরা দেখতে পাই যে যখন এটি ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭-এ প্রণীত হয়েছিল, তখন ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫, ভারত (প্রাদেশিক) দ্বারা অভিযোজিত হয়েছিল সংবিধান) ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭-এর অধীনে জারি করা আদেশ, ১৯৪৭, বলবৎ ছিল। সেই আইনের অধীনে, ফেডারেল, প্রাদেশিক এবং সমবর্তী আইনী তালিকা নামে তিনটি আইনসভা তালিকা ছিল। তালিকা । এবং ॥-এ এমন বিষয়গুলির একটি তালিকা রয়েছে যার উপর কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং প্রাদেশিক আইনসভা যথাক্রমে আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং তালিকা ॥।-এ এমন বিষয়গুলি রয়েছে যার উপর কেন্দ্রীয় এবং উভয়

প্রাদেশিক আইনসভা আইন প্রণয়ন করতে পারে। আইনের ১০০(৪) ধারায় বলা হয়েছে যে "প্রদেশ বা তার কোনো অংশ ব্যতীত প্রাদেশিক আইনসভার তালিকায় গণনা করা বিষয়গুলির বিষয়ে ডোমিনিয়ন আইনসভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে।" ধারা ৪৬ (৩) বলে যে "প্রদেশ" শব্দটি, যদি না প্রেক্ষাপটে অন্যথায় প্রয়োজন হয়, একটি গভর্নরের প্রদেশ বোঝায়। অতএব, ধারা ১০০ (৪) "প্রদেশ" এর সংজ্ঞা সহ পঠিত, ডোমিনিয়ন আইনসভাকে আজমির-মেরওয়ারার জন্য তিনটি তালিকায় উল্লিখিত বিষয়গুলির বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছে, যেটি গভর্নরের প্রদেশ ছিল না। এইভাবে কেন্দ্রীয় আইনসভা আজমীর-মেরওয়ারার জন্য যে কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম ছিল এবং এটিকে বরাদ্দকৃত সমগ্র আইনসভা ক্ষেত্রে পূর্ণ ক্ষমতাও ছিল। আরও, যে সময়ে প্রশ্নবিদ্ধ আইনটি পাস হয়েছিল, সেই সময়ে ডোমিনিয়ন আইনসভা একই সাথে গণপরিষদ হিসাবে কাজ করত এবং সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল।

তৃতীয় যে আইনটি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন তা বর্তমান সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর পাস হয়েছিল। সংবিধানের ২৪৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে "এই সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে, সংসদ ভারতের ভূখণ্ডের সমগ্র বা যেকোনো অংশ থেকে আইন প্রণয়ন করতে পারে, এবং একটি রাজ্যের আইনসভা সমগ্র বা কোনো অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে রাজ্য।"ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫-এর আদলে, সংবিধানের সপ্তম তফসিলের তালিকা । এবং ॥-তে সেই বিষয়গুলি গণনা করা হয়েছে যেগুলির উপর সংসদ এবং রাজ্য আইনসভাগুলি যথাক্রমে আইন প্রণয়ন করতে পারে, যেখানে তালিকা ॥। সেই বিষয়গুলিকে গণনা করে যার উপর উভয়ই সংসদ এবং রাজ্য আইনসভা আইন প্রণয়ন করতে পারে৷ অনুচ্ছেদ ২৪৬(৪) এর অধীনে, "প্রথম তফসিলের অংশ এ বা অংশ বি তে অন্তর্ভুক্ত নয় ভারতের ভূখণ্ডের যে কোনও অংশের জন্য সংসদের যে কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে তা সত্ত্বেও বিষয়টি রাজ্যের তালিকায় গণনা করা একটি বিষয়।" পার্ট সি স্টেটস (আইন) অ্যাক্ট, ১৯৫০ এর সাথে সম্পর্কিত পয়েন্টগুলি উল্লেখ করা উচিত: -

(১) বর্তমান সংসদ সংবিধান থেকে তার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে যা প্রণীত হয়েছে

ভারতের জনগণ তাদের গণপরিষদের মাধ্যমে, এবং কোনো বহিরাগত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নয়, এবং তার নিজস্ব ক্ষেত্রের মধ্যে এটি লিখিত ফেডারেল সংবিধানের অধিকারী অন্য যেকোনো দেশের আইনসভার মতোই সর্বোচ্চ।

(২) সংসদের যে কোন বিষয়ে অংশ সি রাজ্যগুলির জন্য আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।

(৩) যদিও সংবিধানের অধীনে সরকারি কার্যাবলীর কিছু ধরনের বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, তবুও মন্ত্রিসভা ব্যবস্থা, যা ব্রিটিশ সংবিধানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, আমাদের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদ, যা আমেরিকার এই দেশে সেই ধারণ বা তাৎপর্য অর্জন করেনি যা সাংবিধানিক বিধানের কোনো ব্যাখ্যার উপর কর্তৃত্ব করতে পারে না।

আমি এখানে একটি যুক্তি উল্লেখ করতে পারি যা সংবিধানের ৩৫৩ (বি) এবং ৩৫৭ (এ) এবং (বি) অনুচ্ছেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। অনুচ্ছেদ ৩৫৩ (বি), এ যখন রাষ্ট্রপতি দ্বারা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়, -

"যেকোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব আরোপ করার ক্ষমতা, অথবা ক্ষমতা প্রদান ও দায়িত্ব আরোপ করার ক্ষমতা প্রদানের জন্য, ইউনিয়ন বা ইউনিয়নের কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষের উপর। ব্যাপার, যদিও এটি এমন একটি যা ইউনিয়ন তালিকায় গণনা করা হয়নি।"

অনুচ্ছেদ ৩৫৭-এর অধীনে, যখন কোনও রাজ্যে সাংবিধানিক যন্ত্রের ব্যর্থতা দেখা দেয়, "সেটি সক্ষম হবে"--

(ক) সংসদের জন্য রাষ্ট্রপতিকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদানের জন্য রাষ্ট্রের আইনসভার ক্ষমতা প্রদান করা এবং রাষ্ট্রপতিকে প্রতিনিধি করার ক্ষমতা প্রদান করা যে শর্তগুলি তিনি আরোপ করা উপযুক্ত মনে করতে পারেন, সেই জন্য তার দ্বারা নির্দিষ্ট করার জন্য অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে অর্পিত ক্ষমতা;

(খ) পার্লামেন্টের জন্য, বা রাষ্ট্রপতি বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের জন্য যার কাছে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ১৮৩৩-এ ন্যস্ত ছিল, আইনগুলি গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল বা মাদ্রাজের গভর্নরদের দ্বারা পাস করা হত এবং ক্ষমতা এবং কর্তব্য আরোপ, ইউনিয়ন বা কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষের উপর।"

এই উভয় অনুচ্ছেদে, প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা স্পষ্টভাবে অর্পণ করা হয়েছে, এবং যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে যদি প্রতিনিধিদলকে স্বাভাবিক আইনে বিবেচনা করা হয়, তাহলে সংসদকে একটি প্রকাশ ক্ষমতা দেওয়া হত, অনুচ্ছেদ ৩৫৩(বি) এবং ৩৫৭(ক) এবং (খ) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতার অনুরূপ। অন্য কথায়, একটি এক্সপ্রেস বিধানের অনুপস্থিতি প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতার অনুপস্থিতির জন্য একটি যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এটি লক্ষ্য করা উচিত যে এগুলি জরুরী বিধান এবং বিবেচনাধীন প্রশ্নটির সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সহায়তা দেয় না। যতদূর পর্যন্ত অনুচ্ছেদ ৩৫৩(বি) সম্পর্কিত, এটি বলাই যথেষ্ট যে রাষ্ট্রীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির বিষয়ে সংসদকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট বিধান প্রয়োজনীয় ছিল যার উপর সংসদ অন্যথায় আইন প্রণয়নের জন্য সক্ষম ছিল না। যখন সংসদকে এমন একটি ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের জন্য বিশেষভাবে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যেখানে এটি সাধারণত আইন প্রণয়ন করতে পারে না, তখন এটি প্রয়োগ করতে পারে এমন সমস্ত ক্ষমতা বর্ণনা করা প্রয়োজন ছিল। আবার, অনুচ্ছেদ ৩৫৭(এ) রাষ্ট্রপতির কাছে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সম্পূর্ণ হস্তান্তরের সাথে সম্পর্কিত, যখন ধারা (বি) সাংবিধানিক যন্ত্রের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্রের জন্য আইন প্রণয়নের জন্য সংসদ এবং রাষ্ট্রপতিকে প্রদত্ত ক্ষমতার সাথে আনুষঙ্গিক অবস্থা। এই বিধানগুলি তাদের থেকে যে উপসংহার টানা চাওয়া হয়েছে তা বহন করে না। প্রকৃতপক্ষে, অ্যাটর্নি-জেনারেল তাদের থেকে বিপরীত অনুমান করেছেন, যথা, এই বিধানগুলির দ্বারা সংবিধান প্রণেতারা স্বীকার করেছেন যে ক্ষমতার অর্পণ যখন প্রয়োজন মনে হয় তখনই অনুমতি দেওয়া হয়। আমার মতে, এই উপসংহারগুলির কোনটিই সঠিক বলে ধরে নেওয়া যায় না।

আমি এখন এই রেফারেন্সে যে তিনটি বিধানের উত্তর প্রয়োজন তা নিয়ে আলোচনা করব। অনুসরণ হিসাবে তারা:-

দিল্লি আইন আইন, ১৯১২ এর ধারা ৭।

"প্রাদেশিক সরকার, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনের সাথে প্রসারিত করতে পারে যেভাবে এটি দিল্লি প্রদেশ বা তার যেকোনো অংশের জন্য উপযুক্ত হয়, যে কোনো আইন

এই ধরনের প্রজ্ঞাপনের তারিখে ব্রিটিশ ভারতের যেকোনো অংশে বলপ্রয়োগ করা হবে।"

আজমির-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭ এর ধারা ২।

"কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, আজমির-মেরওয়ারা প্রদেশে এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনের সাথে প্রসারিত করতে পারে কারণ এটি মনে করে যে এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির তারিখে অন্য কোনো প্রদেশে কার্যকরী কোনো আইন কার্যকর হবে।"

পার্ট সি স্টেটস (আইন) আইন, ১৯৫০ এর ধারা ২।

"কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, যেকোন অংশ সি রাজ্যে (কুর্গ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ব্যতীত) বা এই জাতীয় রাজ্যের যে কোনও অংশে, এই জাতীয় বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনগুলি সহ যেটি উপযুক্ত মনে করে, যে কোনও আইন প্রসারিত করতে পারে। যেটি প্রজ্ঞাপনের তারিখে একটি অংশ ক রাজ্যে বলবৎ আছে এবং আপাতত প্রযোজ্য যে কোনও সংশ্লিষ্ট আইন (একটি কেন্দ্রীয় আইন ব্যতীত) বাতিল বা সংশোধনের জন্য প্রসারিত যে কোনও আইনে বিধান করা যেতে পারে; সেই অংশ সি রাজ্য।"

প্রথম দর্শনে, এই বিধানগুলি খুব বিস্তৃত বলে মনে হচ্ছে, তাদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলি হল:--

১। আইনের তালিকা বা সময়সূচীর মাধ্যমে এই আইনে কোনও নির্দিষ্টকরণ নেই যার মধ্যে থেকে নির্বাচন প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা করা হবে, যেমনটি হতে পারে, তবে সরকারকে সম্পূর্ণ বিবেচনার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক আইনসভার দ্বারা দেশের যে কোনো অংশে পাস করা যেকোনো আইন গ্রহণ করা।

২। বিধান শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ নয় এই আইন প্রণয়নের তারিখে বিদ্যমান আইন কিন্তু ভবিষ্যতের আইন পর্যন্ত প্রসারিত।

৩। সংশ্লিষ্ট সরকারকে শুধুমাত্র আইন প্রসারিত বা গ্রহণ করার জন্য নয় বরং উপযুক্ত মনে করে এই ধরনের বিধিনিষেধ ও পরিবর্তন প্রবর্তনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে; এবং পার্ট সি স্টেটস (আইন) অ্যাক্ট, ১৯৫০-এ, কোনও সংশ্লিষ্ট আইন বাতিল বা সংশোধনের জন্য আইনের অধীনে বর্ধিত আইনে একটি বিধান করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয়েছে (কেন্দ্রীয় আইন ব্যতীত) যা আপাতত সংশ্লিষ্ট অংশ সি রাজ্যের জন্য প্রযোজ্য।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সরকারকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা খুবই বিস্তৃত এবং তিনটি আইন ইংল্যান্ড বা আমেরিকার যেকোনো আইনের চেয়ে অনেক বেশি দূরে চলে যায়, কিন্তু, আমার বিচারে, কিছু অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও, যা উল্লেখ করা হয়েছে, প্রশ্নবিদ্ধ বিধান অবৈধ হতে রাখা যাবে না।

আসুন আমরা সেই পরিবর্তনগুলি প্রবর্তনের ক্ষমতাকে উপেক্ষা করি যার সাথে আমি পরে মোকাবিলা করব, এবং তিনটি আইনের মূল বিধানটি সাবধানতার সাথে বিবেচনা করি। এই আইনগুলি পাস করার সময় সংশ্লিষ্ট আইনসভাগুলি যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল, তা হল এমন কিছু রাজ্য বা রাজ্য ছিল যেখানে স্থানীয় আইনসভা নেই এবং তাদের জন্য একটি সম্পূর্ণ বান্ডিল আইন প্রণয়ন করতে হয়েছিল। এটা স্পষ্ট যে সংশ্লিষ্ট আইনসভাগুলি, আইনগুলি পাশ করার আগে, তাদের মন প্রয়োগ করেছিল এবং প্রথমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, অন্যান্য প্রদেশগুলির জন্য প্রযোজ্য আইনগুলি গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতি পূরণ করা হবে, যেহেতু তারা বিভিন্ন প্রদেশের কাছ থেকে আসা বিস্তৃত বিষয়গুলিকে কভার করেছে। দৃষ্টিকোণ এবং তাই রাজ্য বা রাজ্যগুলির প্রয়োজনীয়তাগুলি যেগুলির জন্য আইন প্রণয়ন করতে হয়েছিল সেগুলির বাইরে যেতে পারে না যেগুলির জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন আইনসভা দ্বারা আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং দ্বিতীয়ত, বিষয়টি এমন একটি কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যস্ত করা উচিত যা পরিচিত হবে বলে আশা করা হয়েছিল এবং যে রাজ্য বা রাজ্যগুলির জন্য আইন প্রণয়ন করা হবে সেগুলির প্রয়োজন এবং শর্তগুলির সাথে সহজেই নিজেকে পরিচিত করতে পারে৷ এইভাবে, প্রণীত আইনগুলির প্রত্যেকটিই একটি সম্পূর্ণ আইন ছিল, কারণ এটি একটি নীতিকে মূর্ত করেছিল, একটি মানকে সংজ্ঞায়িত করেছিল এবং নির্দিষ্ট নির্ধারিত সীমার মধ্যে নির্বাচিত কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ করেছিল এবং তাদের অতিক্রম না করার জন্য। প্রতিটি আইন ছিল একটি নির্দিষ্ট উপায়ে কাজ করার জন্য আইনসভার ইচ্ছার সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি এবং কীভাবে এটির ইচ্ছা পালন করা উচিত তার আদেশের। আইনসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে মামলার পরিস্থিতিতে আইন প্রণয়নের সর্বোত্তম উপায় ছিল এবং তাই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই ধরনের আইনকে পরিত্যাগের পরিমাণ হিসাবে বর্ণনা করা একটি ভুল নাম হবে আইনি ক্ষমতা, কারণ আইনের প্রকৃতি থেকে

এটা স্পষ্ট যে আইনসভার যে কোনো মুহূর্তে ক্ষমতা প্রত্যাহার বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা ছিল যার সাথে নির্বাচিত কর্তৃপক্ষকে অর্পিত করা হয়েছিল এবং কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা রাজ্যগুলির জন্য প্রযোজ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনগুলি পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্বাচিত সংস্থাকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, তবে এটি শুধুমাত্র দায়িত্বশীল এবং উপযুক্ত আইনসভা দ্বারা প্রণীত আইনগুলিকে খাপ খাইয়ে নিতে এবং প্রসারিত করতে পারে। সুতরাং, এই আইনগুলিতে সরকারগুলিকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তা আইনী ক্ষমতার প্রকৃতির চেয়ে মন্ত্রীত্বের প্রকৃতিতে বেশি ছিল। প্রদত্ত ক্ষমতাটি ছিল মন্ত্রী পর্যায়ের, কারণ সরকারকে যা করতে হবে তা হল আইন অধ্যয়ন করা এবং সেগুলি থেকে নির্বাচন করা।

যে এই ধরনের আইন নীতিগতভাবে অযৌক্তিক বা নজির ছাড়াই নয়, তা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি থেকে স্পষ্ট হবে:-

১. রানী বনাম বুরাহ(১) মামলার ঘটনাগুলি এতটাই পরিচিত যে সেগুলি পুনরুত্পাদন করার প্রয়োজন নেই, তবে আলোচনার বিষয়টি বোঝার জন্য, ১৮৬৯ সালের আইন XXII এর ধারা ৮ উল্লেখ করা প্রয়োজন। এবং প্রিভি কাউন্সিলের কিছু পর্যবেক্ষণ যা স্পষ্টতই সেই বিভাগে বহন করে। বিভাগটি নিম্নরূপ সঞ্চালিত হয়:-

"উক্ত লেফটেন্যান্ট-গভর্নর সময়ে সময়ে, কলকাতা গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, উল্লিখিত অঞ্চলে যে কোনও আইন বা কোনও আইনের কোনও অংশ প্রসারিত করতে পারেন, যা এখন তার সরকারের অধীন অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে বলবৎ, বা যা পরবর্তীতে হতে পারে। আইন ও প্রবিধান প্রণয়নের জন্য গভর্নর-জেনারেল বা উল্লিখিত লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কাউন্সিল দ্বারা প্রণীত হতে পারে এবং এই ধরনের বর্ধিতকরণ সরাসরি করতে পারে যার দ্বারা প্রসারিত বিধানের কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্বের ঘটনা প্রয়োগ বা সম্পাদন করা হবে, এবং এই ধরনের বিধান কার্যকর করার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় বলে মনে করবেন এমন কোনো আদেশ দেবেন।"

তাদের রায়ে, প্রিভি কাউন্সিল এই ধারাটি উদ্ধৃত করে না কিন্তু স্পষ্টতই তারা এটি মাথায় রেখেছিল যখন তারা নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করেছিল:-

(১) ৫ আই এ ১৭৮।

"আইনসভা নির্ধারণ করেছিল যে, এখন পর্যন্ত, একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তন হওয়া উচিত; তবে এটি লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের বিবেচনার ভিত্তিতে কার্যকর করার সময় এবং পদ্ধতি ছেড়ে দেওয়া সমীচীন ছিল; এবং এছাড়াও, যে আইনগুলি একই সরকারের অধীন অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে কার্যকর ছিল বা হতে পারে যেমন এটি এই জেলাতেও প্রয়োগ করা উপযুক্ত এবং উপযুক্ত হতে পারে তবে এটি নিশ্চিত ছিল না যে এই সমস্ত আইন এবং তাদের প্রতিটি অংশ; সমান সুবিধার সাথে তাই প্রয়োগ করা যেতে পারে, সেক্ষেত্রে লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কাছে বিচক্ষণতা অর্পণ করা সমীচীন ছিল।'

এখানে ব্যবহৃত ভাষাটি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সহজেই অভিযোজিত হতে পারে যাতে প্রশ্নে থাকা আইনগুলিকে আবৃত করা যায়:-

"আইনসভা নির্ধারণ করেছে যে.....অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে যে আইনগুলি কার্যকর ছিল বা হতে পারে... যেমন এই রাজ্যেও প্রয়োগ করা উপযুক্ত এবং যথাযথ হতে পারে; কিন্তু যেহেতু এটা নিশ্চিত ছিল না যে এই সমস্ত আইন এবং তাদের প্রতিটি অংশ সমান সুবিধার সাথে প্রয়োগ করা যেতে পারে, সেক্ষেত্রে এটি সমীচীন ছিল। , কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের কাছে বিচক্ষণতা অর্পণ করা।"

আমার কাছে মনে হচ্ছে যুক্তির এই লাইনটি আমাদের সামনের ঘটনাগুলির সাথে পুরোপুরি খাপ খায়। "একই সরকারের অধীনস্থ অঞ্চল" শব্দগুলি আমার মতে উপাদান নয়, কারণ বুরাহের ক্ষেত্রে একই সরকারের অধীনস্থ অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে যে আইনগুলি কার্যকর ছিল শুধুমাত্র সেই আইনগুলিকে প্রসারিত করতে হবে। আমরা বিচ্ছিন্ন শব্দগুলির উপর অযথা জোর দিতে চাই না তবে সেই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত নীতিটি দেখতে চাই। দিল্লি আইন আইনে যেমনটি মূলত প্রণীত হয়েছিল, যে সংস্থাটি আইনগুলিকে খাপ খাইয়ে নেবে তিনি ছিলেন গভর্নর জেনারেল। অন্য দুটি আইনে, সংস্থাটি ছিল কেন্দ্রীয় সরকার। ১৯১২ সালে, গভর্নর-জেনারেল সমস্ত অঞ্চলগুলির উপর এখতিয়ার প্রয়োগ করেছিলেন যেগুলির আইনগুলি দিল্লির জন্য অভিযোজিত হয়েছিল। একই মন্তব্য কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অন্য দুটি আইনের সাথে কাজ করার সময়। ইতিমধ্যে আমি বলেছি,

বুরাহর মামলাটি এই আদালত কর্তৃক সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে গৃহীত হয়েছে, এবং আমরা ভালভাবে বলতে পারি যে বিরোধিত আইনগুলি ১৮৬৯ সালের আইন XXII-এর বৃহত্তর সংস্করণ যা বুরাহর ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ ছিল।

২। ইংল্যান্ডে এবং আমেরিকায় এখন এটি ভালভাবে স্থির হয়ে গেছে যে একটি আইনসভা একটি সরকার বা স্থানীয় সংস্থা বা অন্য কোনো সংস্থাকে আইনের বিধানগুলির সাথে ধারাবাহিকভাবে প্রবিধান তৈরি করার অনুমতি দেওয়ার জন্য একটি আইন পাস করতে পারে। তর্ক-বিতর্কের কোনো পর্যায়েই তা আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়নি। এই ধরনের ক্ষমতা আইনসভা দ্বারা অন্য সংস্থাকে দেওয়া যাবে না। আমরা এমন দৃষ্টান্ত জানি যেখানে প্রবিধানগুলিকে বৈধ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে বলে অপরাধ সৃষ্টি করা এবং জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। আমার কাছে মনে হয় যে এই প্রবিধানগুলির অনেকগুলি প্রণয়নের সাথে অনেক বেশি আইনী ক্ষমতা এবং বিচক্ষণতার প্রয়োগ জড়িত যা তৈরিকৃত আইনের একটি বিশাল অংশ থেকে উপযুক্ত আইন নির্বাচন করা। একটি সুপরিচিত আমেরিকান ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি, যা প্রবিধান প্রণয়নের জন্য একটি অধস্তন কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতায়নের জন্য আইনি যৌক্তিকতা প্রদান করুন, আমার কাছে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়:-

"এটি ভালভাবে মীমাংসা করা হয়েছে যে একটি রাজ্য আইনসভার দ্বারা আইন প্রণয়নের ক্ষমতার একটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে প্রতিনিধিদল, স্থানীয় বিষয়গুলির বিষয়ে, সর্বোচ্চ আইন সাপেক্ষে, আইনী কার্যের প্রতিনিধি দলের বিরুদ্ধে বাধা লঙ্ঘন করে না।

এটি আমাদের সরকার ব্যবস্থার একটি প্রধান নীতি যে স্থানীয় বিষয়গুলি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত হবে এবং সাধারণ বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত হবে, এবং সেইজন্য, নিয়মটিও মৌলিক যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা যাবে না, সৃষ্টি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অনুশীলনকারী পৌরসভাগুলিকে কখনই সেই নিয়মের পরিখায় আটকে রাখা হয়নি। এই জাতীয় আইনকে সাধারণ আইন প্রণয়ন ক্ষমতার হস্তান্তর হিসাবে বিবেচনা করা হয় না, বরং কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরি হিসাবে বিবেচনা করা হয়

অনাদিকালের অভ্যাস অনুসারে স্থানীয় প্রবিধানগুলি নির্ধারণ করুন, অবশ্যই, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ ব্যক্তির ইন্টারপোজিশনের বিষয়।" (স্টুটেনবার্গ বনাম হেনিক (১) তে বিচারপতি ফুলার

(১) (১৮৮৯) ১২৯ ইউএস ১৪১।

৩। স্প্রিগ বনাম সিগকাউ (১) এর ক্ষেত্রে আমাদের সামনে উত্থাপিত একটি পয়েন্টের সাথে কিছুটা মিল ছিল। সেই ক্ষেত্রে, পন্ডোল্যান্ড অ্যানেক্সেশন অ্যাক্ট, ১৮৯৪-এর ধারা ২ প্রশ্নে আনা হয়েছিল। এই ধারাটি রাজ্যপালকে সংযোজিত অঞ্চলগুলিতে কার্যকর বিদ্যমান আইনগুলির সাথে যুক্ত করার ক্ষমতা দিয়েছে, এই ধরনের আইন তিনি সময়ে সময়ে ঘোষণার মাধ্যমে এই অঞ্চলগুলিতে বলবৎ বলে ঘোষণা করবেন। এই বিধানটি মোকাবেলা করে, প্রিভি কাউন্সিল নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে:-

"পন্ডোল্যান্ড অ্যানেক্সেশন অ্যাক্ট দ্বারা গভর্নরের কাছে অর্পিত আইনী কর্তৃত্ব অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রকাশ করা হয়েছে, এবং এর পরিধিতে খুব সীমিত। এই আইনে এমন একটি শব্দ নেই যে এটি গভর্নরকে স্বৈরশাসক বানানোর উদ্দেশ্য ছিল বা এমনকি কেপ পার্লামেন্টের পূর্ণ আইনী ক্ষমতা দিয়ে তাকে পরিধান করুন। আইনের তারিখের পরে তার একমাত্র কর্তৃত্ব হল সেই আইন, বিধি এবং অধ্যাদেশের সাথে যুক্ত করা যা ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং তার তারিখে বলবৎ ছিল, এই ধরনের আইন, বিধি। এবং অধ্যাদেশগুলি যেমন তিনি 'সময় সময় ঘোষণার মাধ্যমে এই জাতীয় অঞ্চলগুলিতে কার্যকর হওয়ার ঘোষণা করবেন', তাদের লর্ডশিপের মতে, এই শব্দগুলি ব্যাপক অর্থে "নতুন আইন" তৈরি করার জন্য কোনও ক্ষমতা আমদানি করে না। সেই শব্দটি; তারা তাকে নতুন অঞ্চলে প্রতিস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করে না, এবং সেখানে আইন, বিধি এবং অধ্যাদেশ যা ইতিমধ্যে বিদ্যমান, এবং এটি আপিলকারীর পক্ষে যুক্তি ছিল যে " এই ধরনের সমস্ত আইন" প্রভিসোতে ঘটছে, নতুন আইন প্রণয়নের কর্তৃত্ব নির্দেশ করে যা অন্য কোথাও বলবৎ নেই; কিন্তু এই শব্দগুলি আইনের সরল অর্থ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না যার উপর তারা একটি বিধান; এবং, সেই আইনটি ছাড়াও রেফারেন্স ব্যাক দ্বারা প্রভিসোর অর্থ ব্যাখ্যা করার জন্য বাকি রয়েছে যা "অমুক" শব্দে উহ্য রয়েছে। (পৃষ্ঠা ২৪৭-৮)।

উদ্ধৃত মামলায় যুক্তির লাইন অনুসরণ করে, এটি বৈধভাবে বলা যেতে পারে যে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ আইনের অধীনে যা করতে বলা হয়েছে তা "নতুন আইন" প্রণয়ন করা নয় বরং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে "প্রতিস্থাপন" করার জন্য আইন অপারেটিভ

(১) [১৮৯৭] এ সি ২৩৮।

দেশের অন্যান্য অংশে। আমি লক্ষ্য করেছি যে পন্ডোল্যান্ড অ্যানেক্সেশন অ্যাক্ট, ১৮৯৪-এর ধারা ২-তে একটি বিধান ছিল যে "এই আইনের অধীনে বা এর ভিত্তিতে তৈরি এই ধরনের সমস্ত আইন সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার চৌদ্দ দিনের মধ্যে সংসদের উভয় কক্ষের সামনে পেশ করা হবে। উল্লিখিত ঘোষণার পরে সংসদ, এবং কার্যকর হবে, যতক্ষণ না এটি বাতিল, পরিবর্তিত বা সংসদের আইন দ্বারা পরিবর্তিত হয়।" এই বিধান যদিও নীতি প্রভাবিত করে না. এটি শুধুমাত্র সতর্কতার বিষয় হিসাবে এবং সংসদের তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করার জন্য করা হয়েছিল, কারণ আইনগুলি ভাল আইন ছিল যতক্ষণ না সংসদ দ্বারা বাতিল, পরিবর্তন বা পরিবর্তন করা হয়। অধস্তন বা শর্তসাপেক্ষ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইনসভা যে নীতিটি সঠিকভাবে বিবৃত করে থাকে যদি প্রিভি কাউন্সিল আইনটি তার নিখুঁত নিয়ন্ত্রণের সাথে অংশ নেয় না এবং অন্য কর্তৃপক্ষের কাছে অর্পিত ক্ষমতা প্রত্যাহার বা পরিবর্তন করার যে কোনও মুহূর্তে ক্ষমতা রাখে, এর তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা অবশ্যই এই জাতীয় সমস্ত আইনের অন্তর্নিহিত হতে হবে। এখানে কিছুটা উল্লেখ করা যেতে পারে। ডর বনাম ইউনাইটেড স্টেটস (১) এর অস্বাভাবিক ঘটনা, যেখানে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতার রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিশনে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব বৈধ ছিল।

৪। এমন কিছু আমেরিকান মামলা রয়েছে যেখানে অন্য এখতিয়ারের একটি আইন বা নিয়ম গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, এবং এই নিয়মের দৃষ্টান্তমূলক একটি মামলা হল রে লাসওয়েল (২), যেখানে একটি ক্যালিফোর্নিয়া আইন একটি জরুরি অবস্থার অস্তিত্ব ঘোষণা করে। এবং প্রদান করে যে যেখানে ফেডারেল কর্তৃপক্ষ কোনো শিল্পের সরকারের জন্য একটি কোড নির্ধারণ করে, সেই কোডটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে যায়। স্টেট কোড সেইজন্য, এবং এই ধরনের কোডগুলির একটি শাস্তি বা লঙ্ঘন নির্ধারণ করাকে সাংবিধানিক এবং বৈধ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, যেটি ফেডারেল সরকার এবং এর প্রশাসনিক সংস্থাগুলির কাছে রাজ্য আইনসভার কর্তৃত্বের একটি বেআইনি প্রতিনিধিত্ব ছিল। এই মামলার আমাদের সামনের বিষয়গুলির উপর সরাসরি কোন প্রভাব নেই, তবে এটি দেখায় যে আইনের প্রয়োগ

(১) (১৯০৪) ১৯৫ ইউ.এস. ১৩৮. (২) (১৯৩৪ ১ ক্যাল অ্যাপল (২ডি), ১৮৩.

অন্য আইনসভা দ্বারা কিছু ক্ষেত্রে অনুমোদিত হতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫। ভারতে অনেক আইন রয়েছে, যেগুলি ইংল্যান্ডে তাদের সমান্তরাল ছাড়া নয়, যেখানে বলা হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানগুলি প্রথম উদাহরণে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং সেগুলি প্রাদেশিক সরকার দ্বারা বাড়ানো যেতে পারে বা একটি প্রদেশের সমগ্র বা যেকোনো অংশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ। সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২, এই জাতীয় আইনের একটি উদাহরণ, এর ধারা ১ নিম্নরূপ প্রদান করে: -

"এটি (অ্যাক্ট) প্রথম উদাহরণে বোম্বে, পূর্ব পাঞ্জাব এবং দিল্লি ছাড়া ভারতের সমস্ত প্রদেশে প্রসারিত হয়।

কিন্তু এই আইন বা এর যে কোনো অংশ সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক উল্লিখিত প্রদেশগুলির সম্পূর্ণ বা যেকোনো অংশে প্রসারিত হতে পারে।"

এটা স্পষ্ট যে যদি পৃথকভাবে ৫০টি বা ততোধিক আইনে অনুরূপ বিধান করার পরিবর্তে, যে কোনো একটি আইনে একটি একক বিধান করা হয় যা প্রাদেশিক সরকারগুলিকে ৫০টি বা ততোধিক আইনের সমস্ত বা যেকোনো একটিকে প্রসারিত করতে সক্ষম করে, যার বিধান থাকতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ বা সংশ্লিষ্ট প্রদেশের কোনো অংশে সম্প্রসারণের জন্য করা হয়নি দুটি বিকল্পের মধ্যে নীতিগতভাবে কোনো পার্থক্য থাকবে না। আমাদেরকে নির্দেশ করা হয়েছিল যে যে আইনগুলির সাথে আমরা উদ্বিগ্ন, সেখানে কেবল কেন্দ্রীয় আইনসভার আইনগুলিই নয়, প্রাদেশিক আইনসভাগুলিরও প্রসারিত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে এই পার্থক্যটি জড়িত নীতিকে প্রভাবিত করে না। আসল প্রশ্ন হল: একটি আইনসভার দ্বারা কি একটি বহিরাগত সংস্থাকে কর্তৃত্ব দেওয়া যেতে পারে, একটি আইন বা আইনের সিরিজ একটি নির্দিষ্ট এলাকায় প্রসারিত করার জন্য? এটি সত্যিই আমাদের শর্তসাপেক্ষ আইনের নীতির নীতিতে ফিরিয়ে আনে যা আমাদের আইনি ব্যবস্থায় এখন প্রশ্ন করার মতো গভীরভাবে প্রোথিত।

৬। আইনের অনুরূপ বিধান সম্বলিত বেশ কয়েকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যেগুলো রেফারেন্সের বিষয়, সেগুলো হচ্ছে:-

১। ১৮৬৫ সালের আইন। এর ধারা ১ এবং ২।

২। তফসিলি জেলা আইন, ১৮৭৪ (১৮৭৪ সালের আইন XIV) এর ধারা ৫ এবং ৫এ ।

৩। বার্মা আইন আইন, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সালের আইন XIII), ধারা ১০ (১)।

৪। ফরেন জুরিসডিকশন অ্যাক্ট, ১৯৪৭ (১৯৪৭ সালের আইন XLVII) এর ধারা ৪।

৫। মার্চেন্ট শিপিং আইন (এক্সটেনশন টু অ্যাসেডিং স্টেটস অ্যান্ড অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৪৯ (১৯৪৯ সালের XVIII আইন), ধারা ৪।

এই দুটি আইনের প্রাসঙ্গিক বিধান, যা প্রশ্নবিদ্ধ আইনের আগে পাস করা হয়েছিল, ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বের করার জন্য উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে।

তফসিলি জেলা আইন, ১৮৭৪।

৫। "স্থানীয় সরকার, কাউন্সিল ইন গভর্নর-জেনারেলের পূর্ববর্তী অনুমোদনের সাথে, সময়ে সময়ে, ভারতের গেজেটে এবং স্থানীয় গেজেটে (যদি থাকে) বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্ধারিত যেকোন পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারে জেলাগুলি, বা এই জাতীয় যে কোনও জেলার যে কোনও অংশে, ব্রিটিশ ভারতের যে কোনও অংশে এই জাতীয় বর্ধিতকরণের তারিখে কার্যকর হওয়া যে কোনও আইন।"

৫এ। এই আইনের ধারা ৩ এর অধীনে একটি তফসিলি জেলা বা তার অংশে কার্যকর একটি আইন ঘোষণা করার ক্ষেত্রে, বা এই আইনের ধারা ৫ এর অধীনে একটি তফসিলি জেলা বা তার অংশে একটি আইন প্রসারিত করার ক্ষেত্রে, গভর্নরের পূর্ববর্তী অনুমোদনের সাথে স্থানীয় সরকার- জেনারেল ইন কাউন্সিল, সরকার উপযুক্ত মনে করে এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তন সাপেক্ষে আইনটির কার্যকারিতা ঘোষণা করতে পারে।"

বার্মা আইন আইন, ১৮৯৮।

১০(১)। "স্থানীয় সরকার, গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের পূর্ববর্তী অনুমোদনের সাথে, বার্মা গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, সমস্ত বা শান রাজ্যগুলির মধ্যে যেকোনও বা যে কোন রাজ্যের জন্য উপযুক্ত মনে করে এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তন সহ প্রসারিত করতে পারে। শান রাজ্যে নির্দিষ্ট স্থানীয় আইন, যে কোনো আইন যা বলবৎ আছে এক্সটেনশনের তারিখে উচ্চ বার্মার যেকোনো অংশে।"

এটা বলা কঠিন যে দিল্লী আইন আইন এবং অন্যান্য আইন প্রণয়ন করার আগে কোন দৃঢ় আইন প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তবে কেউ অনুমান করতে পারে যে এই আইনগুলি পাস করার আগে আইনসভা বেশ কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিল এবং দেখতে পেয়েছিল যে সেগুলি ছিল। ভালভাবে কাজ করেছে এবং যে বস্তুর জন্য তারা উদ্দেশ্য ছিল তা অর্জন করেছে।

আমি এখন পরিবর্তনের ক্ষমতার সাথে মোকাবিলা করব যা শব্দের অর্থের উপর নির্ভর করে "যেমন পরিবর্তনগুলি উপযুক্ত মনে করে।" এগুলি অপরিচিত শব্দ নয় এবং এগুলি প্রায়শই সতর্ক ড্রাফ্টসম্যানদের দ্বারা ব্যবহার করা হয় আইনগুলিকে সক্ষম করার জন্য যা এক স্থান বা বস্তুর জন্য প্রযোজ্য এমনভাবে খাপ খাইয়ে অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তন প্রবর্তনের ক্ষমতা আইন প্রয়োগ বা মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার সাথে আনুষঙ্গিক, এবং যে পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনের বিধানটি ঘটে, এটি এর জন্য দায়ী করা অশুভ অনুভূতি সহ্য করতে পারে না। পরিবর্তনগুলি আইনের কাঠামোর মধ্যে করা হবে এবং সেগুলি এমন হতে পারে না যে এটির পরিচয় বা কাঠামো বা এটি দ্বারা পরিবেশিত অপরিহার্য উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করবে। সংশোধন করার ক্ষমতা অবশ্যই উপযুক্ত পরিবর্তন করার জন্য একটি বিচক্ষণতার সাথে জড়িত, তবে একটি কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত পরিবর্তন করার ক্ষমতা না দিয়ে একটি আইনকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া অকেজো হবে। একটি আইনে পরিবর্তন আনার জন্য একটি বহিরাগত কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতায়িত করার বিধানটিকে ইংল্যান্ডে "হেনরি অষ্টম ধারা" হিসাবে ডাকা হয়, কারণ সেই রাজাকে কার্যনির্বাহী স্বৈরাচারের মূর্ত রূপ হিসাবে জনপ্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হয়। স্যার থমাস কার, যিনি আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট চরিত্রের আইন নিয়ে কাজ করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন, ৪৪ পৃষ্ঠায় তাঁর "কনসার্নিং ইংলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল" বইতে এইভাবে "হেনরি অষ্টম ধারা" উল্লেখ করেছেন :-

"সকল প্রকার আদেশ যা আইন পরিবর্তন করে, তথাকথিত 'হেনরি অষ্টম ধারা' কখনও কখনও বড় এবং জটিল আইনে সন্নিবেশিত হয়, সম্ভবত সবচেয়ে বড় ইংল্যান্ডে তোলপাড়। এটি মন্ত্রীকে সক্ষম করে

আইনটি কার্যকর করার জন্য যতদূর প্রয়োজন ততদূর সংশোধন করার আদেশ দ্বারা। যে কেউ এই ক্ষমতার অধীনে কী ধরণের আদেশ তৈরি করা হয়েছে তা দেখার জন্য তাকাবে তারা তাদের আশ্চর্যজনকভাবে নির্দোষ বলে মনে করবে। ডিভাইসটি আংশিকভাবে একজন ড্রাফ্টসম্যানের বীমা পলিসি, যদি সে কিছু উপেক্ষা করে থাকে এবং আংশিকভাবে ইংল্যান্ডে স্থানীয় আইনের বিশাল সংস্থার কারণে বিশেষ এলাকায় বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি হয়। এই স্থানীয় আইনগুলি ট্রেস করা খুব কঠিন, এবং ড্রাফ্টসম্যান কখনই আত্মবিশ্বাসী হতে পারেননি যে তিনি সেগুলি আগে থেকেই পরীক্ষা করেছেন। হেনরি অষ্টম ধারাটি অবশ্যই অল্প সময়ের জন্য কার্যকর হওয়া উচিত।"

এটা মনে রাখতে হবে যে একটি আইন সংশোধন করার জন্য যে বিচক্ষণতা দেওয়া হয়েছে তা কঠোর আইনি অর্থে কোনোভাবেই নিরঙ্কুশ বা অপরিবর্তনীয় নয়, যে দিকটি নিয়ে আমরা মূলত একটি বিশুদ্ধ আইনি প্রশ্ন মোকাবেলায় উদ্বিগ্ন। যেমনটি সম্রাজ্ঞী বনাম বুরাহ (১) গ্রন্থে গার্থ সিজে দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছিল, আইনসভা "সর্বদা একটি অবস্থানে থাকে যে কীভাবে এটি অর্পিত ক্ষমতাগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং যদি সেগুলি অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করা হয়, বা অন্যথায় এর অভিপ্রায় অনুসারে, অথবা যদি, প্রয়োগ করা হলে, ফলাফল কোনো মাত্রায় অসুবিধাজনক হয়, তবে এটি সর্বদা অন্য আইন দ্বারা তার ক্ষমতা প্রত্যাহার করতে পারে, বা অসুবিধা সংশোধন করতে পারে।" বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি, ১৮৬১ সালের সিভিল প্রসিডিউর কোডের কথা উল্লেখ করার সময় উল্লেখ করেছেন যে এটি তার আগে যে আইনটি অস্বীকার করা হয়েছিল তার চেয়েও এগিয়ে গেছে, কারণ "এটি স্থানীয় সরকারগুলিকে কোডটি পরিবর্তন বা সংশোধন করার ক্ষমতা দিয়েছে যে কোনও উপায়ে তারা সঠিক মনে করতে পারে। , এবং যাতে প্রবিধান প্রদেশগুলিতে কার্যকর ছিল তার থেকে তাদের নিজ নিজ প্রদেশে একটি ভিন্ন আইন প্রবর্তন করা যায়।" তবুও, প্রিভি কাউন্সিল ১৮৬১ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি কোডকে বৈধ শর্তাধীন আইনের একটি ভাল উদাহরণ হিসাবে বিবেচনা করেছে। কোর্সে যুক্তিগুলির মধ্যে, আমাদেরকে কেন্দ্রীয় এবং কিছু প্রাদেশিক আইনসভার দ্বারা পাস করা আইনগুলির একটি তালিকা সরবরাহ করা হয়েছিল যা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পরিবর্তনের প্রকাশ ক্ষমতা দেয় এবং এতে অন্তর্ভুক্ত উদাহরণগুলির সংখ্যা থেকে বিচার করা হয়, এটি একটি অপ্রীতিকর তালিকা নয় কয়েকটি আইন যা দ্বারা উল্লেখ করা যেতে পারে

(১) আই এল আর ৫ ক্যালরি ১৪০ এ ৬৩।

দৃষ্টান্তের উপায় হল:- জেলা তফসিল আইন , ১৮৭৪, বুরমা আইন, ১৮৯৮, বম্বে প্রিভেন্সান প্রস্টিটিউশান আইন, ১৯২৩, মাদ্রাজ সিটি ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট আইন, ১৯৪৫, মাদ্রাজ পাবলিক হেলথ আইন, ১৯৩৯, ইউ পি ক্যান্ড রেভেনিউ আইন , ১৯০১। ইংল্যান্ডে এই জাতীয় আইনের অনেক উদাহরণ রয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি নীচে উল্লেখ করা যেতে পারে যাতে দেখা যায় যে এই জাতীয় আইন কোনওভাবেই এই দেশে সীমাবদ্ধ নয়।

১৯২৯ সালে, স্কটল্যান্ডে কম এবং বড় স্থানীয় কর্তৃত্ব থাকার নীতি বাস্তবায়নের জন্য একটি বিল প্রস্তাব করা হয়েছিল। বিতর্ক চলাকালীন, হঠাৎ করেই জেলা পরিষদ নামে একটি নতুন ধরণের সংস্থা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। নতুন জেলা কাউন্সিলরদের নির্বাচন করার জন্য বিশদভাবে কাজ করার সময় ছিল না, এবং তাই বিলটি তাদের জন্য নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ বিধানগুলি প্রয়োগ করেছিল। গ্রামীণ এলাকায় কান্ট্রি কাউন্সিলররা "সেক্রেটারি অফ স্টেট আদেশ দ্বারা নির্দেশ করতে পারেন এই ধরনের পরিবর্তন এবং অভিযোজন সাপেক্ষে।"

১৯২৫ সালে, সংসদ রেটিং এবং মূল্যায়ন আইন পাস করে এবং এর ৬৭ ধারায় শর্ত ছিল যে যদি কোনও ব্যতিক্রমী অঞ্চলে এর আবেদনের ক্ষেত্রে বা কোনও এলাকার জন্য প্রথম মূল্যায়ন তালিকা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা দেখা দেয় তবে মন্ত্রী "আদেশের মাধ্যমে করতে পারেন অসুবিধা দূর করুন।" এটিও সরবরাহ করা হয়েছিল যে "এই ধরনের যেকোন আদেশ এই আইনের বিধানগুলিকে সংশোধন করতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত মন্ত্রীর কাছে আদেশ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে হতে পারে।"

১৯২৯ সালে, একটি নতুন স্থানীয় সরকার বিল সংসদে উত্থাপন করা হয়েছিল, এবং এর ১২০ ধারায় বলা হয়েছিল যে "মন্ত্রী অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য এই ধরনের আদেশ দিতে পারেন যেভাবে তিনি প্রয়োজনীয় বিচার করতে পারেন.....এবং এই ধরনের যেকোনো আদেশ বিধানগুলিকে সংশোধন করতে পারে এই আইনের।"

রোড ট্রান্সপোর্ট লাইটিং অ্যাক্ট, ১৯২৭-এর ধারা ১(২) এই শর্তে যে "পরিবহন মন্ত্রী সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, বিশেষ ধরনের যানবাহনকে আইনের প্রয়োজনীয়তা থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন" এবং উপ-ধারা (৩) তাকে ক্ষমতা দিয়েছে " প্রবিধান দ্বারা এই ধরনের প্রয়োজনীয়তা যোগ করুন বা পরিবর্তন করুন।

ট্রেড বোর্ড আইন, ১৯১৮ এর ধারা ১ দ্বারা, "শ্রম মন্ত্রী, বিশেষ আদেশ দ্বারা, ট্রেড বোর্ড আইন, ১৯০৯ এর বিধানগুলিকে নতুন ব্যবসায় প্রসারিত করতে পারেন..... এবং তফসিলটি পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারেন আইন।"

বেকারত্ব বীমা আইন, ১৯২০, ধারা ৪৫ দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে যে "বিশেষ বা সম্পূরক প্রকল্পগুলির গঠনের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে..... শ্রম মন্ত্রী আদেশ দ্বারা যা কিছু করতে পারেন যা তার কাছে মনে হয়। প্রয়োজনীয় বা সমীচীন.....এবং এই ধরনের যে কোন আদেশ এই আইনের বিধান সংশোধন করতে পারে.....

"

অনুরূপ দৃষ্টান্ত গুন করা যেতে পারে, কিন্তু এটি কোন দরকারী উদ্দেশ্য পরিবেশন করবে না। সংশোধনের ক্ষমতায়ন করার জন্য একটি বিধানের প্রধান ন্যায্যতা বলা হয়, তবে এটির জন্য, বিলগুলি প্রস্তুত হতে আরও বেশি সময় লাগবে, এবং গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাগুলির পরিচালনা বিলম্বিত হবে এবং এটি একবার আইন হয়ে গেলে অপারেটিভ, সংশোধনী আইন পাস না হওয়া পর্যন্ত এর বিধানগুলির কোনও ত্রুটি দূর করা যাবে না। এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ সীমার মধ্যে সংশোধন করার ক্ষমতা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং জনসাধারণের মধ্যে আইনসভা দ্বারা ন্যস্ত করা অন্যান্য ক্ষমতার মতো এতদূর যায় না। সংস্থা যাদের মাধ্যমে এটি কিছু বিষয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে প্রশ্নবিদ্ধ আইনগুলিকে "ক্ষমতা বহির্ভূত" বলে ধরে নিতে এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, শুধুমাত্র এই কারণে যে, সরকারকে একটি আইনের মেয়াদ বাড়ানোর ক্ষমতা দেওয়ার সময়, আইনসভাগুলিও সরকারকে এই ধরনের অধীন করার ক্ষমতা দিয়েছে। এটি উপযুক্ত মনে করে পরিবর্তন এবং সীমাবদ্ধতা। "তবে, এটা অবশ্যই স্বীকৃত হতে হবে যে "হেনরি অষ্টম ধারা" নামে পরিচিত যা সময়ে সময়ে ইংল্যান্ডে প্রতিকূল মন্তব্য করেছে, এবং মন্ত্রীদের ক্ষমতা সংক্রান্ত কমিটি, স্বীকার করে যে এটি অবশ্যই মাঝে মাঝে ব্যবহার করা উচিত, যোগ করেছে : "আমরা আমাদের মতামতে পরিষ্কার, প্রথমত, এই ধরনের একটি ধারা গ্রহণ করা উচিত প্রতিটি অনুষ্ঠানে যখন এটি, বিলের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রীর উদ্যোগে, সংসদে প্রস্তাব করা হয় যে তার দ্বারা প্রয়োজনীয় পর্যন্ত ন্যায়সঙ্গত হবে। এটা শুধুমাত্র সীমিত উদ্দেশ্যে অপরিহার্য হতে পারে

একটি আইন কার্যকর করা এবং সেই অনুযায়ী এটি সেই উদ্দেশ্যের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সম্পূর্ণরূপে যন্ত্রপাতি ব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত; এবং ধারায় সর্বদা সর্বোচ্চ এক বছরের সময়সীমা থাকা উচিত যার পরে ক্ষমতাগুলি শেষ হয়ে যাবে। যদি ঘটনাটি সময়সীমা খুব কম প্রমাণিত হয়-যা অসম্ভাব্য-সরকারের তা বাড়ানোর জন্য একটি ধারার বিল নিয়ে সংসদে ফিরে আসা উচিত।" এটি আরও বলা যেতে পারে যে ইংল্যান্ডে "অর্পিত আইন" প্রায়শই প্রবিধানের প্রয়োজন হয় বা ডেলিগেট অথরিটি দ্বারা সংসদের সামনে রাখা বিধানগুলি খসড়া আকারে বা এই শর্তে যে তারা সংসদ দ্বারা অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত কাজ করবে না বা আমাদের সামনে আইনগুলি অবশ্যই এই মূল্যবান সুরক্ষার মন্তব্যের জন্য উন্মুক্ত পরিলক্ষিত হয়নি, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে এই সুরক্ষা এবং সময়ে সময়ে প্রস্তাবিত অন্যান্য সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যতই বাঞ্ছনীয় হোক না কেন, আইনের বৈধতা, যা সম্পূর্ণ আইনি বিবেচনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে, তা হতে পারে না। তাদের অনুপস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত।

আমি এখন পার্ট সি স্টেটস (আইন) অ্যাক্ট, ১৯৫০-এর ধারা ২ এর সাথে মোকাবিলা করব, যতক্ষণ পর্যন্ত এটি কেন্দ্রীয় সরকারকে আইনের অধীনে বর্ধিত আইনে একটি বিধান তৈরি করার ক্ষমতা দেয় যে কোনও সংশ্লিষ্ট আইন বাতিল বা সংশোধনের জন্য। যা আপাতত পার্ট সি. সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জন্য প্রযোজ্য। নিঃসন্দেহে এই শক্তিটি একটি সুদূরপ্রসারী এবং অস্বাভাবিক, তবে, একটি যত্নশীল বিশ্লেষণে, এটি কেবল প্রতিস্থাপন এবং পরিবর্তনের শক্তির সহযোগী বলে পাওয়া যাবে। যদি একটি নতুন আইন প্রযোজ্য করতে হয়, তবে এটিকে কিছু বিদ্যমান আইন প্রতিস্থাপন করতে হতে পারে যা পুরানো হয়ে গেছে বা কোনও দরকারী উদ্দেশ্যে পরিবেশন করা বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং যে সংস্থাটি নতুন আইন প্রয়োগ করবে তা বলার মতো অবস্থানে থাকতে হবে যে পুরানো আইন প্রযোজ্য বন্ধ হবে. এই বিধানের নিকটতম সমান্তরাল যা আমি খুঁজে পেতে পারি তা হল চার্চ অফ ইংল্যান্ড অ্যাসেম্বলি (পাওয়ার) অ্যাক্ট, ১৯১৯-এ। সেই আইন দ্বারা, চার্চ অ্যাসেম্বলি চার্চ অফ ইংল্যান্ড সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে স্পর্শ করে আইন প্রস্তাব করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়, এবং

প্রস্তাবিত আইনটি চার্চ অ্যাসেম্বলি আইন সহ পার্লামেন্টের আইন বাতিল বা সংশোধন পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে। তবে এটি লক্ষ্য করা উচিত যে সংসদ নিজেই প্রতিটি হাউসের একটি ইতিবাচক ভাষণে আইন প্রণয়নকারী শক্তি না দেওয়া পর্যন্ত পরিমাপটি আইনে রূপান্তরিত হয় না। এইভাবে আমাদের সামনে সেই আইন এবং আইনের মধ্যে কোন বাস্তব সাদৃশ্য নেই। যাইহোক, বিধানটি বহাল রাখতে হবে, কারণ, যদিও এটি সুদূরতম সীমা পর্যন্ত যায়, তবে এটি ধরে রাখা কঠিন যে এটি একটি আইনসভার ক্ষমতার বাইরে ছিল যা তার নিজস্ব ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ; এবং আমরা যা বলতে পারি তা হল লর্ড হেওয়ার্ট কিং বনাম স্বাস্থ্যমন্ত্রী (), অর্থাৎ, বিশেষ আইনটিকে "এই চরিত্রের আইনী বিধানের উচ্চ জল-চিহ্ন নির্দেশ করে" হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে এবং তা, যদি না আইনসভা সংযমের সাথে কাজ করে, এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছানো যেতে পারে যখন আইন প্রণয়ন আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ত্যাগের সমান হতে পারে।

আমি শেষ করার আগে, আমি এখানে "অর্পিত আইন" এবং এর সীমার বিষয়ে কিছু সাধারণ পর্যবেক্ষণ করতে চাই, অভিব্যক্তিটিকে আবার জনপ্রিয় অর্থে ব্যবহার করে। আইনের এই রূপটি বর্তমান সময়ের প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে, এবং এটি থাকার জন্য এসেছে- এটি অনিবার্য এবং অপরিহার্য উভয়ই। আইনসভাকে এখন এতগুলি আইন প্রণয়ন করতে হবে যে সমস্ত আইন প্রণয়নের বিশদ বিবরণে উত্সর্গ করার সময় নেই, এবং কখনও কখনও যে বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করতে হয় তা এমন একটি প্রযুক্তিগত প্রকৃতির যে এটি যা করতে পারে তা হল বিস্তৃত নীতিগুলি বর্ণনা করা এবং যারা বিষয়টির সাথে বেশি পরিচিত তাদের দ্বারা বিশদ বিবরণগুলি কাজ করার জন্য ছেড়ে দেওয়া। আবার, যখন সংস্কারের জটিল পরিকল্পনাগুলিকে আইন প্রণয়নের বিষয়বস্তু হতে হবে, তখনই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ আইন প্রণয়ন করা কঠিন, কারণ সমস্ত অপ্রীতিকর পরিস্থিতির পূর্বাভাস দেওয়া এবং সমস্ত স্থানীয় প্রয়োজনীয়তাগুলি কল্পনা করা সম্ভব নয় যার জন্য বিধান তৈরি করা হয়েছে। এইভাবে, কিছু মাত্রার নমনীয়তা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, যাতে বারবার আইন সংশোধন করার প্রয়োজন ছাড়াই অজানা ভবিষ্যতের অবস্থার সাথে অবিচ্ছিন্ন অভিযোজনের অনুমতি দেওয়া যায়। এই ধরনের কার্যধারার সুবিধা হল যে এটি প্রতিনিধি কর্তৃপক্ষকে একটি নির্দিষ্ট আইন দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এমন আগ্রহের সাথে পরামর্শ করতে, প্রয়োজনে প্রকৃত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে এবং সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়ে এর তদন্ত ও পরীক্ষার ফলাফলগুলিকে ব্যবহার করতে সক্ষম করে।

(১) [১৯২৭] ২ কে.বি. ২৩৬ এ ২২৯।

এছাড়াও জরুরী এবং জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যার জন্য তাত্ক্ষণিক পদক্ষেপের প্রয়োজন হয় এবং কর্তৃপক্ষের কাছে বৃহৎ ক্ষমতার ন্যস্ত করা প্রয়োজন যাদের বিভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার সাথে সাথে মোকাবেলা করতে হয়। ইংল্যান্ড এবং অন্যান্য দেশের সংবিধির বইগুলিতে আইনের উদাহরণ রয়েছে, যার একটি রেফারেন্স অর্পিত আইনের প্রয়োজনীয়তাকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। ব্রিটিশ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৩১, ট্রেজারিকে ক্ষমতা দেয় এবং সময়ে সময়ে এক্সচেঞ্জের ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমোদন করে এবং অন্যথায় তারা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের স্থগিতাদেশের ক্ষেত্রে উদ্ভূত অসুবিধাগুলি পূরণের জন্য সমীচীন বলে বিবেচনা করতে পারে। ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল ইকোনমি অ্যাক্ট, ১৯৩১, "ম্যাজেস্টিকে ক্ষমতা প্রদান করে যে তারা কাউন্সিলে আদেশ প্রণয়ন করবে যা তফসিলে উল্লেখিত পরিষেবাগুলির ক্ষেত্রে অর্থনীতিকে কার্যকর করবে" এবং প্রমাণ করেছে যে এই ধরনের যেকোনো আদেশে মনোনীত মন্ত্রী আদেশ কার্যকর করার জন্য প্রবিধান তৈরি করতে পারেন। খাদ্যদ্রব্য (শোষণ প্রতিরোধ) আইন, ১৯৩১, খাদ্য ও পানীয়ের নির্দিষ্ট প্রবন্ধে ঘাটতি প্রতিরোধ বা প্রতিকারের জন্য ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাণিজ্য বোর্ডকে অনুমোদন দিয়েছে। এটা স্পষ্ট যে এই আইন দ্বারা যে বস্তুগুলি অর্জনের উদ্দেশ্য ছিল, সেগুলিকে যেভাবে প্রণয়ন করা হয়েছিল তা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে প্রণয়ন করা যেত না। আধুনিক প্রশাসনের জটিলতা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্প্রসারণের জন্য আমি এই দৃষ্টান্তগুলি উল্লেখ করেছি যাতে নতুন ধরনের আইন প্রণয়ন করা এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত ঘটনাকালে ক্ষমতা প্রদান করা প্রয়োজন। কিন্তু এই দিনগুলিতে প্রতিনিধিত্ব অনিবার্য বলে জোর দেওয়ার সময়, আইনসভার দ্বারা প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতার অন্যায্য প্রয়োগের উপর বিপদের পরিচারক উল্লেখ করা বাদ দেওয়া উচিত নয়। অর্পিত ক্ষমতা এতটাই ঢিলেঢালাভাবে সংজ্ঞায়িত করার সাথে জড়িত বিপদগুলি যে এটি যে এলাকাটি অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে তা স্পষ্টভাবে নিশ্চিত করা যায় না এবং এবং নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে ব্যাপক অর্পিত ক্ষমতা প্রদানে এবং একই সাথে কঠোর এবং অযৌক্তিক ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধে আদালত কর্তৃক সুরক্ষা থেকে একজন নাগরিককে বঞ্চিত করা, বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন খুব স্পষ্ট।

আমি যে কারণগুলি নির্ধারণ করেছি তার জন্য, আমি মনে করি যে রাষ্ট্রপতির দ্বারা আমাদের উল্লেখ করা তিনটি প্রশ্নের বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে একটিও "ক্ষমতা বহির্ভূত" নয় এবং আমি সেই অনুযায়ী সেই প্রশ্নের উত্তর দেব।

বিচারপতি, পতঞ্জলি শাস্ত্রী- ভারতের রাষ্ট্রপতি আদেশের মাধ্যমে, ৭ই জানুয়ারী, ১৯৫১ তারিখে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩(১) এর অধীনে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি বিবেচনা ও রিপোর্ট করার জন্য এই আদালতে উল্লেখ করতে পেরে খুশি হয়েছেন:

১. দিল্লি লজ অ্যাক্ট, ১৯১২-এর ধারা ৭, বা এর যে কোনও বিধান এবং কোন বিশেষ বা বিবরণে বা এই আইনটি পাশ করা আইনসভাকে কতটা "ক্ষমতা বহির্ভূত" করে?

২. আজমীর-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭, বা এর কোন বিধান কি এবং কোন বিশেষ বা বিবরণে বা কতটা অতিমাত্রায় আইনসভার সাথে সম্পর্কযুক্ত যা উক্ত আইনটি পাশ করেছে?

৩. অংশ গ রাজ্য (আইন) অ্যাক্ট, ১৯৫০-এর ধারা ২ বা এর যে কোনও বিধান এবং কোন বিশেষ বা বিবরণে বা কোন পরিমাণে সংসদকে "ক্ষমতা বহির্ভূত" করে?

রেফারেন্স তৈরির কারণগুলি এইভাবে রেফারেন্স চিঠিতে সেট করা হয়েছে:

"এবং যেখানে ভারতের ফেডারেল কোর্ট যতীন্দ্র নাথ গুপ্ত বনাম বিহার প্রদেশে (১) সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা অনুষ্ঠিত যে বিহার মেইনটেন্যান্স অফ পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট, ১৯৪৭-এর ধারা ১ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান, বিহার আইনসভার সাথে "ক্ষমতা বহির্ভূত" ছিল এই ভিত্তিতে যে উল্লিখিত বিধানটি প্রাদেশিক সরকারকে প্রাদেশিক আইনসভার একটি আইন সংশোধন করার ক্ষমতা প্রদান করেছিল এবং এইভাবে আইনসভার ক্ষমতার অর্পণ করে;

এবং যেখানে ফেডারেল আদালতের উল্লিখিত সিদ্ধান্তের ফলে,

(১) [১৯৪৯-৫০] এফ.সি.আর. ৫৯৫।

দিল্লি লজ অ্যাক্ট, ১৯১২-এর ধারা ৭, আজমির-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ২ এবং অংশ গ রাজ্য (আইন) আইন, ১৯৫০-এর ধারা ২ এবং দিল্লি প্রদেশ এবং আজমির-মেরওয়ারা পর্যন্ত প্রসারিত আইনগুলি এবং বিভিন্ন অংশ সি রাজ্যগুলি যথাক্রমে উল্লিখিত ধারাগুলির অধীনে, এবং তাই বর্ধিত আইনের অধীনে জারি করা আদেশ এবং অন্যান্য উপকরণগুলির বৈধতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে;

এবং যেখানে দিল্লি লজ অ্যাক্ট, ১৯১২-এর ধারা ৭, এবং আজমির-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ২ এবং উল্লিখিত ধারাগুলির দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার ভিত্তিতে বর্ধিত আইনটি বর্তমানে পাঞ্জাব হাইকোর্ট, আজমিরের বিচার বিভাগীয় কমিশনারের আদালত এবং দিল্লির জেলা আদালত এবং অধস্তন আদালতের সামনে বিচারাধীন কিছু ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।"

উপরে উল্লেখিত বিধানগুলি নিম্নরূপ:-

দিল্লি লজ অ্যাক্ট, ১৯১২ এর ধারা ৭:

প্রাদেশিক সরকার, অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনের সাথে প্রসারিত করতে পারে যেটি এটি দিল্লি প্রদেশ বা তার কোনো অংশের জন্য উপযুক্ত মনে করে, এই ধরনের প্রজ্ঞাপনের তারিখে ব্রিটিশ ভারতের যে কোন অংশে বলবৎ যে কোন আইন।"

আজমির-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭ এর ধারা ২:

"আজমির-মেরওয়ারায় আইনের সম্প্রসারণ— কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, আজমির-মেরওয়ারা প্রদেশে এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনের সাথে প্রসারিত করতে পারে যেটি এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির তারিখে অন্য কোনো প্রদেশে বলবৎ যে কোনো আইনের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করে।

অংশ সি রাজ্য (আইন) আইন, ১৯৫০ এর ধারা ২:

"নির্দিষ্ট অংশ গ রাজ্যগুলিতে আইন প্রসারিত করার ক্ষমতা- কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, যে কোনো অংশ সি রাজ্যে (কুর্গ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ব্যতীত) বা এই জাতীয় রাজ্যের যেকোনো অংশে প্রসারিত করতে পারে, এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং সংশোধন সহ এটি উপযুক্ত মনে করে, যে কোনো আইন যা প্রজ্ঞাপনের তারিখে একটি অংশ ক রাজ্যে বলবৎ আছে;

এবং সেই অংশ গ রাজ্যের জন্য আপাতত প্রযোজ্য যে কোনও সংশ্লিষ্ট আইন (একটি কেন্দ্রীয় আইন ব্যতীত) বাতিল বা সংশোধনের জন্য প্রসারিত যে কোনও আইনে বিধান করা যেতে পারে।"

কেন্দ্রীয় আইনসভা, যা এই বিধানগুলি প্রণয়ন করেছিল, সমস্ত বস্তুগত সময়ে, নির্ধারিত অঞ্চলগুলির জন্য নিজেই আইন তৈরি করার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু, সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করার পরিবর্তে, এটি প্রথম-উল্লিখিত ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারকে এবং অন্য ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে, অফিসিয়াল গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, তাদের নিজ নিজ এখতিয়ারের মধ্যে অঞ্চলগুলির জন্য সমগ্র ভারতে প্রাদেশিক আইনসভা দ্বারা প্রণীত মনোনীত অঞ্চল আইনের প্রতি। এইভাবে নির্বাহীকে অর্পিত কর্তৃপক্ষের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ:

(১) এইভাবে কার্যনির্বাহী দ্বারা সম্প্রসারিত আইনগুলি হল প্রতিনিধিত্বকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা নয়, যথা, কেন্দ্রীয় আইনসভা, কিন্তু তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভা দ্বারা প্রণীত আইন।

(২) এই ধরনের আইন প্রসারিত করার ক্ষেত্রে নির্বাহীকে সেই আইনগুলিকে সীমাবদ্ধ বা সংশোধন করার ক্ষমতা থাকতে হবে যেভাবে উপযুক্ত মনে করে।

(৩) বর্ধিত করা আইনটি বর্ধিতকরণের বিজ্ঞপ্তির সময় বলবৎ একটি আইন হতে হবে, অর্থাৎ, কার্যনির্বাহীকে কেবলমাত্র সেই সময়ে কার্যকর আইন প্রসারিত করার ক্ষমতা দেওয়া হয় না যখন অপ্রকৃত বিধানগুলি প্রণীত হয়েছিল, যা কেন্দ্রীয় আইনসভা পরীক্ষা করে দেখেছে এবং প্রশ্নযুক্ত অঞ্চলগুলিতে সম্প্রসারণের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে, তবে ভবিষ্যতে প্রাদেশিক আইনসভাগুলি তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের জন্য আইন প্রণয়ন করবে যা কেন্দ্রীয় আইনসভার সম্ভবত এই ধরনের সম্প্রসারণের জন্য তাদের উপযুক্ততা বিচার করার কোন উপায় থাকতে পারে না।

(৪) প্রশ্ন নম্বর ৩-এ উল্লেখিত আইন দ্বারা নির্বাহীকে প্রদত্ত ক্ষমতা শুধুমাত্র অন্যান্য আইনসভা দ্বারা প্রণীত মনোনীত অঞ্চল আইনগুলিতে প্রসারিত করার জন্য নয় বরং মনোনীত অঞ্চলগুলিতে কার্যকর যে কোনও সংশ্লিষ্ট আইন বাতিল বা সংশোধন করার জন্যও।

প্রশ্ন হল: অন্যান্য আইনসভার দ্বারা তৈরি আইন বাছাই এবং বেছে নেওয়ার ক্ষমতার প্রতিনিধিদল কি অন্যত্র কাজ করার জন্য এবং সেগুলিকে কেন্দ্রিয় আইনসভার যোগ্যতার মধ্যে প্রশ্নবিদ্ধ অঞ্চলগুলিতে প্রয়োগ করার জন্য ছিল?

যতীন্দ্র নাথ গুপ্ত বনাম বিহার প্রদেশ(১)-তে, যা এই রেফারেন্সের দিকে পরিচালিত করেছে, ভারতের ফেডারেল কোর্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ (প্রধান বিচারপতি, কানিয়া, বিচারপতিদ্বয়, মহাজন এবং মুখার্জি) দ্বারা আদেশ করেছে যে বিহার মেইনটেন্যান্স অফ পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট, ১৯৩৭-এর ধারা ১ –এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান, প্রাদেশিক সরকারকে অনুমোদন দেওয়ার জন্য, কিছু শর্তে যা এখানে উপাদান নয়, প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রসারিত করার জন্য, এই আইনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে বা পরিবর্তন ছাড়াই আরও একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরিচালনা করা আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণ করা হয়েছে এবং এটি আইনসভার ক্ষমতার বাইরে ছিল। কৌঁসুলি দ্বারা ছাড়ের উপর কিছু পরিমাণে সিদ্ধান্ত অগ্রসর হয় যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করা অযোগ্য ছিল যদিও এটি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তাদের কর্তৃত্বের ওজনকে সমর্থন করে তাদের লর্ডশিপের বিচারে পর্যবেক্ষণ রয়েছে। বিচারপতি, ফজল আলী একটি ভিন্নমতের রায়ে বলেছিলেন যে প্রসারিত করার ক্ষমতা এবং সংশোধন করার ক্ষমতা পৃথক ক্ষমতা ছিল এবং প্রাদেশিক সরকার প্রকৃতপক্ষে আইনটিতে কোনো পরিবর্তন না করেই এর কার্যকারিতা বাড়িয়েছিল, তাই শর্তটি বৈধ শর্তাধীন আইন হিসাবে পরিচালিত হয়েছিল। সেই মামলায় আবেদনকারীদের আটক করা বেআইনি বলে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের সাথে একমত হওয়া সত্ত্বেও, আমি আমার সিদ্ধান্তকে একটি সংকীর্ণ জায়গায় রেখে দিতে পছন্দ করেছি যার বর্তমান আলোচনার কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। বর্তমান মামলায় আমাদের সম্বোধন করা পূর্ণাঙ্গ যুক্তির আলোকে, আমি সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের সাথে একমত হতে পারছি না।

অ্যাটর্নি-জেনারেল, রাষ্ট্রপতির পক্ষে উপস্থিত হয়ে যতীন্দ্র নাথ গুপ্তের মামলায় (১) সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন যে এটি সাংবিধানিক নীতি এবং কর্তৃত্বের ওজনের সমান বিরোধিতা করছে। তিনি প্রিভি কাউন্সিল এবং আমেরিকান, অস্ট্রেলিয়ান এবং কানাডিয়ান আদালতের অসংখ্য সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছেন

(১) [১৯৪৯-৫০] এফ.সি.আর. ৫৯৫।

এবং এছাড়াও বিভিন্ন লেখকদের দ্বারা তার বিতর্কের সমর্থনে এই বিষয়ে প্রকাশিত মতামতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা এর বিষয়বস্তুর অংশ হিসাবে এটি অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাছে অর্পণ করার ক্ষমতা জড়িত এবং এটি একটি আইনসভা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা এবং একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত, তার নির্ধারিত সীমার মধ্যে কাজ করার সময়, অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে এর সম্পূর্ণ আইনী ক্ষমতা অর্পণ করা যাতে নিজেকে এই ধরনের ক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

এটি এখন সাংবিধানিক আইনের একটি সাধারণ বিষয় যে একটি লিখিত সংবিধান দ্বারা সৃষ্ট একটি আইনসভাকে অবশ্যই সংবিধান দ্বারা সংজ্ঞায়িত তার ক্ষমতার পরিধির মধ্যে কাজ করতে হবে এবং এর দ্বারা নির্ধারিত সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে এবং এবং সংবিধানের বিধানের পরিপন্থী প্রতিটি আইনী কাজ বাতিল। ইংল্যান্ডে এমন কোন সমস্যা দেখা দিতে পারে না কারণ সংসদের ক্ষমতার উপর কোন সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা নেই, যা আইনের দৃষ্টিতে সার্বভৌম এবং সর্বোচ্চ। এটি, তার সাধারণ আইন প্রণালী দ্বারা, সংবিধান পরিবর্তন করতে পারে, যাতে এটি দ্বারা পাস করা কোন কার্যধারা সাংবিধানিক ভিত্তিতে আইনের আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। কিন্তু ভারতের, সমস্ত বস্তুগত সময়ে, - ১৯১২, ১৯৪৭ এবং ১৯৫০ সালে যখন অপ্রীতিকর আইনগুলি পাস হয়েছিল - একটি লিখিত সংবিধান ছিল, এবং এটি নিঃসন্দেহে ভারতীয় আইনসভাগুলিকে তাদের সাংবিধানিক সীমার মধ্যে রাখা আদালতের কাজ। অতএব, সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্নগুলির সঠিক পদ্ধতি হল "যে উপকরণের দ্বারা, ইতিবাচকভাবে, আইন প্রণয়ন ক্ষমতাগুলি তৈরি করা হয়েছিল, এবং যার দ্বারা, নেতিবাচকভাবে, সেগুলিকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল তার শর্তাবলীর দিকে নজর দেওয়া। যদি যা করা হয় তা হল আইন প্রণয়ন ইতিবাচক শব্দের সাধারণ সুযোগ যা ক্ষমতা দিয়েছে এবং যদি এটি কোন প্রকাশ শর্ত বা বিধিনিষেধ লঙ্ঘন না করে যার দ্বারা ক্ষমতা সীমিত হয় (কোন বিভাগে অবশ্যই ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের কোন আইন এর সাথে বৈপরীত্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে) এই শর্ত এবং বিধিনিষেধগুলিকে আরও অনুসন্ধান করা বা গঠনমূলকভাবে প্রসারিত করা বিচারের কোনো আদালতের জন্য নয়।" ঃ সম্রাজ্ঞী বনাম বুরাহ(১)।

(১) ৫ আই.এ. ১৭৮।

আমরা, অতএব, প্রতিটি অপ্রীতিকর আইনে প্রণীত কর্তৃত্বের অর্পণ সংবিধানের মেয়াদের পরিপন্থী কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে যার অধীনে আইনটি নিজেই পাস হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক সংবিধানে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণকে স্পষ্ট ভাষায় অনুমোদন বা নিষিদ্ধ করার কোনো বিধান পাওয়া যায় না। প্রতিনিধিদলের বিরুদ্ধে একটি নিষেধাজ্ঞা কি সংবিধানের শর্তাবলী থেকে অনুমিতভাবে উদ্‌ভূত হতে পারে এবং যদি তাই হয়, তাহলে সেই শর্তগুলিতে কি এমন কিছু আছে যা থেকে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা উহ্য করা যেতে পারে?

প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে প্রাসঙ্গিক সংবিধান পরীক্ষা করার আগে, সাংবিধানিক আইনের দুটি প্রধান তত্ত্ব উল্লেখ করা উপযোগী হবে যাকে অর্পিত আইন বলা হয়েছে। যদিও ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ইংল্যান্ডে এই জাতীয় আইনের সাংবিধানিকতার কোন প্রশ্ন উঠতে পারেনি, ব্রিটিশ কমন-ওয়েলথ দেশগুলিতে এই ধরনের সমস্যাগুলি প্রায়শই দেখা দিয়েছে যাদের লিখিত সংবিধান আছে, এবং ব্রিটিশ বিচারকরা, সংসদীয় সর্বশক্তিমানতার ঐতিহ্যে প্রশিক্ষিত, সংসদের একটি আইন দ্বারা প্রতিটি আইনসভা যে মতবাদ তৈরি করেছে, যদিও এটির জন্য চিহ্নিত বিষয় এবং এলাকার সীমার মধ্যে কাজ করতে বাধ্য, তবে সেই সীমার মধ্যে কাজ করার সময়, সংসদের মতোই সর্বোচ্চ এবং সার্বভৌম। এই জাতীয় আইনসভাগুলি কোনও অর্থেই ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের প্রতিনিধি নয় এবং তাই, তাদের জন্য ***""ডেলিগেটাস নন পটেস্ট ডেলেগের"*** " নীতিটি প্রযোজ্য নয়। তাদের দ্বারা আইনী কার্যাবলীর একটি প্রতিনিধি দল, যদিও ব্যাপক, যতক্ষণ না তারা নিজেদের সক্ষমতা রক্ষা করবে, ততক্ষণ অসাংবিধানিক বলে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। ১৮৮৩ সালে প্রিভি কাউন্সিল কর্তৃক সিদ্ধান্ত নেওয়া হজ বনাম কুইন (১) এর নেতৃস্থানীয় মামলায় এই প্রস্তাবগুলি কোন অনিশ্চিত শর্তে রাখা হয়েছিল। কানাডার একটি প্রাদেশিক আইনসভার দ্বারা একটি আইনের বৈধতা বজায় রাখা যেখানে কর্তৃত্ব একটি বোর্ড অফ কমিশনারের কাছে ন্যস্ত করা হয়েছিল যাতে সরাইখানার ভাল সরকারের জন্য উপবিধি বা পৌর প্রবিধানের প্রকৃতিতে প্রবিধান তৈরি করা হয় এবং এবং এর মাধ্যমে অপরাধ সৃষ্টি এবং এর সাথে যুক্ত করা জরিমানা, তাদের লর্ডশিপ নিম্নরূপ পালন করা হয়েছে:

(১) ৯ অ্যাপ কাস ১১৭।

"এটি আরও দাবি করা হয়েছিল যে ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্ট স্থানীয় আইনসভাকে সেই ক্ষমতাগুলি লাইসেন্স কমিশনার বা অন্য কোনও ব্যক্তিকে অর্পণ করার জন্য কোনও কর্তৃত্ব প্রদান করেনি। অন্য কথায়, স্থানীয় আইনসভার উপর ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা সেই সংস্থার দ্বারা এবং শুধুমাত্র সেই সংস্থার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা উচিত। "ডেলিগেটাস নন পটেস্ট ডেলেগের" নীতিটির উপর নির্ভর করা হয়েছিল। তাদের লর্ডশিপের কাছে প্রতীয়মান হয় যে আপীলকারীর এইভাবে উত্থাপিত আপত্তি প্রাদেশিক আইনসভার প্রকৃত চরিত্র এবং অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা কোনো অর্থেই ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের কোনো ম্যান্ডেটের প্রতিনিধি নয় বা কাজ করছে না। যখন ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা অ্যাক্ট প্রণয়ন করে যে অন্টারিওর জন্য একটি আইনসভা থাকা উচিত এবং ধারা ৯২-এ উল্লেখিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে প্রদেশের জন্য এবং প্রাদেশিক উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের জন্য এর আইনসভার একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকা উচিত, এটি কোনো অর্থেই ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রয়োগ করার ক্ষমতা প্রদান করে না, কিন্তু ধারা ৯২ দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সাম্রাজ্যিক পার্লামেন্টের ক্ষমতার পূর্ণতা এবং দান করতে পারে এমন পূর্ণাঙ্গ এবং পর্যাপ্ত ক্ষমতা। বিষয় এবং এলাকার এই সীমার মধ্যে স্থানীয় আইনসভা সর্বোচ্চ.....। বারে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে একটি আইনসভা এজেন্ট বা প্রতিনিধিদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রবিধানের প্রতিশ্রুতি দেয়। এমনটা নয়। এটি তার ক্ষমতা অক্ষত রাখে, এবং যখন খুশি, এটি তৈরি করা সংস্থাটিকে ধ্বংস করে অন্য একটি স্থাপন করতে পারে, অথবা বিষয়টি সরাসরি নিজের হাতে নিতে পারে। এটি কতদূর অধস্তন সংস্থাগুলির সাহায্য চাইতে পারে এবং কতদিন এটি তাদের চালিয়ে যাবে, প্রতিটি আইনসভার জন্য প্রতিটি বিষয়ের জন্য বিষয়, এবং আইনের আদালতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নয়।" (১)

এখানে ইংরেজি মতবাদের একটি পরিচ্ছন্ন ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যাকে বলা যেতে পারে "সীমার মধ্যে আধিপত্য" অর্থাৎ, তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতার সীমাবদ্ধ সীমার মধ্যে, ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্ট যা করতে পারে তা একটি অধস্তন আইনসভাও করতে পারে, এবং এবং প্রতিনিধি করার ক্ষমতার কোন সাংবিধানিক সীমা ম্যাক্সিম ""ডেলিগেটাস নন পোটেস্ট ডেলিগারের"" শক্তিতে আমদানি করা যাবে না,

(১) ৯ অ্যাপ কাস ১১৭, ১৩১।

কারণ এটি একটি প্রতিনিধি নয়। উদ্‌ধৃতির শেষ কয়েকটি শব্দ তাৎপর্যপূর্ণ। তারা জোর দিয়ে বলেছে, বুরাহর মামলা (১) থেকে ইতিমধ্যেই উদ্‌ধৃত অনুচ্ছেদটি, যে তদন্তের পরিধি আদালতে উপস্থাপন করা হলে আইনসভা তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতার সীমার মধ্যে কাজ করছে কিনা তা দেখার জন্য কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ। "আইন প্রণয়নের জন্য কর্তৃপক্ষের আনুষঙ্গিক" এবং "অন্যদের কাছে একটি সীমিত সিদ্ধান্তের কর্তৃত্ব অর্পণ করার জন্য এই আইনের নজিরগুলির প্রাচুর্য" সম্পর্কে মন্তব্যগুলি স্পষ্টতই, সেই মামলার ঘটনাগুলির উপর অর্পিত বিশেষ কর্তৃপক্ষের উল্লেখ রয়েছে যা লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে সরাইখানাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ছিল, এবং এই মন্তব্যগুলি উদ্‌ধৃত প্যাসেজগুলিতে স্পষ্টতই বর্ণিত সাধারণ নীতিগুলির প্রশস্ততা থেকে বিচ্যুত বা যোগ্যতা অর্জনের জন্য নেওয়া যায় না।

একই মতবাদ পাওয়েল বনাম অ্যাপোলো ক্যান্ডেল কোং লিমিটেড (২) তেও নিশ্চিত করা হয়েছিল, যেখানে বুরাহের মামলা (১) এবং হজের মামলা (৩) উল্লেখ করার পর, তাদের লর্ডশিপ স্পষ্টভাবে বলেছে: "এই দুটি মামলার অবসান ঘটিয়েছে একটি মতবাদ যা এক সময়ে কিছু মুদ্রা ছিল বলে মনে হয় যে একটি ঔপনিবেশিক আইনসভা হল ইম্পেরিয়াল আইনসভার একটি প্রতিনিধি। এটি তার ক্ষমতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ একটি আইনসভা, কিন্তু সেই এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং একটি এজেন্ট বা একজন প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে না।" একটি আপত্তি যে শুধুমাত্র নিউ সাউথ ওয়েলসের আইনসভারই প্রশ্নে কর আরোপের ক্ষমতা ছিল এবং এটি সেই ক্ষমতা গভর্নরকে অর্পণ করতে পারে না, এই বলে উত্তর দেওয়া হয়েছিল "কিন্তু অর্ডার ইন কাউন্সিলের অধীনে ধার্যকৃত শুল্ক প্রকৃতপক্ষে যে আইনের অধীনে আদেশ জারি করা হয় সেই আইনের কর্তৃপক্ষ দ্বারা আরোপ করা হয়। আইনসভা গভর্নরের উপর তার নিখুঁত নিয়ন্ত্রণের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়নি, এবং অবশ্যই, যেকোনো মুহূর্তে, ক্ষমতা প্রত্যাহার বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা রয়েছে যা তারা তাকে অর্পণ করেছে"(৪)।

যদি হজের মামলা (৩) আইনী ক্ষমতার একটি বিস্তৃত প্রতিনিধি দলকে জড়িত না করে, তবে শ্যাননের ক্ষেত্রে (৫) তা করেছিল।

(১) ৫ আই.এ. ১৭৮। (৩) ৯ অ্যাপ কাস ১১৭।

(২) ১০ অ্যাপ কাস ২৮২। (৪) ১০ অ্যাপ কাস ২৮২, ২৯১।

(৫) [১৯৩৮] এ.সি. ৭০৮।

কানাডার একটি প্রাদেশিক আইনসভা বিপণন বোর্ড স্থাপনের জন্য একটি বাধ্যতামূলক বিপণন আইন পাস করেছিল কিন্তু সেই বোর্ডগুলিকে কী কী ক্ষমতা এবং কার্যাবলী দেওয়া উচিত তা নির্ধারণ করার জন্য এটি সরকারের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আইনটিতে উত্থাপিত আপত্তিগুলির মধ্যে একটি ছিল যে এটি শুধুমাত্র একটি "একটি আইনের কঙ্কাল" এবং আইনসভা কার্যত "অন্য সংস্থার কাছে তার আইন প্রণয়নের দায়িত্ব সমর্পণ করেছে।" রেফারেন্ডাম কেস (১) নামে পরিচিত লর্ড হ্যালডেনের ডিকটাম (যার আরও বিশদ রেফারেন্স বর্তমানে তৈরি করা হবে) আপত্তির সমর্থনে একটি প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষমতা "নিজের ক্ষমতার সাথে একটি নতুন আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তৈরি করা এবং প্রদান করা যা এই আইন দ্বারা তৈরি করা হয়নি" সম্পর্কে সন্দেহের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আপত্তি, যাইহোক, কোনও উত্তরের জন্য সরকারী পরামর্শের আহ্বান না করেই সংক্ষিপ্তভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। তাদের লর্ডশিপগুলি "প্লেনারি"-এর ইংরেজী মতবাদকে পুনর্ব্যক্ত করে নিজেদের বিরোধিতা করেছিল সাংবিধানিক সীমার মধ্যে অর্পণ করার ক্ষমতা" এবং বলেছেন: "এই আপত্তিটি তাদের প্রভুত্বের কাছে প্রতীয়মান হয় যে অধিকারগুলি প্রাদেশিক আইনসভা ভোগ করে যা বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির মধ্যে পড়ে যা সংবিধান আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রদান করেছে। তার নির্ধারিত ক্ষেত্রের মধ্যে প্রাদেশিক আইনসভা অন্যান্য সংসদের মতোই সর্বোচ্চ..... প্রধান বিচারপতি, মার্টিন রেফারেন্সের উপর তার রায়ে এই আপত্তিটি খুব সন্তোষজনকভাবে নিষ্পত্তি করেছেন বলে মনে হয়, এবং তাদের লর্ডশিপ সেখানে যা বলেছেন তাতে যোগ করার কোন সুযোগ খুঁজে পান না।" যা প্রধান বিচারপতি মার্টিন রি ন্যাচারাল প্রোডাক্টস মার্কেটিং (বি.সি.) অ্যাক্ট (২) এ পাওয়া গেছে বলে বলেছেন। তিনি বলেন, "আমি অবশ্য এই বিষয়ে (আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ) দীর্ঘায়িত করব না কারণ, রানী বনাম বুরাহ (৩) তে প্রিভি কাউন্সিলের ভাষা ব্যবহার করার জন্য, 'ব্রিটিশ সংবিধি বইয়ে এর উদাহরণ রয়েছে' এবং আমাদের প্রথম ও শেষের 'সংবিধি পুস্তক'-এর বেশ কিছু দিনের বিবেচনায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার কাছে সমস্ত ধরণের বিষয়-বিষয়ক এমন আশ্চর্যজনক সংখ্যক প্রতিনিধিদল প্রকাশ করে যে এমনকি তাদের গণনা করতেও বেশ কিছু পৃষ্ঠা লাগবে, এবং এটি তাদের অবৈধ করার জন্য একটি সাংবিধানিক বিপর্যয়ও আনবে।

(১) [১৯১৯] এ.সি. ৯৩৫।

(২) (১৯৩৭) ৪ ডি.এল.আর. ২৯৮, ৩১০।

(৩) ৩ অ্যাপ কাস ৮৮৯, ৯০৬।

তাই আমাকে কেবলমাত্র চারটি বিধি নির্বাচন করেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।" বিজ্ঞ বিচারক তারপরে অন্যদের মধ্যে, একটি আইনের উল্লেখ করার জন্য এগিয়ে যান যেখানে "কীটপতঙ্গ মোকাবেলা করার জন্য ক্ষতিগ্রস্থ ফলের জমির উপর "কার্টে ব্লাঞ্চ" ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল", এবং অন্য একটি "যার দ্বারা কাউন্সিলের লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে বিস্তৃত পরিধির নিয়ম তৈরি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল" এবং আমাদের আইনশাস্ত্রের ব্যবস্থায় প্রথম গুরুত্ব যেখানে আমাদের সম্পূর্ণ নাগরিক অনুশীলন এবং পদ্ধতি, আপীল এবং বিচার, এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং গঠন করা হয় যে এমনকি আমাদের অনুষ্ঠিত বৈঠকগুলিও এর অধীন হয়"।

আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণযোগ্যতা সম্পর্কে ইংরেজী দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রিভি কাউন্সিলের এই সাম্প্রতিক ঘোষণাটি আমার মতে, নিম্নলিখিত কারণে বিশেষ আগ্রহের বিষয়:-

(১) এই মামলায় আইন প্রণয়ন ক্ষমতার কাউন্সেলের এমন একটি বিস্তৃত প্রতিনিধিদল জড়িত ছিল ভেবেছিল "সীমা" পৌঁছে গেছে- যে এটি এই জাতীয় ক্ষমতার আত্মসমর্পণ বা ত্যাগের সাংবিধানিক বৈধতা এবং গণভোটের মামলায় লর্ড হ্যালডেনের আদেশ (১) নির্ভর করা হয়েছিল।

(২) তা সত্ত্বেও, আপত্তিটি এতই স্পষ্টভাবে টেকসই বলে বিবেচিত হয়েছিল যে সরকারী আইনজীবীকে উত্তর দেওয়ার জন্য ডাকা হয়নি, তাদের লর্ডশিপগুলি আপত্তিটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক নীতিগুলির "বিধ্বংসী" হিসাবে বিবেচনা করেছিল।

(৩) প্রধান বিচারপতি, মার্টিন-এর "কার্টে ব্লাঞ্চ ডেলিগেশন"-এর দৃষ্টান্তগুলি অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপত্তির নিষ্পত্তি "খুব সন্তোষজনকভাবে" হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।

(৪) আপত্তি বাতিল করার জন্য যা প্রয়োজন বলে বিবেচিত হয়েছিল তা ছিল ইংরেজ মতবাদের একটি সরল এবং সরল বক্তব্য, যথা, তার নির্ধারিত ক্ষেত্রের মধ্যে প্রাদেশিক আইনসভা অন্যান্য সংসদের মতো সর্বোচ্চ ছিল, বা অন্য কথায়, যেহেতু প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সংসদের ক্ষমতার কোনো আইনি সীমা থাকতে পারে না, তাই কি প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষমতা অন্যদের কাছে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করার ক্ষমতা কারো থাকতে পারে না।

(১) [১৯১৯] এ.সি. ৯৩৫।

এইভাবে, আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণের সমস্যা সম্পর্কে ইংরেজী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল একটি যথাযথভাবে গঠিত আইনসভার দ্বারা আইন প্রণয়নকে একটি অর্পিত ক্ষমতার অনুশীলন হিসাবে গণ্য করতে অস্বীকার করে এবং এটি সর্বোচ্চ প্রতিনিধিত্বহীন প্রতিনিধির আবেদনকে জোরপূর্বক প্রত্যাখ্যান করে। এটি সংবিধানের সীমার মধ্যে আইন প্রণয়ন সংস্থাগুলির সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দেয় যার দ্বারা তারা তৈরি হয় এবং এই সীমার মধ্যে তাদের কাছে অর্পণ করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা স্বীকার করে। এটি অর্পণকে একজন নিযুক্ত এজেন্টের কাছে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার একটি প্রত্যাহারযোগ্য অর্পণ হিসাবে বিবেচনা করে যার আইনটি তার বৈধতা এবং আইনী শক্তি অর্পণকারী আইন থেকে গ্রহণ করে এবং আইন প্রণয়নের নিজস্ব ক্ষমতা প্রতিনিধি সংস্থার দ্বারা ত্যাগ হিসাবে নয়।

অন্যদিকে, আমেরিকান আদালতগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন লাইনে সমস্যাটির সাথে যোগাযোগ করেছে, যা তাদের নিজস্ব পরিবেশ এবং ঐতিহ্যের ফলাফল কম নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকান রাজনৈতিক দৃশ্যে মন্টেস্ক এবং লকের ধারণার দ্বারা প্রাধান্য পেয়েছিল যে রাষ্ট্রের একটি একক অঙ্গের হাতে আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণ স্বৈরাচারের বানান এবং অনেক রাষ্ট্রীয় সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে বিধান করা হয়েছে যে রাষ্ট্রের প্রতিটি বড় বিভাগ, আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগ অন্যদের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না। যদিও ফেডারেল সংবিধানে এই ধরনের কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই, তবে এটিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী মতাদর্শের পটভূমিতে, ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতিকে মূর্ত করে, এবং এর ফলে কোনো একটি বিভাগের দ্বারা ক্ষমতার অ-অর্পণ করার জন্য একটি আইনগত ভিত্তি, অন্যদের কাছে এজেন্সি "ডেলিগাটাস নন পোটেস্ট ডেলিগারের" ব্যক্তিগত আইনের পুরানো পরিচিত ম্যাক্সিমে পাওয়া গিয়েছিল যা শীঘ্রই আমেরিকান সাংবিধানিক আইনের একটি ঐতিহ্যগত মতবাদ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু শিল্প ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতির দ্রুত অগ্রগতি এবং প্রশাসনের ফলে জটিলতা আমেরিকান বিচারকদের প্রশাসনিক সংস্থাগুলিতে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার বড় আকারের অর্পণ করার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে বাধ্য করেছিল এবং

এটি শীঘ্রই স্বীকৃত হয়েছিল যে এটা অস্বীকার করা হবে "সরকারের চাকা বন্ধ করা।" ফলাফল হল যে আইনের এই শাখার বিষয়ে আমেরিকান সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে প্রতিনিধিদলকে ছদ্মবেশী করার প্রয়াস "আবগুণ্ঠিত শব্দ দ্বারা" বা "একটি আধা দিয়ে নরম করে" (বিচারপতি, হোমস স্প্রিংগার বনাম ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সরকার(1) দ্বারা। "এই ফলাফল", এই বিষয়ে সাম্প্রতিক লেখক বলেছেন, "প্রফেসর কুশম্যানের যুক্তির মধ্যে এটি ভালভাবে রাখা হয়েছে-

প্রধান ভিত্তিঃ বিধানিক ক্ষমতা কংগ্রেস দ্বারা সাংবিধানিকভাবে অর্পণ করা যাবে না।

গৌণ ভিত্তি: প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং নিয়ন্ত্রক কমিশনের কাছে কিছু ক্ষমতা অর্পণ করা অপরিহার্য।

উপসংহার: সুতরাং এইভাবে অর্পিত ক্ষমতাগুলি আইনী ক্ষমতা নয়।"

তারা পরিবর্তে "প্রশাসনিক" বা "অর্ধ- বিধানিক" - (আমেরিকান প্রশাসনিক আইন বার্নার্ড শোয়ার্টজ, পৃ. ২০)। "প্রয়োজনীয়" আইনী ক্ষমতা যা অর্পণ করা যায় না এবং কোনটি নিছক "প্রশাসনিক" বা "আনুষঙ্গিক" ক্ষমতা, যার অর্পণ অনুমোদিত তা নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তি এবং মতামতের ওঠানামার পরে, সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তগুলি মনে হয় একদিকে একটি নীতি নির্ধারণ করা বা আইন প্রণয়ন করা বিষয়ের ক্ষেত্রে একটি মান প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই নীতি বাস্তবায়ন করা এবং অন্যদিকে যথাযথ নিয়ম ও প্রবিধান দ্বারা সেই মানকে কার্যকর করার মধ্যে বিভাজন রেখা স্থাপন করুন (শেকটার পোল্ট্রি কর্পোরেশন বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)) এবং পানামা রিফাইনিং কোম্পানি বনাম রায়ান (৩), একটি পরীক্ষা যা অনিবার্যভাবে একটি প্রদত্ত মামলার তথ্যের উপর প্রয়োগ করা বিচারিক মতামতের যথেষ্ট ভিন্নতার জন্ম দেয়।

আমি মামলাটিতে প্রশ্নগুলোর দিকে চলে যাব। প্রথম প্রশ্ন যা দিল্লী লজ অ্যাক্ট, ১৯১২ এর ধারা ৭ এর বৈধতার সাথে সম্পর্কিত, "আইনসভার যোগ্যতার রেফারেন্স দিয়ে নির্ধারণ করতে হবে যা

(১) ২৭৭ ইউএস ১৮৯।

(২) ২৯৫ ইউএস ৪৯৫।

(৩) ২৯৩ ইউএস ৩৮৮।

উল্লিখিত আইনটি পাশ করেছে", অর্থাৎ সংবিধানের রেফারেন্স দিয়ে তখন বলবৎ হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে দিল্লি লজ অ্যাক্ট, ১৯১২, সেইসাথে আজমির-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭, যা দ্বিতীয় প্রশ্নটি সম্পর্কিত, অংশ সি রাজ্য (আইন) আইন, ১৯৫০ এর ধারা ৪ দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল, তবে বাতিলকৃত বিধানগুলির অধীনে ইতিমধ্যে বর্ধিত আইনগুলি বলবৎ রাখা হয়েছে, এবং তাই বাতিল হওয়া বিধানগুলির সাংবিধানিক বৈধতা সম্পর্কে একটি ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা।

১৯১২ সালে ভারতীয় আইনসভা কাউন্সিলের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন এবং তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১ (২৪ এবং ২৫ ভিসি. ৭) এর ধারা ২২ থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল যেটি ক্ষমতা প্রদান করে "যেকোনও আইন বা প্রবিধান বাতিল, সংশোধন বা পরিবর্তন করার জন্য আইন ও প্রবিধান প্রণয়ন করার জন্য যা এখন বলবৎ বা পরবর্তীকালে ভারতীয় অঞ্চলে বলবৎ হতে পারে যা এখন মহামহিমের আধিপত্যের অধীনে রয়েছে এবং ব্রিটিশ বা স্থানীয়, বিদেশী বা অন্য সকল ব্যক্তির জন্য আইন ও প্রবিধান প্রণয়ন করা এবং উল্লিখিত অঞ্চলগুলির মধ্যে যাই হোক না কেন সমস্ত স্থান এবং জিনিসগুলির জন্য সমস্ত বিচার আদালতের জন্য," কিছু শর্ত এবং বিধিনিষেধ সাপেক্ষে যা অপ্রচলিত বিধানগুলিকে প্রভাবিত করে না। ১৮৯২ এবং ১৯০৯ সালের কাউন্সিল আইন দ্বারা কাউন্সিলের গভর্নর-জেনারেলের গঠন এবং ক্ষমতা অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু ১৯১২ সালে তাঁর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা মূলত একই ছিল। তদনুসারে প্রশ্ন ওঠে যে দিল্লি লজ অ্যাক্ট, ১৯১২-এর ধারা ৭, ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৮৬১-এর ধারা ২২ দ্বারা তাঁকে প্রদত্ত আইনী ক্ষমতার পরিধির মধ্যে ছিল কিনা। ক্ষমতাকে অত্যন্ত বিস্তৃত পরিভাষায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে-"সকল ব্যক্তির জন্য....এবং সমস্ত স্থান এবং জিনিস যাই হোক না কেন"- ভারতীয় অঞ্চলের মধ্যে-দক্ষতার বিষয়টি নিজেকে এই প্রশ্নে হ্রাস করে যে ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্টের ধারা ২২-এর অর্থের মধ্যে ধারা ৭ একটি "আইন" ছিল কিনা। আমার মতে এই প্রশ্নটি সম্রাজ্ঞী বনাম বুরাহ (১) এর প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শেষ হয়েছে।

(১) ৫ আই.এ. ১৭৮।

এটি ছিল কলকাতা হাইকোর্টের একটি পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় থেকে সরকারের একটি আপীল যাতে আদেশ হয়েছিল যে ১৮৬৯ সালের আইন XXII এর ধারা ৮ এবং ৯ বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কাছে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার একটি অননুমোদিত প্রতিনিধি দল হিসেবে গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলকে চরমভাবে বিভ্রান্ত করেছিল। এই বিধানগুলির সম্মিলিত প্রভাব ছিল কলকাতা গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে নির্দিষ্ট জেলাগুলিতে প্রসারিত করার ক্ষমতা দেওয়া "যে কোনও আইন বা কোনও আইনের যে কোনও অংশ এখন তার সরকারের অধীনস্থ অন্যান্য অঞ্চলে বলবৎ রয়েছে বা যা পরবর্তীতে গভর্নর-জেনারেল বা কথিত লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কাউন্সিল দ্বারা আইন ও প্রবিধান প্রণয়নের জন্য প্রণীত হতে পারে....."। বিচারপতি, মার্কবি যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রধান রায় প্রদান করেছিলেন, আদেশ করেছেন (১) যে ধারা ৯ ভারতীয় আইনসভার দ্বারা লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কাছে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার একটি প্রতিনিধিদলের পরিমাণ ছিল যা, ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের একজন প্রতিনিধি হিসাবে এই ধরনের কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়েছে, অন্যের কাছে এটি অর্পণ করার কোন ক্ষমতা ছিল না এবং (২) ভারতীয় আইনসভা "পার্লামেন্টের আইনের বিধানগুলিকে প্রভাবিত না করে ভারতে আইন প্রণয়নের যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করতে পারে না যা সেই যন্ত্রপাতি তৈরি করেছিল এবং যদি এটি কোনওভাবে তাদের প্রভাবিত করে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এর আইনগুলি বাতিল হয়ে যায়।" বিজ্ঞ বিচারক সরকারী কৌঁসুলির যুক্তি উল্লেখ করেছেন, যথা, "যেখানে সংসদ একটি আইনসভাকে আইন প্রণয়নের সাধারণ ক্ষমতা প্রদান করেছে, সেখানে একমাত্র প্রশ্ন হতে পারে 'বিতর্কিত আইনটি কি আইন'? যদি তা হয়, তবে এটি বৈধ যদি না এটি কিছু নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়ে।" বিজ্ঞ বিচারক মন্তব্য করেছিলেন যে এই যুক্তিটি "শব্দ" ছিল, তবে এটি ধরে রেখে এটি পূরণ করেছিলেন যে "এটি স্পষ্টতই আইন পরিষদকে কার্য সম্পাদনে সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ছিল যা যথাযথভাবে আইন প্রণয়ন, অর্থাৎ, আইন প্রণয়নের জন্য, যা (ব্ল্যাকস্টনের অভিব্যক্তি ব্যবহার করার জন্য) একটি নিকৃষ্ট থেকে উচ্চতর দ্বারা নির্ধারিত বা সেই নিয়মগুলির অগ্রগতির জন্য প্রণীত আইনগুলির কার্যবিধি। ইংরেজ পার্লামেন্ট এত সীমাবদ্ধ নয়। এটি শুধুমাত্র একটি আইন প্রণয়ন নয় বরং একটি সর্বোচ্চ সার্বভৌম সংস্থা..... আইন পরিষদ, যখন এটি কেবলমাত্র অন্য ব্যক্তিকে আইন প্রণয়নের অনুমতি দেয়,

তখন আইনের অর্থের মধ্যে আইন তৈরি করে না যেখান থেকে এটি তার কর্তৃত্ব লাভ করে"(১)। বিজ্ঞ বিচারক পূর্ববর্তী আইন প্রথার উপর ভিত্তি করে যুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ যে দৃষ্টান্তগুলির উপর নির্ভর করা হয়েছিল তা "বিধানিক কর্তৃপক্ষের স্থানান্তরের স্পষ্ট এবং অবিসংবাদিত দৃষ্টান্ত" ছিল না। প্রধান বিচারপতি, গার্থ তার ভিন্নমতের মতামতে উল্লেখ করেছেন যে "১৮৩৩ সালের আইনের দ্বারা তখনকার গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলকে দেওয়া আইন প্রণয়ন ক্ষমতা একই ভাষায় এবং (বর্তমান মামলার উদ্দেশ্যে) একই প্রভাবে, যেমনটি ১৮৬১ সালে কাউন্সিল অ্যাক্ট দ্বারা দেওয়া হয়েছিল; এবং সেই আইনটি পাশ হওয়ার সময় থেকে, কাউন্সিলের গভর্নর-জেনারেল ক্রমাগত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং সরকারী সংস্থার মাধ্যমে সেই ক্ষমতাগুলি ব্যবহার করার অভ্যাস করেছেন, যাদের মধ্যে একটি বড় সেই উদ্দেশ্যে বিচক্ষণতা ন্যস্ত করা হয়েছে।" (২) তাই অনুমান করা যায় না যে "ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্ট ১৮৬১ সালের কাউন্সিল অ্যাক্টে সেই আইনী ক্ষমতাগুলি পুনর্নবীকরণ করত যা কাউন্সিলের গভর্নর-জেনারেল এতদিন অনুশীলন করেছিলেন, তারা যদি আইনসভা অনুসরণ করে এমন পদক্ষেপের বিষয়ে অস্বীকৃতি জানায়। ঘটনা যে পরিস্থিতির জ্ঞানের সাথে যা তাদের আছে বলে ধরে নেওয়া উচিত, ১৮৩৩ সালের আইন দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাগুলিকে সংসদ পুনর্নবীকরণ করেছিল, যা আমার কাছে একটি বিধিবদ্ধ স্বীকৃতি বলে মনে হয় যে সেই ক্ষমতাগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আইনসভা যে পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করেছিল তা ছিল সেই আইন যা অনুমোদিত ছিল।"(৩) বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি তদনুসারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ১৮৬৯ সালের আইন XXII একটি আইন ছিল "যা আইনসভা পাস করার ন্যায়সঙ্গত ছিল।" আমি হাইকোর্টের বিজ্ঞ বিচারকদের যুক্তি এবং উপসংহারের কিছু দৈর্ঘ্য উল্লেখ করেছি কারণ আমি মনে করি তারা প্রিভি কাউন্সিলের রায়ের সম্পূর্ণ আমদানি বুঝতে সহায়ক হবে।

এটা দেখা হবে, প্রথম স্থানে, যে হাইকোর্টে সরকারী কৌঁসুলি দ্বারা গৃহীত পদ্ধতির লাইনটি তাদের লর্ডশিপ দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল সমস্যাটির সঠিক পদ্ধতি হিসাবে,

(১) আই.এল.আর. ৩ ক্যাল. ৯০, ৯১ এ ৬৩।

(২) ইবিদ ১৪০।

(৩) ইবিদ ১৪৪।

অর্থাৎ, আদালতকে দেখতে হবে যে "যা করা হয়েছে তা ইতিবাচক শব্দের সাধারণ সুযোগের মধ্যে আইন প্রণয়ন যা ক্ষমতা দেয়, এবং যদি এটি কোনো প্রকাশ্য শর্ত লঙ্ঘন না করে যার দ্বারা সেই ক্ষমতা সীমিত হয়, তবে কোনো আদালতের জন্য এই শর্ত এবং বিধিনিষেধগুলিকে গঠনমূলকভাবে বাড়ানোর জন্য নয়" (তির্যক খনি)। এই উত্তরণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে [আমরা ইতিমধ্যে হজের (১) ক্ষেত্রে যা দেখেছি]: (১) যে এই ধরনের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সুযোগ শুধুমাত্র তা নির্ধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ যে অপ্রীতিকর আইনটি আইনসভাকে প্রদত্ত আইন প্রণয়ন ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে কিনা এবং এটি সেই ক্ষমতাকে সীমিত করে কোনো স্পষ্ট শর্ত লঙ্ঘন করে কিনা, এবং (২) যে পরবর্তী প্রশ্নটি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদালতের শুধুমাত্র শর্তাবলী প্রকাশের প্রতি বিবেচনা করা উচিত এবং ব্যাখ্যার প্রক্রিয়ার দ্বারা অনুমিতভাবে তাদের বড় করা উচিত নয়। দ্বিতীয় স্থানে, তাদের লর্ডশিপগুলিকে ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়া দ্বারা অনুমিতভাবে বড় করা উচিত নয় এই মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে [যেমন তারা কানাডার একটি প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষেত্রেও হজের ক্ষেত্রে করেছিল] যে ভারতীয় আইনসভা যে কোনো অর্থে ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের এজেন্ট বা প্রতিনিধি, এবং এজেন্ট দ্বারা প্রতিনিধিত্বের বিরুদ্ধে নিয়ম পরিস্থিতির জন্য প্রযোজ্য। তৃতীয়ত, বিচারপতি, মার্কবি পার্লামেন্ট এবং ভারতীয় আইনসভার মধ্যে পার্থক্য করেছেন যে পরবর্তীটি ব্ল্যাকস্টোন দ্বারা সংজ্ঞায়িত অর্থে "আইন প্রণয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ", যদিও সংসদ এত সীমাবদ্ধ ছিল না, বা অন্য কথায়, যেখানে সংসদ তার আইনসভার ক্ষমতা অর্পণ করে একটি "আইন" তৈরি করতে পারে, ভারতীয় আইনসভা এমন একটি "আইন" প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি, এবং সীমার মধ্যে আধিপত্যের ইংরেজী মতবাদ ভারতীয় আইনসভার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্থাপন করা হয়েছিল, যা আইন প্রণয়নের ক্ষমতার পরিধির মধ্যে কাজ করার সময় "পার্লামেন্টের মতোই বৃহৎ এবং একই প্রকৃতির আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে" (তির্যক খনি)। এটি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে যে পরিমাণগত এবং গুণগতভাবে, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করে এমন একটি আইন প্রণয়নের জন্য ভারতীয় আইনসভার জন্য এটি যথেষ্ট যোগ্য, যেহেতু এটি সংসদের জন্য তা করা, তবে অবশ্যই, এটি সীমাবদ্ধ সীমার মধ্যে কাজ করে।

(১) ৯ অ্যাপ ক্যাস ১১৭।

চতুর্থত, তাদের লর্ডশিপস "একমত যে গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল ভারতে আইনের কোন প্রকারের মাধ্যমে তৈরি করতে পারে না এবং সাধারণ আইনী কর্তৃত্বের সাথে সজ্জিত একটি নতুন আইনী ক্ষমতা যা কাউন্সিল আইন দ্বারা তৈরি বা অনুমোদিত নয়। তাদের লর্ডশিপ মতামতে এই ধরণের কিছুই বর্তমান ক্ষেত্রে করা হয়নি বা করার চেষ্টা করা হয়নি।"

শ্রী চ্যাটার্জি, বিপরীত পক্ষের পক্ষে, জমা দিয়েছেন যে ভারতে একটি নতুন আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তৈরি করার জন্য কাউন্সিল-ইন-গভর্নর-জেনারেলের অযোগ্যতার বিষয়ে মন্তব্যটি অধীনস্থ সংস্থা বা উপকরণের উল্লেখ ছিল যাকে আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ অর্পণ করা হয়েছিল এবং এইভাবে আইনসভার প্রতিনিধিত্বের অধিকারকে নেতিবাচক করেছে। প্রসঙ্গটি, যাইহোক, এটা স্পষ্ট করে যে তাদের লর্ডশিপ এই বিষয়ে বিচারপতি, মার্কবি এর সাথে একমত প্রকাশ করছিল, যিনি আমরা দেখেছি যে, উল্লেখ করেছেন যে ভারতীয় আইনসভা "পার্লামেন্টের আইনের বিধানগুলিকে প্রভাবিত না করে ভারতে আইনসভার যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করতে পারে না যা সেই যন্ত্রপাতি তৈরি করেছিল।" এটি দেখায় যে তাদের লর্ডশিপ কাউন্সিল আইন দ্বারা অনুমোদিত নয় এমন একটি নতুন আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা স্থাপনের পরিকল্পনা করছিলেন, অর্থাৎ, একটি নতুন আইনসভা যে অর্থে দেশের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলি ছিল আইনসভা। যদিও তারা সম্মত হয়েছিল যে এটি করা যাবে না (কারণ এটি সংসদের আইনের লঙ্ঘন হবে যা এই জাতীয় আইনসভা তৈরি করার কোনও ক্ষমতা দেয় না) তাদের লর্ডশিপগুলি নির্দেশ করে যে এটি অপ্রকৃত আইন দ্বারা করা হয়নি এবং বিচারপতি, মার্কবি এটা ভেবে ভুলের মধ্যে পড়ে যান। তাদের লর্ডশিপ দুটি কারণ দিয়েছেন, প্রথমত, কারণ "এইভাবে লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে (তারা নিঃসন্দেহে বড় হিসাবে) অর্পিত ক্ষমতা সম্পর্কে কথা বলা একটি ভ্রান্তি, যেন তারা প্রয়োগ করা হলে, তাদের অধীনে করা কাজগুলির কার্যকারিতা গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের ব্যতীত অন্য কোনও আইনী কর্তৃত্বের কারণে তাদের সম্পূর্ণ কার্যকারিতা, সরাসরি এবং অবিলম্বে, এই আইন (১৮৬৯ সালের নং XXII) এর অধীনে।" এখানে, প্রকৃতপক্ষে, অর্পিত আইনের প্রকৃত প্রকৃতিকে একটি নতুন আইন প্রণয়ন সংস্থার থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে নির্দেশ করে তাদের প্রভুত্ব সমস্যার মূলে স্পর্শ করে।

বিষয় তার যৌক্তিক পরিণতিতে বিকাশ করা হয়েছে পরবর্তী ক্ষেত্রে যেমনটি বর্তমানে দেখা যাবে, কিন্তু এখানে তারা একটিকে একই প্রকৃতির এবং সাংবিধানিকভাবে অন্যটির মতো একই ক্রম থাকার মতো অস্বাভাবিক নয় এমন "ভ্রান্তি" দেখার জন্য উন্মোচিত হয়েছে, একটি ভুল যা সম্ভবত এই বিষয়ে চিন্তার বিভ্রান্তির জন্য দায়ী। এটি প্রত্যাহার করা হবে যে হজের ক্ষেত্রে (১) এটি স্পষ্ট করা হয়েছিল যে অর্পিত আইনে অর্পণকারী সংস্থা নিজেকে ধ্বংস করে না তবে তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অক্ষত রাখে এবং শুধুমাত্র একটি এজেন্সি বা তার পছন্দের উপকরণের মাধ্যমে এই জাতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য নির্বাচন করে। এই ব্যবস্থার কোন চূড়ান্ততা নেই, প্রতিনিধি সংস্থাটি "যে সংস্থাটি তৈরি করেছে তা ধ্বংস করে অন্য একটি স্থাপন করতে বা বিষয়টি সরাসরি নিজের হাতে নিতে" স্বাধীন। বুরাহ এর ক্ষেত্রে (২) তাদের প্রভুত্ব দৃঢ়ভাবে সেই দৃষ্টিভঙ্গির একটি ফলাফল উল্লেখ করেছেন, যথা, যে যে কর্তৃপক্ষের কাছে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করা হয় তার দ্বারা সম্পাদিত কাজটি তার পুরো শক্তি এবং কার্যকারিতা অর্পণকারী আইনসভা থেকে লাভ করে, অর্থাৎ, যখন প্রতিনিধি অর্পিত কর্তৃত্বের অধীনে কাজ করে, তখন এটি আইনসভা যা সত্যিই তার নিযুক্ত যন্ত্রের মাধ্যমে কাজ করে। অন্যদিকে, সাধারণ আইনী কর্তৃত্ব সহ একটি নতুন আইন প্রণয়ন সংস্থা গঠনে এবং তার নিজের অধিকারে কাজ করার ক্ষেত্রে, অধস্তন ইউনিটগুলির ক্ষমতা অর্পণ করা হয় না, কিন্তু একটি স্বাধীন এবং সমন্বিত সংস্থাকে তাদের নিজস্ব বাহিনী দ্বারা পরিচালিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা। প্রথম ক্ষেত্রে, ইংরেজী সাংবিধানিক আইন অনুসারে, প্রতিনিধিদলের অনুমোদনের জন্য কোন প্রকাশ্য বিধানের প্রয়োজন নেই। সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞার অনুপস্থিতিতে, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা যেতে পারে, যতটা বিস্তৃতই হোক না কেন, যতক্ষণ না প্রতিনিধি সংস্থাটি তার নিজস্ব আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, সাংবিধানিক নথিতে একটি ইতিবাচক সক্ষম বিধান প্রয়োজন।

তাদের লর্ডশিপদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিকে ভ্রান্ত মনে করার দ্বিতীয় কারণটি হল যে ১৮৬৯ সালের আইন XXII, সত্যে, শর্তসাপেক্ষ আইন ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার কোনো প্রশ্নই ছিল না।

(১) ৯ অ্যাপ কাস ১১৭।

(২) ৫ আই. এ. ১৭৮

তাদের লর্ডশিপদের মতামত ছিল যে আইনটি শুরু করার জন্য সময় নির্ধারণ বা এর কার্যক্রমের ক্ষেত্র বাড়ানোর ক্ষেত্রে লেফটেন্যান্ট-গভর্নর "আইন প্রণয়নের কাজ" করেননি। "যথাযথ আইনসভা স্থান, ব্যক্তি, আইন, ক্ষমতা সম্পর্কে তার রায় প্রয়োগ করেছে; এবং সেই রায়ের ফলাফল হল এই সমস্ত বিষয়গুলির জন্য শর্তসাপেক্ষে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। শর্তগুলি পূরণ হওয়ার পরে, আইনটি এখন নিরঙ্কুশ। যেখানে পূর্ণ ক্ষমতা আইন প্রণয়ন নির্দিষ্ট বিষয় হিসাবে বিদ্যমান, ইম্পেরিয়াল বা প্রাদেশিক আইনসভায় হোক না কেন, তারা (তাদের প্রভুত্বের বিচারে) ভালভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, হয় নিরঙ্কুশ বা শর্তসাপেক্ষে। আইন, বিশেষ ক্ষমতার ব্যবহার বা সীমিত বিচক্ষণতার অনুশীলনের উপর শর্তসাপেক্ষ, আইনসভার দ্বারা সেই ব্যক্তিদের উপর অর্পিত যাদের উপর এটি আস্থা রাখে, কোন অস্বাভাবিক বিষয় নয়; এবং অনেক ক্ষেত্রেই এটি অত্যন্ত সুবিধাজনক হতে পারে। বৃটিশ সংবিধি গ্রন্থে এর উদাহরণ রয়েছে; এবং এটা অনুমান করা যায় না যে ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্ট, ভারতীয় আইনসভা গঠন করার সময়, সময়ে সময়ে প্রদত্ত আইন প্রদত্ত ক্ষমতার আওতার মধ্যে এই ধরনের শর্তসাপেক্ষ আইনের কথা চিন্তা করেনি। এটি অবশ্যই এটিকে বাদ দেওয়ার জন্য কোনও শব্দ ব্যবহার করেনি।"

তাদের লর্ডশিপগুলি শেষ পর্যন্ত এই দেশের আইন প্রথাকে নির্দেশ করে যেটি নির্বাহী সরকারকে নতুন অঞ্চলগুলিতে আইন প্রসারিত করার একটি বিবেচনামূলক ক্ষমতা অর্পণ করে যা সরকার সঠিক মনে করতে পারে এমন "সীমাবদ্ধতা, সীমাবদ্ধতা বা শর্ত" সাপেক্ষে এবং তারা এই ধরনের অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে প্রধান বিচারপতি, গার্থ-এর যুক্তির বিষয়ে তাদের অনুমোদন প্রকাশ করেছে। "তাদের লর্ডশিপ," তারা বলেছিল "যদি হাইকোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে তবে তারা (যদি না বিচার বিভাগীয় অফিসের যোগ্যতার বাইরের ভিত্তিতে পার্থক্য করা না হয়) উপযুক্ত আইনের দীর্ঘ কোর্সের বৈধতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করবে, যতদূর তারা ভারতের অদ্ভুত পরিস্থিতির বিচার করতে পারে....এই ধরনের সন্দেহের জন্য তাদের লর্ডশিপ সেই আইনের ইতিবাচক বা নেতিবাচক শব্দের কোন ভিত্তি আবিষ্কার করতে অক্ষম" (ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১)।

বন্ধনীর মন্তব্য (যা আমি তির্যক করেছি) তাৎপর্যপূর্ণ। এটা তাদের লর্ডশিপ অনুযায়ী, আদালতের জন্য উপযুক্ত নয়, প্রতিনিধিদের ডিগ্রীর মধ্যে বৈষম্য করা। এটি কিছু ক্ষেত্রে ব্যাপক এবং অন্যদের ক্ষেত্রে সামান্য হতে পারে। তবে এর বৈধতা অবশ্যই সংবিধান আইনের "ইতিবাচক বা নেতিবাচক শব্দের উপর" প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

প্রতিনিধিত্বের ব্রিটিশ তত্ত্বের আরেকটি যৌক্তিক পরিণতি জাপানিজ কানাডিয়ান বনাম অ্যাটর্নি-জেনারেল ফর কানাডা(১) সংক্রান্ত কো-অপারেটিভ কমিটিতে কাজ করা হয়েছে, যেখানে প্রশ্ন উঠেছিল যে কানাডার পার্লামেন্ট কর্তৃক অর্পিত কর্তৃত্ব অনুসারে গভর্নর ইন কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত আদেশটি ওয়েস্টমিনস্টারের সংবিধির অর্থের মধ্যে কানাডার সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন ছিল কিনা এবং যদি তাই হয়, তাহলে সেই সংবিধিটি পাসের পর এটি এমন একটি আইন ছিল কিনা। এই সংবিধিটি পাশ হওয়ার আগে গভর্নরের কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছিল কিন্তু গভর্নরের আদেশটি সংবিধির পরে জারি করা হয়েছিল। ওয়েস্টমিনিস্টার তাদের লর্ডশিপ পর্যবেক্ষণের পরে আদেশটি কানাডার পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত একটি "আইন" ছিল বলে মনে করে: "নিঃসন্দেহে, একটি আদেশ বা প্রবিধানে মূর্ত আইনটি সেই তারিখে তৈরি করা হয় যখন ডোমিনিয়নের সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা অনুশীলন করা হয়। এটা কি সেই তারিখের পরে ডোমিনিয়নের পার্লামেন্ট তৈরি করেছে? সেই সংসদই সামগ্রিকভাবে ডোমিনিয়নের জন্য একমাত্র আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ এবং এটি সেই উদ্দেশ্যে সেট আপ করা যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আইন প্রণয়নের জন্য বেছে নিয়েছে এবং এটি অব্যাহত রেখেছে। গভর্নর ইন কাউন্সিলের কোন স্বাধীন মর্যাদা নেই একটি আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। সংসদের আইনী কার্যাবলি এখনও সেই সময়েই বিদ্যমান থাকে যখন আদেশগুলি করা হয় এবং এই আদেশগুলি "আইন"। তাদের লর্ডশিপের মতে তারা তাদের ঘোষণার তারিখে সংসদে তৈরি করা আইন।" (২)

শ্রী চ্যাটার্জী তাগিদ দিয়েছেন যে বুরাহর ক্ষেত্রে (৩) প্রিভি কাউন্সিল এই ধরনের আইন প্রণয়নের চেয়ে বেশি কিছু করেনি সেখানে তাদের লর্ডশিপরা শর্তসাপেক্ষ আইন বলেছিল যা ভারতীয় আইনসভার যোগ্যতার মধ্যে ছিল এবং বৈধ ছিল,

(১) (১৯৪৭] এ, সি. ৮৭। (৩) ৫ আই.এ. ১৭৮।

(২) ইবিদ ১০৬-১০৭।

এবং এই ধরনের আইন বহাল রাখার ক্ষেত্রে তাদের লর্ডশিপদের দ্বারা বিজ্ঞাপিত বিবেচ্য বিষয়গুলির বর্তমান মামলায় প্রত্যাখ্যান করা বিধানগুলির বৈধতা নির্ধারণে কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। এটা সত্য যে এখানে যে ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তা সেই শ্রেনীর অন্তর্গত নয়, কারণ অপ্রকাশিত আইনগুলির পরিচালনার জন্য বহিরাগত কর্তৃপক্ষের বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করে তৈরি করা হয় না, তবে এটা বলা সঠিক নয় যে বুরাহের ক্ষেত্রে (১) শুধুমাত্র শর্তযুক্ত আইন জড়িত তথ্যের উপর প্রয়োগ আছে। আমি যেমন দেখানোর চেষ্টা করেছি, এটি সুদূরপ্রসারী গুরুত্বের সাধারণ নীতিগুলি স্থাপন করে। এটিকে পাওয়েলের ক্ষেত্রে (২) উপরে উল্লেখ করা হয়েছে "সাধারণ আইন স্থাপন" এবং একটি অধস্তন আইনসভা এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে এমন মিথ্যা মতবাদের 'শেষ করা' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মিঃ চ্যাটার্জি পরবর্তীতে গণভোটের মামলায় লর্ড হ্যালডেনের নির্দেশের উপর নির্ভর করেছিলেন। (৩) সেক্ষেত্রে তাদের লর্ডশিপ বলেছিল যে ম্যানিটোবার (কানাডা) ইনিশিয়েটিভ অ্যান্ড রেফারেন্ডাম অ্যাক্ট ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত এটি লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে একটি প্রস্তাবিত আইন পেশ করতে বাধ্য করেছিল ভোটারদের একটি সংস্থার কাছে যা তিনি ছিলেন আইনসভা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা যার তিনি ছিলেন সাংবিধানিক প্রধান এবং সেই ভোটারদের দ্বারা অনুমোদিত হলে এটিকে প্রকৃত আইনে পরিণত হতে বাধা দেওয়ার জন্য তাকে ক্ষমতাহীন করে দেয়, প্রাদেশিক আইনসভাকে "ক্ষমতা বহির্ভূত" করে, ব্রিটিশ, উত্তর আমেরিকা আইন, ১৮৬৭ দ্বারা সেই আইনসভাকে প্রদত্ত প্রদেশের সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতা হিসাবে, "লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কার্যালয়" এর পরিধি থেকে বাদ। লর্ড হ্যালডেন, যাইহোক, নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করতে এগিয়ে যান: "১৮৬৭ সালের আইনের ধারা ৯২ একটি প্রদেশের আইনসভার ক্ষমতা তার আইনসভা এবং শুধুমাত্র সেই আইনসভার কাছে অর্পণ করে। কোন সন্দেহ নেই, কানাডার একটি প্রাদেশিক আইনসভার দ্বারা উপভোগ করা বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সহ একটি সংস্থা, তার নিজস্ব ক্ষমতা অক্ষত রেখে অধীনস্থ সংস্থাগুলির সহায়তা চাইতে পারে, যেমনটি করা হয়েছিল যখন হজ বনাম কুইন(৪) তে অন্টারিওর আইনসভাকে সরাই সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়নের জন্য একটি বোর্ড অফ কমিশনার কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যস্ত করার অধিকার রাখা হয়েছিল;

(১) ৫ আই.এ. ১৭৮। (৩) [১৯১৯] এ.সি. ৯৩৫।

(২) ১০ অ্যাপ কাস ২৮২। (৪) ৯ অ্যাপ কাস ১১৭।

কিন্তু এটি অনুসরণ করে না যে এটি তার নিজস্ব ক্ষমতার সাথে একটি নতুন আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তৈরি করতে এবং প্রদান করতে পারে যা আইন দ্বারা সৃষ্ট নয় যার কাছে এটি তার নিজস্ব অস্তিত্বের ঋণী। তাদের প্রভুত্বগুলি এইভাবে উদ্‌ভূত সাংবিধানিক প্রশ্নগুলির অভিকর্ষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়া আর কিছুই করে না।"(১)

শ্রী চ্যাটার্জী দাখিল করেছেন যে গুরুতর সাংবিধানিক প্রশ্ন, যার প্রতি লর্ড হ্যালডেন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, বর্তমান কেসে উঠেছিল। আমি এমন মনে করি না। বুরার ক্ষেত্রে (২) লর্ড সেলবোর্নের পর্যবেক্ষণের মতো গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের ক্ষমতা "ভারতে তৈরি করা এবং সাধারণ আইনসভার কর্তৃত্বের সাথে একটি নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা" সম্পর্কে এই আদেশটি উল্লেখ করা হয়েছে, মনে হয় একটি আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসাবে একটি স্বাধীন মর্যাদা সহ একটি নতুন আইনসভার অননুমোদিত সৃষ্টির কল্পনা করা, যা ইতিমধ্যে নির্দেশিত কারণগুলির জন্য, আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এবং সেই পর্যবেক্ষণের সাথে আমার মন্তব্য এখানে সমানভাবে প্রযোজ্য।

প্রিভি কাউন্সিলের একমাত্র অন্য সিদ্ধান্ত যার রেফারেন্স করা দরকার তা হল রাজা সম্রাট বনাম বেনোয়ারি লাল সরমা। (৩) এটি ছিল ভারতের ফেডারেল কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ের একটি আপীল (প্রতিবেদিত [১৯৪৩] এফ.সি.আর. ৯৬) ধার্য করেছে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, যে বিশেষ ফৌজদারি আদালত অধ্যাদেশ (১৯৪২ এর নং ॥) –এর ধারা ৫, ১০ এবং ১৬ গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক তার জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য পাস করা "ক্ষমতা বহির্ভূত" এবং অবৈধ। সিদ্ধান্তের কারণ হল যে যদিও হাইকোর্টের ক্ষমতাগুলি অধ্যাদেশের ২৬ ধারা দ্বারা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে, কার্যনির্বাহী অফিসারের আদেশে তাদের কেড়ে নেওয়া হয়েছিল যাকে ধারা ৫, ১০ এবং ১৬ দ্বারা কোন অপরাধ বা অপরাধের শ্রেণির নির্দেশ দেওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, এবং অধ্যাদেশের অধীনে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ আদালত দ্বারা কোন মামলা বা শ্রেণীর মামলার বিচার করা উচিত। যতদূর পর্যন্ত এই বিভাগগুলি এইভাবে কোন আইনী বিধান বা নির্দেশনা ছাড়াই নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিরঙ্কুশ এবং অনিয়ন্ত্রিত বিচক্ষণতা প্রদানের জন্য অভিহিত করা হয়েছিল যে নীতি বা শর্তগুলিকে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে, সেগুলি গভর্নর জেনারেলের যোগ্যতার বাইরে ছিল।

(১) [১৯১৯] এ.সি. ৯৩৫,৯৪৫। (৩) ৭২ আই.এ. ৫৭।

(২) ৫ আই.এ. ১৭৮।

প্রধান বিচারপতি, ভারদাচারিয়ার, যার সাথে বিচারপতি, জাফরুল্লা খান সংশ্লিষ্ট, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার পুরো প্রশ্নে বিশদভাবে গিয়েছিলেন, এবং স্বীকার করার সময়, ইতিমধ্যে উল্লেখ করা প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে, গভর্নর-জেনারেল (যার জরুরী পরিস্থিতিতে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ছিল) ভারতীয় আইনসভার সাথে সহ-বিস্তৃত)কে ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা যায় না এবং তাই, "ডেলিগেটাস নন পোটেস্ট ডেলিগের" নীতির কোন প্রয়োগ ছিল না, তথাপি মতামত প্রকাশ করেন যে "তাদের লর্ডশিপের উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে এমন কিছুই নেই যা আমেরিকান কর্তৃপক্ষের উত্তরণে যে নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলা যেতে পারে যা ভারতের অ্যাডভোকেট-জেনারেল তার নিজের যুক্তি হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেছিলেন।" সেই নীতিটি ছিল এই: সত্যিকারের পার্থক্য হল আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার মধ্যে, যা অগত্যা এটি কি হবে সে সম্পর্কে একটি ডিস্ক্রিশন জড়িত, এবং আইনের অধীনে এবং অনুসরণে প্রয়োগ করার জন্য এটি কার্যকর করার জন্য কর্তৃত্ব বা বিচক্ষণতা প্রদান করে। এটি কার্যকর করার জন্য, আইনের অধীনে এবং অনুসরণ করার জন্য প্রথমটি করা যাবে না, পরবর্তীতে কোন বৈধ আপত্তি করা যাবে না" (ওহিওর সুপ্রিম কোর্টের বিচারক রানি, প্রায়শই আমেরিকান সিদ্ধান্তে উদ্ধৃত)। বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি তখন ক্ষমতার অর্পণ নিয়ে আমেরিকান সিদ্ধান্ত এবং প্রশাসনিক আইন সম্পর্কে লেখকদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি পরীক্ষা করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন:-

"যেমন আমরা ইতিমধ্যে পর্যবেক্ষণ করেছি, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে প্রস্তাবিত বিবেচনা এবং সুরক্ষাগুলি ইংরেজী সংবিধানের অধীনে নীতি বা সুবিধার বিবেচনার চেয়ে বেশি নয়। কিন্তু ভারতীয় এবং আমেরিকানদের মতো সংবিধানের অধীনে যেখানে আইনের সাংবিধানিকতা আইনের আদালতে পরীক্ষাযোগ্য, এই বিবেচনাগুলি, আমাদের মতে, কার্যনির্বাহী বিভাগে আইনসভা দ্বারা দায়িত্ব অর্পণ করার সীমাবদ্ধতার একটি অবিচ্ছেদ্য এবং অপরিহার্য অংশ। বর্তমান ক্ষেত্রে, এটা অস্বীকার করা অসম্ভব যে অর্ডিন্যান্স প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ কোনো নিয়ম বা শর্ত প্রণয়ন করার বা এমনকি সাধারণ ফৌজদারি আদালতে কোন মামলাগুলি অর্পণ করা হবে তার রেফারেন্স সহ নীতি ঘোষণা করার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গেছে এবং যথাক্রমে বিশেষ আদালতে এবং পুরো বিষয়টি নির্বাহী কর্তৃপক্ষের অনিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপের উপর ছেড়ে দেয়।

এটি আইনের নীতির সমালোচনা নয় কারণ ক্রাউনের পরামর্শ এটিকে প্রকাশ করবে কিন্তু একটি অভিযোগ যে আইনটি অধ্যাদেশের ধারা ৫, ১০ এবং ১৬ দ্বারা নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে অর্পিত অনির্ধারিত ক্ষমতার প্রয়োগকে নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোন নীতি বা নীতি নির্ধারণ করেনি।"(১)

আমি বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতির যুক্তি এবং উপসংহারটি কিছুটা দৈর্ঘ্যে নির্ধারণ করেছি কারণ এটি মিঃ চ্যাটার্জি আমাদের সামনে যা বলেছেন তার বেশিরভাগই সংক্ষিপ্ত করে এবং গ্রহণ করে, তার এই যুক্তির সমর্থনে যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার ক্ষেত্রে আমেরিকান নিয়মগুলি এই দেশে অনুসরণ করা উচিত এবং এই বিষয়ে ইংরেজ বিচারকদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে অত্যধিক প্রশস্ত এবং অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার প্রতিনিধিদলকে অবশ্যই খারাপ বলে ধরে নিতে হবে। প্রিভি কাউন্সিল অবশ্য একটি স্পষ্ট এবং জোরালো ঘোষণায় আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠতার যুক্তি এবং উপসংহার প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের লর্ডশিপরা এই ধারণাটি খুঁজে বের করেছিলেন যে ব্রিটিশ সংবিধানের অধীনে নীতি বা সুবিধার বিবেচনা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না, আমেরিকার মতো ভারতেও আইন প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা হয়ে দাঁড়াতে পারে, কারণ এই দেশের সংবিধানের অধীনে আইন প্রণয়নের সাংবিধানিকতা বিচারিক পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত ছিল। তারা বলেছিলেন: "এই বিশিষ্ট বিচারকদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের সাথে, তাদের লর্ডশিপগুলি নির্দেশ করতে বাধ্য বোধ করেন যে অধ্যাদেশটি অন্তর্ভুক্ত নাকি "ক্ষমতা বহির্ভূত" এই প্রশ্নটি আইনশাস্ত্র বা নীতির বিবেচনার উপর নির্ভর করে না। এটি কেবল ভারত সরকারের আইনের ভাষা পরীক্ষা করার উপর নির্ভর করে এবং গভর্নর-জেনারেলকে প্রদত্ত আইনী কর্তৃত্বকে অধ্যাদেশের বিধানগুলির সাথে তুলনা করার উপর নির্ভর করে যার দ্বারা তিনি সেই কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে চান- পুরানো ঐতিহ্যগত পদ্ধতি।

(১) [১৯৪৩] এফ.সি.আর. ৯৬, ১৩৯-১ ০।

"এটা হতে পারে যে বিজ্ঞ এবং সুগঠিত আইনের বিষয় হিসাবে, পরিস্থিতি অনুমতি দিলে, এমনভাবে একটি সংবিধি হিসাবে প্রণয়ন করা যাতে অপরাধী আগে থেকেই জানতে পারে যে তাকে প্রদত্ত অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হলে তাকে কোন আদালতে হাজির করা হবে; কিন্তু এটা নীতির প্রশ্ন, আইনের নয়। কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বারা পাস করা হোক বা গভর্নর-জেনারেলের জরুরী ক্ষমতার অধীনে, যা এই নীতির সাথে সম্মত হয় না, এমন কিছু নেই যা তাদের প্রভুরা জানেন "ভারতীয় সংবিধানে একটি আইনকে অবৈধ করার জন্য..... অবশ্যই, এতে অবশ্য সামান্যতম সন্দেহ নেই যে ওয়েস্টমিনস্টারের সংসদ বৈধভাবে আইন করতে পারে যে আদালতের পছন্দ একটি নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কাছে থাকা উচিত, এবং এবং তাদের লর্ডশিপ কোন বৈধ কারণ আবিষ্কার করতে অক্ষম কেন ভারতে আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা একই বিবেচনার অধিকার দেওয়া উচিত নয়, সেই কর্তৃত্ব আইনসভা হোক বা গভর্নর-জেনারেল, ভারতের শান্তি, শৃঙ্খলা এবং ভাল সরকারের জন্য আইন প্রণয়নের জন্য প্রদত্ত বিচক্ষণতার অনুশীলন হিসাবে।"(১)

সীমার মধ্যে আধিপত্যের ইংরেজী মতবাদটি এখানে আবারও জোর দিয়ে বলা হয়েছে, এবং এর ফলাফল নির্ধারণকারী পরীক্ষা হিসাবে প্রয়োগ করা হয়েছে: "ব্রিটিশ সংসদ যা করতে পারে, ভারতীয় আইনসভা এবং গভর্নর-জেনারেল তাদের নির্ধারিত ক্ষেত্রের মধ্যে আইন প্রণয়নও করতে পারে।" এখানে একটি "অনির্দেশিত এবং অনিয়ন্ত্রিত" বিবেচনামূলক ক্ষমতার একটি প্রতিনিধিত্ব ছিল যা বিষয়ের স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করে। একজন আমেরিকার বিচারকের ভাষায়, এটি ছিল "অনিয়ন্ত্রিত এবং ভবঘুরে" এবং "ব্যাংকের মধ্যে খালাবদ্ধ করা হয়নি যা এটিকে অতিরিক্ত প্রবাহ থেকে রক্ষা করে: "(পানামা রিফাইনিং কোং বনাম রায়ান (২) বিচারপতি কার্ডোজো এর মতে তবুও, প্রতিনিধিত্বকে বহাল রাখা হয়েছে। কেন? কারণ তাদের লর্ডশিপ এমন সংবিধানিক দায়েরা খুঁজে পেতে ব্যর্থ।

তবে, তাদের লর্ডশিপের রায়ে একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে, যা এর প্রেক্ষাপট থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়, প্রথম দিকে দেখা যেতে পারে, ইংরেজ সাংবিধানিক আইনের একটি নীতি হিসাবে "*ডেলিগেটাস নন-পোটেস্ট ডেলিগারে*" এর ম্যাক্সিমকে মেনে নিতে, এর ধারাবাহিক প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও এর আগেও একই ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত

(১) ৭২ আই. এ. ৫৭, ৭০-৭২ (২) ২৯৩ ইউ এস ৩৮৮

উল্লেখ করা হয়েছে, এবং মিঃ চ্যাটার্জি আমেরিকার দৃষ্টিকোণকে একটি উলটো রাউন্ড তৈরি করার জন্য এটিকে ধরে রাখতে ধীর ছিলেন না। আমি মনে করি না যে তাদের প্রভুত্বের অর্থ এত বিপ্লবী কিছু ছিল। অনুচ্ছেদটি এই: "এটি নিঃসন্দেহে সত্য যে গভর্নর-জেনারেল, তফসিল IX এর ধারা ৭২ এর অধীনে কাজ করছেন, তাকে অবশ্যই তার উপর অর্পিত আইনের দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং এটি অন্য কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে পারবেন না" (১) (ইটালিক মাইন)। এটি বলা হয়েছিল, তবে "দ্বিতীয় আপত্তি" এর উত্তর দিতে গিয়ে যা ছিল অধ্যাদেশের ধারা ১ (৩) "যাকে অর্পিত আইন বলা হত যার দ্বারা গভর্নর-জেনারেল, আইনি কর্তৃত্ব ব্যতীত, জরুরি অবস্থার বিষয়ে সিদ্ধান্তটি পাস করতে চেয়েছিলেন নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে প্রাদেশিক সরকারের কাছে বিদ্যমান ছিল।" এখন, ভারত সরকারের আইনের তফসিল IX এর ধারা ৭২-এর প্রারম্ভিক শব্দগুলি ঘোষণা করে: "গভর্নর-জেনারেল, জরুরী পরিস্থিতিতে, ব্রিটিশ ভারতের শান্তি ও ভাল সরকারের জন্য অধ্যাদেশ প্রণয়ন এবং জারি করতে পারেন বা এর যে কোনো অংশ।" এইভাবে জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় আইন প্রণয়নের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে এই অধ্যাদেশটি স্পষ্টভাবে পাস করা হয়েছিল, এবং যুক্তি ছিল যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতার ভিত্তি অবশ্যই ব্যক্তিগত রায় এবং বিচক্ষণতার অনুশীলন হতে হবে গভর্নর-জেনারেল যা তিনি প্রাদেশিক সরকার বা তাদের আধিকারিকদের কাছে অর্পণ করতে পারেননি। তারা এই যুক্তির প্রধান ভিত্তিটি গ্রহণ করেছিলেন তবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে গভর্নর-জেনারেল দ্বারা তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতার কোনও প্রতিনিধি নেই এবং " যা করা হয়েছিল তা কেবল শর্তসাপেক্ষ আইন।" এটি জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য এই বিশেষ অধ্যাদেশ তৈরির ক্ষমতার প্রসঙ্গে যে তাদের লর্ডশিপস বলেছিলেন যে গভর্নর-জেনারেল নিজেই এটি ব্যবহার করবেন এবং এটি অন্য কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে পারবেন না। শব্দগুলি "এর অধীনে তফসিল IX এর ধারা ৭২ এবং "তাকে সেখানে কাস্ট করা হয়েছে" তাদের অর্থ স্পষ্ট করে, এবং মিঃ চ্যাটার্জির উপর নির্ভর করা অনুচ্ছেদটি সাধারণভাবে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অ-অর্পণযোগ্যতার বিষয়ে তার যুক্তিকে সমর্থন করে না।

উপরে আলোচিত কর্তৃপক্ষের আলোকে এবং সেখানে যে লাইনের যে পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে, আমি তাই করছি

অভিমত যে দিল্লি আইন আইন, ১৯১২-এর ধারা ৭, ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১-এর ধারা ২২-এর ইতিবাচক শব্দের সাধারণ সুযোগের মধ্যে পড়ে, যা গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে এবং বিধানটি এমন কোনো ধারা লঙ্ঘন করেনি যার দ্বারা, নেতিবাচকভাবে, সেই ক্ষমতা সীমিত করা হয়েছিল।

পদ্ধতির একই লাইন আমাকে এই উপসংহারে নিয়ে যায় যে আজমির-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ২ সাংবিধানিক এবং বৈধ ছিল। এই আইনটি ভারতের ডোমিনিয়ন আইনসভা দ্বারা পাস হয়েছিল, এবং শাসক সাংবিধানিক বিধান ছিল ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এর ধারা ৯৯(১)। ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭, কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতার উপর কিছু বিধিনিষেধ অপসারণের অনুমোদন দেয় এবং সংবিধান আইনের ১০৮ ধারা বাদ দেওয়া হয়; কিন্তু ধারা ৯৯ (১) এর বস্তুগত শব্দগুলি যা আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রদান করেছে তা একই রয়ে গেছে, যথা, "সম্পূর্ণ বা অধিরাজ্যের যে কোনো অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে।" কোনো সন্দেহ নেই, যেহেতু ডোমিনিয়ন এবং প্রদেশগুলির মধ্যে একটি বন্টন ছিল তফসিল VII এর তালিকা অনুযায়ী আইনী ক্ষমতা, কিন্তু এই ধরনের বন্টন হয়নি ডোমিনিয়ন আইনসভার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে আইন প্রণয়নের জন্য যা প্রধান কমিশনারদের প্রদেশ হিসাবে পরিচিত, যার মধ্যে আজমির-মেরওয়ারা একটি। ধারা ৪৬ সহ পঠিত ধারা ১০০ (৪) দ্বারা এটি স্পষ্ট করা হয়েছিল। অভিযুক্ত আইনের ধারা ২ ছিল তাই একটি "আইন" যা ডোমিনিয়ন আইনসভা তৈরি করতে সক্ষম ছিল এবং সীমাবদ্ধ শব্দগুলি "এই আইনের বিধান সাপেক্ষে" মামলার কোনো আবেদন ছিল না, কারণ আইনের বৈধতাকে প্রভাবিত করে এমন কোনো বিধান আমাদের নজরে আনা হয়নি।

"সীমাবদ্ধতা" এবং "পরিবর্তন" শব্দগুলির সুযোগ এবং অর্থ সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়েছিল। মিঃ চ্যাটার্জির দ্বারা পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে এই শব্দগুলি অপ্রস্তুত বিধানগুলিতে ঘটতে পারে এমন কোনও আইন পরিবর্তন বা সংশোধন করতে

নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে সক্ষম করবে যা এটি বিতর্কিত অঞ্চলগুলিতে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এই ধরনের অনির্ধারিত প্রশস্ততার ক্ষমতা বৈধভাবে অর্পণ করা যাবে না। আইনসভা দ্বারা চালু অন্যদিকে, অ্যাটর্নি-জেনারেল দাখিল করেছেন যে এই ধরনের প্রেক্ষাপটে "পরিবর্তন" সাধারণত "পরিবর্তিত জিনিসটির অপরিহার্য প্রকৃতি পরিবর্তন না করে একটি পরিবর্তন করা" বোঝাতে নেওয়া হয় এবং এই শব্দের ব্যবহার অর্পণযোগ্যতার সাথে কোন পার্থক্য করবে না। বা অন্যথায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা। তিনি বুরাহের ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা উল্লিখিত একটি উদাহরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, যেখানে তাদের লর্ডশিপরা মনে করেছিলেন যে ১৮৬১ সালের আইন XXIII দ্বারা স্থানীয় সরকারকে দেওয়া ক্ষমতা ১৮৫৯ সালের দেওয়ানী কার্যবিধির প্রসারিত করার জন্য "কোনও সীমাবদ্ধতা, সীমাবদ্ধতা বা শর্ত সাপেক্ষে" যা সঠিক মনে করতে পারে খারাপ ছিল না। আমি উপরে যে দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছি, অভিব্যক্তিটির জন্য যতই বিস্তৃত অর্থ দায়ী করা হোক না কেন, এটি অর্পণকারী সংবিধির সাংবিধানিকতাকে প্রভাবিত করবে না, কারণ অধস্তন ইউনিটের কাছে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার ক্ষেত্রে কোনও সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা খুঁজে পাওয়া যায় না। উপরে আলোচনা করা সংবিধানের. যে কারণে প্রিভি কাউন্সিলও উপরে উল্লিখিত ১৮৬১ সালের আইন XXIII এর ৩৯ ধারার শব্দগুলিকে গুরুত্ব দেয়নি বলে আমি মনে করি।

'সি' খণ্ড স্টেটস (আইন) অ্যাক্ট, ১৯৫০-এর ধারা ২-এর সাথে, এটি অন্য দুটি অপ্রীতিকর বিধানের মতো একই লাইনে তৈরি করা হয়েছে যে কোনও অনুরুপ আইন (একটি কেন্দ্রীয় আইন ব্যতীত অন্য) বাতিল বা সংশোধনের ক্ষমতা প্রদানকারী একটি ধারা যুক্ত করার জন্য যা রাজ্যে আপাতত বলবৎ। এই অতিরিক্ত শর্তটি, তবে আমাদের আটকে রাখার প্রয়োজন নেই, কারণ, যদি বর্তমান সংবিধানের অধীনে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণের বিরুদ্ধে কোন সাংবিধানিক বাধা না থাকে, তাহলে প্রতিনিধিত্ব সংশোধনের ক্ষমতা হিসাবে বাতিলের ক্ষমতাও প্রসারিত করতে পারে এবং আদালত তা ধরে রাখতে পারে না এই ধরনের প্রতিনিধিত্ব "ক্ষমতা বহির্ভূত" হতে হবে। অতিরিক্ত শর্তটির সাংবিধানিক বৈধতা এইভাবে ধারার প্রথম অংশের সাথে দাঁড়ায় বা পড়ে এবং একমাত্র প্রশ্ন হল: বর্তমান সংবিধানের অধীনে অর্পিত আইনের বিষয়ে অবস্থান কী? এখানে আমাদের প্রশ্নে প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের সুবিধা নেই যেমন আমাদের বুরার মামলা (১) ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৮৬১ এবং বেনোয়ারী লাল শর্মা (২)

(১) ৫ আই. এ. ১৭৮।

ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫-এর উপর এর ক্ষেত্রে ছিল। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে যে পদ্ধতির রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে, সেগুলিকে অনুসরণ করতে হবে, সেই সিদ্ধান্তগুলির বাধ্যতামূলক শক্তির কারণে নয়, কারণ এটি নিঃসন্দেহে এই ধরণের সমস্যার সঠিক পদ্ধতি। প্রকৃতপক্ষে, এই বিষয়ে ইংরেজ এবং আমেরিকার সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয় দেশেই স্বীকৃত যে এই ধরনের সমস্যা সমাধানের সঠিক উপায় হল সাংবিধানিক দলিলের শর্তাবলীর দিকে তাকানো, এবং অপ্রকৃত আইনটি আইন প্রণয়ন ক্ষমতার আওতায় পড়ে কিনা তা খুঁজে বের করা যা আইনসভায় প্রদত্ত আইন প্রণয়ন ক্ষমতার মধ্যে পড়ে আইন প্রণয়ন এবং, যদি তাই হয়, এটি এই ধরনের ক্ষমতার উপর আরোপিত কোনো সীমাবদ্ধতা ও সীমাবদ্ধতা লঙ্ঘন করে কিনা। প্রশ্নবিদ্ধ আইনটি যদি এই দ্বিগুণ পরীক্ষাকে সন্তুষ্ট করে, তবে তা অবশ্যই সাংবিধানিক বলে ধরে নিতে হবে।

তাই আমরা সংবিধানের শর্তাবলী দেখে শুরু করি এবং আমরা দেখতে পাই যে অনুচ্ছেদ ২৪৫ সংসদকে একই সাধারণ শর্তে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে যেমন উপরে আলোচিত অন্য দুটি ক্ষেত্রে। অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "এই সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে, সংসদ ভারতের ভূখণ্ডের সমগ্র বা যে কোনো অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে....." তারপরে আমাদের ২৪৬ অনুচ্ছেদে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বন্টনের পরিকল্পনা রয়েছে। সংসদ এবং প্রথম তফসিলের অংশ এ এবং বি অংশ তে নির্দিষ্ট করা রাজ্যগুলির আইনসভাগুলির মধ্যে, যা, যাইহোক, ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এর ধারা ১০০ (৪) এর মতো অনুচ্ছেদ ২৪৬(৪) এর জন্য আমাদের নির্ধারণ করা প্রশ্নটিকে প্রভাবিত করে না, বিধান করে যে ভারতের ভূখণ্ডের যে কোনও অংশের জন্য যে কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের রয়েছে অংশ এ বা অংশ বি তে অন্তর্ভুক্ত নয় তা সত্ত্বেও যে এই জাতীয় বিষয় রাজ্য তালিকায় গণনা করা একটি বিষয়।

সুতরাং, অবস্থানটি ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১, এবং ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর অধীনে যথেষ্ট পরিমাণে অনুরূপ, যতক্ষণ পর্যন্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদানকারী শব্দগুলি সংশ্লিষ্ট। তাহলে কি এই অপ্রীতিকর আইন, যা নিছক উদ্দেশ্য

(১) ৭২ আই. এ. ৫৭

অংশ সি রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা, অনুচ্ছেদ ২৪৫(১) এর অর্থের মধ্যে একটি "আইন"? কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না কিন্তু আইনটি সংসদ দ্বারা নির্ধারিত আইনী পদ্ধতি অনুসারে পাস হয়েছিল এবং আমি কেন এটিকে আইন হিসাবে গণ্য করা উচিত নয় তার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না। এটি স্মরণ করা হবে যে বিচারপতি মার্কবি (১) ব্ল্যাকস্টোনের মতে (বিষয়টির জন্য একটি বাধ্যতামূলক আচরণের নিয়ম প্রণয়ন) অনুসারে ভারতীয় কাউন্সিল আইনের ধারা ২২-এ শব্দটিতে যে সীমাবদ্ধ ব্যাখ্যাটি রেখেছিলেন তা প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা গৃহীত হয়নি বুরাহ এর ক্ষেত্রে। এমনকি যদি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণকে তিনটি তালিকায় উল্লিখিত "বিষয়গুলির" একটি বা অন্য একটি "বিষয়কে" আইন হিসাবে গণ্য না করা হয়, তবে এটি ২৪৮ অনুচ্ছেদের অধীনে অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য তৈরি একটি আইন হবে।

পরবর্তীতে প্রশ্ন ওঠে সংবিধানে এমন কিছু আছে কি না যা এই ধরনের আইন প্রণয়নকে নিষিদ্ধ করে। সংসদ বা রাজ্যগুলির আইন প্রণয়নের ক্ষমতার প্রধান সীমাবদ্ধতা এবং সীমাবদ্ধতাগুলি হল মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত সংবিধানের তৃতীয় অংশে অন্তর্ভুক্ত। সংবিধানের সেই অংশে বা অন্য কোথাও কোনো সুনির্দিষ্ট বিধানের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি যা সংসদের পছন্দের অধীনস্থ সংস্থাকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করে আইন প্রণয়ন নিষিদ্ধ বা নিষিদ্ধ করার প্রভাব রয়েছে। মিঃ চ্যাটার্জী যে বিষয়টিকে কঠোরভাবে তাগিদ দিয়েছিলেন তা হল, সংবিধানের প্রস্তাবনাকে বিবেচনা করে, যার মাধ্যমে ভারতের জনগণ তাদের সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগের জন্য, "সংবিধান গ্রহণ, প্রণয়ন এবং নিজেদেরকে প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে," সংসদ, যা ইউনিয়নের অঞ্চলগুলির জন্য আইন প্রণয়নের দায়িত্বের সাথে অভিযুক্ত, আমেরিকার সংবিধানের মতই, জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত হতে হবে এবং এই মৌলিক ধারণাটি, যা আমেরিকার সংবিধানের অন্তর্নিহিত ধারণার সাথে আনুমানিক, আকৃষ্ট করে ম্যাক্সিম *"ডেলিগেটাস নন পোটেস্ট ডেলিগারের"* প্রয়োগ, এবং সংসদের দ্বারা আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করার বিরুদ্ধে বা অন্য কোনও আইনসভার দ্বারা সেই বিষয়ের জন্য একটি অন্তর্নিহিত নিষেধাজ্ঞা হিসাবে কাজ করে দেশে।

(১) আই. এল. আর. ৩ ক্যাল. ৬৩, ৯১।"

এটা বলা সত্য যে, এক অর্থে, জনগণ তাদের নিজ নিজ ক্ষমতা রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন, নির্বাহী এবং বিচার বিভাগকে অর্পণ করে এবং তাদের মৌলিক অধিকারগুলি নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করে যা তারা এই বিধানের দ্বারা সর্বোচ্চ করে তুলেছিল যে রাষ্ট্র কোন আইন প্রণয়ন করবে না যা সেই অংশ দ্বারা প্রদত্ত অধিকার কেড়ে নেয় বা সংক্ষিপ্ত করে। এই পরিমাণে ভারতীয় সংবিধানকে আমেরিকার মডেলের উপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে, তবে এটি ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি তৈরি করা থেকে অনেক দূরে, যেমনটি আমেরিকার আদালত দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ভারতীয় সংবিধানের একটি অপরিহার্য অংশ বা ভারতীয় আইনসভা তৈরি করা জনগণের প্রতিনিধিরা যাতে ম্যাক্সিমের আবেদনকে আকৃষ্ট করতে পারে। ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে, ঐতিহাসিক পটভূমি এবং রাজনৈতিক পরিবেশ যা আমেরিকার সংবিধান প্রণয়নকে প্রভাবিত করেছিল তা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল, এবং রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ গঠনের বাইরে সুবিধাজনক সরকারী ব্যবস্থার বিষয় হিসাবে তাদের নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করার জন্য, যা বেশিরভাগ আধুনিক সভ্য সরকারগুলির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, এতে ন্যূনতম ইঙ্গিত নেই যে ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতারা ক্ষমতার বিভাজন আমেরিকার মতবাদ তৈরি করেছিলেন, অর্থাৎ, তাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা এবং বিভিন্ন হাতে ন্যস্ত করার মধ্যে স্বাধীনতার ভিত্তি ছিল, একটি ভারতীয় সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য এবং মৌলিক বৈশিষ্ট্য। বিপরীতে, রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য মন্ত্রী পরিষদ থাকবে কার্যাবলীর অনুশীলন এবং কাউন্সিলটি সম্মিলিতভাবে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে, ব্রিটিশ মডেল অনুসরণ করে সংবিধান আইন প্রণয়ন ও কার্যনির্বাহী ক্ষমতার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে যা সরকারি ক্ষমতার যে কোনো স্পষ্ট বিভাজনকে তিনটি শাখায় প্রত্যাখ্যান করে যা আমেরিকার সাংবিধানিক আইনের মৌলিক মতবাদ। এই জাতীয় মতবাদ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত না করে এবং এর কাঠামোগত ভিত্তি তৈরি না করে, ম্যাক্সিম *"ডেলিগেটাস নন পোটেস্ট ডেলিগারের"* কোনও সাংবিধানিক মর্যাদা থাকতে পারে না তবে কেবলমাত্র আইনসভাগুলি দ্বারা কার্যকর করার জন্য একটি রাজনৈতিক অনুশাসনের বল থাকতে পারে

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত গণতান্ত্রিক নীতি তাদের আইন প্রণয়নের কার্য সম্পাদনে, কিন্তু আদালত কর্তৃক সাংবিধানিক আইনের বিধি হিসাবে প্রয়োগ করা যায় না যখন এই ধরনের ফাংশন ছিন্ন বা এড়ানো হয়। আমেরিকার আদালত ম্যাক্সিম প্রয়োগ করতে সক্ষম কারণ এটি বিচার বিভাগীয় নির্মাণের প্রক্রিয়া দ্বারা আমেরিকার সংবিধানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদের একটি প্রয়োজনীয় অংশ হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু ভারতের অবস্থান, যেমন উপরে উল্লিখিত হয়েছে, সম্পূর্ণ ভিন্ন, এবং এই দেশের আদালত সংসদের একটি আইনকে অসাংবিধানিক বলে আঘাত করতে পারে না শুধুমাত্র কারণ সংসদ একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অন্যের কাছে অর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেয় যার উপর এটি আস্থা রাখে। , বা, অন্য কথায়, তার নিযুক্ত যন্ত্রের মাধ্যমে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কাছে এই ধরনের অর্পণ যতই ঘৃণ্য হোক না কেন। যাকে রাজনৈতিকভাবে অবাঞ্ছিত বলে গণ্য করা যেতে পারে তা সাংবিধানিকভাবে যোগ্য।

মিঃ চ্যাটার্জি অনুচ্ছেদ ৩৫৭ (১) (ক) এর শক্তিতে প্রতিনিধি দলের বিরুদ্ধে একটি অন্তর্নিহিত নিষেধাজ্ঞারও বানান করার চেষ্টা করেছিলেন যা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ডাকের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির দ্বারা প্রতিনিধিত্বের জন্য বিশেষভাবে প্রদান করে। এই স্পষ্ট বিধান, এটি দাবি করা হয়, দেখায় যে সংবিধানের প্রণেতারা যখনই আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করতে চেয়েছিলেন তখনই তারা সেই জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান করেছেন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এই জাতীয় কোনও বিধানের অনুপস্থিতিতে, এই জাতীয় অনুমোদনযোগ্য ক্ষমতার কোনও অর্পণ করা হয়নি। আমি এই যুক্তিতে কোন জোর দেখি না। শুধুমাত্র একটি বিরল এবং অসাধারণ ঘটনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অন্যের কাছে অর্পণ করার জন্য একটি প্রকাশ্য বিধান সংবিধানে প্রণীত হয়েছে, এটি অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নয় যে এটি নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে অন্য সব ক্ষেত্রে ক্ষমতা অর্পণ ছিল। "এক্সপ্রেসিও টিমিয়াস ইস্ট এক্সক্লুসিও আলটেরিয়াস", ম্যাক্সিম টি সার্বজনীন প্রয়োগের একটি নয়, এবং এটা অকল্পনীয় যে সংবিধান প্রণেতারা ভারতীয় আইনসভাকে অস্বীকার করতে পারতেন

একটি শক্তি, যা আমরা দেখেছি, আধুনিক রাজ্যগুলিতে আইনী ক্রিয়াকলাপের একটি প্রয়োজনীয় সহগামী, যদি না হয়, একটি পছন্দসই হিসাবে সমস্ত হাতে স্বীকৃত হয়েছে। আমেরিকা, ক্ষমতা পৃথকীকরণের সাংবিধানিক মতবাদের একটি প্রয়োজনীয় ফলাফল হিসাবে প্রতিনিধি দলের বিরুদ্ধে একটি নিয়ম দিয়ে শুরু করে, এই শাসনের উপর অসংখ্য পদক্ষেপ তৈরি করেছে এবং করছে, এবং ইংরেজী সাংবিধানিক আইন অনুমতি দিয়েছে, যেমনটি আমরা দেখেছি, এমনকি অধস্তন আইনসভাগুলিকেও, তাদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা পর্যন্ত তাদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার বিস্তৃত অক্ষাংশ। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, দূরবর্তী পরিস্থিতিতে "এক্সপ্রেস ডেলিগেশনের" বিধান অন্য সব ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করার বিরুদ্ধে একটি সাধারণ নিষেধাজ্ঞার অনুমান করার জন্য একটি ভিত্তি খুবই ক্ষীণ। এই প্রসঙ্গে, বুরার ক্ষেত্রে লর্ড সেলবোর্নের পর্যবেক্ষণ স্মরণ করা কার্যকর হবে যে একটি আইনী সাংবিধানিক সাংবিধানিক বিচার করার ক্ষেত্রে আদালতকে যা দেখতে হবে তা হল "এটি কোনও প্রকাশ্য শর্ত বা বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে না যার দ্বারা আইনসভার আইন প্রণয়নের প্রদত্ত ক্ষমতা সীমিত, এবং সেই শর্ত এবং বিধিনিষেধকে গঠনমূলকভাবে বড় করা আদালতের জন্য নয়, "এবং সম্প্রতি ১৯৪৪ সালে, প্রিভি কাউন্সিল, যেমনটি আমরা দেখেছি বেনোয়ারি লাল শর্মার মামলায় যাকে সর্বদা ইংরেজী সাংবিধানিক আইনের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে, যথা, ভারতীয় আইনসভা তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সংসদ যা করতে পারে। এটা সত্যিই আশ্চর্যজনক হবে যদি, বর্তমান সময়ে স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে, এর নির্মাতারা অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করে সারা বিশ্বে আইন প্রণয়নকারী সংস্থাগুলির এবং সংসদকে এমন একটি ক্ষমতা অস্বীকার করা যা এর পূর্বসূরিরা সন্দেহাতীতভাবে অধিকার করেছিল। এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করতে আমার কোন দ্বিধা নেই।

ফলস্বরূপ, আমি দিল্লি আইন আইন, ১৯১২-এর ধারা ৭, আজমির-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ২ এবং অংশ সি স্টেটস (আইন) আইন, ১৯৫০-এর ধারা ২ ধারণ করি তাদের সম্পূর্ণ সাংবিধানিক এবং বৈধ এবং আমি সেই অনুযায়ী প্রসঙ্গের উত্তর করছি।

বিচারপতি মহাজন- সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদের শর্ত (১) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে ভারতের রাষ্ট্রপতি তার মতামতের জন্য এই আদালতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উল্লেখ করেছেন:-

(১) দিল্লি লজ অ্যাক্ট, ১৯১২-এর ধারা ৭, বা এর যে কোনও বিধান এবং কোন বিশেষ বা বিবরণে এবং কি পরিমাণে আইনসভা যে আইনটি পাশ করেছে তাকে "ক্ষমতা বহির্ভূত" করেছে?

(২) আজমের-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭, বা এর কোন বিধান কি এবং কোন বিশেষ বা বিবরণে এবং কতটা অতিমাত্রায় আইনসভার সাথে সম্পর্কিত যে আইনটি পাস করেছে?

(৩) অংশ সি স্টেটস (আইন) অ্যাক্ট, ১৯৫০ এর ধারা ২ বা এর কোন বিধান এবং কোন বিশেষ বা বিবরণে এবং কতটুকু সংসদকে "ক্ষমতা বহির্ভূত" করেছে?

রেফারেন্সটি প্রজাতন্ত্রের বিষয়গুলির প্রশাসনের বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং নতুন সংবিধানের উদ্বোধনের পর এই ধরনের প্রথম একটি। রেফারেন্সে প্রচারিত একমাত্র বিন্দু হল সেখানে উল্লিখিত আইনের ভাইরাস। এটি বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল দ্বারা বিরোধিতা করা হয়েছিল যে কর্তৃত্ব ব্যতীত আইনী ক্ষমতা বা প্রতিনিধি করার ক্ষমতা একটি নিরর্থকতা এবং যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত না করে, প্রশাসনের ক্ষমতা অকার্যকর হবে। এটি প্রস্তাব করা হয়েছিল যে সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতার প্রকৃত প্রকৃতি এবং সুযোগ এর বিষয়বস্তু ক্ষমতার অংশ হিসাবে সংসদ ছাড়া অন্য কর্তৃপক্ষকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদানের সাথে জড়িত এবং এটি সংসদের আধিপত্যের মতবাদের একটি স্বাভাবিক পরিণতি। এটি বলা হয়েছিল যে ভারতীয় আইনসভা যখন তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতার পরিধির মধ্যে কাজ করে তখন ব্রিটিশ সংসদের মতো বৃহৎ এবং একই প্রকৃতির আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা থাকে এবং যদি নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না করা হয়, তবে "ক্ষমতা বহির্ভূতর" কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, যে প্রশ্নটির সঠিক পন্থা হল "নথির শর্তাবলী দেখুন যার দ্বারা ইতিবাচকভাবে আইনী ক্ষমতা তৈরি করা হয় এবং যার দ্বারা তারা নেতিবাচকভাবে সীমাবদ্ধ থাকে৷ যদি কি করা হয়েছে ইতিবাচক শব্দের সাধারণ সুযোগের মধ্যে আইন প্রণয়ন যা ক্ষমতা দেয় এবং যদি এটি কোন প্রকাশ শর্ত বা সীমাবদ্ধতা লঙ্ঘন না করে যার দ্বারা ক্ষমতা সীমিত, এই শর্ত এবং সীমাবদ্ধতা গঠনমূলকভাবে তদন্ত করা বা বড় করা বিচারের কোনো আদালতের জন্য নয়।"(১) নির্ভরতাও ছিল ভারতে এবং কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশে আইন প্রথার সাংবিধানিকতা অনুমোদন করে বিধি-বিধানের সাংবিধানিকতা একই আকারে তৈরি করা হয়েছে যা অপ্রীতিকর আইনের মতো।

উল্লেখিত প্রশ্নগুলো এদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে আইন প্রণয়নের তিনটি স্বতন্ত্র সময়কালকে কভার করে। প্রথম প্রশ্নটি সেই সময়ের সাথে সম্পর্কিত যখন এই দেশের সরকার একক আকারে ছিল এবং ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১ এর অধীনে গঠিত হয়েছিল, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়েছিল মর্লে-মিন্টো সংস্কারের প্রবর্তনের পর্যায়, যখন ভারতীয় আইনসভা একটি রাজনৈতিক বিতর্ক সমাজের মর্যাদা অর্জন করেছিল এবং যখন এর ফলে বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহার করে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৩৫ সালের সাংবিধানিক আইন দ্বারা লন্ডনে বিভিন্ন গোলটেবিল সম্মেলনের পর সরকারের একক রূপকে একটি ফেডারেশনে পরিবর্তিত করা হয়। কিছু অভিযোজন সহ এই আইনটি ২৬ জানুয়ারী ১৯৫০ পর্যন্ত বলবৎ থাকে, যখন নতুন সংবিধান উদ্বোধন করা হয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭-এর অধীনে, ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি ডোমিনিয়ন হয়ে ওঠে কিন্তু ডোমিনিয়নের সংসদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ১৯৩৫ সালের সাংবিধানিক আইনের আওতার মধ্যেই থেকে যায়, যদিও একটি গণপরিষদ হিসাবে সংসদকে সীমাহীন ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল একটি সার্বভৌম ১৯৩৫ সালের সাংবিধানিক আইন দ্বারা গৃহীত সরকারী ফেডারেল ফর্মটিও নতুন সংবিধান প্রণেতাদের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রশ্নটি সেই সময়ের সাথে সম্পর্কিত যখন ভারত ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের অধীনে একটি আধিপত্যের মর্যাদা অর্জন করেছিল, যখন শেষ প্রশ্নটি আইন প্রণয়নের সাথে সম্পর্কিত ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের নতুন সংবিধানের অধীনে সংসদের যোগ্যতা।

(১) রানী বনাম বুরাহ, ৫ আই এ ১৭৮।

১৯৫১ সালের অনুগ্রহের বছরে জিজ্ঞাসা করা বৃথা যে অর্পিত আইন প্রণয়ন প্রয়োজন কি না। এই ধরনের আইন শুধুমাত্র সমস্যার একটি বিশেষ দিক প্রশাসনিক বিচক্ষণতা। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের বৃহত্তম স্কেলে শাসন-প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার প্রয়োজনীয়তা আধুনিক শিল্প সমাজের একটি মৌলিক সত্য যতটা রাষ্ট্র দ্বারা সমাজকল্যাণের কিছু বাধ্যবাধকতার অনুমান। তবে সমস্যা হল, গণতান্ত্রিক সমাজে আইনের প্রাথমিক নীতিগুলি মেনে চলার জন্য অর্পিত আইন এবং প্রশাসনিক বিচক্ষণতা কীভাবে সীমাবদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। সমস্যার উত্তর খুঁজে বের করতে হবে সংশ্লিষ্ট দেশের সংবিধানের পরিধির মধ্যে এবং একজন আইনজীবী বা আইনবিদ এটিকে একটি গঠনমূলক এবং বিশুদ্ধভাবে আইনগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে নির্মাণ করবেন তার উপর। এই পটভূমিতে অন্যান্য দেশে প্রশ্নটি কীভাবে সমাধান করা হয়েছে তা দেখা শিক্ষণীয়।

অধস্তন কর্তৃপক্ষ এবং সংস্থাগুলিকে ক্ষুদ্র আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করার জন্য সংসদের মধ্যে প্রথা ছিল। কিছু লোক এই মতামত নিয়েছিল যে এই জাতীয় প্রতিনিধিত্ব সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিমান ছিল এবং তা বাতিল করা উচিত। প্রফেসর ডাইসি অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে সংসদের পক্ষে বৃহৎ আইনী পরিবর্তনের বিবরণ তৈরি করার চেষ্টা করা বৃথা এবং এই ধরনের প্রচেষ্টার ফলে কষ্টকর এবং বিরক্তিকর আইন হবে। ব্ল্যাকস্টোন মন্তব্য করেছেন যে সরকারের কার্যকর আচরণের জন্য এই ধরণের ক্ষমতা অপরিহার্য। সাংবিধানিক অনুশীলন ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে এবং যখন সংসদে প্রয়োজন দেখা দেয়, যৌক্তিক ব্যবস্থা ছাড়াই, এবং বিভিন্ন কারণে সংসদ কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল: কারণ বিষয়টির অনেক বিশদ প্রয়োজন, বা এটি প্রযুক্তিগত ছিল, বা অন্যান্য দাবির চাপের কারণে সংসদীয় সময়ে। সংসদ সর্বোচ্চ এবং এর ক্ষমতা সীমাহীন হওয়ায় যা সঠিক মনে হয়েছে তাই করেছে। যে দেশে সংসদের আধিপত্যের মতবাদ ক্ষেত্র ধারণ করে সেখানে "ক্ষমতা বহির্ভূত" মতবাদের কোন শিকড় নেই। সংসদের সার্বভৌমত্ব এমন একটি ধারণা যা দেশগুলিতে বিদ্যমান অনমনীয় এবং অনমনীয় সংবিধানকে পরিচালনা করে এমন ধারণাগুলির সাথে মৌলিকভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ

যারা প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইংল্যান্ডে আইনের আধিপত্য বলতে শুধুমাত্র বিচারকদের নির্বাহীকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার বোঝায় এবং এর চেয়ে বড় সাংবিধানিক মূল্য নেই। ইংল্যান্ডে ক্ষমতার ভিত্তি হল সংসদের আইনী আধিপত্য এবং আইন প্রণয়নের সীমাহীন ক্ষমতা। কোকের ভাষায়, "এটি এতটাই সীমাহীন এবং নিরঙ্কুশ কারণ এটিকে কোনো সীমার মধ্যে কারণ বা ব্যক্তিদের জন্য সীমাবদ্ধ করা যায় না," বা আবার , যেমনটি ব্ল্যাকস্টোন বলেছেন, "সংসদের একটি আইন হল সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অনুশীলন যা এই রাজ্য পৃথিবীতে স্বীকার করে। এটি দেশের প্রতিটি প্রজাকে আবদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে, এবং সেখানকার আধিপত্যগুলিকে, অন্তর্গত; না, এমনকি রাজা নিজেও, যদি বিশেষভাবে এতে নাম রাখা হয়। এবং এটি পরিবর্তন, সংশোধন, বিতরন, স্থগিত বা বাতিল করা যাবে না, তবে একই ফর্মে এবং দ্বারা সংসদের একই কর্তৃত্ব।"(১)।

সংসদ একটি আইনী সর্বশক্তিমান স্বৈরশাসক, আইনসভা সরলীকরণ হওয়া ছাড়াও, এটি তার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগে তার আইন প্রণয়নের কার্যাবলী অর্পণ করতে পারে বা এমনকি নতুন সংস্থা গঠন করতে পারে যা তাদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে। অর্পিত ক্ষমতা আইন প্রণয়নের ক্ষমতার মধ্যে অগত্যা নিহিত নয় তবে এটি একটি নিরঙ্কুশ সার্বভৌম হিসাবে তার সর্বশক্তিমানতার মধ্যে নিহিত থাকতে পারে। এটি একটি নিছক আইন হিসাবে তার ক্ষমতায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার ক্ষমতা প্রয়োগ করে কিনা সর্বশক্তিমান স্বৈরশাসক হিসাবে এটিকে বিচারিক নজির বা বিচারের আদালত হিসাবে বিচার বিভাগীয় যাচাই-বাছাইয়ের স্পর্শে পরীক্ষা করা সম্ভব নয়, ইংল্যান্ড এ বিষয়ে তদন্ত করতে পারে না। তাই এই দাবী যে এই ক্ষমতা সংসদ তার বিশুদ্ধভাবে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করে তার চেয়ে বড় কোন মূল্য নেই যা তিনি বলেছেন। এই কারণে আমি সেই বিশিষ্ট বিচারক এবং আইনজ্ঞ, বিচারপতি ভারদাচারিয়ার এর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে শ্রদ্ধাশীল একমত, যা বেনোয়ারি লাল সরমার মামলায় ব্যক্ত করা হয়েছিল যে ভারতে সাংবিধানিক অবস্থান ইংরেজী মডেলের চেয়ে আমেরিকার মডেলের কাছাকাছি এবং এই বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তগুলি এ পর্যন্ত যে কোনও নীতি নির্ধারণ করে এই প্রশ্নে একটি মূল্যবান গাইড।

(১) অ্যালেন দেখুন "ল ইন দ্য মেকিং", ৩য় এন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৭।

(২) [১৯৩৪] এফ. সি. আর. ৯৬.

এই দৃষ্টিভঙ্গিটি এই পরিস্থিতিতেও সমর্থন খুঁজে পায় যে দুটি দেশের সংবিধান মৌলিকভাবে প্রকৃতি এবং চরিত্রে আলাদা। তারা দুটি জেলা শ্রেণিতে পড়ে যার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইংল্যান্ডে একটি নমনীয় সংবিধান সহ সরকারের একক ফর্ম রয়েছে, যখন ভারতে আমাদের সর্বদা একটি কঠোর সংবিধান ছিল এবং ১৯৩৫ সাল থেকে এটি ফেডারেল আকারে রয়েছে। তাই, আইন প্রণয়নের ক্ষমতার প্রশ্নে অন্যের থেকে ডিগ্রীতে নয়, মূলত ভিন্ন ধরনের সরকার ব্যবস্থার অধীনে প্রযোজ্য আইন প্রণয়ন ক্ষমতা থেকে কোনো কর্তন করা অনিরাপদ এবং এই ধরনের কর্তনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। আমার মতে, সেই দিক থেকে আমাদের কাছে উল্লেখ করা সমস্যার সমাধানের জন্য অনুসন্ধান করলে কোনো ফল পাওয়া যাবে না। তাই, বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেলের এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে আমাদের কাছে উল্লেখ করা প্রশ্নের উত্তরটি কার্যনির্বাহীকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার ক্ষেত্রে সংসদের ক্ষমতা প্রয়োগের রেফারেন্স দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।

তবে এটি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ব্রিটিশ সংসদের ব্যাপক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, এটি অর্পিত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আত্মত্যাগের নীতি গ্রহণ করেছে। মন্ত্রীদের ক্ষমতা সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছিল, যা ডনফমোর কমিটি নামে পরিচিত। এটি তার সুপারিশ করেছে এবং যে সীমার মধ্যে অর্পিত আইনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত তা উল্লেখ করেছে। এই ধরনের আইনের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য পরে উপায়গুলি গৃহীত হয়েছিল। ডনফমোর কমিটি এমন কয়েকটি ঘটনা আবিষ্কার করেছে যেখানে প্রতিনিধিত্ব সংসদীয় আইন সংশোধনের সীমিত ক্ষমতা প্রদানের মাত্রায় চলে গেছে। এই উদাহরণগুলির মধ্যে একটি ছিল মানসিক চিকিত্সা আইন, ১৯৩০ (২০ এবং ২১ জিও. ভি, সি. ২৩) এর ধারা ২০। এটি ধারার বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য যতদূর প্রয়োজন ছিল একটি আইনের শব্দ পরিবর্তন করার আদেশ দিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে ক্ষমতা দিয়েছে। পরিভাষা সম্পর্কিত পুরো বিভাগ, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যদের দ্বারা পূর্ববর্তী ব্যবহারে কিছু সংবিধিবদ্ধ অভিব্যক্তি প্রতিস্থাপন করুন যা এই মুহূর্তে কম আক্রমণাত্মক বিবেচিত হয়েছিল।

অন্য উদাহরণটি স্থানীয় সরকার স্কটল্যান্ড আইন, ১৯২৯, (১৯ এবং ২০ জিও. ভি, সি. ২৫) এর ধারা ৭৬-এ পাওয়া গেছে। এই ধারার দ্বারা ১৬ই মে, ১৯২৯ এবং ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩০-এর মধ্যে রাজ্য সচিবকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, এই বিধানগুলিকে অন্যান্য আইনের বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনও আইনের বিধানগুলিতে কোনও অভিযোজন বা পরিবর্তন করার আদেশ দ্বারা। একটি সংবিধিতে এই জাতীয় ধারাটি "হেনরি অষ্টম ধারা" ডাকনাম বহন করে। এটি সম্পর্কে কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেছিল: "তথাকথিত হেনরি VIII শর্তের ব্যবহার যা একজন মন্ত্রীকে সংসদের আইনের বিধানগুলি সংশোধন করার ক্ষমতা প্রদান করে (এখন পর্যন্ত এই ধরনের সংশোধনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ যা তার কাছে প্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে আইনটি কার্যকর করার জন্য) সব ক্ষেত্রেই পরিত্যাগ করা উচিত কিন্তু সবচেয়ে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে এবং বিলে বিশেষ কারণ ছাড়া একটি মন্ত্রীর স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা বিশেষ কারণ ছাড়া সংসদের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। হেনরি VIII শর্ত আইনটিকে কার্যকর করার একমাত্র শর্ত ছাড়া ব্যবহার করা উচিত নয় কিন্তু এক বছরের সীমা সাপেক্ষে।"

যে ভাষায় এই সুপারিশ করা হয়েছে তা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে এমন একটি দেশেও যেখানে সংসদীয় আইন সংশোধনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সংসদের উপরে সুপারিশে নির্দেশিত পদ্ধতি ছাড়া কখনও প্রয়োগ করা হয়নি, এমনকি সীমিত ক্ষমতার ক্ষেত্রেও সুপারিশটি ছিল যে এর অনুশীলন পরিত্যাগ করা উচিত। এটি উল্লেখযোগ্য যে তারপর থেকে হেনরি অষ্টম শর্তটি সংসদ ব্যবহার করেনি।

কানাডার ডোমিনিয়নের একটি লিখিত সংবিধান রয়েছে, ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন (৩০ এবং ৩১ ভিক্ট., সি. ৩১)। এটি রাষ্ট্রের বিভাগ, আইনসভা নির্বাহী এবং বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার একচেটিয়া বিভাজনের মতবাদের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়নি। এটি তাদের তিনটি নিশ্ছিদ্র প্রকোষ্ঠে রাখে না এবং এটি ব্রিটিশ সংবিধানের ক্ষেত্রে কিছুটা অনুরূপ যেখানে রাজা এখনও আইনসভার একটি অংশ, হাউস অফ লর্ডস এখনও বিচারিক এবং আইনসভার একটি অংশ এবং যেখানে সরকারের সমস্ত অংশ গঠিত হয় একে অপরের উপর একটি পারস্পরিক চেক। তবে এই

মিলের মানে এই নয় যে কানাডার আইনসভা ব্রিটিশ সংসদের মতো। এটি সমস্ত ঔপনিবেশিক সংসদের মতো অ-সার্বভৌম আইনসভার শ্রেণিতে পড়ে।

কানাডিয়ান আদালতের সিদ্ধান্ত কোনভাবেই কানাডিয়ান সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতার উপর অভিন্ন নয়। আমাদের কাছে সাম্প্রতিক তারিখের উদ্‌ধৃতি দুটি বিশ্বযুদ্ধের চাপে এবং যুদ্ধ ব্যবস্থা আইনের বিধানের অধীনে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে এবং সমস্ত নম্রতার সাথে, আমি লক্ষ্য করতে বাধ্য হচ্ছি যে এই সিদ্ধান্তগুলিতে, অর্পিত ক্ষমতাগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, যুক্তিগুলিকে পরিষেবাতে চাপ দেওয়া হয়েছে যা কোনওভাবেই বিশ্বাসযোগ্য নয় বা যাকে বলা যেতে পারে সঠিক আইনের নীতির ভিত্তিতে। তাদের কেবলমাত্র এই কারণেই যুক্তিযুক্ত করা যেতে পারে যে রাষ্ট্রের জন্য জরুরি অবস্থা এবং বিপদের সময় আধিপত্য সংসদ এমন আইন প্রণয়ন করতে পারে যা শান্তির সময়ে প্রণয়নের যোগ্যতা নেই। প্রিভি কাউন্সিলের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত রয়েছে যা কানাডায় আইন প্রণয়ন আইনের সাথে জড়িত যা বহিরাগত কর্তৃপক্ষের কাছে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা বলেছিল এবং আমার কাছে মনে হয় যে এই সিদ্ধান্তগুলি আমাদের সামনে সমস্যার সমাধানের জন্য একটি ভাল নির্দেশিকা প্রদান করে কানাডার সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী সিদ্ধান্ত যা আপাতদৃষ্টিতে প্রিভি কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্তগুলি থেকে এতে উল্লিখিত নিয়মগুলির জন্য সমর্থন পান।

এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে প্রথমটি রাসেল বনাম দ্য কুইন (১) ১৮৮২ সালে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে। আপিলটিতে দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। প্রথমটি ছিল কানাডা টেম্পারেন্স অ্যাক্ট, ১৮৭৮-এর বৈধতা সম্পর্কে। এটিকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন, ১৮৬৭-এর বিধানগুলি বিবেচনা করে, আইন প্রণয়ন ক্ষমতার বণ্টনের ক্ষেত্রে এটি কানাডার সংসদের পক্ষে যোগ্য নয় প্রশ্নবিদ্ধ আইনটি পাস করা। দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল যে ডোমিনিয়ন সংসদের কাছে সেই ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যেটি আইনের দ্বারা প্রয়োগ করার জন্য অনুমান করা হয়েছিল, তাদের অর্পণ করার কোনো ক্ষমতা ছিল না

(১) ৭টি অ্যাপ ক্যাস। ৮২৯।

এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে আইনের বিধানগুলি কার্যকর করা উচিত কিনা তা বলার অধিকার দেওয়া। এটি দ্বিতীয় প্রশ্ন যা বর্তমান অনুসন্ধানের সাথে প্রাসঙ্গিক। সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করে আইনের দ্বিতীয় অংশ কার্যকর করার পদ্ধতিটি ছিল নিম্নরূপ:-

"গভর্নর ইন কাউন্সিলের কাছে একটি পিটিশনে, ডোমিনিয়নের যে কোনও দেশ বা শহরের নির্বাচকদের সংখ্যার এক-চতুর্থাংশের কম নয় দ্বারা স্বাক্ষরিত হাউস অফ কমন্সের সদস্যের নির্বাচনে ভোট দেওয়ার যোগ্য, প্রার্থনা করে যে দ্বিতীয়টি আইনের অংশটি বলবৎ হওয়া উচিত এবং এই জাতীয় দেশে বা শহরে কার্যকর হওয়া উচিত, এবং পিটিশন গ্রহণের পক্ষে বা বিপক্ষে সমস্ত নির্বাচকদের ভোট গ্রহণ করা উচিত, গভর্নর-জেনারেল, নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট নোটিশ এবং প্রমাণের পরে, জারি করতে পারে একটি ঘোষণা, এই ধরনের পিটিশনকে মূর্ত করে, এটি গ্রহণের পক্ষে বা বিপক্ষে নেওয়া হয়েছে এমন কোনো পিটিশন যখন দেশ বা শহরের ভোটারদের দ্বারা গৃহীত হয়, তখন গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল করতে পারেন। যেদিন পিটিশনটি গৃহীত হয়েছিল সেই দিন থেকে ষাট দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, গেজেটে প্রকাশিত অর্ডার ইন কাউন্সিলের মাধ্যমে ঘোষণা করা হবে যে আইনের দ্বিতীয় অংশ বলবৎ হবে এবং এই জাতীয় দেশে বা শহরে কার্যকর হবে এবং একই তারপর বলপ্রয়োগ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী কার্যকর হবে।"

তাদের লর্ডশিপের সামনে তাগিদ দেওয়া হয়েছিল যে কানাডার সংসদের নেশাজাতীয় মদের বিক্রি নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আইন পাস করার ক্ষমতা রয়েছে বলে ধরে নিয়ে, এটি তার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে না এবং এটি কার্যকর করার ক্ষমতা অর্পণ করে তা করেছে দেশ এবং শহরের অধিকাংশ নির্বাচকদের জন্য আইনের নিষেধাজ্ঞামূলক এবং শাস্তিমূলক বিধান। কাউন্সেলের বিতর্কের জন্য তাদের লর্ডশিপের উত্তর ছিল এই কথায়:-

"এই আপত্তির সংক্ষিপ্ত উত্তর হল যে আইনটি যে কোনও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করে না। এটি যে বিষয়গুলির সাথে কাজ করে সেগুলির সম্পূর্ণ আইনটি এটির মধ্যেই রয়েছে। আইনের কিছু অংশ শুধুমাত্র কার্যকর হবে এমন বিধান

সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের আবেদনের ভিত্তিতে এই ব্যক্তিদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয় না। সংসদ নিজেই শর্ত এবং যা যা অনুসরণ করতে হবে তা প্রণয়ন করে শর্ত পূরণ হওয়ার উপর। এই ধরনের শর্তসাপেক্ষ আইন অনেক ক্ষেত্রে সুবিধাজনক, এবং অবশ্যই অস্বাভাবিক নয়, এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কানাডার সংসদের কাছে অস্বীকার করা যায় না, যখন আইন প্রণয়নের বিষয় তার যোগ্যতার মধ্যে থাকে। তাদের লর্ডশিপ সম্পূর্ণরূপে তাদের মতামতের সাথে একমত। এ আপত্তিতে প্রধান বিচারপতি রিচি। যদি বিষয়ে কর্তৃত্বের প্রয়োজন হয়, তবে এটি সম্প্রতি এই বোর্ডের আগে রানী বনাম বুরাহ (১) এর ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে।"

এটা আমার কাছে মনে হয় যে তাদের লর্ডশিপগুলি বিজ্ঞ আইনজীবীর দ্বারা অনুরোধ করা প্রস্তাবে সম্মত এবং সম্মত হয়েছিল যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণ অনুমোদিত নয় যখন তারা এই মন্তব্যের সাথে তার যুক্তিগুলিকে মোকাবেলা করেছিল যে এই আইনটি যাই হোক না কেন আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করে না। অন্যথায়, আপত্তির সংক্ষিপ্ত উত্তর ছিল যে আইনসভার ক্ষমতার অর্পণ আইনসভার অধিকারে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার মধ্যে নিহিত ছিল। শর্তাধীন আইনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না।

যদিও রানী বনাম বুরাহ (১) বাংলার হাইকোর্ট থেকে একটি আপীল ছিল, এটিতে একটি রেফারেন্স তৈরি করা হয়েছিল এবং সেখানে সিদ্ধান্তটি ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন, ১৮৬৭ এর অধীনে উত্থাপিত মামলাগুলির সিদ্ধান্তের জন্য একটি প্রযোজ্য বিধি নির্ধারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। উল্লিখিত ক্ষেত্রে তাদের লর্ডশিপ যে নিয়মটি অনুমোদন করেছিলেন তা সঠিকভাবে বোঝার জন্য, রাণী ভি বুরাহ ([1]) কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা স্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন বলে মনে হয়। ভারতের গভর্নর-জেনারেল কাউন্সিলের ১৮৬৯ সালের আইন XXI। যার শিরোনাম "সাধারণ প্রবিধান ও আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার থেকে গারো পাহাড় অপসারণের জন্য একটি আইন, এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে" প্রদত্ত অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে অনুসরণ করে:-

"ধারা ৪. এর পরে প্রদত্ত হিসাবে সংরক্ষণ করে, গারো পাহাড় নামে পরিচিত অঞ্চল.... এতদ্বারা দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার থেকে সরানো হয়েছে এবং

(১) ৫ আই. এ. ১৭৮

ফৌজদারি বিচার বিভাগ, এবং বেঙ্গল কোডের প্রবিধান দ্বারা গঠিত রাজস্ব দফতরের নিয়ন্ত্রণ থেকে এবং এখন যে কোনো আইনসভা দ্বারা পাস করা আইন বা পূর্বে ব্রিটিশ ভারতে প্রতিষ্ঠিত, সেইসাথে উল্লিখিত প্রবিধান এবং আইন দ্বারা উল্লিখিত আদালত এবং অফিসগুলির জন্য নির্ধারিত আইন থেকে। এবং এরপর থেকে আইন ও প্রবিধান প্রণয়নের জন্য গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিল কর্তৃক পাসকৃত কোনো আইন উক্ত ভূখণ্ডের কোনো অংশে প্রসারিত বলে গণ্য হবে না, যদি না সেখানে বিশেষভাবে নামকরণ করা হয়।

ধারা ৫. দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারের প্রশাসন, এবং জনগণের রাজস্বের নিষ্পত্তি এবং আদায়ের তত্ত্বাবধান, এবং উক্ত অঞ্চলের মধ্যে ভাড়া সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়, এতদ্বারা এই ধরনের কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে যেমন লেফটেন্যান্ট-গভর্নর প্রথম দৃষ্টান্ত বা রেফারেন্স এবং আপিলের ট্রাইব্যুনালের উদ্দেশ্য, সময়ে সময়ে নিয়োগ করা। পূর্বোক্ত প্রশাসন ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে এইভাবে নিয়োগকৃত কর্মকর্তারা উক্ত লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের অধীন হবেন এবং সময়ে সময়ে তিনি যে নির্দেশ জারি করতে পারেন সেই নির্দেশাবলী দ্বারা পরিচালিত হবেন।

ধারা ৮. উল্লিখিত লেফটেন্যান্ট-গভর্নর সময়ে সময়ে কলকাতা গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, উল্লিখিত অঞ্চলে যে কোনও আইন বা কোনও আইনের কোনও অংশ প্রসারিত করতে পারেন, যা এখন তার সরকারের অধীন অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে বলবৎ, বা যা পরবর্তীতে হতে পারে আইন ও প্রবিধান প্রণয়নের জন্য গভর্নর-জেনারেল বা উল্লিখিত লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কাউন্সিল দ্বারা প্রণয়ন করা হবে, এবং এই ধরনের বর্ধিতকরণ সরাসরি করতে পারে যার দ্বারা প্রসারিত বিধানের কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্বের ঘটনা প্রয়োগ করা বা সম্পাদন করা হবে, এবং এই ধরনের বিধান কার্যকর করার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় বলে মনে করবেন এমন কোনো আদেশ দেবেন।

ধারা ৯. উল্লিখিত লেফটেন্যান্ট-গভর্নর সময়ে সময়ে, কলকাতা গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই আইনের অন্যান্য ধারায় থাকা সমস্ত বা যে কোনও বিধান জৈন্তিয়া পাহাড়, নাগা পাহাড় এবং এর অনুরূপ অংশে প্রসারিত করতে পারে খাসি পাহাড় আপাতত ব্রিটিশ ভারতের অংশ।"

আইনের বিধানের অধীনে ১৪ ই অক্টোবর, ১৮৭১ তারিখে বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নর, একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেন এবং ধারা ৯ দ্বারা তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তিনি খাসিয়া নামে পরিচিত অঞ্চলে উল্লিখিত আইনের বিধানগুলি প্রসারিত করেন। এবং জৈন্তিয়া পাহাড় এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারিক আদালতের এখতিয়ার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অঞ্চলের সীমানা উল্লেখ করা হয়েছে৷ বিজ্ঞপ্তিটি খাসি এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়ের জেলাগুলিতে আইনের সমস্ত বিধান প্রসারিত করেছে। লেফটেন্যান্ট-গভর্নর স্থানীয় প্রয়োগের উদ্দেশ্যে এই আইনগুলির অংশগুলি নির্বাচন করার ক্ষমতা প্রয়োগ করেননি। আইনের ধারা ৯ লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে আইনের কোনো বিধান সংশোধন করার ক্ষমতা দেয়নি। বাংলার হাইকোর্ট একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে বলে যে প্রজ্ঞাপনের এখতিয়ার থেকে উল্লিখিত অঞ্চলগুলিকে অপসারণ করার জন্য কোনও আইনি শক্তি বা প্রভাব নেই যা হাইকোর্ট এর আগে এর উপর অধিকার করেছিল, যদিও ভারতের গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিল তৈরি করার জন্য আইন ও প্রবিধানগুলি এর সংবিধানের অধীনে, কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৮৬১ দ্বারা, লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কাছে এমন ক্ষমতা অর্পণ করার কোনো ক্ষমতা ছিল না যেমনটি ১৮৬৯ সালের আইন XXII দ্বারা প্রকৃতপক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার কথা বলা হয়েছিল। ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১, ধারা ২২ দ্বারা, আইন ও প্রবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলকে ক্ষমতা প্রদান করে, যে কোনো আইন বা প্রবিধান বাতিল, সংশোধন বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা প্রদান করে যে কোনো আইন বা প্রবিধান যা তখন বলবৎ থাকুক বা তারপরে বলবৎ থাকবে এবং আইন ও প্রবিধান প্রণয়ন করবে সমস্ত ব্যক্তির জন্য, ব্রিটিশ বা স্থানীয়, বিদেশী বা অন্যদের, এবং সমস্ত বিচার আদালতের জন্য, যাই হোক না কেন, এবং উল্লিখিত অঞ্চলগুলির মধ্যে যাই হোক না কেন সমস্ত স্থান এবং জিনিসগুলির জন্য এবং রাজকুমার ও রাজ্যগুলির আধিপত্যের মধ্যে ভারত সরকারের সমস্ত কর্মচারীদের জন্য , সর্বদা শর্ত থাকে যে উল্লিখিত গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের এমন কোনো আইন বা প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে না যা আইনের কোনো বিধানকে বাতিল বা কোনোভাবে প্রভাবিত করবে। আইনের ধারা ৯ সম্পর্কে তাদের লর্ডশিপ নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছেন:-

"হাইকোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকের সেই প্রভাবের সিদ্ধান্তের ভিত্তি ছিল, ৯ম ধারাটি আইন প্রণয়ন ছিল না, তবে এটি আইন প্রণয়ন ক্ষমতার একটি প্রতিনিধিত্ব ছিল। মিঃ বিচারপতি মার্কবির নেতৃস্থানীয় রায়ে, এর নীতিগুলি মতবাদ সংস্থার উপর নির্ভর করা হয় এবং ভারতীয় আইনসভাকে প্রকৃতপক্ষে একটি এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা হয়, যা ইম্পেরিয়াল সংসদের আদেশের অধীনে কাজ করে, যা অবশ্যই সরাসরি নিজের দ্বারা কার্যকর করা উচিত।

"তাদের লর্ডশিপগুলি কিন্তু লক্ষ্য করতে পারে না যে, যদি এইভাবে প্রস্তাবিত নীতিটি সঠিক হয় এবং এটি থেকে প্রাপ্ত উপসংহারকে ন্যায়সঙ্গত করে, তবে তারা বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে অর্পিত ক্ষমতার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকের দ্বারা তৈরি পার্থক্য অনুসরণ করতে অক্ষম ২ ধারা এবং ৯ম ধারা দ্বারা তাকে অর্পিত করা হলে। যদি, ৯ম ধারা দ্বারা, এটি লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের উপর ছেড়ে দেওয়া হয় যে আইনটি, বা এর কোন অংশ, একটি নির্দিষ্ট জেলায় প্রয়োগ করা হবে কিনা, ২য় ধারা এটিও তার উপর ছেড়ে দেওয়া হয় যে কোন সময়ে সেই আইনটি আইন হিসাবে কার্যকর হবে যেকথাও। যে আইনটি সরাসরি তার নিজের শুরুর জন্য সময়কাল নির্ধারণ করে না, তবে একটি বহিরাগত কর্তৃপক্ষের দ্বারা এর কার্য ছেড়ে দেয়, অনেক কারণেই অসম্পূর্ণ বলা যেতে পারে, কারণ যা তা অবিলম্বে সম্পূর্ণ এলাকা নির্ধারণ করে না যেখানে এটি প্রয়োগ করা হবে, কিন্তু এটি একই বাহ্যিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা করা হবে। যদি 'এটি বহিরাগত কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়নের একটি কাজ হয় যার মধ্যে একটি আইন বাস্তবে প্রয়োগ করা হবে এমন ক্ষেত্রটিকে বিস্তৃত করার জন্য এত বিশ্বস্ত, তবে এটি আইনটিকে মূলভাবে আনার জন্য একটি আইন প্রণয়নের কাজ বলে মনে হবে এর জন্য সময় ঠিক করে

"কিন্তু তাদের লর্ডশিপদের মতামত যে আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতবাদ ভুল, এবং এটি ভারতীয় আইনসভার ক্ষমতা এবং প্রকৃতপক্ষে আইনের প্রকৃতি এবং নীতিগুলির একটি ভুল দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। ভারতীয় আইনসভার ক্ষমতা রয়েছে ইম্পেরিয়াল সংসদের আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে সীমাবদ্ধ যা এটি তৈরি করেছে, এবং এটি অবশ্যই করতে পারে যা সীমার বাইরে কিছুই নয় যা এই ক্ষমতাগুলিকে পরিসীমাবদ্ধ করে। কিন্তু, সেই সীমার মধ্যে কাজ করার সময়, এটি কোনও অর্থেই ইম্পেরিয়াল সংসদের এজেন্ট বা প্রতিনিধি নয়, তবে আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে, এবং এর উদ্দেশ্য ছিল, সংসদের মতোই বড় এবং একই প্রকৃতির। বিচারের প্রতিষ্ঠিত আদালত, যখন একটি

প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা হয়েছে কিনা, অবশ্যই সেই প্রশ্নটি নির্ধারণ করতে হবে; এবং একমাত্র উপায় যেখানে তারা সঠিকভাবে তা করতে পারে, তা হল যন্ত্রের শর্তাবলী দেখে যার দ্বারা, ইতিবাচকভাবে, আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তৈরি করা হয়েছিল এবং যার দ্বারা, নেতিবাচকভাবে, তারা সীমাবদ্ধ। যদি যা করা হয় তা হল ক্ষমতা প্রদানকারী ইতিবাচক শব্দগুলির সাধারণ সুযোগের মধ্যে আইন প্রণয়ন, এবং যদি এটি কোন প্রকাশ শর্ত বা বিধিনিষেধ লঙ্ঘন না করে যার দ্বারা সেই ক্ষমতা সীমিত হয় (কোন বিভাগে, অবশ্যই, কোন আইনের অন্তর্ভুক্ত হবে ইম্পেরিয়াল সংসদ এর সাথে ভিন্নতা রয়েছে), বিচারের কোন আদালতের পক্ষে আরও অনুসন্ধান করা বা এই শর্ত এবং বিধিনিষেধগুলি গঠনমূলকভাবে বাড়ানোর জন্য নয়।"

বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল তার প্রস্তাবের সমর্থনে এই পর্যবেক্ষণগুলির উপর যথেষ্ট নির্ভরতা রেখেছিলেন যে যদি আইনটি আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য নির্ধারিত ক্ষেত্রের পরিধির মধ্যে থাকে, তবে এর থেকে এটি অনুসরণ করে যে সেই ক্ষেত্রের মধ্যে ক্ষমতা অর্পণ করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে বিস্তৃত ভাবে। এই উদ্ধৃতি, যাইহোক, প্রসঙ্গ থেকে ছিঁড়ে ফেলা এবং নিজে থেকে পড়া যাবে না। উপরোক্ত উদ্ধৃতি অনুসরণ করে এবং এই শর্তাবলীর মধ্যে যে পর্যবেক্ষণগুলি রয়েছে তার আলোকে শুধুমাত্র এই পর্যবেক্ষণগুলির অর্থ দেওয়া যেতে পারে:-

"তাদের লর্ডশিপস সম্মত হন যে গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল, কোনো ধরনের আইনের মাধ্যমে, ভারতে তৈরি করতে পারে না এবং সাধারণ আইনী কর্তৃত্বের সাথে সজ্জিত করতে পারে না, একটি নতুন আইন প্রণয়ন ক্ষমতা, যা কাউন্সিল আইন দ্বারা তৈরি বা অনুমোদিত নয়। এই ধরনের কিছুই নেই , তাদের লর্ডশিপের মতে, বর্তমান ক্ষেত্রে যা করা হয়েছে তা হল, গভর্নর-জেনারেল আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে, একটি নির্দিষ্ট জেলাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য

সাধারণ আদালত এবং অফিসের এখতিয়ার এবং এটিকে নতুন আদালত ও অফিসের অধীনে স্থাপন করা, যা বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নর কর্তৃক নিযুক্ত এবং দায়বদ্ধ; লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যে কোন সময়ে এই পরিবর্তন ঘটবে; এবং তাকে সক্ষম করা, তিনি সেই বা অন্য কোন জেলার জন্য কোন আইন প্রণয়ন করতে চান না, বরং সেই জেলায় যে কোন আইন, বা আইনের অংশ, যা আগে থেকেই ছিল বা সময়ে সময়ে হতে পারে, সেই জেলায় পাবলিক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে তার সরকারের অধীনস্থ অন্যান্য অঞ্চলে যথাযথ আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বলপ্রয়োগ করা। আইনসভা নির্ধারণ করেছে যে, এখন পর্যন্ত, একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তন হওয়া উচিত; তবে সময়টি ছেড়ে দেওয়া সমীচীন ছিল, এবং এটি কার্যকর করার পদ্ধতি লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের বিবেচনার ভিত্তিতে; এবং এছাড়াও, যে আইনগুলি একই সরকারের অধীন অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে কার্যকর ছিল বা হতে পারে সেগুলি এই জেলাতেও প্রযোজ্য হওয়ার উপযুক্ত এবং উপযুক্ত হতে পারে; কিন্তু, যেহেতু এটা নিশ্চিত ছিল না যে সেই সমস্ত আইন এবং তাদের প্রতিটি অংশ সমান সুবিধার সাথে প্রয়োগ করা যেতে পারে, সেক্ষেত্রে লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কাছে বিচক্ষণতা অর্পণ করা সমীচীন ছিল..... .

"তাদের লর্ডশিপ মনে করেন যে এইভাবে লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে অর্পিত ক্ষমতার কথা বলা একটি ভ্রান্তি (তারা নিঃসন্দেহে বড়) যেন, যখন সেইগুলি প্রয়োগ করা হয়, তখন তাদের অধীনে করা কাজগুলির কার্যকারিতা অন্য কোনও কারণে হবে গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের চেয়ে আইন প্রণয়নকারী কর্তৃত্ব। তাদের সম্পূর্ণ কার্যক্রম হল, সরাসরি এবং অবিলম্বে, এই আইনের (১৮৬৯ সালের XXII) দ্বারা। যথাযথ আইনসভা স্থান হিসাবে তার রায় প্রয়োগ করেছে, ব্যক্তি, আইন, ক্ষমতা; এবং সেই রায়ের ফলাফল এই সমস্ত জিনিসগুলির জন্য শর্তসাপেক্ষে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। শর্ত পূরণ করা হয়েছে, আইনটি এখন পরম। যেখানে আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতাগুলি বিশেষ বিষয় হিসাবে বিদ্যমান, তা একটি ইম্পেরিয়াল বা একটি অস্থায়ী আইনসভায় হোক না কেন, সেগুলি (তাদের প্রভুত্বের বিচারে) ভালভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, হয় একেবারে বা শর্তসাপেক্ষে। আইন, নির্দিষ্ট ক্ষমতা ব্যবহার বা সীমিত প্রয়োগের উপর শর্তাধীন

বিচক্ষণতা, আইনসভা দ্বারা এমন ব্যক্তিদের উপর অর্পিত যাদের উপর এটি আস্থা রাখে, কোন অস্বাভাবিক বিষয় নয়; এবং, অনেক পরিস্থিতিতে, এটি অত্যন্ত সুবিধাজনক হতে পারে। বৃটিশ সংবিধি গ্রন্থে এর উদাহরণ রয়েছে; এবং এটা অনুমান করা যায় না যে ইম্পেরিয়াল সংসদ, ভারতীয় আইনসভা গঠন করার সময়, সময়ে সময়ে প্রদত্ত আইন প্রদত্ত ক্ষমতার পরিধির মধ্যে এই ধরনের শর্তসাপেক্ষ আইনের কথা চিন্তা করেনি। এটি অবশ্যই এটিকে বাদ দেওয়ার জন্য কোনও শব্দ ব্যবহার করেনি।"

রায়ের শেষের দিকে ভারতে শর্তসাপেক্ষ আইন হিসাবে বর্ণিত আইনের কিছু চিত্র উল্লেখ করা হয়েছিল। দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধির কোড এবং বিশেষ করে, ১৮৬১ সালের আইন XXIII এর ৩৯ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছিল যা কাউন্সিলের গভর্নর-জেনারেল (তাঁর আইন প্রণয়ন ক্ষমতায় নয়) পূর্ববর্তী অনুমোদনের সাথে স্থানীয় সরকারকে অনুমোদন করেছিল আইন "যেকোন সীমাবদ্ধতা, সীমাবদ্ধতা বা বিধান সাপেক্ষে যা স্থানীয় সরকার সঠিক মনে করতে পারে।"

আমার মতে, এই ক্ষেত্রে তাদের লর্ডশিপগুলি এই প্রস্তাবে ইতিবাচকভাবে সম্মতি দেয়নি যে ভারতীয় আইনসভার তার আইনসভা ক্ষেত্রের পরিধির মধ্যে প্রতিনিধিত্বের সম্পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে এবং তারা বিচারপতি মার্কবি এর উপসংহারের শেষ রায়ের অংশে ভিন্নমত পোষণ করেননি যে ভারতে আইনের সাধারণ নীতির অধীনে দেশের আইনসভার দ্বারা আইন প্রণয়ন ক্ষমতার কোনো উল্লেখযোগ্য অর্পণ বাতিল ছিল। অন্যদিকে, তারা মন্তব্য করেছেন যে এই ধরণের আইনটি শর্তসাপেক্ষ আইন এবং এটি কেবলমাত্র সেই শর্তগুলি পূরণ করার পরেই সম্পূর্ণ হয় এবং এই শর্তগুলির নির্ধারণ একটি বহিরাগত কর্তৃপক্ষের উপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। এজেন্সি মতবাদের নীতিগুলি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এবং ভারতীয় আইনসভাকে ইম্পেরিয়াল সংসদের এজেন্ট হিসাবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে পূর্ণ বেঞ্চের সংখ্যাগরিষ্ঠের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তাদের অসম্মতি প্রকাশ করা সত্ত্বেও, তাদের লর্ডশিপ স্পষ্টভাবে মতামত ব্যক্ত করেছেন যে এই অনুশীলনের অনুশীলন। আইন প্রণয়নকারী ইচ্ছা এবং রায় একটি বহিরাগত কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত হতে পারে না এবং এটি যথাযথ আইনসভার জন্য তার নিজস্ব রায় প্রয়োগ করার জন্য

স্থান, ব্যক্তি, আইন এবং ক্ষমতা। আমার কাছে মনে হয় যে যদিও তাদের লর্ডশিপ এই প্রস্তাবে সম্মতি দিতে প্রস্তুত ছিল না যে বিষয়টিকে এজেন্সির আইনের মতবাদ থেকে বাদ দেওয়া নীতির ভিত্তিতে মোকাবেলা করা উচিত, তারাও এই মতবাদের বাইরের নিয়ম থেকে সরে যেতে প্রস্তুত ছিল না এজেন্সি আইনের একজন ব্যক্তি যার কাছে একটি বিশেষ যোগ্যতার কারণে একটি অফিস বা দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে বা অর্পিত হয়েছে সে আইনগতভাবে অন্যের উপর সেই দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে না যদি না তা করার জন্য স্পষ্টভাবে অনুমোদিত হয়। সরকারী দায়িত্ব পালনের জন্য অভিযুক্ত সরকারী কর্মকর্তাদের তাদের নিজস্ব রায় এবং বিচক্ষণতা অনুসারে তাদের কার্য সম্পাদন করতে হবে ব্যতীত যে এই দায়িত্বগুলি কার্যকরভাবে পালনের জন্য মন্ত্রী কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা প্রয়োজন।

উপরে প্রদত্ত কারণগুলির জন্য সম্ভবত প্রিভি কাউন্সিল এটি নির্ধারণ করতে প্রস্তুত ছিল না যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণ ক্ষমতার একটি বিষয়বস্তু ছিল। এটি শর্তাধীন আইনের নাম এবং শৈলীর অধীনে আইনটিকে বৈধ ধরে রেখে নিজেকে বিতর্ক করেছিল। এটা ভাবা কঠিন যে প্রিভি কাউন্সিল যদি মনে করে যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণ ক্ষমতার একটি বিষয়বস্তু ছিল তাহলে তা বলতে দ্বিধা করত। এই বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে বিচারপতি মার্কবি এর রায়ের একটি অংশ যা এইভাবে পড়ে:

"বিভিন্ন সংসদীয় বিধিগুলি কোথাও ভারতীয় আইনসভাকে ভারতে আইন প্রণয়নের যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করার জন্য কোন প্রকাশ্য ক্ষমতা প্রদান করে না। তবে তারা নির্বাহী সরকারের উপর গুরুত্বপূর্ণ বিধিনিষেধ সাপেক্ষে সেই ক্ষমতা প্রদান করে। মিঃ কেনেডি সাহসের সাথে ভারতীয় আইন পরিষদের জন্য ক্ষমতা দাবি করেছিলেন বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কাছে আইনী কার্যাবলী হস্তান্তর করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে আমি তাকে বুঝতে পারি, তিনি একমাত্র সীমাবদ্ধতার চেষ্টা করবেন যে আইন পরিষদ তার নিজস্ব ক্ষমতা নষ্ট করতে পারে না। অ্যাডভোকেট-জেনারেল এতদূর যাননি। সংসদের আইনে এমন কোন শব্দ নেই যার ভিত্তিতে আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষকে এক শ্রেণীর ক্ষেত্রে হস্তান্তরযোগ্য করা যেতে পারে, কারণ আমি করি না

এক মুহূর্তের জন্য প্রস্তাব করতে যে যখনই একটি বিচক্ষণতা অন্যদের কাছে অর্পিত হয় সেখানে আইনী কর্তৃত্ব হস্তান্তর হয়। আইনসভার প্রতিটি আইনের সাথে প্রচুর সরকারের বিচার বিভাগীয় এবং নির্বাহী কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত বিচক্ষণতার উদাহরণ, যার বৈধতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করার কথা ভাববে না। তবে বিস্তৃত প্রশ্ন হল, 'আইনসভা কি লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রদান করতে পারে? উত্তর: 'এটি ভারতের আইনের একটি সাধারণ নীতি যে এই দেশের আইনসভার দ্বারা আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের যে কোনও উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্ব বাতিল হয়"।

তারপরে দাবি করা হয়েছিল যে তাদের লর্ডশিপের রায়ের শেষ অংশে উদ্ধৃত চিত্রটি তাদের এই প্রস্তাবের অনুমোদনের পরামর্শ দেয় যে আইনসভার দ্বারা পাস করা একটি আইন সংশোধন করার ক্ষমতা প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করা যেতে পারে। এই বিরোধ তাদের লর্ডশিপ কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার একটি ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করে বলে মনে হয়। সম্রাজ্ঞী বনাম বুরাহ অ্যান্ড বুক সিং (১) তে কলকাতা হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চের সিদ্ধান্তে বিচারপতি মার্কবি এই চিত্রগুলি নিয়ে কাজ করার সময় নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করেছেন:-

"অবশেষে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ভারতীয় আইনসভা বহু বছর ধরে এটি (অর্পিত ক্ষমতা) করেছে এবং ১৮৪৫ এবং ১৮৬৮ সালের মধ্যে প্রণীত আইনগুলির একটি দীর্ঘ তালিকা আমাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে, যা সবই, বলা হয় , এর প্রতিনিধিত্বের উদাহরণ হিসাবে বিবেচনা করা আবশ্যক আইনী কর্তৃপক্ষ এবং ১৮৬৯ সালের আইন XXII এর সাথে এমন আচরণ করা উচিত।তালিকায় থাকা আইনগুলি আমার কাছে আইনী কর্তৃত্ব হস্তান্তরের এত প্রিয় এবং অবিসংবাদিত দৃষ্টান্ত বহন করতে পারে বলে মনে হয় না (যেমন দাবি করা হয়েছিল)। আমি লক্ষ্য করতে পারি যে এই এবং অন্যান্য অনেক আইনে নির্বাহী সরকার কর্তৃক বিধি প্রণয়নের জন্য যে বিধান রয়েছে আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা বিদ্দিল বনাম তারিনাই ছুরুন ব্যানার্জি (২) তে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব পেয়েছি এই ধরনের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের অর্পণ ছাড়াই প্রদান করা যেতে পারে আইনের তালিকা আমার কাছে কোন স্পষ্ট অনুশীলন দেখায় বলে মনে হয় না আইনী কর্তৃত্ব হস্তান্তরে।

(১) আই. এল. আর. ৩ ক্যাল. ৬৩. (২) ১ তে. এবং বেল, ৩৯০।

বিচারপতি আইন্সলি, ১৮৬১ সালের আইন XXIII এর ধারা ৩৯ এর বিধান এবং "সংরক্ষণ", "সীমাবদ্ধতা" এবং "প্রভিসোস" শব্দের অর্থ বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং নিম্নরূপ বলা হয়েছে:-

"ধারা ৩৯, ১৮৬১ সালের আইন XXIII, এই বিষয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে না। এই বিভাগটি পূর্ববর্তী সহ একটি স্থানীয় সরকারকে অনুমতি দেয় কাউন্সিলে গভর্নর-জেনারেলের অনুমোদন, সংযুক্ত করার জন্য কোন সীমাবদ্ধতা, সীমাবদ্ধতা, বা শর্ত সাধারণ প্রবিধানের অধীন নয় এমন কোন অঞ্চলে দেওয়ানী কার্যবিধির কোড প্রসারিত করার সময় এটি যথাযথ মনে করতে পারে; কিন্তু এটি সম্পূর্ণ বিলম্বিত করার আরেকটি রূপ মাত্র কোডের এক্সটেনশন। যতদূর কোড অপারেশন প্রাপ্ত, এটি এখনও, কারণ বর্ধিতকরণটি প্রো-ট্যান্টো, উচ্চতর আইনসভার অভিপ্রায়কে বহন করে যে এটি শীঘ্র বা পরে দেশের নির্দিষ্ট ট্র্যাক্টে আইন হবে। আমি এই ধারাটি পড়ি, আইন নিজেই সংশোধন করার ক্ষমতা দেওয়া হয় না; এটি কেবলমাত্র একটি শক্তি যা কিছু অংশকে স্থগিত রাখা বা এটির বাহ্যিক কিছুর উপর এটির অপারেশন কন্টিনেন্ট করা, যা আবার সম্পূর্ণ অপারেশন স্থগিত করার আরেকটি রূপ।"

উচ্চ আদালতের সংখ্যালঘু রায়ে বা প্রিভি কাউন্সিলের তাদের লর্ডশিপের রায়ে ধারা ৩৯-এর ভাষার এই নির্মাণের বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ধারা ৩৯-এ ব্যবহৃত ভাষার অর্থ এবং প্রিভি কাউন্সিলের তাদের লর্ডশিপ দ্বারা অস্বীকৃত না হওয়া সম্পর্কে বিচারপতি আইন্সলি এর মতামতের এই স্পষ্ট অভিব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রিভি কাউন্সিলের তাদের লর্ডশিপ দ্বারা অস্বীকৃত নয় এটি কোন শক্তির সাথে বিরোধিতা করা যায় না যে বুরাহর ক্ষেত্রে তাদের লর্ডশিপ (১) এই প্রস্তাবের অনুমোদন দিয়েছে যে শর্তাধীন আইনের ক্ষমতা আইনসভার আইনের সংশোধন বা পরিবর্তনের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করেছে নিজেই। আমার মতে, বুরাহর মামলার

(১) সিদ্ধান্তের ফলাফল হল যে ভারতীয় আইনসভার শর্তসাপেক্ষে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল। এই মামলাটি এই প্রস্তাবের জন্য কোন কর্তৃপক্ষ নয় যে এটি একটি বহিরাগত সংস্থার কাছে আইনটি কী হওয়া উচিত এই প্রশ্নে তার রায়ের অনুশীলন অর্পণ করতে পারে। এই মামলা সমর্থন করে না

(১) ৫ আই এ. ১৭৮।

প্রস্তাবনা যে আইনসভার একটি সংবিধির সংশোধন একটি বিষয় যা অর্পিত আইনের বিষয় হতে পারে। যে অভিব্যক্তি ভারতীয় আইনসভা আইন প্রণয়ন ক্ষমতার সাথে সজ্জিত করতে পারে না একটি নতুন আইনী সংস্থা যা ভারতীয় কাউন্সিল আইন দ্বারা তৈরি করা হয়নি শুধুমাত্র এর অর্থ হল যে এটিকে অবশ্যই আইন তৈরি করতে হবে এবং অন্য কোন সংস্থাকে এই ক্ষমতা প্রদান করতে হবে না। অন্য কথায়, এটি আইন প্রণয়নের সহ-বিস্তৃত ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি তৈরি করতে পারেনি এবং এটিকে আইন প্রণয়নের নিজস্ব ক্ষমতা দিয়ে পরিধান করতে পারে না, যা নীতি ও নীতি নির্ধারণে। নির্ধারিত পরিধির মধ্যে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারের অর্থ কেবলমাত্র সেই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে এটি সেই বিষয়গুলির উপর কোনও আইন তৈরি করতে পারে কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে এটি একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ক্ষেত্রের মধ্যে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব এড়াতে পারে যে এটি নিজেই সেই ক্ষেত্রে কাজ করবে না বরং অন্য কেউ তার পক্ষে কাজ করবে। আমার মতে, তাদের লর্ডশিপের রায়টি এই বলে যে যদিও নির্ধারিত ক্ষেত্রের মধ্যে এটির আইন প্রণয়নের সর্বাধিক ক্ষমতা রয়েছে, তবুও এটি এই শর্তের সাপেক্ষে যে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে বা কার্যত তার উচ্চ বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করতে পারে না।

হজ বনাম দ্য কুইন (১) ছিল ১৮৮৩ সালে প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া পরবর্তী কানাডিয়ান মামলা। আপীলকারী হজ, সেন্ট জেমস হোটেলের বিষয়ে অন্টারিও প্রদেশের মদ লাইসেন্স আইনের অধীনে টরন্টো সিটির জন্য বোর্ড অফ লাইসেন্স কমিশনার কর্তৃক ২৫শে এপ্রিল, ১৮৮১-এ জারি করা মদের লাইসেন্সের ধারক ছিলেন। তিনি মিউনিসিপ্যাল আইনের অধীনে একটি লাইসেন্সের ধারকও ছিলেন, যা তাকে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য বা ভাড়ার জন্য একটি টেবিল সহ একটি বিলিয়ার্ড সেলুনের রক্ষককে ডাকতে অনুমতি দেয়। আপীলকারী ৭ ই মে, ১৮৮১ তারিখে, বেআইনিভাবে অনুমতি দেয় এবং একটি বিলিয়ার্ড টেবিল ব্যবহার করার জন্য এবং বিলিয়ার্ডের একটি খেলা তার উপর খেলার অনুমতি দেয়, যে সময় "এতে মদের বিক্রয়" জন্য লিকার লাইসেন্স আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল। এটি অন্টারিও বিধানসভা ছিল না যে তাগিদ ছিল বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্স সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম মদ এবং যে এমনকি যদি অন্টারিও আইনসভা পারে, এটা লাইসেন্স কমিশনারদের কাছে এর ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেনি।

(১) ৯ অ্যাপ। কাস। ১১৭।

স্থানীয় আইনসভা তিনজন কর্মকর্তাকে অপরাধ সংজ্ঞায়িত করার এবং জরিমানা আরোপের ক্ষমতা দিয়েছিল। এই বিরোধটি এই আবেদনের সাথে পূরণ করা হয়েছিল যে আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের অর্পণ ছিল কিন্তু কেবলমাত্র উপ-আইন তৈরির ক্ষমতা রয়েছে। রাজার বেঞ্চ ডিভিশনের আদালত আদেশ দিয়েছিল যে স্থানীয় আইনসভার এই বিষয়ে প্রতিনিধি করার কোনো ক্ষমতা নেই এবং এই ধরনের ক্ষমতা আইনসভা একাই প্রয়োগ করতে পারে। আপীল আদালত এই সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার করে এবং এটি প্রিভি কাউন্সিলের তাদের লর্ডশিপ দ্বারা বহাল ছিল। এটি পাওয়া গেছে যে মদ লাইসেন্স আইনের ধারা ৪ এবং ৫ সংবিধানের অন্তর্গত। তাদের বিচারের সময় তাদের লর্ডশিপ নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছেন: -

"এটা তাদের প্রভুত্বের কাছে মনে হয়, তবে, যে আপীলকারীদের দ্বারা এইভাবে উত্থাপিত আপত্তিগুলি প্রকৃত চরিত্রের সম্পূর্ণ ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাদেশিক আইনসভার অবস্থান। তারা কোনো অর্থেই ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের কোনো ম্যান্ডেটের প্রতিনিধি নয় বা কাজ করছে না। । যখন ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন প্রণয়ন করে যে অন্টারিওর জন্য একটি আইনসভা থাকা উচিত, এবং ধারা ৯২ এ উল্লেখিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে প্রদেশের জন্য এবং প্রাদেশিক উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের জন্য এর আইনসভার একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকা উচিত, এটি কোনো অর্থেই ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রয়োগ করার ক্ষমতা প্রদান করে না, কিন্তু ধারা ৯২ দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সাম্রাজ্যিক পার্লামেন্টের ক্ষমতার পূর্ণতা এবং দান করতে পারে এমন কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ এবং যথেষ্ট। বিষয় এবং এলাকার এই সীমার মধ্যে স্থানীয় আইনসভা সর্বোচ্চ, এবং ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের মতো একই কর্তৃত্ব রয়েছে, বা আধিপত্যসংসদ, একটি পৌর প্রতিষ্ঠান বা তার নিজস্ব সৃষ্টি কর্তৃপক্ষের সংস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করার মতো পরিস্থিতিতে ছিল উপ-আইন বা নিয়ম তৈরি করা আইন, এবং আইনটিকে কার্যকর ও কার্যকর করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

এটা স্পষ্ট যে এই ধরনের কর্তৃত্ব আইন প্রণয়নের সহায়ক, এবং এটি ছাড়া বিভিন্ন বিবরণ এবং যন্ত্রপাতির জন্য একটি প্রচেষ্টা তাদের ক্ষমতা বহন করতে

নিপীড়ক হয়ে যান, বা একেবারে ব্যর্থ হন। আপীল আদালতের অত্যন্ত পূর্ণ এবং অত্যন্ত বিস্তৃত রায়ে এই আইনের জন্য প্রচুর নজির রয়েছে, অন্যদের কাছে সীমিত বিবেচনামূলক কর্তৃত্ব অর্পণ করা, এবং এর প্রয়োজনীয়তা এবং সুবিধার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। বারে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে একটি আইনসভা এজেন্ট বা প্রতিনিধিদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিধিনিষেধের প্রতিশ্রুতি দেয়। এমনটা নয়। এটি তার ক্ষমতা অক্ষত রাখে, এবং যখন খুশি, এটি তৈরি করা সংস্থাটিকে ধ্বংস করে অন্য একটি স্থাপন করতে পারে, অথবা বিষয়টি সরাসরি নিজের হাতে নিতে পারে। এটি কতদূর অধস্তন সংস্থাগুলির সাহায্য চাইবে এবং কতদিন এটি তাদের চালিয়ে যাবে, প্রতিটি আইনসভার বিষয়, এবং আইন আদালতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নয়।"

এই ক্ষেত্রে, আমার মতে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত নিয়েছে:-(১) আইনে উল্লিখিত বিষয়গুলি এবং সেই আইনটিকে কার্যকর ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে উপ-আইন বা প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা পৌর প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় সংস্থাগুলিতে হস্তান্তর করা যেতে পারে। (২) এই ধরনের কর্তৃত্ব আইন প্রণয়নের সহায়ক। (৩)এজেন্ট এবং প্রতিনিধিদের প্রবিধান প্রণয়নের এই ধরনের ক্ষমতা প্রদান করা আইনসভারই ক্ষয়ক্ষতির সমান নয়। মামলাটি এই প্রস্তাবকে অনুমোদন করে না যে আইনসভার দ্বারা পাসকৃত একটি আইন সংশোধন বা সংশোধন করার ক্ষমতা অর্পণ করা যেতে পারে। একটি আইন সংশোধন বা পরিবর্তন করার ক্ষমতাকে আইন প্রণয়নের আনুষঙ্গিক হিসাবে বর্ণনা করা যায় না, বা সহায়ক আইনের মতবাদের আওতার মধ্যে এই ধরনের ক্ষমতা নেই। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে প্রিভি কাউন্সিলের তাদের লর্ডশিপ কখনই এই বিস্তৃত প্রস্তাবে তাদের অনুমোদন দেয়নি যে আইনসভা নিজেই যা করতে পারে, এটি একই কাজ করার জন্য সহ-বিস্তারিত ক্ষমতা সহ একজন এজেন্ট নিয়োগ করতে পারে। তারা সতর্কতা অবলম্বন করেছে যে কী পরিমাণে এবং কী পরিমাপে প্রতিনিধিত্ব যোগ্য ছিল। তারা যা অনুমোদন করেছিল তা হল আইন প্রণয়নের আনুষঙ্গিক কর্তৃপক্ষের অর্পণ বা প্রবিধান এবং উপ-আইন তৈরির জন্য মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব এবং আর কিছু নয়। আইনটি কী হতে পারে তা ঘোষণা করার ক্ষমতা তাদের প্রভুত্বের কাছে ছিল না। কখনও অর্পণ করা হবে বা এই জাতীয় প্রতিনিধিদল কানাডার পার্লামেন্ট বা ভারতীয় আইনসভার অন্তর্বর্তী হবে।

এটা দাবি করা হয়েছিল যে এই ক্ষেত্রে তাদের লর্ডশিপ ধারণ করে যে আইনসভা প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। আমার মতে, তাদের লর্ডশিপদের দ্বারা ব্যবহৃত ভাষার উপর এমন একটি নির্মাণ স্থাপনের কোন যুক্তি নেই যখন তারা একটি যুক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন যা তাদের সামনে বিজ্ঞ কৌঁসুলির দ্বারা রাখা হয়েছিল।

দ্য ইনিশিয়েটিভ এবং রেফারেন্ডাম আইন (১) হল তৃতীয় কানাডিয়ান মামলা যা প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ম্যানিটোবার উদ্যোগ এবং গণভোট আইন দ্বারা বিধানসভা এই বিধান করতে চেয়েছিল যে প্রদেশের আইনগুলি কেবলমাত্র সেই আইনসভার সদস্যদের দ্বারা যাদের তারা নির্বাচিত করবে ভোটারদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে প্রণীত এবং বাতিল করা হবে। এটি আদেশ হয়েছিল যে ধারা ৯২ দ্বারা প্রাদেশিক আইনসভাকে প্রদত্ত ক্ষমতাগুলির মধ্যে লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কার্যালয় ব্যতীত প্রদেশের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং ম্যানিটোবার উদ্যোগ এবং গণভোট আইন সম্পূর্ণরূপে লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে বাদ দেয় নতুন আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ থেকে এবং যে এই অতি প্রাদেশিক আইনসভার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই আইনটি বাতিল ঘোষণা করা হয়। লর্ড হ্যালডেন প্রিভি কাউন্সিলের মতামত প্রদান করেছিলেন, এই আইনটি আইনসভার চরম বিরোধিতা করার পরে, নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করেছিলেন:-:

"এত কিছু বলার পরে, তাদের লর্ডশিপ, এর চেয়ে বেশি সিদ্ধান্ত না নেওয়ার তাদের স্বাভাবিক অনুশীলন অনুসরণ করে কঠোরভাবে প্রয়োজনীয়, এই আইনের বৈধতার জন্য যারা বিরোধিতা করে তাদের মুখোমুখি হতে হবে এমন আরেকটি অসুবিধার সাথে শেষ পর্যন্ত মোকাবেলা করবে না। কিন্তু তারা এটিকে সঠিক মনে করে, যেভাবে বিষয়টি নীচের আদালতে উত্থাপিত হয়েছে, তার বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য। ১৮৬৭সালের আইনের ৯২ ধারা একটি প্রদেশের আইনসভার ক্ষমতা তার আইনসভা এবং শুধুমাত্র সেই আইনসভার কাছে অর্পণ করে। নিঃসন্দেহে একটি শরীর, কানাডায় একটি প্রাদেশিক আইনসভার দ্বারা উপভোগ করা বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা এতটাই যথেষ্ট, পারে, তার নিজস্ব ক্ষমতা অক্ষত সংরক্ষণ করার সময়, অনুসন্ধান

(১) [১৯১৯] এ.সি. ৯৩৫।

সহায়তা বা অধস্তন সংস্থাগুলি যেমন করা হয়েছিল যখন হজ বনাম দ্য কুইন(১) অন্টারিওর আইনসভাকে সরাই সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়নের জন্য বোর্ড অফ কমিশনার কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যস্ত করার অধিকার রাখা হয়েছিল; কিন্তু এটি অনুসরণ করে না যে এটি তার নিজস্ব ক্ষমতার সাথে একটি নতুন আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তৈরি করতে এবং প্রদান করতে পারে যা আইন দ্বারা সৃষ্ট নয় যার কাছে এটি তার নিজস্ব অস্তিত্বের ঋণী। তাদের লর্ডশিপগুলি সাংবিধানিক প্রশ্নগুলির অভিকর্ষের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা ছাড়া আর কিছুই করে না যা এইভাবে উদ্ভূত হয়।"

এই পর্যবেক্ষণগুলি হজ বনাম দ্য কুইন(১)-এ সিদ্ধান্তের অনুপাতের পুনরাবৃত্তি করে এবং তারা এই কথা বলে না যে আইনসভার আইনগুলিকে সংশোধন বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা আইনী ক্ষমতার প্রতিনিধি দ্বারা দেওয়া যেতে পারে। এটা অবশ্য, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের প্রভুত্ব স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এটি নির্ধারণ করেছেন যে ধারা ৯২ আইনসভার ক্ষমতা তার আইনসভার এবং সেই আইনসভার কাছেই অর্পণ করে এবং অন্য কাউকে দেয় না। লর্ড হ্যালডেনের মন্তব্যের অন্তর্নিহিত নীতিটি এভাবে বলা হয়েছে স্ট্রীটের বই অন দ্য ডকট্রিন অফ আল্ট্রা ভাইরেসে, পৃষ্ঠা ৪৩০-এ

"এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত, যে আইনটি "ক্ষমতা বহির্ভূত" ছিল, তা সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিনিধি দলের ভিত্তিতে পরিণত হয়নি, তবে এই মন্তব্যগুলি প্রস্তাব করে যে একটি আইনসভাকে সাধারণত আইন প্রণয়নের দায়িত্ব পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না, যদিও এটি প্রধান হিসাবে আইন প্রণয়ন করতে পারে। নীতিমালা এবং বিবরণ অধীনস্থ সংস্থার কাছে ছেড়ে দিন।"

কিং বনাম ন্যাট বেল লিকারস লিমিটেডের ক্ষেত্রেও উল্লেখ করা যেতে পারে। লিকার আইন (৬ জিও. ভি, সি. ৪, আলবার্টা) ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন, ১৮৬৭-এর অধীনে প্রদেশের ক্ষমতার অন্তর্গত ছিল এবং এটি পাওয়া গেছে যে এটি সরাসরি আইন আইন (৪ জিও. ভি, সি. ৩, আলবার্টা) এর অধীনে একটি জনপ্রিয় ভোটের অনুসরণে পাস হওয়ার কারণে এটি "ক্ষমতা বহির্ভূত" নয়। এখানে আইনটি প্রাদেশিক আইনসভা নিজেই তৈরি করেছিল এবং এটি আইনসভার উদ্ধৃত হাউসের নিয়মিত পদ্ধতি অনুসারে পাস হয়েছিল। এই কাস্ট. বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল দ্বারা উত্থাপিত বিতর্কের জন্য কোন কর্তৃপক্ষ নেই।

(১) ৯ অ্যাপ। মামলা ১১৭। (২) [১৯২২] ২ এ. সি. ১২৮।

প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া পরবর্তী কানাডিয়ান মামলাটি ক্রফট বনাম ডানফি(১) এ রিপোর্ট করা হয়েছে। চোরাচালান বিরোধী বিধানগুলি আঞ্চলিক সীমার বাইরে কাজ করে যা দীর্ঘদিন ধরে ইম্পেরিয়ালের অংশ ছিল শুল্ক আইন এবং সম্ভবতহিসাবে গণ্য করা হয় এর কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজনীয় বৈধ এবং সাংবিধানিক ক্ষমতার পরিধির মধ্যে রাখা হয়েছিল। এই কেসটি কোন নতুন চিন্তাধারার পরামর্শ দেয় না, যা ইতিমধ্যেই রাণী বনাম বুরাহ(২), বা হজ বনাম দ্য কুইন (৩) এ বিবেচনা করা হয়নি। শ্যানন বনাম লোয়ার মেইনল্যান্ড ডেইরি প্রোডাক্টস বোর্ড (৪) এমন একটি কেস যেখানে প্রশ্ন করা হয়েছে প্রাকৃতিক পণ্য বিপণন আইন নিয়ন্ত্রণ বা প্রবিধান এবং লাইসেন্স ফি আরোপ স্কিম প্রাদেশিক আইনের অন্তর্গত ছিল কিনা তা উঠে এসেছে। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে কাউন্সিলে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা বা তাকে প্রতিনিধি দলের আরও ক্ষমতা দেওয়া প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষমতার মধ্যে ছিল না। এই বিতর্কটি নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলির সাথে পূরণ করা হয়েছিল: -

"আপত্তিটি প্রাদেশিক আইনসভা তার পরিধির মধ্যে বিষয়গুলি পরিচালনা করার সময় যে অধিকারগুলি উপভোগ করে তার ধ্বংসাত্মক বলে মনে হয়। এমন অসংখ্য ঘটনা উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয় যেখানে আইনসভা বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার কাছে একই ধরনের ক্ষমতা অর্পণ করেছে। অতীত অনুশীলনের ভিত্তিতে প্রতিনিধিদল বহাল ছিল।"

যতদূর আমি নিশ্চিত করতে পেরেছি, অতীতের অনুশীলনটি একটি সংবিধির নীতি চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় এবং আনুষঙ্গিক ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রে ছিল।

পাওয়েল বনাম অ্যাপোলো ক্যান্ডেল কো.(৫) ১৮৮৫ সালে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়েও উল্লেখ করা হয়েছিল। সেখানে ১৮৭৯ সালের শুল্ক নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৩৩ ধারার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে যা কর্তৃপক্ষ একটি আদেশের অধীনে পরিষদ কিছু শুল্ক আরোপ করে । ধারাটি সংবিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ঔপনিবেশিক আইনসভাকে দায়িত্ব আরোপ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল নিজেরাই সম্পাদন করতে হবে।

(১) [১৯৩৩]টি এ.সি. ১৫৬। (৪) [১৯৩৮] এ.সি.৭০৮।

(২) ৫ আই এ. ১৭৮। (৫) ১০টি অ্যাপ। কাস। ২৮২।

(৩) ৯ অ্যাপ। ক্যাস, ১১৭।

শুধুমাত্র এবং সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে গভর্নর বা অন্য কারো কাছে ন্যস্ত করা যাবে না। এই আপত্তির উত্তর নিম্নরূপ:-

"অর্ডার ইন কাউন্সিলের অধীনে ধার্য করা দায়িত্বগুলি সত্যিই সেই আইনের কর্তৃত্ব দ্বারা ধার্য করা হয় যার অধীনে আদেশটি জারি করা হয়েছিল। আইনসভা গভর্নরের তার নিখুঁত নিয়ন্ত্রণের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং অর্পিত ক্ষমতা প্রত্যাহার বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে।"

অর্পিত ক্ষমতার এই নির্মাণের উপর, যে প্রতিনিধি যা করছেন তা আইনের কর্তৃত্বে করা হয়েছে, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণের প্রশ্নই ওঠে না।

ফোর্ট ফ্রান্সেস পাল্প এবং পাওয়ার কোং বনাম মনিটোবা ফ্রি প্রেস(১), কো-অপারেটিভ কমিটি অন জাপানিজ কানাডিয়ান বনাম কানাডার অ্যাটর্নি-জেনারেল (২), এবং কো-অপারেটিভ কমিটি বনাম কানাডার অ্যাটর্নি-জেনারেল (৩) উদ্ধৃত করেছেন বার এ বর্তমান বিষয়ে একটি মতামত দিতে সহায়ক নয়।

চারটি সাম্প্রতিক কানাডিয়ান কেস এই চরম দৃষ্টিভঙ্গির জন্য উদ্ধৃত করা হয়েছিল যে সংসদ বা আইনসভাকে কার্যকর না করার জন্য প্রতিনিধি দলের বিস্তৃত ক্ষমতা রয়েছে এবং এটি করার ক্ষেত্রে এটি সংবিধানের অভ্যন্তরীণ কাজ করে।এর মধ্যে প্রথমটি হল ইন রি জর্জ এডউইন গ্রে(১)। মামলাটি যুদ্ধ ব্যবস্থা আইন, ১৯১৪-এর ধারা ৬-এর অধীনে ছিল, যা যুদ্ধের দক্ষ বিচারের জন্য গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলকে অত্যন্ত বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদান করেছিল। সিদ্ধান্তটি চার থেকে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা দেওয়া হয়েছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি ঘটে: -

"প্রশাসনিক সংস্থাগুলিকে আইনে সমস্ত বিশদ বিবরণ দেওয়ার পরিবর্তে একটি আইনের উদ্দেশ্যগুলি সম্পাদন করার জন্য প্রবিধান প্রণয়নের জন্য অনুমোদন করার অভ্যাসটি সুপরিচিত এবং এর বৈধতা প্রশ্নাতীত কিন্তু বলা হয় যে এই ধরনের প্রবিধান তৈরি করার ক্ষমতা পারে না। সাংবিধানিকভাবে এমন পরিমাণে মঞ্জুর করা হবে যাতে সংবিধানের অধীনে সংশোধিত বা রহিত করা যায়;

(১) [১৯২৩] এ.সি. ৬৯৫। (৩) [১৯৪৭] এ.সি. ৮৭.

(২) [১৯৪৭] ১ ডি এল. আর. ৫৭৭। (৪) ৫৭ এস. .সি.. আর. (কানাডা) ১৫০.

পার্লামেন্ট একাই আইন প্রণয়ন করে, গভর্নর-জেনারেল সেগুলি কার্যকর করতে এবং আদালত সেগুলি ব্যাখ্যা করে, তারপর এটি অনুসরণ করে যে সরকারের মৌলিক শাখাগুলির মধ্যে কেউ সাংবিধানিকভাবে অন্য কোনও শাখার কার্যভার অর্পণ বা গ্রহণ করতে পারে না। রেক্সের বিবেচনায় বনাম হ্যালিডে (১), আমি মনে করি না এই বিস্তৃত প্রস্তাবটি বজায় রাখা যেতে পারে। সংসদ প্রকৃতপক্ষে তার কার্যাবলী ত্যাগ করতে পারে না, যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে যে কোনও হারে এটি তার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে সরকারি আদেশ কার্যকর করতে। এই জাতীয় ক্ষমতাগুলি অবশ্যই সংসদ দ্বারা যে কোনও হারে নির্ধারণের অধীন হতে হবে এবং বলা বাহুল্য যে তার অর্পিত কর্তৃত্বের অধীনে নির্বাহীর কাজগুলি অবশ্যই আইনী ঘোষণার পরিধির মধ্যে পড়তে হবে যার দ্বারা এই কর্তৃত্ব পরিমাপ করা হয়। এটা সত্য যে লর্ড ডুনেডিন রেক্স বনাম হ্যালিডে (১) বলেছেন যে ব্রিটিশ সংবিধান রাজার সম্মতি সাপেক্ষে পার্লামেন্টের দুটি কক্ষকে একটি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্পণ করেছে যা অন্য কোনো পরিস্থিতিতে, আনুগত্য যা একটি বিচারিক সংস্থা দ্বারা বাধ্য করা যেতে পারে। নিঃসন্দেহে এদেশে তা হয় না। আইনের কোন কিছুই সংসদের কর্তৃত্বের উপর কোন সীমাবদ্ধতা আরোপ করে না।"

উদ্ধৃতির প্রারম্ভিক অংশে উল্লিখিত প্রস্তাবে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু যখন বিজ্ঞ বিচারকগণ এই নিয়ম প্রণয়ন করেন যে সংবিধানের কোনো সীমাবদ্ধতার অনুপস্থিতিতে সংসদ নিজের দ্বারা প্রণীত আইন সংশোধন এবং বাতিল করার ক্ষমতা কোনো বহিরাগত কর্তৃপক্ষের কাছে অর্পণ করতে পারে, যদি না তা তার কার্যাবলী পরিত্যাগের সমান হয় আমার নম্র মতামত সঠিক বলে মনে হচ্ছে। প্রথম দৃষ্টান্তে, এই পর্যবেক্ষণগুলি মৌলিক প্রস্তাবের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয় যে কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর অর্পিত একটি দায়িত্ব এবং যেটি সেই সংস্থার দ্বারা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদিত হবে তা একটি বহিরাগত সংস্থার কাছে ন্যস্ত করা যেতে পারে যা সেই দায়িত্ব পালনের পদ্ধতির কোনও নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এবং যা কখনই এটি সম্পাদনের জন্য অর্পিত হত না। অধিকন্তু, একটি আইন প্রণয়নকারী সংস্থা কর্তৃক ত্যাগের অগত্যা একটি পরিমাণের প্রয়োজন হয় না

(১) [১৯১৭] এ.সি. ২৬০.

এটি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়করণ। ত্যাগ আংশিক বা সম্পূর্ণ হতে পারে। এটি অবশ্যই ত্যাগের সমান হবে যখন আইনী তালিকার একটি বিষয়ের বিষয়ে যে সংস্থাটি বলে যে এটি সেই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করবে না তবে এটি অন্য কারও কাছে এটির উপর আইন প্রণয়নের জন্য ছেড়ে দেবে। এটি হবে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণ যা অনুমোদিত নয়। এই অনুমানের জন্য কোন যুক্তি নেই যে "ত্যাগ" অভিব্যক্তিটি শুধুমাত্র তখনই প্রযোজ্য যখন এই জাতীয় দেহের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি বা আইনগত বিলুপ্তি ঘটে।. আমার মতে, এটি আইন প্রণয়নের ক্ষমতার ত্যাগ যখন একটি আইনসভা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করে এবং অন্য কাউকে সেই কাজটি সম্পাদন করার জন্য অর্পণ করে।অক্সফোর্ড ডিকশনারী অনুসারে "অ্যাডিকেশন" এর অর্থ হল বিসর্জন, হয় আনুষ্ঠানিক বা ভার্চুয়াল সার্বভৌমত্ব বা অন্যান্য উচ্চ বিশ্বাস। এটি উচ্চ ট্রাস্টের ভার্চুয়াল পরিত্যাগ যখন ট্রাস্টের সাথে অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্য কাউকে বলে যে তার উপর অর্পিত কার্যগুলি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সেই অন্য ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদন করা হবে। যাই হোক না কেন, এই রায়ের আগের অংশে আলোচিত প্রিভি কাউন্সিলের তাদের প্রভুত্ব এর সিদ্ধান্তের উপর উপরের উদ্ধৃতিতে যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তা সমর্থন করা যায় না।বিচারপতি ডাফ তার দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করেছেন:-

"এই ধরনের আইনের প্রভাবের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি হল যে অধস্তন সংস্থা যার মধ্যে একটি আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ ন্যস্ত করা হয়েছে সেটি আইনসভার এজেন্ট বা অঙ্গ হিসাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে এবং এজেন্টের কাজগুলি কার্যকর হয়৷ পূর্ববর্তী ঘোষণার ভিত্তিতে যে তাদের আইনের বল থাকবে।"

এই পর্যবেক্ষণগুলি, আমার মতে,- এবং আমি অত্যন্ত সম্মানের সাথে বলছি-কোনও আইনগত নীতিতে আবার সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এমন কোনো আইনের আগাম অনুমোদন হতে পারে না যা এখনো জন্মায়নি বা কল্পনাও করা হয়নি। তাছাড়া, আইন প্রণয়নের জন্য আইনসভার একটি অঙ্গ শুধুমাত্র সংবিধান দ্বারা তৈরি করা যেতে পারে এবং আইনসভার দ্বারা নয় যা সংবিধানের দ্বারা সেই ক্ষমতার সাথে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।এই মামলায় বিজ্ঞ ভিন্নমত পোষণকারী বিচারক পর্যবেক্ষণ করেন যে জনগণের ইচ্ছার কাছে পাইকারি আত্মসমর্পণ

স্বৈরাচারী ক্ষমতা সাংবিধানিক আইনে বা তাদের পূর্বপুরুষদের অতীত ইতিহাস দ্বারা ন্যায়সঙ্গত হবে না। এই পর্যবেক্ষণগুলি ক্ষমতার ক্ষেত্রে করা হয়েছিল।প্রতিনিধিকে প্রদত্ত সংশোধন বা বাতিলের। এই রায়ে আমি আগেই বলেছি, এমন ক্ষমতা ব্রিটিশরাও ব্যবহার করেনি সংসদ এবং ডনফমোর কমিটি সুপারিশ করেছে যে যতদূর সম্ভব এর অনুশীলন ত্যাগ করা উচিত। এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত, আমার মতে, রেফারেন্সের সাথে জড়িত প্রশ্নে একটি সঠিক উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য একটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নয়।

পরবর্তী যে ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল তা হল রেফ রেগুলেশনস (রাসায়নিক) (১)। অস্ত্র ও সরবরাহ আইন এবং যুদ্ধ ব্যবস্থা আইনের দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে তৈরি রাসায়নিক সম্পর্কিত প্রবিধানের সাথে এই মামলাটি উদ্ভূত হয়েছিল। প্রশ্ন ছিল এই প্রবিধানগুলি কি সংবিধানের "ক্ষমতা বহির্ভূত" ছিল। এটি আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে একটি অংশ ব্যতীত প্রবিধানগুলি "ক্ষমতাধীন" ছিল, এবং এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে যুদ্ধ ব্যবস্থা আইন কার্যকরী সরকারকে একটি আইনসভায় রূপান্তর করার চেষ্টা করে না যে অর্থে কানাডার সংসদ এবং প্রদেশগুলির আইনসভাগুলি আইনসভা। এবং প্রবিধানগুলি কেবলমাত্র যুদ্ধ ব্যবস্থা আইন থেকে আইনী শক্তি লাভ করে। রিলায়েন্সকে কুইন বনাম বুরাহ (২) এবং হজ বনাম দ্য কুইন (৩) এর উপর রাখা হয়েছিল। একজন বিজ্ঞ বিচারক পর্যবেক্ষণ করেছেন যে সর্বোচ্চ "ডেলিগেটাস নন-পোটেস্ট ডেলিগার" হল এজেন্সির আইনের একটি নিয়ম এবং আইনসভার আইনে এর কোনও প্রয়োগ নেই, যে প্রতিনিধিত্ব ক্ষমতা একেবারে অপরিহার্য হচ্ছে যে পরিস্থিতিতে একটি কার্যকরী আইন প্রমাণ করার জন্য যুদ্ধ ব্যবস্থা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, ক্ষমতাকে সেই আইনে সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার অংশ হিসেবে গণ্য করতে হবে। অন্য একজন বিজ্ঞ বিচারক পর্যবেক্ষণ করেছেন যে সর্বোচ্চটি শুধুমাত্র এজেন্সির আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এর কোন প্রয়োগ নেই।তৃতীয় একজন বিজ্ঞ বিচারক, অবশ্য, বলেছেন যে উপরে উদ্ধৃত ম্যাক্সিমটিতেও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদানের আবেদন ছিল কিন্তু সংসদ তা করেনি।

(১) [১৯৪৩] এস.সি.আর. (কানাডা) ১.

(২) ৫ আই. এ ১৭৮।

(৩) ৯ অ্যাপ। কাস। ১১৭।

নিজেকে নির্মূল করেছে, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এটির সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল যুদ্ধ ব্যবস্থা আইন সংশোধন বা বাতিল করা।আমার মতে, ইতিমধ্যে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, এই ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণগুলি রানী বনাম বুরাহ (১) এবং হজ বনাম দ্য কুইন (২) তে প্রিভি কাউন্সিলের তাদের লর্ডশিপ দ্বারা নির্ধারিত নিয়মের বাইরেও যায় এবং তা সমস্যার সমাধানের জন্য একটি সত্য গাইড ন্য ।

নোভা স্কোটিয়ার অ্যাটর্নি-জেনারেল বনাম কানাডার অ্যাটর্নি-জেনারেল (৩) এর প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। এই মামলাটি উপরে উদ্‌ধৃত ক্ষেত্রে নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গিকে পূর্ণ সমর্থন দেয় না। সেখানে এটি নির্ধারণ করা হয়েছিল যে কানাডার পার্লামেন্ট বা কোন প্রদেশের আইনসভা কেউই একজনকে অন্যের কাছে অর্পণ করতে পারবে না যথাক্রমে ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন দ্বারা, বিশেষ করে ধারা ৯১ এবং ৯২ দ্বারা তাদের দেওয়া হয়েছে। সংসদ এবং একটি প্রাদেশিক আইনসভাকে প্রদত্ত আইনী কর্তৃত্ব একচেটিয়া এবং ফলস্বরূপ, একে অপরের কাছ থেকে ক্ষমতা প্রদান বা গ্রহণ করতে পারে না, যদিও প্রত্যেকে অধস্তন সংস্থার কাছে অর্পণ করতে পারে।আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার প্রশ্নে, বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন যে "প্রধানমন্ত্রী যেমন যুদ্ধ ব্যবস্থা আইনের অধীনে ইন জর্জ এডউইন গ্রে (৪) এবং রেফ. রেগুলেশনস (কেমিক্যালস) (৫) তে মোকাবিলা করা হয়েছিল তা ছিল প্রতিনিধিদল সংসদের অধীনস্থ একটি সংস্থার কাছে এবং এখন আদালতে জমা দেওয়া বিল দ্বারা বোঝানো প্রতিনিধিদল থেকে আলাদা চরিত্রের ছিল।" এই ক্ষেত্রে প্রতিনিধিদলের সাধারণ প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্ট ইন দ্য ইনিশিয়েটিভ এবং রেফারেন্ডাম আইন (৬) বা হজ বনাম দ্য কুইন(৭) এ যা বলা হয়েছে, সেই নিয়মের বাইরে অগ্রসর হয়নি।

সবশেষে ওইমুইট বনাম বাজি (৮) মামলারও উল্লেখ করা যেতে পারে। বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল কানাডার সংসদ তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে এবং এই ধরনের প্রতিনিধিদল তার ক্ষমতার মধ্যে ছিল এই প্রভাবে বিচারপতি ডেভিস -এর নির্দিষ্ট নির্দেশের উপর নির্ভর করেছিলেন। বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি প্রকাশ করেননি

(১) ৫ আই. এ ১৭৮।

(২) ৯ অ্যাপ। কাস। ১১৭।

(৩) [১৯৫০] ৪.ডি এল.আর . ৩৬৯।

(৪) ৫৭ এস.সি.আর . ১৫০

(৫) [১৯৪৩] ডি এল.আর ২৪৮।

(৬) [১৯১৯] এ.সি. ৯৩৫।

(৭) ৯ অ্যাপ। কাস। ১১৭।

(৮) ৪৬ এস.সি.আর. এল (কানাডা) ৫০২।

বিষয় কোন মতামত; যখন বিচারপতি ইন্দিংটন এই ভিউতে সাবস্ক্রাইব করতে প্রস্তুত ছিল না। অন্য বিচারপতিরা বিষয়টি মোটেও বিবেচনা করেননি। আমার মতে, এইমন্তব্য, যার সুষ্ঠুতা অন্য বিচারকদের দ্বারা সন্দেহ করা হয়েছিল, এই ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে খুব বেশি সহায়ক নয়।

এই বিষয়ে কানাডিয়ান কেসগুলি পরীক্ষা করে দেখে মনে হয় যে এই পর্যায়ে স্ট্রিট অন দ্য ডকট্রিন অফ আল্ট্রা ভাইরেজ একটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হচ্ছে, যা ঔপনিবেশিক আইনসভাগুলির প্রকৃত অবস্থান বর্ণনা করে এবং প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা ব্যবহৃত ভাষার অর্থ প্রকাশ করে। যে ক্ষেত্রে আইনসভাগুলি ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের এজেন্ট নয় :-

"যদিও এটা সত্য যে ঔপনিবেশিক আইনসভাগুলি কেবল সাম্রাজ্য সরকারের এজেন্ট নয়, এটাও সত্য যে তারা নিরবচ্ছিন্ন প্রধান নয়।তাদের সংবিধানের শর্তাবলী তারা অন্তত বিষয় এবং এলাকা হিসাবে সীমাবদ্ধ, এবং প্রস্তাবিত পরিমাণে, সম্ভবত প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা হিসাবেও। যদি একটি "ক্ষমতা বহির্ভূত" ঔপনিবেশিক আইন ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্ট দ্বারা অনুমোদিত হতে পারে, এজেন্সির অন্তর্নিহিততা রয়েছে। তাদের সংবিধানের আওতার বাইরে কোনো কিছু করা, যেমন যখন কানাডার ডোমিনিয়ন ম্যানিটোবা (১) প্রদেশ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সাম্রাজ্যিক আইনের প্রয়োজন। এটি প্রদর্শিত হবে যে একটি আইনসভা, একটি সাধারণ প্রধান হিসাবে, তার কর্তৃত্বের অধীনে করা কাজগুলিকে অনুমোদন করতে পারে না (২)। একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে, অ-সার্বভৌম আইনসভাগুলি হল, এবং যতক্ষণ না তারা তাদের সংবিধান প্রত্যাখ্যান না করে, ততক্ষণ ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের প্রতিনিধিদের থাকতে হবে। তারা তাই প্রিভি কাউন্সিল (৩) দ্বারা গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু বিশেষাধিকারের ক্ষেত্রে যেমন একটি সূত্রকে খুব কঠোরভাবে প্রয়োগ করা অনৈতিক হবে, তেমনি উপনিবেশগুলি বা তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করার জন্য এজেন্সির আইনকেও সুসংহত করতে হবে।"

আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণের সাংবিধানিকতার বিষয়ে আমেরিকান আদালতের সিদ্ধান্তগুলি হল, যেমন

(১) ৩৪ ভিক্ট। গ. ২৮।

(২) কমনওয়েলথ বনাম ঔপনিবেশিক গোলাবারুদ কোং ৩৪ সি. এল.আর . ১৯৮. ২২১।

(৩) [১৯০৬] এ.সি., ৫৪২, [১৯১৪] এ.সি. ২৩৭, ২৫৪.

অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে, কোনোভাবেই অভিন্ন নয়। কোন ভাবেই অভিন্ন বিচার বিভাগীয় মতামত কখনও কখনও এই ধরনের প্রতিনিধি দলের বৈধতার বিরুদ্ধে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেনি এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে এটি উদারভাবে এটিকে সাংবিধানিক হিসাবে সমর্থন করেছে এই কারণে যেটি আবার কোনভাবেই কোন আইনগত নীতি থেকে যৌক্তিক কর্তনের উপর ভিত্তি করে নয়, কিন্তু সাধারণত সুবিধার ভিত্তিতে বা "পরিস্থিতি নির্ধারণের" মতবাদের অধীনে এবং কখনও কখনও ঐতিহাসিক বিবেচনার ভিত্তিতে। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সরকারের অন্যান্য শাখা বা স্বাধীন সংস্থার কাছে বা এমনকি জনগণের কাছেও অর্পণ করা যাবে না এই মতবাদ থেকে কখনও সরে যায়নি। আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণের বিরুদ্ধে বিধিটি কেবল সংবিধান দ্বারা বিকশিত তিনটি রাষ্ট্রীয় বিভাগ, আইনসভা, নির্বাহী এবং বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদের ভিত্তিতে নয়। এই মতবাদ সরকারের অন্যান্য শাখায় প্রতিনিধিত্বের উপর একটি সংযম রাখে।স্বাধীন সংস্থা এবং কমিশনে অর্পণ করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা কোকের ম্যাক্সিম, "ডেলিগেটাস নন পোটেস্ট ডেলিগারের" উপর নির্ভর করে। সর্বোচ্চ, যদিও সাধারণত এজেন্সির আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তা একটি সুষ্ঠু বিচারিক নীতিকে মূর্ত করে জনসাধারণের দায়িত্ব পালন এবং উচ্চ ট্রাস্টের দায়িত্ব পালনের জন্য অর্পিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। জনগণের কাছে ফেরত অর্পণের উপর সংযম প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের কিছু ধারণার সাথে আবদ্ধ।

যুক্তিতর্কের সময় সুপ্রিম কোর্টের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তের রেফারেন্স দেওয়া হয়েছিল এবং সাংবিধানিক আইনের উপর কয়েকটি বই থেকে উদ্‌ধৃতি দেওয়া হয়েছিল। আমার মতে তাদের সকলকে উল্লেখ করা দরকারী নয়, তবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথম আমেরিকান মামলা যেটির উল্লেখ প্রয়োজন তা হল ওয়ামান বনাম সাউথার্ড(১), প্রধান বিচারপতি মার্শাল এর একটি সিদ্ধান্ত, যা ১৯২৫ সালে দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্নটি আদালত কর্তৃক প্রণীত কিছু নিয়মের বৈধতা সম্পর্কিত। বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি পর্যবেক্ষণ করেছেন যে কংগ্রেস আদালতে বা অন্য কোনও ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে যা কঠোরভাবে বা একচেটিয়াভাবে আইনী।

(১) ৬ আইন ইডদেন. ২৬২।

কিলবোর্ন বনাম থম্পসন (১), এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে আইন বিভাগ দ্বারা বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে না। ফিল্ড বনাম ক্লার্ক (২) অন্যতম প্রধান এই বিষয়ে আমেরিকায় মামলা করে। এক্ষেত্রে কিছু দায়িত্ব আরোপের ক্ষমতা নির্বাহীকে অর্পণ করা হয়েছিল ক্ষমতা অর্পণ এই ভিত্তিতে বহাল ছিল যে আইনের নীতি আইনসভা দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে, বিশদ বিবরণের বাইরে কাজ করা রাষ্ট্রপতির উপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে যিনি কোনও আইন প্রণয়নকারী ইচ্ছার প্রয়োগ করছেন বলা যায় না তবে কেবলমাত্র কার্যকর করার জন্য অনুমোদিত ছিলেন। আইন তার নীতি নির্বাহে আইনসভার এজেন্ট হিসাবে আইন। এটা দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছিল যে এটি সরকার ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত একটি নীতি ছিল যে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে না।

স্প্রিংগার বনাম ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ (৩), একই মত প্রকাশ করা হয়েছিল। একই লাইনে ইউ.এস. বনাম গ্রেভেনপোর্ট ইত্যাদি কোম্পানির সিদ্ধান্ত (৪)। এটি লক্ষ্য করা গেছে যে একটি প্রাথমিক মান ঠিক করার পরে, বিশদ পূরণ করার ক্ষমতা যথাযথ আইন দ্বারা হস্তান্তর করা যেতে পারে। সেখানে হামলার বিধানটি প্রতিনিধি দল হিসেবে আদেশ দেওয়া হয়নি আইন প্রণয়ন ক্ষমতা কিন্তু নিছক প্রশাসনিক বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে। অদহনুএ বনাম ইউ.এস. (৫) সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের প্রদেয় ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে উদ্বিগ্ন এবং এটি আইনানুগভাবে হ্রাস করা যাবে না বলে মনে করা হয়েছিল। এটি মন্তব্য করা হয়েছিল যে সরকারের তিনটি বিভাগ গঠনের উদ্দেশ্যটি কেবল সুবিধার বিষয় ছিল না বরং দায়িত্বগুলি এড়ানোর জন্য মৌলিক ছিল যাতে প্রত্যেকের কাজগুলিকে করা হয়েছে বলে না বলা যায়। অন্যান্য বিভাগের জোরপূর্বক প্রভাবের অধীনে।

হ্যাম্পটন এন্ড কোং বনাম ইউ.এস.(৬) এর সিদ্ধান্তটি প্রধান বিচারপতি টাফ্ট -এর প্রায়শই উদ্‌ধৃত রায়। সেই রায় থেকে নিম্নলিখিত নির্যাসগুলি সুবিধার সাথে উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে:-

"এটি জাতীয় মৌলিক আইনের লঙ্ঘন যদি কংগ্রেস তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ছেড়ে দেয় এবং রাষ্ট্রপতির কাছে বা বিচার বিভাগীয় শাখায় স্থানান্তর করে, অথবা যদি।

(১) ১০৩ ইউএস ১৬৮।

(২) ১৪৩ ইউএস ৬৪৯।

(৩) ২৭৭ ইউএস ১৮৬।

(৪) ২৮৭ ইউএস ৭৭।

৫) ২৮৯ ইউএস ৫১৬।

(৬) ২৭৬ ইউএস ৩৯৪।

আইন এটি নির্বাহী ক্ষমতা বা বিচারিক ক্ষমতা দিয়ে নিজেকে বা তার সদস্যদের বিনিয়োগ করার চেষ্টা করে। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে তিনটি শাখা একটি সরকারের সমন্বিত অংশ নয় এবং প্রত্যেকটি দায়িত্বের ক্ষেত্রে অন্য দুটি শাখার পদক্ষেপের জন্য আহ্বান জানাতে পারে না, যেহেতু আমন্ত্রিত পদক্ষেপটি একটি অনুমান হবে না। অন্য শাখার সাংবিধানিক কর্মক্ষেত্র। অন্য শাখা থেকে সহায়তা চাওয়ার ক্ষেত্রে এটি কী করতে পারে তা নির্ধারণ করতে, সেই সহায়তার মাত্রা এবং চরিত্রটি অবশ্যই কমনসেন্স এবং সরকারী সমন্বয়ের অন্তর্নিহিত প্রয়োজনীয়তা অনুসারে নির্ধারণ করতে হবে। কংগ্রেসের ক্ষেত্রটি সমস্ত এবং বিভিন্ন ধরণের আইনী ক্রিয়াকে জড়িত করে এবং কংগ্রেস প্রায়শই নির্বাহী শাখার কর্মকর্তাদের সংজ্ঞায়িত সীমার মধ্যে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পেয়েছে, এই ধরনের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে, তার আইন প্রণয়নের দ্বারা অভিপ্রেত সঠিক প্রভাব সুরক্ষিত করার জন্য। একটি আইনের ব্যাখ্যা করে এবং এর বাস্তবায়নের বিশদ নির্দেশ করে সর্বজনীন প্রবিধান প্রণয়ন করে, এমনকি এই ধরনের প্রবিধান লঙ্ঘনের জন্য শাস্তি প্রদানের জন্যও .....কংগ্রেস তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতার ঠিক কখন ব্যবহার করা উচিত তা নির্ধারণ করতে সুবিধাজনকভাবে নিজেকে অক্ষম বোধ করতে পারে কার্যকর হবে, কারণ ভবিষ্যত অবস্থার উপর নির্ভরশীল, এবং এটি একটি নির্বাহীর সিদ্ধান্তের উপর এই ধরনের সময়ের সংকল্প ছেড়ে দিতে পারে, বা, প্রায়শই রাজ্যের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এটি একটি জেলার বাসিন্দাদের জনপ্রিয় ভোটের উপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। আইন দ্বারা প্রভাবিত হতে হবে।"

পানামা রেফিনিং কো. বনাম ইউ.এস.(১) হল এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আরেকটি অগ্রণী সিদ্ধান্ত বেনোয়ারি লাল শর্মার ক্ষেত্রে (২) ভারতে ক্ষমতা অর্পণ করার বিরুদ্ধে তার সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য বিচারপতি ভারদাচারিয়ার এই সিদ্ধান্তের উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল ছিলেন। প্রধান বিচারপতি হুঘেস এর রায় থেকে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি অবশ্যই উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে:-
"কংগ্রেসকে ত্যাগ করার বা অন্যদের কাছে হস্তান্তর করার অনুমতি নেই, যার সাথে এটি অর্পিত অপরিহার্য আইনী কার্যাবলী। নিঃসন্দেহে আইন প্রায়শই জটিল অবস্থার সাথে জড়িত থাকতে হবে।

(১) ২৯৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩৮৮। (২) [১৯৪৩] এফ.সি.আর. ৯৬.

বিস্তারিত একটি হোস্ট যার সাথে জাতীয় আইনসভা সরাসরি মোকাবেলা করতে পারে না। সংবিধানকে কখনই কংগ্রেসের নমনীয়তা এবং ব্যবহারিকতার প্রয়োজনীয় সংস্থানগুলিকে অস্বীকার করা বলে গণ্য করা হয়নি, যা এটিকে নীতি নির্ধারণ এবং মান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম করবে, এবং নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অধীনস্থ নিয়মগুলি তৈরি করার জন্য নির্বাচিত উপকরণগুলিকে ছেড়ে দেবে। আইনসভা কর্তৃক ঘোষিত নীতি প্রযোজ্য হবে এমন তথ্যের নির্ণয় অনুসারে।"

বিচারপতি কারডোজা, নিম্নলিখিত হিসাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন:-

"একটি প্রয়াসিত প্রতিনিধি দল কোন একক কাজ বা কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যা চিহ্নিত বা স্ট্যান্ডার্ডের রেফারেন্স দ্বারা বর্ণিত হয়েছে তা কার্যকর রোভিং কমিশন।"

কটন মিলস বনাম প্রশাসক (১)-এ বলা হয়েছিল যে প্রয়োজনীয় আইনসভার ক্ষমতা অর্পণ করা যাবে না তবে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং এজেন্সি তৈরি করা যেতে পারে। ইয়াকুস বনাম ইউএস (২) একই প্রভাবে। লিচটার বনাম ইউ.এস.(৩) তে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে একটি সাংবিধানিক ক্ষমতা বোঝায় তার অধীনে কর্তৃত্ব অর্পণ করার ক্ষমতা তার উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য যথেষ্ট। এই ক্ষমতাটি যুদ্ধের ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ যার অধীনে নিযুক্ত করার পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে বিচক্ষণতার অনুশীলন কংগ্রেস দ্বারা তার যুদ্ধ ক্ষমতার কার্যকর ব্যবহারের জন্য অপরিহার্য হতে পারে। প্রশাসনিক কর্তৃত্ব মঞ্জুর করার জন্য কংগ্রেসকে তার নীতি ও মানগুলি নির্দিষ্ট করতে হবে একটি অসাংবিধানিক প্রতিনিধিদল তার নিজস্ব আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন সক্ষম নয় হতে পারে।

এই সিদ্ধান্তগুলি ইঙ্গিত করে যে আমেরিকায় বিচারিক মতামত কংগ্রেস কর্তৃক প্রশাসনিক সংস্থা বা এমনকি স্বাধীন কমিশনের কাছে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণের বিরুদ্ধে। বিভিন্ন পাঠ্য-পুস্তক থেকে উদ্‌ধৃত সমস্ত অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয়, যা পাঠ্য-পুস্তক লেখকদের মতামত ব্যতীত কেবলমাত্র যোগফল

(১) ৩১২ ইউএস ১২৬

(২) ৩২১ ইউএস ৪১৪।

।(৩) ৩৩৪ ইউ এস .৭৪২।

এই বিষয়ে বিভিন্ন আদালতের দেওয়া রায়ের ফলাফল। এই ফলাফলটি, আমার মতে, ক্রফোর্ড তার ২৫, ২৬ পৃষ্ঠার বিধিবিধানের উপর বইতে নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে খুব সঠিকভাবে সংক্ষিপ্ত করেছেন এবং এই বিষয়ে সেই দেশের সাংবিধানিক আইনের বর্তমান অবস্থাকে প্রতিনিধিত্ব করে:-

"সাধারণ নিয়ম হিসাবে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে, ক্ষমতার পৃথকীকরণের ত্রিপক্ষীয় তত্ত্বকে ভেঙে ফেলার প্রচেষ্টা হিসাবে প্রায়শই নয়, বরং প্রয়োজন থেকে এবং সুবিধার জন্য। একটি সামাজিক ব্যবস্থার সাথে আরও বেশি করে ক্রমশ ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠছে। জটিল, আইনসভা কার্যকরভাবে, দক্ষতার সাথে এবং দ্রুততার সাথে আইন প্রণয়নের জন্য বাধ্য হয়েছে, তার কিছু কার্যাবলী অর্পণ করতে, যা সম্পূর্ণরূপে আইন প্রণয়নকারী নয়, অন্যান্য সংস্থাকে, বিশেষ করে প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং বোর্ডগুলিকে এইভাবে অর্পিত ক্ষমতাগুলির মধ্যে সর্বাধিক বিশিষ্ট তথ্য নিশ্চিত করার ক্ষমতা, এবং অন্যান্য অর্পিত ক্ষমতাগুলির অনেকগুলি, বিশ্লেষণের পরে, এই দুটি প্রধান বা মৌলিক শ্রেণীবিভাগের মধ্যে পড়ে।

"এখন পর্যন্ত, যাইহোক, যেহেতু একজন নির্বাহী কর্মকর্তা বা প্রশাসনিক বোর্ডের কাছে যে কোন ক্ষমতা অর্পণ করা হয়, আইনসভাকে অবশ্যই আইনের নীতি ঘোষণা করতে হবে এবং প্রদত্ত ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এমন আইনি নীতিগুলি ঠিক করতে হবে এবং আইনটি কার্যকর করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা বোর্ডকে গাইড করার জন্য একটি মান প্রদান করতে হবে।এই মানটি খুব অনির্দিষ্ট বা সাধারণ হওয়া উচিত নয়। এটি বিস্তৃত সাধারণ পদে স্থাপন করা যেতে পারে।কার্যনির্বাহী বা প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে গাইড করার জন্য আইনসভা যদি একটি বোধগম্য নীতি নির্ধারণ করে তবে এটি যথেষ্ট। ..... এই সাধারণ মানদণ্ড থেকে, এটা স্পষ্ট যে আদালত বহাল রাখার জন্য যথেষ্ট উদারতা ব্যবহার করে আইন প্রণয়নকারী প্রতিনিধিদল, যদি একটি মান প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধরনের প্রতিনিধিদের আপত্তির বিষয় নয় যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বেআইনিভাবে অর্পণ করা হয়েছে।নীতিমালার মধ্যে কেবলমাত্র বিস্তারিত বিষয়গুলি পূরণ করা, এবং আইনি নীতি এবং মান অনুযায়ী আইনসভা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মূলত মন্ত্রীত্বপূর্ণ চরিত্রে আইন প্রণয়নের পরিবর্তে,এমনকি বিবেচ্য হলেও

বিচক্ষণতা অর্পিত কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত হয়. প্রকৃতপক্ষে, আইন প্রয়োগের পদ্ধতি এবং পদ্ধতিটি আইনী মান অনুযায়ী প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের যুক্তিসঙ্গত বিবেচনার উপর ছেড়ে দিতে হবে।"

তবে এক পর্যায়ে, আমেরিকান আদালতে এমনকি পাঠ্য-পুস্তক লেখকদের মধ্যেও বিচারিক সিদ্ধান্তের অভিন্নতা রয়েছে। আইন প্রণয়ন ও বাতিল করার জন্য সাধারণ ক্ষমতা অর্পণকে একইভাবে অসাংবিধানিক হিসাবে ধরা হয়েছে: [বিচারপতি ভিক্টোরিয়ায় ডিক্সন . এর পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কোং এবং মিকস বনাম ডিগনাম(১)]। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল যে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের এমন একটি সিদ্ধান্তের কোন উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাবে না যেখানে কংগ্রেস নির্বাহীকে এমন প্রবিধান বা অধ্যাদেশ তৈরি করার অনুমতি বা ক্ষমতা দিয়েছে যা বিদ্যমান আইনকে অতিক্রম করতে পারে।

মূসা বনাম গ্যারান্টিড মর্টগেজ কোং অব নিউইয়র্ক (২) ১৯৩৩ সালের জরুরি ব্যাংকিং আইনের একটি ধারা অসাংবিধানিক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল। সেখানে একটি ব্যাংকিং বোর্ডকে কোনো আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং লঙ্ঘনকারী নিয়ম ও প্রবিধানগুলিকে মানিয়ে নেওয়া, বাতিল, পরিবর্তন বা সংশোধন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। প্রশাসনিক আইনের উপর তার দ্বিতীয় সংস্করণে, পি. ১১০, ওয়াল্টার গেলহর্ন নিম্নরূপ বলেছেন:-

"সংবিধান পরিবর্তন বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা অর্পণ, কার্যত, বিতরণ, স্থগিত বা বিধি-প্রণয়ন ক্ষমতা, বা এর একটি সংমিশ্রণের অর্পণ ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও 'পরিবর্তন' বা 'পরিবর্তন' শব্দের নিছক ব্যবহার আইন, আদালত এবং ভাষ্যকারদের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া এনেছে।"

এই বইয়ে উল্লিখিত বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে আদালত বলেছে যে একটি আইন পরিবর্তন বা সংশোধন করার ক্ষমতা অর্পণ ক্ষমতা অসাংবিধানিক অর্পণ। প্রফেসর সালমন্ড (বিচারবাবস্থা ১০ম ইদেন পি ১৫৯) দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, সর্বোচ্চ আইনসভা কর্তৃক গৃহীত একটি আইন প্রণয়ন আইন সর্বোচ্চ আইনসভা ছাড়া অন্য কোনো সংস্থা দ্বারা সংশোধন করা যাবে না। রোল্যান্ড বারোর শব্দ ও বাক্যাংশে, "পরিবর্তন" শব্দটিকে "পরিবর্তন, প্রসারিত বা প্রসারিত করা, সীমাবদ্ধ বা সীমাবদ্ধ" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে এক

(১) ৪৬ সি.এল আর. ৭৩. (২) ২৩৯ অ্যাপ। বিভাগ ৭০৩।

এই শব্দের অর্থ হল "আংশিক পরিবর্তন বা আমূল পরিবর্তন ছাড়াই পরিবর্তন করা।" একই অভিধানটি "পরিবর্তন" শব্দের নিম্নলিখিত অর্থ দেয়: "এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে একটি পরিবর্তিত রূপ বা বৈচিত্র্য।" স্টিভেনস বনাম জেনারেল স্টিম নেভিগেশন কোং লিমিটেড (১) এ বলা হয়েছে যে পরিবর্তন একটি পরিবর্তন বোঝায়। এটি একটি প্রাক্তন আইনের বিধানগুলিকে সংকুচিত বা প্রসারিত করতে পারে৷ আমার মতে, আমেরিকান সিদ্ধান্তে গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি যে কংগ্রেসের একটি আইন সংশোধন করার জন্য কর্তৃত্ব অর্পণ অসাংবিধানিক তা সম্পূর্ণরূপে "পরিবর্তন" অভিব্যক্তির অর্থ দ্বারা বহন করা হয় যদিও এই দৃষ্টিভঙ্গি ওয়াল্টার গেলহর্ন পছন্দ করেননি। শেষ করার আগে, বেকারস ফান্ডামেন্টাল ল থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করার বিপরীত যা আমেরিকান সিদ্ধান্তগুলি যে নীতির উপর ভিত্তি করে এবং সেই সিদ্ধান্তগুলির বিষয়ে আমার নিজের মতামতের সাথে মিলে যায়। প্যাসেজটি এভাবে চলে:

"আমাদের আমেরিকান সরকারের তিনটি কো-অর্ডিনেট শাখায় বিভাজন অগত্যা তিনটি বিভাগের যেকোন একটিকে তার কর্তৃত্ব অন্য দুটিকে বা তাদের যেকোন একটিকে অর্পণ করতে বাধা দেয়, তবে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করা যায় না এমন অন্যান্য কারণ রয়েছে৷ প্রতিনিধি সরকারী ভেস্ট ভোটের কর এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যে, নাগরিক সরকারের কাছে পরিচিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং পবিত্র আস্থা জনগণের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনের প্রতি যথাযথ বিবেচনা রেখে বিচক্ষণতা এবং সঠিক রায় প্রয়োগ করতে হবে। কার্যনির্বাহী এবং বিচার বিভাগ, করদাতাদের প্রতিক্রিয়া এবং সাধারণ জনগণের কল্যাণের জন্য এটি একটি স্ব-স্পষ্ট প্রস্তাব হিসাবে অনুসরণ করে যে একটি করের সম্মতি প্রদানের ক্ষেত্রে একটি প্রতিনিধি বিধানসভাকে অবশ্যই তার নিজস্ব রায় ব্যবহার করতে হবে; একটি সুনির্দিষ্ট এবং নির্দিষ্ট হার নির্ধারণ করে বা করদাতাদের উপর একটি সমষ্টিগত পরিমাণ নির্ধারণ করে করের পরিমাণ স্পষ্টভাবে এবং ইতিবাচকভাবে নির্ধারণ করতে হবে এবং একটি আইন প্রণয়ন করার সময় এটি অবশ্যই নিজেকে প্রকাশ করতে হবে যে আইনটি যখন আইন বিভাগ থেকে চলে যায় একটি সম্পূর্ণ আইন। তাই এটি সাংবিধানিক আইনের সর্বোচ্চ একটি আইন প্রণয়ন সংস্থা

(১) [১৯০৩] ১ কে.বি. ৮৯০।

ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে না। যদি একটি প্রতিনিধি আইন প্রণয়নকারী সংস্থার ক্ষমতা অর্পণ করতে সক্ষম হয় তবে এটি নির্বাহী বিভাগের কাছে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য উন্মুক্ত ছিল।যা হবে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ধ্বংসাত্মক এবং স্বৈরতন্ত্রের দিকে ফিরে আসা। শুধু আইন প্রণয়ন ক্ষমতার প্রকৃতিই নয়, প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের অস্তিত্বই এই মতবাদের ওপর নির্ভর করে যে এই ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাবে না।"

অস্ট্রেলিয়ান সংবিধান আমেরিকান মডেল অনুসরণ করে (৬৩ এবং ৬৪, ভিসি, সি. ১২ই, জুলাই ১৯০০ সালে পাস)। কমনওয়েলথের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ফেডারেল পার্লামেন্টে ন্যস্ত। নির্বাহী ক্ষমতা রাণীর উপর ন্যস্ত থাকে, যখন বিচারিক ক্ষমতা একচেটিয়াভাবে আদালতে ন্যস্ত থাকে। সাংবিধানিক আইনের ৫১ এবং ৫২ ধারায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতার ব্যাপ্তি উল্লেখ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ক্ষমতা রাজ্যগুলিতে ন্যস্ত।

আমাদের কাছে উদ্‌ধৃত প্রথম অস্ট্রেলিয়ান মামলা হল ব্যাক্সটার বনাম আহ ওয়ে (১)। এটি ১৯০৯ সালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এটি আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে কাস্টমস আইন এর ধারা ৫২, উপ-ধারা (জি),১৯০১, যা ঘোষণা করে যে সমস্ত পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ ঘোষণা দ্বারা নিষিদ্ধ করা হবে আমদানি নিষিদ্ধ, আইন প্রণয়ন ক্ষমতার প্রতিনিধি নয় কিন্তু শর্তাধীন আইন এবং সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদ দ্বারা সংসদে প্রদত্ত ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। এটি আরও অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে আমদানি নিষিদ্ধ করা সংসদের নিজেই একটি আইনী আইন, উপ-ধারা (ছ) এর প্রভাব হল গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলকে এই নিষেধাজ্ঞাটি কোন শ্রেণির পণ্যগুলিতে প্রযোজ্য হবে তা ঘোষণা করার বিচক্ষণতা প্রদান করা। বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি তার রায়ের সময় নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেন:-

"এই ক্ষমতা আইনসভার দ্বারা অর্পণ করা যায় না এমন যুক্তির ভিত্তিটি এই ক্ষেত্রে পাওয়া যায়....এটা অবশ্যই স্পষ্ট যে প্রতিটি আইনসভা এক অর্থে তার কিছু কার্য অর্পণ করে..... .. এটা বলার উদ্দেশ্য নয় যে আইনসভা নিজেই কাজটি করতে পারে, এটি এক অর্থে কর্তৃত্বের অর্পণ কারণ এটি অন্য সংস্থাকে অনুমোদন করে

(১) ৮ সি. এল .আর . ৬২৬।

এমন কিছু যা এটি নিজেই করেছে। এই ধরনের একটি প্রতিনিধিদল, যদি এটি একটি প্রতিনিধিদল হয়, তা যে কোনও অর্থে আপত্তিজনক বলে বিতর্ক করতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। শর্তসাপেক্ষ আইন পাশ হওয়ার বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই, এই আপত্তিটি ম্যাক্সিম "ডেলিগেটাস নন পোটেস্ট ডেলিগার" বা অন্য কোনো ভিত্তিতে সমর্থন করা যায় না, এটি সেই ধরণের একটি মামলা।'

বিচারপতি ও'কনর নিম্নরূপ বলেছেন:-"

"করের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ৫১ ধারায় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং সংসদে অর্পিত যে কোনও ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও রয়েছে। এটি সংবিধানের একটি মৌলিক নীতি যে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই ক্ষমতা প্রদানের অন্তর্ভুক্ত।আইন প্রণয়নের ক্ষমতার কার্যকর প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই সংবিধান দ্বারা সেই ক্ষমতা প্রদান করতে হবে... এই ধরনের বিচক্ষণতার অনুশীলনকে আইন প্রণয়ন বলা যাবে না।"

বিচারপতি হিগিন্স বলেছেন:-

"আমার মতে, এখানে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার কোনো প্রতিনিধি দল নেই।"

এই মামলাটি এই নীতির উপর নির্ভর করে যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করা যায় না এবং এই কারণেই এই সীমাবদ্ধ সংবিধিটি মাটিতে শর্তাধীন আইনের ন্যায়সঙ্গত ছিল। যদি আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণ অনুমোদিত হয়, তবে শর্তসাপেক্ষ আইনের একটি রূপ হিসাবে আইনটিকে ন্যায্যতা দেওয়া সম্পূর্ণরূপে অপ্রয়োজনীয় ছিল।

রোচে বনাম ক্রোনহাইমার (১), ১৯২১ সালে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, ডিক্সন (তিনি তখন যেমন ছিলেন) তর্ক করেছিলেন। সেই ক্ষেত্রে প্রশ্নটি শান্তি আইন, ১৯১৯-এর বৈধতা সম্পর্কিত, যা ধারা ২ দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের উপর ক্ষমতা অর্পণ করে প্রবিধান তৈরির অনুমোদন দেয়। আইনটি সাংবিধানিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মিঃ ডিক্সনের যুক্তিতে, এর বৈধতাকে নিম্নলিখিত কারণে আক্রমণ করা হয়েছিল: "এটি ব্যাক্সটার বনাম আহ ওয়ে (২) এর ক্ষেত্রে শর্তাধীন আইন নয়, তবে এটি কার্যনির্বাহীকে সম্পূর্ণরূপে প্রদান করে

(১) ২৯ সি.এল আর. ৩২৯ ।(২) ৮ সি.এল আর. ৬২৬।

একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আইনী ক্ষমতা। সংসদ ছাড়া অন্য কারো হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত করা নিষিদ্ধ। একটি আইন প্রণয়ন যে অন্য সংস্থা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করতে পারে সেই বিষয়ে একটি আইন প্রণয়ন নয়।" সিদ্ধান্তটি এই শর্তে দেওয়া হয়েছিল: -

"এটা বলা হয়েছিল যে সংসদের যদি আইন প্রণয়নের কর্তৃত্ব থাকে, তবে গভর্নর-জেনারেলকে সেই ক্ষমতা প্রদানের কোনো ক্ষমতা নেই। এই বিষয়ে আমাদের হজ বনাম দ্য কুইন (১) এবং রেক্স বনাম হ্যালিডে (২) এবং দ্য ইনিশিয়েটিভ এবং রেফারেন্ডাম আইন (৩) এ, এবং অনেক আকর্ষণীয় যুক্তি এই মামলার প্রথমটির আসল অর্থ এবং প্রভাবের জন্য নিবেদিত ছিল যে এই ফর্মে আইনের বৈধতা ফারে বনাম। বারভেট (৪); ফেরেন্ডো বনাম পিয়ার্স (৬); এবং আমরা সেই সিদ্ধান্তগুলির সঠিকতা সম্পর্কে কোনও তদন্তের প্রস্তাব দিই না।"

তাই এই মামলাটি কার্সাস কিউরিয়ার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, এবং মিঃ ডিক্সন যে বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন তা উত্তরহীন থেকে যায়।

১৯৩১ সালে সুপ্রিম কোর্টের সামনে দুটি মামলা এসেছিল, যার মধ্যে একটি ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারিতে এবং অন্যটি ১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথমটি হল হুডার্ট পার্কার লিমিটেড বনাম কমনওয়েলথ (৮), যেখানে বিচারপতি ডিক্সন. ছিলেন একজন সভাপতিত্বকারী বিচারক। সেই ক্ষেত্রে প্রশ্নটি পরিবহন শ্রমিক আইনের ৩৩ ধারার বৈধতা সম্পর্কিত যা গভর্নর-জেনারেলকে পরিবহন শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়। বিজ্ঞ বিচারক পর্যবেক্ষণ করেছেন যে রোচে বনাম ক্রোনহাইমার (৯) সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে কিছু বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য নির্বাহী ক্ষমতা প্রদানকারী একটি সংবিধি সেই বিষয়ের ক্ষেত্রে আইন। এই নির্মাণের বিষয়ে রোচে বনাম ক্রোনহাইমার (৯) মামলার সিদ্ধান্ত হয়

(১) ৯ অ্যাপ। কাস। ১১৭।

(২) [১৯১৭] এ.সি. ২৬০।

(৩) [১৯১৯] এ.সি.৯৩৫।

(৪) ২১ সি. এল. আর . ৪৩৩।

(৫) ২৪ সি. এল. আর. ১২০।

(৬) ২৫ সি. এল. আর ২৪১।

(৬) ২৫ সি. এল. আর ২৪১।

(৭) ২৫ সি. এল. আর ৫০৬,

(৫) ২৪ সি. এল. আর. ১২০।

(৯) ২৯ সি এলআর ৩২৯।

যতদূর আমি দেখতে পেরেছি, রোচে বনাম ক্রোনহেই মের(১) কিছুই সিদ্ধান্ত নেয়নি এবং এটি তাকানোর সিদ্ধান্তের নিয়মের উপর ভিত্তি করে ছিল।

ভিক্টোরিয়ান ইত্যাদি কোং এবং মিকস বনাম ডিগনান (২) ১৯৩১ সালের নভেম্বরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই ক্ষেত্রে প্রশ্নটি ছিল যে পরিবহন শ্রমিক আইনের ধারা ৩ সংবিধানের অন্তর্গত ছিল কি না কারণ এটি অন্য কিছু থাকা সত্ত্বেও প্রবিধান তৈরির ক্ষমতা অর্পণ করেছিল অন্যান্য আইনে। প্রতিনিধিদলটি "নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা" প্রদানের নাম এবং শৈলীর অধীনে ছিল। সেই মামলায় আপীলকারীদের জানানো হয়েছিল যে তারা ওয়াটারসাইড এমপ্লয়মেন্টের অধিকারের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য দোষী, মেলবোর্নিয়ার একজন ব্যক্তির কাছে ওয়াটারসাইড কর্মী হিসাবে কাজ করার জন্য বেছে নেওয়ার জন্য ওয়াটার-সাইড ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সদস্য নয়, যখন পরিবহন শ্রমিকরা ফেডারেশন উল্লিখিত বন্দরে কাজের জন্য তোলার জন্য উপলব্ধ ছিল। আইনের উপর আক্রমণটি আমেরিকান সাংবিধানিক মতবাদের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল যে কোনও আইন প্রণয়নকারী সংস্থা সরকারের অন্য বিভাগ বা অন্য কোনও কর্তৃপক্ষকে, সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে না। কারণ, এটি বলা হয়েছিল, তার নিজস্ব ক্ষমতার অস্তিত্বের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। এই উচ্চ অধিকার তার নিজের প্রজ্ঞা, বিচার এবং দেশপ্রেমের উপর অর্পণ করা হয়েছে এবং অন্যদের কাছে নয় ব্যক্তিগণ, এটি কার্যকর করার পরিবর্তে ট্রাস্টকে অর্পণ করার উদ্যোগ নিলে এটি চরমভাবে কাজ করবে। এটা অবশ্য বলা হয়েছিল যে, এই নীতি অর্পণকে বাধা দেয়নি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর সরকারের স্থানীয় ক্ষমতা। প্রতিরক্ষাটি ছিল যে আইনটি এই মতবাদের উপর চাপ দেয়নি কারণ এতে সংসদ কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাকে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষমতার পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে এবং সেই অনুযায়ী কেবলমাত্র সেই পরিধির মধ্যে নিজস্ব আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং অর্পণ করেনি। এর কোনো অংশ। বাক্সতের বনাম. য়াহওয়ে(৩) তে বিচারপতি হিগিন্স -এর সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা হয়েছিল, যেখানে দেখা গেছে যে ফেডারেল পার্লামেন্টের যে কোনো এজেন্ট, যেকোনো এজেন্সি ব্যবহার করে যেকোনো ফ্যাশনে তার নিজস্ব আইন প্রণয়নের সম্পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। যে কোনো যন্ত্র যা তার বুদ্ধিমত্তায় চিন্তা করে

(১) ২৯ সি.এল আর. ৩২৯. (২) ৪৬ সি.এল আর.. ৭৩. (৩) ৮ সি.এল আর. ৬৪৬।

কমনওয়েলথের শান্তি, শৃঙ্খলা এবং ভাল সরকারের জন্য উপযুক্ত। বিচারপতি রিচ. মনে করেন যে অধস্তন আইন প্রণয়নের কর্তৃত্ব নির্বাহী বিভাগে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। রচে বনাম ক্রোনহাইমার (১) এর রেফারেন্স তৈরি করা হয়েছিল। বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল বিচারপতি ডিক্সন এর রায়ের উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল ছিলেন। বিজ্ঞ বিচারক এই কথায় আমেরিকান সিদ্ধান্তের উপর তার মতামত প্রকাশ করেছেন:-

"কিন্তু কংগ্রেসের আইনের মধ্যে পার্থক্য কি নিহিত যা কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর নির্দেশনা মেনে চলার প্রয়োজন যা প্রশাসন দিতে সঠিক মনে করে এবং একই বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়ে প্রশাসনকে বিনিয়োগকারী একটি আইন? উত্তর যা সিদ্ধান্তগুলি হ্যাম্পটন এবং বনাম ইউ.এস.(২) তে তাফত প্রধান বিচারপতি কর্তৃক প্রদত্ত আদালতের মতামত অনুসারে এই প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টের সরবরাহ করা হয়েছে.....আমেরিকার আদালতের আইনের বৈধতা সম্পর্কে কোনো মানদণ্ড ছিল না যুক্তিসঙ্গততা ব্যতীত, অনুন্নত বা অনিশ্চিত মানদণ্ডের মুখে চিন্তা ও অভিব্যক্তির সাধারণ আশ্রয়।"

বিজ্ঞ বিচারক তখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কোন বিচারিক ক্ষমতা দেওয়া বা অর্পণ করা যাবে না, কিন্তু তা থেকে এটি অনুসরণ করেনি যে সংসদকে অন্য কোন অঙ্গ বা সংস্থার কাছে অপরিহার্যভাবে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা হস্তান্তর থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। পূর্বের একটি সিদ্ধান্তে বিজ্ঞ বিচারক মতামত ব্যক্ত করেছিলেন যে সরকারের পৃথক অঙ্গগুলির মধ্যে ক্ষমতার সাংবিধানিক বণ্টনের জন্য সময় অতিবাহিত হয়েছে, একটি অপারেশন যা আইন প্রণয়ন ক্ষমতাকে সংসদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে যাতে এটিকে নির্বাহী বিভাগে রাখা থেকে বিরত রাখা যায়। একটি কর্তৃত্ব মূলত আইন প্রণয়নকারী এবং তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি সেই মতামত বা তার অভিব্যক্তি পরিবর্তন করতে প্রস্তুত নন যে প্রভাবে রোচে বনাম ক্রোনহাইমার (১) সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে একটি সংবিধি যা কিছু বিষয়ে নির্বাহীকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে। সংসদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার একটি বিষয়ের মধ্যে সেই বিষয় এবং ক্ষমতার বণ্টন সংক্রান্ত একটি আইন

(১) ২৯ সি. এল.আর . ৩২৯। (২) ২৭৬ ইউএস ৩৯৪,৪০৬।

আইন প্রণয়নে সংসদকে বাধা দেয় না। বিজ্ঞ বিচারক তখন বলতে লাগলেন:-
"এর মানে এই নয় যে নির্বাহী বিভাগের কাছে আইনের আস্থাশীল কর্তৃপক্ষ বৈধ হবে, বিষয়বস্তু যতই বিস্তৃত বা অস্পষ্ট হোক না কেন, যদি তা ফেডারেল ক্ষমতার সীমানার বাইরে না পড়ে..... ক্ষমতার বণ্টন বৈধতাকে প্রভাবিত করে এমন ওজনের কোন বিবেচনার যোগান দিতে পারে না.....এটা স্বীকৃত হতে পারে যে সংবিধানে যে পদ্ধতিতে ক্ষমতার পৃথকীকরণ সম্পন্ন হয়েছে তা যৌক্তিক বা তাত্ত্বিকভাবে সংসদকে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার একচেটিয়া ভান্ডারে পরিণত করে। অধস্তন আইন অনুমোদনের ক্ষমতার সংসদে অস্তিত্বকে সেই আইন প্রণয়ন ক্ষমতার ধারণার জন্য দায়ী করা যেতে পারে যা বিচারিক বিশ্লেষণের উপর কম এবং সম্ভবত ব্রিটিশ আইনের ইতিহাস এবং ব্যবহার এবং ইংরেজি আইনের তত্ত্বের উপর বেশি নির্ভর করে। এই ধরনের অধীনস্থ আইন সংসদীয় নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং স্বাধীন ও অযোগ্য কর্তৃপক্ষের অভাব রয়েছে যা সত্যিকারের আইন প্রণয়নের ক্ষমতার একটি গুণ।"

এটা আমার কাছে মনে হয় যে তার চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বিজ্ঞ বিচারকের রায় এগিয়েছে, যেমনটি তার দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে, ব্রিটিশ আইনের ইতিহাস এবং ব্যবহার এবং ইংরেজি আইনের তত্ত্বের উপর এবং অস্ট্রেলিয়ান সংবিধানের কঠোর নির্মাণের উপর নয়। যা বিজ্ঞ বিচারক অকপটে স্বীকার করেছেন যে যৌক্তিক বা তাত্ত্বিকভাবে সেই ক্ষেত্রে বৈধ মানের অর্পণ করার ক্ষমতা সংবিধানের কাঠামোতে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। আমি সুনির্দিষ্টভাবে বিজ্ঞ বিচারকের দ্বারা টানা পার্থক্যটি অনুসরণ করতে সক্ষম হইনি যে তার দ্বারা ন্যায্যতা প্রমাণিত প্রতিনিধিদল ফেডারেল ক্ষমতার সীমানার মধ্যে পড়ে এমন কোনও বিষয়ের সম্পূর্ণ পরিমাণে প্রতিনিধিদলকে অন্তর্ভুক্ত করেনি। এই অত্যন্ত বিদ্বান এবং বিশিষ্ট বিচারকের পর্যবেক্ষণগুলি গভীরভাবে বিবেচনা করার পরে আমি মনে করি যে এগুলি বর্তমান রেফারেন্সের সিদ্ধান্তের জন্য নিরাপদ নির্দেশিকা নয়। শুধুমাত্র লিখিত সংবিধানের সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতাই বেশি ছিল না, তবে সিদ্ধান্তটি ব্রিটিশ আইন এবং ইংরেজী আইনের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ছিল যা

ক্ষমতার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সহ লিখিত সংবিধানে খুব কমই প্রয়োগ করা যেতে পারে।

এই মামলায় বিচারপতি ইভাট রুলটি ভিন্নভাবে বলেছেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন "প্রবিধান প্রণয়নের জন্য কর্তৃত্বের সংসদ কর্তৃক প্রতিটি অনুদান নিজেই আইনসভার ক্ষমতার একটি মঞ্জুরি এবং কমনওয়েলথ সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতার প্রকৃত প্রকৃতি এবং গুণমান অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদানের বিষয়বস্তুর ক্ষমতার অংশ হিসাবে জড়িত। সংসদ নিজেই।" আইন প্রণয়ন ক্ষমতায় অর্পণ করার বিষয়বস্তু যে তত্ত্বটি আমার মনে হয়, তা আইনশাস্ত্র বা আইন প্রণয়নের কোনো নীতির উপর ভিত্তি করে নয় এবং আমি মনে করি যে এটি মৌলিক নীতির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ যে যখন একটি উচ্চ আস্থা গোপন করা হয় একটি নির্দিষ্ট সংস্থার জ্ঞান যা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে ছাড়তে হবে, এই ধরনের আস্থা অবশ্যই সেই ব্যক্তির দ্বারা ডিসচার্জ করা উচিত যার কাছে এটি আস্থাশীল এবং অন্য কেউ নয়। এই সিদ্ধান্তটি উপরে উল্লিখিত প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তগুলির সাথেও অসঙ্গতিপূর্ণ। যদি একটি আইনসভায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অস্তিত্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই ক্ষমতা অর্পণ করার ক্ষমতা দেয়, তাহলে প্রতিনিধিদের ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য প্রিভি কাউন্সিলের তাদের লর্ডশিপের খুব কমই প্রয়োজন ছিল। ভিতরে

শর্তসাপেক্ষ আইন প্রণয়নের ভিত্তিতে উপরে উল্লিখিত মামলাগুলি এবং ইতিবাচকভাবে বলা যে তাদের দ্বারা বিবেচিত মামলাগুলি আইনী কর্তৃপক্ষের অর্পণের মামলা নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫ এর অধীনে প্রদত্ত বেনোয়ারি লাল সরমার মামলা (১) প্রিভি কাউন্সিলের পর্যবেক্ষণের সাথে সাংঘর্ষিক, যেখানে তাদের লর্ডশিপ বলেছেন: "এটি সত্য যে গভর্নর-জেনারেল ধারা ৭২ এর অধীনে কাজ করছেন তফসিল IX এর নিজেকে অবশ্যই তার উপর অর্পিত আইনের দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং এটি অন্য কোন কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে পারবে না।" মাননীয় বিচারপতি ইভাট উপরে আলোচিত নিয়মটি ব্যাখ্যা করার পর মন্তব্য করেছেন:-

"এটি সত্য যে প্রদত্ত ক্ষমতার পরিমাণ প্রায়শই অনুদান প্রদানকারী আইনের বৈধতা পরীক্ষায় একটি বস্তুগত পরিস্থিতি হবে। কমনওয়েলথ কর্তৃপক্ষের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার প্রকৃতি সম্পূর্ণ, তবে এটি অবশ্যই পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হবে পাস করা প্রতিটি আইন

(১) [১৯৪৫] এফ.সি.আর. ১৬১।

সংসদ যে এটি সংবিধানের ৫১ এবং ৫২ ধারায় উল্লিখিত নির্দিষ্ট বিষয়-বিষয়গুলির একটি বা অন্য বিষয়ে একটি আইন।

একটি সংবিধির সাংবিধানিকতা হিসাবে ফলাফলে পৌঁছানোর জন্য বিজ্ঞ বিচারক উপাদান দ্বারা বিবেচিত বেশ কয়েকটি পরিস্থিতি উল্লেখ করার পরে, তিনি নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন:-

"চূড়ান্ত বিশ্লেষণ হিসাবে কমনওয়েলথের সংসদ তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ত্যাগ করতে সক্ষম নয়। এর কারণ এই নয় যে সংসদ তার সমস্ত বা যেকোনো আইন প্রণয়ন কার্য সম্পাদন করতে বাধ্য যদিও এটি তা না করার নির্বাচন করতে পারে, বা মতবাদের কারণে। ক্ষমতা পৃথকীকরণের জন্য, কিন্তু সংসদ কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি আইনকে অবশ্যই সংবিধানে বর্ণিত এক বা একাধিক বিষয়ের উপর একটি আইনের বর্ণনার উত্তর দিতে হবে যার দ্বারা সংসদ তার সমস্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে অন্য শরীরের জন্য খারাপ হবে কারণ এটি শেষ উল্লিখিত পরীক্ষা পাস করতে ব্যর্থ হবে।"

সত্যি কথা বলতে কি, কোন নীতিমালা, যদি থাকে, নির্মাণের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক বিবেচিত বিষয়গুলির প্রাসঙ্গিকতা কোন আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষেত্রে বস্তুগত পরিস্থিতি হিসাবে বিবেচিত হয়, আমি এখনও অবধি ধরতে পারিনি। সংশ্লিষ্ট আইনটি যুক্তিযুক্ত হতে পারে।

আরেকটি অস্ট্রেলিয়ান মামলা হল উইশার্ট বনাম ফ্রেজার(১)। সেখানে আক্রমণটি জাতীয় নিরাপত্তা আইন, ১৯৩৯-৪০ এর ৫ ধারার উপর ছিল, যা তৈরির ক্ষমতা দেয়। কমনওয়েলথ ইত্যাদির জননিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষার জন্য প্রবিধান। এটি উপরে আলোচিত পূর্বের মামলার মতো একই লাইনে চলে।

আমার মতে, ব্যাক্সটার বনাম আহ ওয়ে (২) এর সিদ্ধান্তটি অস্ট্রেলিয়ান সংবিধানের বিধানগুলির সঠিক নির্মাণের উপর ভিত্তি করে এবং পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলিকে এই দেশের কোনও নির্দেশিকা হিসাবে বিবেচনা করা যায় না যে বিষয়টির সাথে জড়িত একটি সিদ্ধান্তের জন্য। রেফারেন্স শ্রী ডিক্সন দ্বারা চাপা যুক্তি, যেমনটি তিনি তখন ছিলেন, ইন

(১) ৬৪ সি.এল.আর. ৪৭০।

(২) ৮ সি.এল.আর. ৬২৬।

রোচে বনাম ক্রোনহাইমার (১), আমার মতে, নীতিটি সঠিকভাবে বলেছে।

ভারত থেকে প্রিভি কাউন্সিলের তাদের লর্ডশিপের সিদ্ধান্ত খুব বেশি নয়। এর মধ্যে প্রথম এবং প্রথমটি রানী বনাম বুরাহ (২), যা ইতিমধ্যেই হয়েছে এই রায়ের আগের অংশে যথেষ্ট পরিমাণে আলোচনা করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে, ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৮৬১-এর অধীনে গঠিত ভারতীয় আইনসভার এই প্রস্তাবের জন্য কোনও কর্তৃত্ব নেই যে তাদের সংশোধন বা সংশোধন করার ক্ষমতা নির্বাহীকে অর্পণ করার ক্ষমতা ছিল। আইনসভা নিজেই পাশ করা একটি আইনের বিধান।

রাজা সম্রাট বনাম বেনোয়ারি লাল সরমা (৩) এই বিষয়ে প্রিভি কাউন্সিলের শেষ ভারতীয় সিদ্ধান্ত। ২ শে জানুয়ারী, ১৯৪২-এ গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক জারি করা ১৯৪২ সালের অধ্যাদেশ ॥ এর অধীনে কাজ করার জন্য একটি বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রণীত পনের জন ব্যক্তির দোষী সাব্যস্ত করা, কলকাতা হাইকোর্টের একটি বিশেষ বেঞ্চ দ্বারা স্থগিত করা হয়েছিল এবং এই সিদ্ধান্তটি নিশ্চিত করেছিল ভারতের ফেডারেল কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ। যে ভিত্তির ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল তা হল অধ্যাদেশটি "ক্ষমতা বহির্ভূত" প্রিভি কাউন্সিলের তাদের লর্ডশিপের সামনে আপীলে দাবি করা হয়েছিল যে অধ্যাদেশটি বৈধ। অধ্যাদেশটি নিজে কোনো বিশেষ আদালত গঠন করেনি তবে ধারা ১-এর উপ-ধারা (৩) দ্বারা প্রদত্ত যে অধ্যাদেশ--

"যেকোনো প্রদেশে কার্যকর হবে শুধুমাত্র যদি প্রাদেশিক সরকার, প্রদেশের অভ্যন্তরে কোনো বিশৃঙ্খলা বা ভারতের প্রতি বা ভারতের প্রতিবেশী কোনো দেশের উপর শত্রুতামূলক আক্রমণের কারণে বা এই জাতীয় পরিস্থিতির আসন্ন থেকে উদ্ভূত জরুরি অবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়। একটি আক্রমণ, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, এটি প্রদেশে বলবৎ বলে ঘোষণা করুন এবং যখন এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করা হয় তখন তা বলবৎ থাকবে না।"

এই শেষ বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছিল যে অধ্যাদেশটি অবৈধ ছিল কারণ ভাষাটি দেখায় যে প্রস্তাবনা সত্ত্বেও গভর্নর-জেনারেল জরুরী অবস্থার অস্তিত্ব বিবেচনা করেননি তবে একটি ক্ষেত্রে উদ্ভূত হওয়ার ক্ষেত্রে বিধান করছেন।

(১) ২৯ সি.এল.আর. ৩২৯। (২) ৫ । ১৭৮। (৩) [১৯৪৫] এফ.সি.আর. ১৬১।

ভবিষ্যৎ, অথবা অন্যথায় কারণ এই ধারাটি "অর্পিত আইন" নামে পরিচিত ছিল যার মাধ্যমে গভর্নর-জেনারেল আইনী কর্তৃত্ব ছাড়াই নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে প্রাদেশিক সরকারের কাছে একটি জরুরি অবস্থা বিদ্যমান কিনা তা সিদ্ধান্ত পাস করতে চেয়েছিলেন। এই শেষ পয়েন্টে তাদের লর্ডশিপগুলি নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে: -

"এটি নিঃসন্দেহে সত্য যে গভর্নর-জেনারেলকে তফসিল IX এর ৭২ এর অধীনে কাজ করতে হবে, তাকে অবশ্যই তার উপর অর্পিত আইনের দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং এটি অন্য কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে পারবেন না। কিন্তু গভর্নর-জেনারেল তার আইনী ক্ষমতা অর্পণ করেননি। জরুরী ক্ষেত্রে এই বিষয়ে তার ক্ষমতা আছে ভারতীয় আইনসভার ক্ষমতার মতো বিস্তৃত যা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে, ধারা ১০২ এর অধীনে ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে।একটি প্রদেশের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল এমনকি এমন বিষয়গুলির ক্ষেত্রে যা অন্যথায় প্রাদেশিক আইনসভার কাছে সংরক্ষিত থাকবে। গভর্নর-জেনারেলের অধ্যাদেশের প্রতি আইনগতভাবে কোন বৈধ আপত্তি ছিল কিনা তা তাদের লর্ডশিপ দেখতে অক্ষম যে, অর্ডিন্যান্সের শর্তাবলীর অধীনে একটি বিশেষ আদালতের প্রকৃত স্থাপন সেই সময়ে এবং এর মধ্যে হওয়া উচিত। সীমা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকার দ্বারা প্রয়োজনীয় বলে বিচার করা হয়। এটি মোটেও অর্পিত আইন নয়। এটি নিছক একটি অস্বাভাবিক আইনী ব্যবস্থার একটি উদাহরণ যার মাধ্যমে একটি আইনের বিধানের স্থানীয় প্রয়োগ একটি স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে রায় দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাদের লর্ডশিপ মামলার এই অংশে বাংলার প্রধান বিচারপতি এবং খুন্দকার জে.-এর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পূর্ণ একমত। পরবর্তী বিচারক রাসেল বনাম রানি(১) এর সুপরিচিত সিদ্ধান্তে প্রিভি কাউন্সিলের রায়ের একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেছেন।"

এই কেসটি শর্তসাপেক্ষ আইন কতটা যেতে পারে তা প্রকাশ করে, তবে এটি আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণকে ন্যায্যতা দেয় না একটি আইন প্রণয়নের বিধান সংশোধন করার ক্ষমতা। এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে উপরে উদ্ধৃত প্যাসেজের প্রারম্ভিক অংশটি দৃষ্টিভঙ্গি অনুমোদন করে বলে মনে হচ্ছে

(১) ৭ অ্যাপ। কাস। ৮২৯।

ফেডারেল কোর্টের মাননীয় বিচারপতি ভারদাচারিয়ার দ্বারা প্রকাশ করা সেই ক্ষেত্রে যখন তাঁর প্রভুত্ব স্ট্রিট থেকে "ক্ষমতা বহির্ভূতর" মতবাদের একটি উত্তরণের উপর নির্ভর করে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যে একটি আইনসভাকে সাধারণত আইনের দায়িত্ব পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না যদিও এটি মূল নীতিগুলির জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে। এবং অধীনস্থ সংস্থার কাছে বিস্তারিত ছেড়ে দিন।

যতীন্দ্র নাথ গুপ্ত বনাম বিহার প্রদেশ এবং অন্যান্য (১) এ ফেডারেল আদালতের সিদ্ধান্ত, যার আমি একটি পক্ষ ছিলাম এবং যেখানে আমি বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি এবং আমার ভাই মুখার্জির রায়ের সাথে সম্মানজনক একমত ছিলাম, আমার মতামত, সঠিকভাবে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ বিষয়ের উপর নিয়ম বলেন. বিহার মেইনটেন্যান্স অফ পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট, ১৯৪৭, ধারা ১ এর উপ-ধারা (৩) এ নিম্নরূপ প্রদান করা হয়েছে:-

"এটি শুরু হওয়ার তারিখ থেকে এক বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রাদেশিক সরকার, বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, বিহার বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত এবং বিহার আইন পরিষদ কর্তৃক সম্মত একটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে, নির্দেশ দিতে পারে যে এই আইনটি এই ধরনের পরিবর্তন সহ আরও এক বছরের জন্য বলবৎ থাকবে, যদি থাকে, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা যেতে পারে।"

১১ ই মার্চ, ১৯৪৮ তারিখে প্রাদেশিক সরকার প্রভিসোর অধীনে কাজ করে, প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আইনের আয়ু এক বছর বাড়িয়েছিল। আইনের ধারা ১-এর উপ-ধারা (v) এর প্রভিসোর বৈধতা এই ভিত্তিতে আক্রমণ করা হয়েছিল যে এটি প্রাদেশিক আইনসভার দ্বারা আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করে এবং এটি করার জন্য এটি উপযুক্ত নয়। বেনোয়ারী লাল সরমার মামলায় প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের কর্তৃত্বে (২) আমি শর্তটি বাতিল করেছিলাম। প্রশ্নটি আমার দ্বারা নিম্নলিখিত উপায়ে উত্থাপিত হয়েছিল: -

"এটি জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে শর্তাবলী এবং বস্তুগতভাবে কী করতে হবে? উত্তর হল যে এটি প্রাদেশিক সরকারকে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করার ক্ষমতা দেয় যে প্রাদেশিক আইন থাকবে

(১) [১৯৪৯] এফ.সি.আর. ৫৯৫। (২) [১৯৪৫] এফ.সি.আর. ১৬১

প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত এই ধরনের পরিবর্তন, যদি থাকে, সহ আরও এক বছরের জন্য বলবৎ থাকবে। প্রাদেশিক আইনসভা, সেই আইনসভার দ্বারা পাসকৃত একটি আইন সংশোধন করার ক্ষমতা কীভাবে থাকতে পারে তা দেখা কঠিন। এটি বলার ক্ষমতা জড়িত যে এর কিছু অংশ আর সংবিধির অংশ নয় এবং X বিভাগ সহ একটি সংবিধি এখন Y বিভাগগুলির সাথে প্রণীত হয়েছে। সংশোধনের কাজটিতে একটি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জড়িত থাকে কারণ একটি বিচক্ষণতা ব্যবহার করতে হবে যে আইনের কিছু অংশ ভবিষ্যতে আইন থাকবে বা থাকবে না বা এটি থেকে মুছে ফেলতে হবে। সংশোধন করার ক্ষমতা এমনকি এটির অংশগুলি বাতিল করার ক্ষমতা জড়িত থাকতে পারে। একটি পরিবর্তিত সংবিধি একই মূল আইন নয়। এটি একটি নতুন আইন এবং যৌক্তিকভাবে বলতে গেলে এটি একটি নতুন আইন প্রণয়নের সমান। 'পরিবর্তন' শব্দের অভিধানের অর্থ হল বিদ্যমান কিছুকে অনেক কম গুরুতর করা বা এটিকে টোন করা বা এতে আংশিক পরিবর্তন করা। কি পরিবর্তন একটি সংবিধিতে প্রণীত হবে বা কোনটি প্রয়োজনীয় কিনা তা আইন প্রণয়ন ক্ষমতার একটি অনুশীলন এবং এটি কেবলমাত্র সংবিধি দ্বারা ইতিমধ্যে প্রদত্ত ক্ষমতা কার্যকর করার একটি কাজ হতে পারে না। পরিবর্তনের পরিমাণ বহিরাগত কর্তৃপক্ষ, অর্থাৎ প্রাদেশিক সরকারের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। এখানে কোনো আইন মেনে কিছুই করা হচ্ছে না। যেটি অর্পণ করা হচ্ছে তা হল একটি আইন তার স্বাভাবিক জীবন শেষ হওয়ার পরে কার্যকর হবে কিনা এবং যদি তাই হয়, তাহলে সেই আইনটি কী হবে, মূলত কী প্রণীত হয়েছিল বা অন্য কিছু ছিল কিনা তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা। এই চরিত্রের একটি শাস্তিমূলক আইনের আয়ুষ্কাল আইনসভার দ্বারা প্রাথমিকভাবে বিবেচনা করা থেকে দীর্ঘায়িত হবে কিনা এবং যদি তাই হয়, তাহলে কি পরিবর্তনের সাথে, ভারত সরকারের অধীনে দায়িত্ব অর্পিত একটি নতুন ধরনের আইনসভা তা ঘোষণা করার জন্য প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত সংস্থাটি আইন, ১৯৩৫।"

আমি এখনও এই দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখেছি যে একটি আইনের জীবনের প্রশ্নটি উপযুক্ত আইনসভার রায়ের বিষয়। একটি নির্দিষ্ট প্রণয়ন আইনে হবে কিনা তা নীতির বিষয় স্থায়ীভাবে বা অস্থায়ীভাবে বুক করুন।

এই ধরনের প্রশ্ন শর্তসাপেক্ষ আইনের মধ্যে পড়ে না কারণ এটি একটি অস্থায়ী আইনের আয়ু বাড়ানোর সাথে সম্পর্কিত। যেমন একটি আইন একটি স্বাভাবিক মৃত্যু হয় যখন এর সময়কালের জন্য নির্ধারিত সময় শেষ হয়। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করা বন্ধ করে দেয় এবং শর্তাধীন আইনের মধ্যে কোন বাস্তব সাদৃশ্য নেই যা একটি পরিচিত কর্তৃপক্ষকে একটি আইনের সূচনা বা সমাপ্তি নির্ধারণ করতে এবং আইন দ্বারা প্রদত্ত কোনো ক্ষমতা প্রয়োগে করা একটি কাজকে অনুমোদন করে। বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল দ্বারা বলা হয়েছিল যে এই সিদ্ধান্তটি যথেষ্ট অসুবিধা সৃষ্টি করেছে এবং ভারতের বিভিন্ন হাইকোর্ট তার কর্তৃত্বে কিছু আইনকে বাতিল করেছে, যার বৈধতা এই সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে কখনও প্রশ্নবিদ্ধ হয়নি। আমার বিনীত রায়ে, সেই সিদ্ধান্তে এমন কিছুই নেই যা বুরার মামলায় (১) প্রিভি কাউন্সিলের তাদের লর্ডশিপ দ্বারা নিষ্পত্তি করা আইনটিকে যে কোনও উপায়ে অমীমাংসিত করে। কার্যকরভাবে আইন প্রণয়ন কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিনিধি দল। এটি যা ছিল তা ছিল এবং আমি ঠিকই মনে করি যে অপরিহার্য আইনী কার্যাবলী কোনও বাহ্যিক কর্তৃপক্ষের কাছে অর্পণ করা যায় না এবং আইনসভা তার নিজের দায়িত্ব এড়াতে পারে না এবং অন্যের উপর সেই দায়িত্ব পালনের বোঝা চাপাতে পারে না। যদি আমি নিশ্চিত হতাম যে সিদ্ধান্তটি আইনের একটি ভুল শাসন স্থাপন করেছে, তবে ত্রুটির মালিক হওয়ার জন্য আমার কোনও মধুর বাক্যাংশের প্রয়োজন হত না। পুরো প্রশাসনের সময় প্রিভি কাউন্সিলের তাদের লর্ডশিপের একটি সিদ্ধান্তের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়নি। ব্রিটিশদের দ্বারা এই দেশ যেখানে দেশের সর্বোচ্চ আদালত বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেলের আহ্বানের বিরোধ বহাল রেখেছে। অন্যদিকে, মার্কবি জে. এবং ভারাদাচারিয়ার জে.-এর বিশিষ্ট এই দেশে বিজ্ঞ বিচারকরা খুব স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই নিয়মটি নিশ্চিত করেছেন যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ ভারতীয় আইনসভার যোগ্যতার মধ্যে ছিল না।

বোম্বে রাজ্য বনাম নরোত্তমদাস (২) এর ক্ষেত্রেও উল্লেখ করা যেতে পারে, যা সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং

(১) ৫ আই.এ. ১৭৮।

(২) [১৯৫১] এস.সি.আর. ৫১।

যেটা আমি একটা পার্টি ছিলাম। সেখানে এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছিল যে যতীন্দ্র নাথ গুপ্তের মামলা (১) আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণকে নিষিদ্ধ করার কোনো কর্তৃপক্ষ ছিল না যেখানে আইনের নীতি ও নীতি আইনের মধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছিল এবং আনুষঙ্গিক ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের কাছে অর্পণ করা হয়েছিল। একটি আইনের বিধান পরিচালনা।

সংক্ষেপে বলা যায়, এই বিষয়ে বিচার বিভাগীয় মতামত এখনও তরল অবস্থায় রয়েছে এবং কোনো অনমনীয়তার ভিত্তিতে আমাদের উদ্‌ধৃত সমস্ত রায়ের সমন্বয় করা অসম্ভব। সাংবিধানিক আইনের নীতি। ইংল্যান্ডে পার্লামেন্ট আপাতত ডনফমোর কমিটির সুপারিশ অনুসরণ করে। আমেরিকায় আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণের বিরুদ্ধে মতবাদ এখনও ক্ষেত্রটি ধরে রেখেছে। কানাডা ও ভারতে বুরাহর ক্ষেত্রে (২) প্রিভি কাউন্সিলের তাদের লর্ডশিপ দ্বারা নির্ধারিত নিয়মটি তত্ত্বগতভাবে কখনোই বাদ যায়নি। অস্ট্রেলিয়ার আগের সিদ্ধান্তেও একই দৃষ্টিভঙ্গি বজায় ছিল। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ান সিদ্ধান্তগুলি এমন ধারণক্ষমতার দৈর্ঘ্যে চলে গেছে যে এমনকি প্রয়োজনীয় আইনী ক্ষমতাও অর্পণ করা যেতে পারে যতক্ষণ না নীতিটি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে বিলুপ্ত না করে।

আমার মতে, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার সমস্যার প্রকৃত সমাধান পাওয়া যাবে সিনসিনাটি ডব্লিউ এন্ড জেড আর কোং বনাম ক্লিনটন কাউন্টির ওহিওর সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি, রানি-এর রায় থেকে উদ্‌ধৃত প্যাসেজ থেকে। কমার্স (৩)। এই উদ্‌ধৃতিটি এই শর্তে:-

"প্রকৃত পার্থক্য হল আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার মধ্যে, যার মধ্যে অগত্যা এটি কী হবে সে সম্পর্কে একটি বিচক্ষণতা জড়িত, এবং আইনের অধীনে এবং অনুসরণে প্রয়োগ করার জন্য এটি কার্যকর করার জন্য কর্তৃত্ব বা বিচক্ষণতা প্রদান করা। পরবর্তীতে কোন বৈধ আপত্তি করা যাবে না।

" লকের আপিল() এর সিদ্ধান্তও এই নিয়মের উপর ভিত্তি করে সেখানে বলা হয়েছিল:-

(১) [১৯৪৯] এফ.সি.আর. ৫৯৫। (২) ৫ আই এ. ১৭৮।

(৩) ১ ওহিও সেন্ট ৮৮। (৪) ৭২ পাটনা সেন্ট ৪৯১।

"একটি আইন একটি আইনের চেয়ে কম বলে দাবি করা, কারণ এটি ভবিষ্যতের ঘটনা বা কাজের উপর নির্ভর করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞতার সাথে কাজ করার ক্ষমতা আইনসভা কেড়ে নেওয়া। কল্যাণ যখনই একটি আইন পাস করা হয় এমন একটি অবস্থার সাথে সম্পর্কিত যা এখনও বিকশিত হয়নি, বা ভবিষ্যতের এবং সম্পূর্ণরূপে জানা অসম্ভব বিষয়গুলির জন্য।" আদালতের সঠিক পার্থক্যটি ছিল এই: "বিধানসভা একটি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে না, তবে এটি আইন প্রণয়ন করতে পারে এমন কিছু ঘটনা বা অবস্থা নির্ধারণের ক্ষমতা অর্পণ করার জন্য যার উপর আইন তার নিজস্ব কর্ম নির্ভর করে বা করতে চায়। এটা অস্বীকার করা হবে সরকারের চাকা বন্ধ করা। এমন অনেক বিষয় রয়েছে যার উপর বিজ্ঞ এবং দরকারী আইনকে নির্ভর করতে হবে যা আইন প্রণয়ন ক্ষমতার কাছে জানা যায় না, এবং তাই, আইনের হলের বাইরে তদন্ত এবং সংকল্পের বিষয় হতে হবে।"

ভারতের ফেডারেল কোর্ট তার মতামতে, ভারদাচারিয়ার জে. দ্বারা বেনোয়ারি লাল সরমার মামলায় (১) মাননীয় বিচারপতি, রানি-এর উপরোক্ত উদ্ধৃতির ভিত্তিতে ভারতের অ্যাডভোকেট-জেনারেলের একটি বিরোধ বিবেচনা করে এবং নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছে:

"আমরা মনে করি যে তাদের লর্ডশিপের উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে এমন কিছুই নেই যা আমেরিকান কর্তৃপক্ষের অনুচ্ছেদে দেওয়া নীতির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলা যেতে পারে যা ভারতের অ্যাডভোকেট-জেনারেল তার নিজের হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেছিলেন যুক্তি।"

আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পানামা রিফাইনিং কম্পানি বনাম ইউ.এস.(২) এ প্রধান বিচারপতি হিউজের বিবৃত বিধিটিকে অনুমোদন করেছে এবং বলা হয়েছে যে সেখানে যে বিধিটি ধার্য করা হয়েছে তার সাথে ম্যাক্সিম "ডেলিগেটাস নন পোটেস্ট ডেলিগারের" কোন সম্পর্ক নেই, তবে তা ছিল শুধুমাত্র বুরাহর মামলায় বিচার বিভাগীয় কমিটি যা উল্লেখ করেছে তার পরিবর্ধন (৩) "আইন প্রণয়নের প্রকৃতি এবং নীতি।"

প্রশ্নটি এভাবে উত্থাপন করা যেতে পারে: কেন প্রতিনিধি দল বিশেষভাবে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার বিষয়বস্তু এবং বিচারিক ক্ষমতা নয়? আমার রায়ে, এটি তিনটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, আইন প্রণয়ন, বিচার বিভাগীয় বা নির্বাহী বিভাগের কোনোটিরই বিষয়বস্তু নয়। এটা, অন্যদিকে, ঘটনাগত

(১) [১৯৪৩] এফ.সি.আর. ৯৬। (২) ২৯৩ ইউএস ৩৮৮।

(৩) ৫ আই.এ. ১৭৮।

এই তিনটি পাবলিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য অর্পণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা। এজেন্ট এবং প্রতিনিধিদের সাহায্য ছাড়াই তিনি যে সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে বিশেষাধিকার পেয়েছেন তা কোনো সরকারী কর্মকর্তা নিজেই করতে পারেন না, তবে এই পরিস্থিতিতে এটি অনুসরণ করে না যে তিনি তার বিচার ও বিচক্ষণতার অনুশীলন অন্যদের কাছে অর্পণ করতে পারেন। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, কেন সব সংবিধান প্রণেতারা এত সতর্ক যত্ন নিয়ে একটি আইনসভা গঠন করেন? কেন তারা আইন প্রণয়নের কাজে একটি নির্বাচিত আইনসভার দ্বারা অনুসরণ করার পদ্ধতিটি নির্ধারণ করতে ব্যথা নেয়? কেন তারা এর বিভিন্ন ফাংশন সংজ্ঞায়িত করে এবং যে পদ্ধতিগুলি দ্বারা এটি কাজ করবে তা নির্ধারণ করে? এই প্রশ্নগুলির একমাত্র উত্তর যা যুক্তিসঙ্গতভাবে দেওয়া যেতে পারে তা হল: "কারণ সংবিধান সংবিধানে নির্দেশিত পদ্ধতিতে গঠিত সংস্থার রায়ের উপর এবং সেখানে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে তার বিচক্ষণতার প্রয়োগের উপর আস্থা রাখে।" একইভাবে নীতিগতভাবে বিচারকদের তাদের রায় অন্যদের কাছে সমর্পণ করার অনুমতি দেওয়া হয় না। অংশীদারিত্বের বিলুপ্তির জন্য একটি মামলা, কমিশনারদের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে-অ্যাকাউন্টের আইটেম হিসাবে পক্ষের মধ্যে আবারও জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে কেন সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্য সরকারী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়া যাবে না; অন্যদের এই বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ. উত্তর আবার একই নীতিতে পাওয়া যায়। আমি এই প্রশ্নটি বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেলের কাছে রেখেছিলাম কিন্তু আমি খুব একটা সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিনি। তিনি এই বলে নিজেকে বিরোধিতা করেছিলেন যে সম্ভবত ক্ষমতার প্রকৃতিতে সম্ভবত এমন কিছু ছিল যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত মনোযোগের প্রয়োজন এবং তাই সেখানে প্রতিনিধিত্ব নিষেধ করা হয়েছিল। আমার মনে, একই নীতি অপরিহার্য আইনী ক্ষমতা অর্পণ নিষিদ্ধ. এটি ক্ষমতার প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত যেটি ইতিমধ্যে বর্ণিত যোগ্যতার সাপেক্ষে উদ্দেশ্যে নির্বাচিত আইনসভা দ্বারা প্রয়োগ করতে হবে। এটা লঙ্ঘন হবে এই ক্ষমতা অন্য কাউকে দেওয়া সাংবিধানিক দায়িত্ব।

স্যার জন সালমন্ডের ভাষায়; "সাধারণভাবে, প্রকৃতপক্ষে, সংগঠিত সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে যে কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সংগঠনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রণীত আইনের একটি বড় অংশ রাষ্ট্র তার নিজস্ব ব্যক্তিতে জারি করে। কিন্তু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত হাতে এই ক্ষমতা অর্পণ করা সম্ভব এবং সমীচীন বলে মনে করা হয়েছে।" শ্রী ডিক্সনের ভাষায় (তিনি তখন যেমন ছিলেন), একটি আইন প্রণয়ন যে অন্য সংস্থা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করতে পারে সেই বিষয়ে আইন তৈরি করা নয়। বেকারের বই থেকে এই রায়ের আগের অংশে উদ্ধৃত উদ্ধৃতিটি যথাযথভাবে নিয়মটি বলে দেয় যখন এটি বলে: "এটি সাংবিধানিক আইনের একটি স্বতঃসিদ্ধ যে প্রতিনিধি আইনী সংস্থাগুলি আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে না কারণ প্রতিনিধি সরকার ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত থাকে। ভোটের কর এবং আইন প্রণয়ন: বেসামরিক সরকারের কাছে পরিচিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং পবিত্র আস্থা।" অন্য একজন আইনজ্ঞের ভাষায়, "আইন হচ্ছে সমাজের আইন প্রণয়নকারী অঙ্গের আনুষ্ঠানিক উচ্চারণ এবং অন্য কারো দ্বারা নয়। এর শব্দগুলোই আইন গঠন করে, প্রতিনিধির কথা নয়।"

বেসরকারী আইনে নিয়মটি ভালভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে যে একজন সালিস আইনতভাবে তার দায়িত্ব অন্যের উপর অর্পণ করতে পারে না যদি না স্পষ্টভাবে অনুমোদিত হয়। কর্তব্যের প্রকৃতি নিজেই এমন যে এটি তার নিজস্ব বিচার ও বিচক্ষণতার অনুশীলন দাবি করে। এটা আবার ভালোভাবে মীমাংসা করা হয়েছে যে বিশ্বস্ত দায়িত্বগুলিকে প্রতিনিধিত্বের বিষয় করা যায় না, যদিও নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য ট্রাস্টিরা তাদের সংবিধানের সাথে সংযুক্ত দায়িত্বগুলি কার্যকরভাবে পালনের জন্য যন্ত্রপাতি বা অধস্তন সংস্থাগুলি ব্যবহার করতে পারে। এমন ক্ষেত্রে অর্পণ করা বৈধ যেখানে এটি করার আইনগত বা শারীরিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কারণ কিছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিকে বিশ্বাস না করে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করা অসম্ভব। এটা অস্বীকার করা যাবে না যে পৌরসভা এবং অন্যান্য কর্পোরেশনগুলি উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নির্বাহী কর্মকর্তাদের অর্পণ করতে পারে না। এর কারণ হল ক্ষমতা তাদের কর্পোরেট ক্ষমতায় অর্পণ করা হয় এবং সেই ক্ষমতার প্রয়োগ করতে হয়। ধরতে পারছি না

কেন এই নীতি যা বেসরকারী আইনে সুষ্ঠুভাবে স্থির করা হয়েছে তা সরকারী কর্মকর্তাদের এবং আইনসভার দ্বারা কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। এটা দেখতে আমার কাছে কর্তব্যের প্রকৃতি এমন যে এটির মধ্যে নিহিত রয়েছে যে এটি দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা পালন করা উচিত এবং অন্য কেউ নয়। অন্য কথায়, পাবলিক ডিউটির প্রকৃতি নিজেই দাবি করে এবং আইন প্রণয়নের নীতিগুলির জন্য এটি প্রয়োজন।

উপরে প্রদত্ত কারণগুলির জন্য আমি বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেলের দ্বারা বিরোধিতার প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে পারি না যে সংবিধানে একটি স্পষ্ট বা অন্তর্নিহিত বিধানের অনুপস্থিতিতে অন্যান্য ব্যক্তিদের কাছে সবচেয়ে বেশি ঋণী হতে পারে। আমার মতে, সঠিক প্রস্তাব, অন্য দিকে, স্পষ্টভাবে বা উহ্যভাবে অনুমোদিত না হলে, এই ধরনের প্রতিনিধিত্ব অনুমোদিত নয়। এই নিয়মের ব্যতিক্রম দুটি শ্রেণীতে পড়ে যা এই রায়ে আগে উদ্‌ধৃত ক্রফোর্ডের বই থেকে উদ্‌ধৃতিতে বলা হয়েছে।

বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেলের যুক্তির প্রশংসা করার জন্য এখন আমাদের সংবিধানের বিধানগুলি পরীক্ষা করা সুবিধাজনক যে এটি ব্রিটিশ ব্যবস্থার আদলে তৈরি করা হয়েছে এবং ভারতের সংসদ ইংল্যান্ডের মতোই সর্বশক্তিমান এবং এই বিষয়ে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ এটি একটি অনুরূপ পরিস্থিতিতে আছে. আমার মতে, আমাদের সংবিধান ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি সিস্টেমের সাথে আমেরিকান মডেলের একটি ন্যায়সঙ্গত সমন্বয়। এর মূল পরিকল্পনায় এটি ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫ অনুসরণ করে, যা রাজ্যগুলির একটি ফেডারেশনের ব্যবস্থা করে এবং আইনসভার জন্য দায়ী একটি নির্বাহীর ব্যবস্থা করে। প্রকৃতপক্ষে, সংবিধান প্রণেতারা, যদিও তারা অন্যদের থেকে ধারণা ধার করেছেন সংবিধান, কোনো নির্দিষ্ট মডেলকে কঠোরভাবে মেনে চলেনি। আমাদের সংবিধানে এমন কিছু বিধান রয়েছে যার নজির অন্য কোনো দেশের সংবিধানে নেই। এটা আমার কাছে মনে হয় যে তারা প্রশাসনিক সুবিধার মতবাদে ততটাই জীবিত ছিল যতটা এমন একটি ব্যবস্থার বিপদের জন্য যা নির্বাহীকে নিরবচ্ছিন্ন আইনী ক্ষমতা অর্পণ করার অনুমতি দেয়। দেশটি সম্প্রতি আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসেছে যা হত্যা করেছিল এটির আত্মা এবং তারা দৃশ্যত এটি আবার সেই ব্যবস্থার কঠোরতায় জড়িয়ে পড়তে চায়নি। আইন প্রণয়নকারী ক্ষমতার নিরবচ্ছিন্ন প্রতিনিধিত্বের অস্তিত্বের জন্য

.

আমলাতান্ত্রিক শাসন অপরিহার্য। এটি এড়াতে সংবিধান প্রণেতারা সংবিধানে বিস্তারিত বিধান করেছিলেন। সব বিষয়ে। এটা জোর দিয়ে বলতে হবে যে, পৃথিবীর কোনো দেশেই আমাদের এদেশের মতো এত বিস্তৃত ও ব্যাপক সংবিধান নেই এবং ভিন্ন আকৃতির সংবিধান নির্মাণের বিষয়ে অন্যত্র প্রদত্ত সিদ্ধান্তের সাহায্যে এ জাতীয় সংবিধান প্রণয়ন করা ঠিক হবে না। সংবিধানের সমস্ত বিধান এবং এর সম্পূর্ণ পরিকল্পনা বিবেচনা করার পরেই এটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে ক্ষমতা-লেজিসলেটিভ, এক্সিকিউটিভ বা বিচারিক-এর অর্পণ- এই ক্ষমতাগুলির যে কোনও একটির মঞ্জুরিতে অন্তর্নিহিত বা স্পষ্টভাবে প্রদান করা হয়েছে কিনা। , শান্তিতে বা যুদ্ধের সময় প্রশাসনিক সুবিধার ভিত্তিতে এটি প্রয়োজনীয় হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল এবং তাই এর প্রকৃত নির্মাণে এই ক্ষমতা প্রদানকে বহাল রাখা যায় না। এটাও মনে রাখতে হবে যে আমাদের সংবিধান ব্রিটিশ ব্যবস্থা থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন কারণ সংসদের আধিপত্যের মতবাদের এখানে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আদালতগুলিকে সংসদের আইনগুলিকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যদি তারা সংবিধানের তৃতীয় অংশের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয় বা যখন রাজ্য আইনসভাগুলির জন্য সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রগুলিতে অনুপ্রবেশ ঘটে। স্পষ্টতই, এটি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতার মধ্যে নিহিত যে একটি আইনসভা তার ক্ষেত্রের একচেটিয়াভাবে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির প্রতিনিধিত্ব করে অন্যটিকে সেই বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পরিধান করতে পারে না কারণ এটি নিজেই সংবিধানের লঙ্ঘন হিসাবে পরিগণিত হবে। এটি স্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে, তাই, সেই পরিমাণে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করা সংবিধান দ্বারা নিষিদ্ধ। দৃষ্টান্তমূলকভাবে, প্রতিরক্ষা একটি ইউনিয়ন বিষয়, যখন আইন-শৃঙ্খলা একটি রাষ্ট্রীয় বিষয়। এটা কি কোন যুক্তি দিয়ে বলা যেতে পারে যে প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে সংসদ একটি রাজ্য আইনসভাকে প্রতিরক্ষার বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়ে সজ্জিত করতে পারে এবং একটি রাজ্য আইনসভা সংসদকে অস্ত্র দিতে পারে? আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক আইন প্রণয়নের ক্ষমতা?

আমার মতে, এই ধারার যে কোনো যুক্তিকে এই কারণে নেতিবাচক হতে হবে যে এই ধরনের ক্ষমতা অর্পণ করা সংবিধানের পরিপন্থী এবং এই ধরনের ক্ষমতা হস্তান্তর তার চিন্তার বাইরে। একই কারণে যদি একটি আইনসভার ক্ষেত্রে ক্ষমতা হস্তান্তর অন্যটিতে সম্ভব না হয়, তবে সংবিধান দ্বারা অনুমোদিত পরিমাণ বা সীমা পর্যন্ত ব্যতীত নির্বাহী বিভাগের অনুকূলে হস্তান্তর করা হলে এটিকে সমর্থন করা কঠিন। যে এটি ইতিমধ্যে "শর্তাধীন আইন" বা "শাসন-প্রণয়ন ক্ষমতা" উপাধিতে স্বীকৃত ছিল, যার সম্পর্কে সম্ভবত সংবিধান প্রণেতারা সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। আমার আবারও কোন দ্বিধা নেই যে আমাদের সংবিধান প্রণেতারা আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণের বিরুদ্ধে আমেরিকান মতবাদকে মেনে নিয়েছিলেন এবং প্রশাসনিক সুবিধার ভিত্তিতে এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে তারা সাবধানে সেই পরিস্থিতিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সংবিধানের মধ্যে স্পষ্ট বিধান তৈরি করেছিলেন।

সংবিধানের ৫৩ অনুচ্ছেদ ইউনিয়নের নির্বাহী ক্ষমতা সম্পর্কিত। এটি রাষ্ট্রপতির উপর অর্পিত এবং স্পষ্ট ভাষায় সেই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে এটি এই সংবিধান অনুসারে সরাসরি বা তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হবে। রাষ্ট্রপতি ব্যতীত অন্য কর্তৃপক্ষকে কার্যভার প্রদানের জন্য সংসদ আইন দ্বারা অনুমোদিত। এই অনুচ্ছেদটি মনোযোগ সহকারে পড়া দেখায় যে ইউনিয়নের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য সংস্থা এবং যন্ত্রপাতি নিয়োগের জন্য সংবিধানে একটি বিস্তৃত বিধান করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি অর্পিত (প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ডের সাথে এবং এই ক্ষমতা ছাড়াও, ৫৩(৩) (খ) অনুচ্ছেদে সংসদের কার্যনির্বাহী ক্ষেত্রেও প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে) এই বিষয়ে অনুরূপ বিধান করা হয়েছে। প্রতিটি রাজ্যের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা: (অনুচ্ছেদ ৭৭ এ বিধান করা হয়েছে যে কীভাবে ভারত সরকারের ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে তা আরও সুবিধাজনক করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়েছে ব্যবসার লেনদেন

ভারত সরকারের এবং উক্ত ব্যবসার মন্ত্রীদের মধ্যে বরাদ্দের জন্য। নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়ে এই ধরনের বিস্তারিত বিধান অন্যান্য সংবিধানে নেই যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। অনুচ্ছেদ ৭৯ বিধান করে যে ইউনিয়নের জন্য একটি সংসদ থাকবে। এরপর বিভিন্ন অনুচ্ছেদে সংসদকে কীভাবে গঠন করতে হবে এবং কীভাবে এটির কাজকর্ম পরিচালনা করতে হবে, কী কী কর্মকর্তা ও সচিবালয় এটি নিয়োগ করতে পারে এবং কী কী ক্ষমতা দিয়ে তা বিধান করা হয়েছে। ধারা ১০৭ থেকে ১১৯ আইনী পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত। এই বিস্তৃত বিধানগুলির মধ্যে এটি নিহিত যে সংবিধান এইভাবে গঠিত সংস্থাকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করেছে এবং এই সংস্থাটিই তার কর্পোরেট ক্ষমতায় আইন প্রণয়ন এবং ভোট কর দেওয়ার ক্ষেত্রে তার রায় এবং বিচক্ষণতা প্রয়োগ করতে হয়েছিল এবং সেই রায়টি ছিল সেখানে স্পষ্টভাবে বর্ণিত পদ্ধতির নিয়ম অনুসরণ করে পৌঁছাতে হবে। ১২৩ অনুচ্ছেদ সংসদে না থাকলে রাষ্ট্রপতিকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে অধিবেশন এবং এই ক্ষমতা সংসদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার সাথে সহ-বিস্তৃত। অনুচ্ছেদ ১২৪ কেন্দ্রীয় বিচার বিভাগের সাথে সম্পর্কিত। এটি বিচারকের সংখ্যা এবং তাদের নিয়োগের পদ্ধতি নির্ধারণ করে এবং এটি রাষ্ট্রপতির নিয়োগের ক্ষমতা রয়েছে এমন পদ্ধতি নির্ধারণ করে। অনুচ্ছেদ ১৪০-এ বিধান করা হয়েছে যার অধীনে সংসদ সুপ্রিম কোর্টকে এমন সম্পূরক ক্ষমতা প্রদান করতে পারে যা আদালতকে এই সংবিধান দ্বারা বা তার অধীনে প্রদত্ত এখতিয়ার প্রয়োগ করতে আরও কার্যকরভাবে সক্ষম করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। এই ধরণের একটি প্রকাশ্য বিধান, আমার মতে, বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল যে প্রস্তাবের পক্ষে বিরোধিতা করছেন তা খুব স্পষ্টভাবে নেতিবাচক। আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অর্পণের ক্ষমতা যদি আইন প্রণয়নের ক্ষমতার মধ্যেই নিহিত থাকে, তাহলে সংবিধান প্রণেতারা ১৪০ অনুচ্ছেদে সুপ্রীম কোর্টে আনুষঙ্গিক ক্ষমতা প্রদানের জন্য সংসদকে কর্তৃত্ব প্রদান করে স্পষ্টতই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদকে দিতেন না। "সুপ্রিম কোর্ট" এ কারণ এটি ইউনিয়ন তালিকার একটি বিষয়। অনুচ্ছেদ ১৪৫(১) (ক) আবার খুব জোরালোভাবে

বিজ্ঞ অ্যাটর্নি- জেনারেলের প্রস্তাবকে নেতিবাচক করে। সংবিধান সুপ্রিম কোর্টকে আদালতের সামনে অনুশীলনকারী ব্যক্তিদের বিধি তৈরি করার ক্ষমতা দিয়েছে। এটি ইউনিয়ন তালিকার একটি বিষয় এবং সুপ্রিম কোর্টে সংবিধান দ্বারা এই ক্ষমতা প্রদান সংসদ কর্তৃক প্রণীত যেকোনো আইনের বিধান সাপেক্ষে। অন্য কথায়, সংসদকে দেওয়া হয়েছে প্রকাশ্য ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার বা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এর পরিপূরক। আমার বিচারে, এই ধরনের বিধান একটি সংবিধানের জন্য একেবারে বিদেশী যেখানে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। ২১৭ অনুচ্ছেদে হাইকোর্টের বিচারক নিয়োগের জন্য বিশদ বিধান করা হয়েছে এবং ২২৭ অনুচ্ছেদে হাইকোর্টকে রুল প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ২৪৩ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতিকে শান্তি ও মঙ্গলের জন্য প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রথম তফসিলের অংশ ডি তে গণনা করা অঞ্চলগুলির সরকার এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগে তিনি সংসদ বা বিদ্যমান আইন দ্বারা প্রণীত যে কোনও আইন বাতিল বা সংশোধন করতে পারেন। সংবিধান স্বয়ং সংসদের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির কাছে অর্পণ করেছে যেখানে তারা মনে করেছে যে এই ধরনের প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন। অনুচ্ছেদ ২৪৫ এবং ২৪৬ সংসদ এবং রাজ্য আইনসভার মধ্যে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করে এবং ২৪৮ অনুচ্ছেদে সেই অবশিষ্টাংশের বিধান করা হয়েছে সংসদে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়ে গেছে আর্টিকেল ২৫০ জরুরী অবস্থার জন্য বিধান করে। সেই ঘটনাতে সংসদের রাজ্য তালিকায় গণনা করা যে কোনও বিষয়ের ক্ষেত্রে ভারতের ভূখণ্ডের সমগ্র বা যে কোনও অংশের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৫২ একটি কিছুটা অদ্ভুত বিধান। এর অধীনে সংসদ তাদের সম্মতিতে দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে। এটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে সংসদ কর্তৃক আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগের একটি রূপ কারণ শুধুমাত্র তার সম্মতিতে সংসদই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পায়। অনুচ্ছেদ ২৫৮ দ্বারা রাষ্ট্রপতিকে একটি রাজ্য সরকারের সম্মতিতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে সে সরকারকে বা তার আধিকারিকদের কাছে শর্তসাপেক্ষে বা নিঃশর্তভাবে অর্পণ করতে পারে যে কোন বিষয়ে ইউনিয়নের নির্বাহী ক্ষমতা প্রসারিত হয়। সেই অনুচ্ছেদে এর জন্যও বিধান রাখা হয়েছে

.

সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারা ক্ষমতা অর্পণ। ৩৪৯ অনুচ্ছেদে ভাষার বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের সীমিত করা হয়েছে। ধারা ৩৫৩ জরুরী অবস্থা ঘোষণার প্রভাব উল্লেখ করে এবং প্রদান করে যে এই ধরনের ক্ষেত্রে ইউনিয়নের নির্বাহী ক্ষমতা যে কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদানের জন্য প্রসারিত করবে। যে পদ্ধতিতে এর নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে তা বলুন। প্রকরণ (২) জোর দেওয়া প্রয়োজন। এটি বিধান করে যে সংসদের যে কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদানের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব আরোপ করা, অথবা ক্ষমতা প্রদান এবং দায়িত্ব আরোপ করার অনুমোদন, ইউনিয়ন বা ইউনিয়নের কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষের উপর। , যে বিষয়টিকে সম্মান করে, যদিও এটি এমন একটি যা ইউনিয়ন তালিকায় গণনা করা হয়নি। ২৫০ অনুচ্ছেদের অধীনে জরুরি অবস্থায় সংসদের রাষ্ট্রীয় তালিকার মধ্যে থাকা বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে এবং অবশ্যই সেই ক্ষমতা অর্পণ করার অধিকার রয়েছে যদি সেই ক্ষমতাটি আইন প্রণয়ন ক্ষমতার বিষয়বস্তু হয় তবে সংবিধান প্রণেতারা অন্যথা ভেবেছিলেন এবং অর্পণ করার জন্য একটি স্পষ্ট বিধান করেছিলেন এমন পরিস্থিতিতে ক্ষমতা। অনুচ্ছেদ ৩৫৭ প্রদান করে যে যেখানে ৩৫৬ অনুচ্ছেদের প্রকরণ (১) এর অধীনে জারি করা ঘোষণার মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়েছে যে রাষ্ট্রের আইনসভার ক্ষমতা সংসদের দ্বারা বা তার অধীনে প্রয়োগযোগ্য হবে, এটি সংসদের জন্য যোগ্য হবে রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রের আইনসভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, এবং রাষ্ট্রপতিকে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা প্রদান করার জন্য, তিনি আরোপ করা উপযুক্ত মনে করেন এমন শর্ত সাপেক্ষে, এই ক্ষমতা তার পক্ষে নির্দিষ্ট করা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে অর্পিত । এটিই একমাত্র অনুচ্ছেদ যার দ্বারা সংবিধান প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করার ক্ষমতা দিয়েছে। সম্ভবত এটি মনে করা হয়েছিল যে এই আতঙ্কে সংসদের কাছে কার্যনির্বাহীকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদানের এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নিজস্ব আইন প্রণয়ন ক্ষমতার সাথে পরিধান করার ক্ষমতা থাকা দরকার এবং রাষ্ট্রপতিকে সেই আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অন্য কাউকে অর্পণ করার ক্ষমতা দেওয়া উচিত ছিল। তার দ্বারা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ। আরও সপ্তম তফসিলের তিনটি তালিকার এন্ট্রিগুলির একটি রেফারেন্স এই বিষয় চিত্রিত।

তালিকা ।-এর এন্ট্রি ৯৩ হল "এই তালিকার যেকোনো বিষয়ে আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ।" এন্ট্রি ৯৪ হল "অনুসন্ধান, সমীক্ষা এবং পরিসংখ্যান এই তালিকার যেকোনো বিষয়ের উদ্দেশ্যে।" এন্ট্রি ৯৬ হল "এই তালিকার যেকোনো বিষয়ে ফি, কিন্তু কোনো আদালতে নেওয়া ফি সহ নয়।" এন্ট্রি ৯৫ হল "সকল আদালতের এখতিয়ার এবং ক্ষমতা, এই তালিকার যেকোন বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত।" এই সমস্ত এন্ট্রিগুলি তালিকায় থাকা আইনের প্রধান বিষয়গুলির আনুষঙ্গিক এবং আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির উদাহরণ। অনুরূপ এন্ট্রিগুলি তালিকা ॥ এবং ॥। তে পাওয়া যাবে ভালভাবে মনে হয় সংবিধানটি আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রেও প্রকাশ্য শর্তে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদানের যত্ন নিয়েছে এবং তাই এই জাতীয় সংবিধানের মধ্যে স্পষ্টভাবে দেওয়া নেই এমন কোনও বিষয়কে বোঝানো এবং এই প্রক্রিয়া দ্বারা প্রবর্তন করা অপ্রয়োজনীয়।

আমি সন্তুষ্ট যে সংবিধান প্রণেতারা ক্ষমতা অর্পণের প্রশ্নের সমস্ত দিক বিবেচনা করেছেন, তা নির্বাহী, আইন বা বিচার বিভাগীয়, এবং স্পষ্টভাবে যখনই এটি মহান বিশদভাবে এটি করার প্রয়োজন মনে করা হয়েছে তখনই এটি প্রদান করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল যে মতবাদের জন্য দাবি করেছেন তার প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই এবং এটা অবশ্যই ধরে রাখতে হবে যে সংবিধান দ্বারা অনুমোদিত প্রতিনিধিদলের প্রকাশ ক্ষমতার অনুপস্থিতিতে, সংসদের তার প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নেই। অন্যদের জন্য কার্যাবলী, রাজ্য আইনসভা বা নির্বাহী কর্তৃপক্ষ যাই হোক না কেন, অবশ্যই, কার্যগুলি ছাড়া প্রকৃতি মন্ত্রীত্বপূর্ণ। সংবিধান এবং ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫-এর স্কিম হল যে এটি স্পষ্টভাবে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা নির্দিষ্ট সংস্থা এবং ব্যক্তিদের উপর অর্পণ করে এবং এটি যেখানে প্রয়োজন মনে করে সেখানে আইন প্রণয়ন সংস্থাগুলি গঠনের অনুমোদন দেয় কিন্তু নতুন আইন তৈরি করার কোনও কর্তৃত্ব দেয়নি। - শরীর তৈরি করা নিজের দ্বারা তৈরি নয়। এমনকি এটি কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একটি আইনসভা হিসাবে নির্বাহী তৈরি করেছে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিনিধিদের একটি প্রক্রিয়া দ্বারা আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষের তালিকায় যোগ করা সম্ভব নয়। সংবিধিবদ্ধ ক্রফোর্ড দ্বারা নির্দেশিত হিসাবে নির্মাণ,

পৃষ্ঠা ৩৩৩-এ "যদি একটি সংবিধিতে এমন জিনিসগুলিকে গণনা করা হয় যেগুলির উপর এটি পরিচালনা করা হবে, তবে অন্য সমস্ত কিছুকে অবশ্যই এর কার্যকারিতা এবং প্রভাব থেকে বাদ দিতে হবে। তাই যদি একটি সংবিধি নির্দিষ্টভাবে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কিছু কাজ করার নির্দেশ দেয় নির্দিষ্ট ব্যক্তি, নির্দিষ্ট করা ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে বা অন্য কোনো ব্যক্তির দ্বারা তাদের কর্মক্ষমতা নিহিতভাবে নিষিদ্ধ।" সাধারণ নিয়ম হল যে যদি কোনো সংজ্ঞায়িত শর্তের উপর ইতিবাচক শব্দ দ্বারা কর্তৃত্ব স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়, তবে সেই শর্তের অভিব্যক্তিটি সংজ্ঞায়িত অবস্থার তুলনায় অন্যান্য পরিস্থিতিতে অনুমোদিত আইনের কাজকে বাদ দেয়। ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫-এর অধীনে, নির্বাহী বিভাগ নতুন সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত আইন প্রণয়নের একটি বৃহত্তর ক্ষমতা উপভোগ করেছিল। এটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে কাটা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। নতুন সংবিধান দিল্লি রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়নের জন্য সংসদকে ক্ষমতা প্রদান করে। এটি সেই রাজ্যের জন্য একটি আইনসভা তৈরি করার অনুমোদনও দেয়। সংবিধান তাই দিল্লি রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম এমন সংস্থাগুলিকে নির্দেশ করে যথেষ্ট বিধান করেছে। আমার মতে, তাই প্রয়োজনীয় বিষয়ে নির্বাহীকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা অসাংবিধানিক। প্রাক-সাংবিধানিক সময়কালে অনুন্নত এবং বর্জিত এলাকার জন্য গৃহীত কোনো আইন প্রথার এই বিন্দু নির্ধারণে কোনো প্রাসঙ্গিকতা থাকতে পারে না।

নতুন সংবিধানের বিধানগুলি পরীক্ষা করার পরে, ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্টের অধীনে ভারতীয় আইনসভার সাংবিধানিক অবস্থান এবং ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫, যা পরবর্তীতে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ দ্বারা অভিযোজিত হয়েছে, এখন পরীক্ষা করা যেতে পারে।

ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে, ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫, ফেডারেশন এবং রাজ্যগুলির মধ্যে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রের একটি সীমানা সহ ভারতের জন্য একটি ফেডারেল সংবিধান পরিকল্পিত করেছে এবং এটি এই আইনের পরিকল্পনা যা আমি ইতিমধ্যেই নতুন সংবিধানে গৃহীত হয়েছে। বেনোয়ারী লাল শর্মার (১) মামলায় ভারদাচার্য জে. কর্তৃক ব্যক্ত মতামতের সাথে আমার শ্রদ্ধাশীল সহমত প্রকাশ করা হয়েছে যে সাংবিধানিক এই আইনের অধীনে ভারতে অবস্থান ইংরেজী মডেলের চেয়ে

(১) [১৯৪৩] এফ.সি.আর. ৯৬।

আমেরিকান মডেলের কাছাকাছি এবং এটা আমার কাছে মনে হয় যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণ এর প্রয়োজনীয়তার বিধান দ্বারা অনুমোদিত নয়। জরুরি অবস্থার সময় গভর্নর-জেনারেল নিজেই তার নিজের ঘোষণার অধীনে নির্বাহী এবং আইনসভা হয়ে উঠতে পারতেন এবং প্রশাসনিক সুবিধার প্রয়োজনীয়তাগুলি এই আইনের পরিকল্পনায় প্রবর্তনের জন্য বাধ্যতামূলক পরিস্থিতি ছিল না, সংসদে কর্তৃত্ব। আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ এই আইনে কার্যনির্বাহী এবং আইনসভা উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষমতা অর্পণ করার ক্ষমতা প্রদানের বিশদ বিধান রয়েছে যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা প্রদানের প্রয়োজন বলে মনে করা হয়েছে। ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ধারা ৬ দ্বারা ১৯৩৫ সালের আইনের পরিধির মধ্যে ডোমিনিয়ন পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে। ভারতের জন্য নতুন সংবিধান তৈরির উদ্দেশ্য এবং এটি সংসদের আইন বাতিল করার ক্ষমতাও দিয়েছে। সাধারণ আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এটির ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর অধীনে ভারতের আইনসভাগুলির মতো একই ক্ষমতা ছিল এবং আজমের-মেরওয়ারা আইন, ১৯৪৭-এর বিষয়ে আমাদের কাছে উল্লেখ করা প্রশ্নটির উত্তর দিতে হবে। ১৯৩৫ সালের সংবিধান আইনে সংবিধানের বিধান রয়েছে।

১৯৩৫ সালের আইনের আগে ভারতের সাংবিধানিক অবস্থান এখন সংক্ষিপ্তভাবে বলা যেতে পারে। ১৮৩৩ সালের সনদ আইনের আগে গভর্নর-জেনারেল এবং প্রেসিডেন্সির মধ্যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার বিভাজন ছিল। ওই আইনের মাধ্যমে আইনসভা হিসেবে প্রেসিডেন্সির ক্ষমতা শেষ হয়ে যায় এবং পুরো আইন প্রণয়নের ক্ষমতা গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ভোটের অধিকার ছাড়াই ম্যাকোলেকে কার্যনির্বাহী পরিষদে আইনসভার সদস্য হিসাবে যুক্ত করা হয়েছিল। কার্যনির্বাহী এবং আইন প্রণয়ন কার্যাবলী একই সংস্থা দ্বারা, অবশ্যই, শ্রী ম্যাকওলে-এর সাহায্য ও পরামর্শে সম্পাদিত হত। সামান্য পরিবর্তনের সাথে ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১ পর্যন্ত পরিস্থিতি একই ছিল। এই আইনের অধীনে গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল আইনসভা সভায় সমগ্র ভারতের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং স্থানীয় আইনসভাগুলিও প্রদেশগুলির জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে।

আইনের ১০ ধারা অনুসারে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল। ১৫ ধারায় সেই ক্ষমতা কীভাবে প্রয়োগ করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়েছে। আইন প্রণয়নের জন্য ১৮ ধারায় বিধি প্রণয়নের জন্য গভর্নর-জেনারেলকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ধারা ২২ আইন প্রণয়নের ক্ষমতার পরিধি নির্ধারণ করেছে। ধারা ২৩ জরুরী পরিস্থিতিতে গভর্নর জেনারেলকে অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে। ধারা ৪৪ গভর্নর-জেনারেলকে স্থানীয় আইনসভা তৈরি করতে এবং তাদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদানের ক্ষমতা দেয়। এটা প্রতীয়মান হয় যে কাউন্সিল অ্যাক্টের স্কিম ছিল যে যখনই সংসদ গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলকে আইনসভা তৈরি করার বা বিধি বা প্রবিধান তৈরি করার ক্ষমতা দিতে চাইত, সেই ক্ষমতাটি স্পষ্ট ভাষায় প্রদান করা হয়েছিল। ১৮৭০ সালের আরেকটি সংবিধির মাধ্যমে গভর্নর-জেনারেলকে তার নির্বাহী ক্ষমতায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা হয় কম উন্নত অঞ্চলের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ, নন-রেগুলেশন প্রদেশের ক্ষেত্রে। গভর্নর হলে অন্য সনদের প্রয়োজন হতো না। -জেনারেল তার নিজের কাউন্সিলের প্রতিনিধিত্বের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করতে পারেন। আমার মতে, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৮৬১ দ্বারা পরিকল্পিত সংবিধান, সেই আইন দ্বারা অস্তিত্বে আনা কোনও আইনসভা কর্তৃপক্ষের দ্বারা কার্যনির্বাহীকে প্রয়োজনীয় আইনী ক্ষমতা অর্পণ করার অনুমোদন দেয় না এবং এই কারণেই তাদের প্রভুত্ব বুরাহর ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিল (১) এই ভিত্তিতে তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি করেনি তবে শর্তসাপেক্ষ আইনের ভিত্তিতে "ক্ষমতাধীন" হিসাবে আইনটিকে সমর্থন করেছে। ১৮৭৭ সালে মার্কবি জে এর মতামতের সাথে আমি এই শর্তে শ্রদ্ধাশীল একমত: "এই দেশের আইনসভার দ্বারা আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্ব বাতিল।" আপিলের প্রিভি কাউন্সিল এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্নমত পোষণ করেনি।

যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে ভারতে বহুকাল ধরে আইন প্রথা এমন ছিল যে আইনগুলিকে বৈধতা দেবে। আমাদের রেফারেন্সের অধীনে তিনটি আইনের মডেলের উপর ডিজাইন করা হয়েছে। ইউ.এস. বনাম কার্টিস রাইট (১) এ নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণের রেফারেন্স করা হয়েছিল।

(১) ৫ আই. এ. ১৭৮।

"সংবিধানের গ্রহণযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে অভিন্ন, দীর্ঘ অব্যাহত এবং অবিসংবাদিত আইনী অনুশীলন অনুশীলনের সাংবিধানিকতার জন্য অনুপযুক্ত ভিত্তির উপস্থিতি প্রমাণের দিক থেকে অনেক দূর এগিয়ে যায়।"

আমার মতে, এই ক্ষেত্রে কোন ইউনিফর্ম, দীর্ঘ অব্যাহত এবং অবিসংবাদিত আইনী অনুশীলনের কোন প্রমাণ নেই যা প্রশ্নে সংবিধির অনুরূপ লাইনে খসড়া করা হয়েছে। এই যুক্তিটি যে উপাদানের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল তা একটি অতি নগণ্য চরিত্রের এবং এর জন্য যুক্তিযুক্ত উপসংহারের নিশ্চয়তা দেয় না।

রাষ্ট্রপতির পক্ষে বিবৃত মামলার সাথে সংযুক্ত সংযোজনী (ক) এই কথিত দীর্ঘ অব্যাহত আইন প্রথার শুধুমাত্র ১৯১২ সালের আগে দুটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে, কিন্তু এমনকি এই উদাহরণগুলি রেফারেন্সে দেওয়া বিধিগুলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। অত্যাবশ্যক বিষয়ে এই আইনগুলির স্কিম প্রশ্নে থাকা আইনগুলির থেকে আলাদা। প্রশ্ন এই আইনের ধারা ৫(ক) দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে যা তফসিলি জেলা আইন, ১৮৭৪, ১৮৯১ সালের আইন XII দ্বারা যুক্ত করা হয়েছিল। এটি প্রদান করেছিল যে কাউন্সিলে গভর্নর-জেনারেলের পূর্ববর্তী অনুমোদনের সাথে তফসিলি জেলাগুলিতে কার্যকরী একটি আইন ঘোষণা বা একটি তফসিলি জেলায় একটি আইন প্রসারিত করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তন সাপেক্ষে আইনের প্রয়োগ ঘোষণা করতে পারে যা সরকার উপযুক্ত মনে করতে পারে। এটি লক্ষণীয় যে দিল্লি আইন আইনের ধারা ৭ তফসিলি জেলা আইনের ধারা ৫(ক) এর মতো একই পদে খসড়া করা হয়নি। যদিও সাংবিধানিকভাবে বলতে গেলে, গভর্নর-জেনারেল কার্যনির্বাহী ও আইন প্রণয়ন কার্য সম্পাদন করতেন দুটি উদ্দেশ্যে পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত সভায় এবং কিছু অতিরিক্ত সদস্যের সহায়তায়, সমস্ত ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে গভর্নর-জেনারেল সত্যিই ছিলেন

(১) ২৯৯ ইউএস ৩০৪।

নির্বাহী এবং আইন প্রণয়ন উভয় ক্ষেত্রেই এই দেশের প্রকৃত কর্তৃপক্ষের কথা বলা, এবং আইন ঘোষণা করার আগে যদি এই কর্তৃপক্ষের পূর্ববর্তী অনুমোদনের প্রয়োজন হয় এমনকি সংশোধন করেও, এই উদাহরণটি এমন হতে পারে না যেটির ধারা ৭-এ যা প্রণয়ন করা হয়েছে তার জন্য আইন প্রথা গঠন করবে। দিল্লি আইন আইন।

উদ্‌ধৃত দ্বিতীয় উদাহরণটি বার্মা আইন আইন, ১৮৯৮-এর। এই আইনের ১০ ধারায় এটি সরবরাহ করা হয়েছিল যে স্থানীয় সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের পূর্ববর্তী অনুমোদনের সাথে, তিনি যেমন মনে করেন এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তন করতে পারে। মানানসই, উচ্চ বার্মার যে কোনো অংশে নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় বর্ধিত হওয়ার তারিখে কার্যকর কিছু আইন প্রসারিত করা। ধারা ৪-এ আইন প্রণয়নের সময় উচ্চ বার্মায় যে সমস্ত আইন কার্যকর ছিল তার একটি তফসিল দেওয়া হয়েছিল। এই উদাহরণটি দিল্লি আইন আইনের ধারা ৭ এর বৈধতার জন্য আইনী অনুশীলনের প্রমাণও সরবরাহ করে না যেখানে বার্মা আইন আইন, ১৮৯৮-এর ধারা ৪-এর মতো কোনও বিধান নেই এবং এতে একই রকম একটি বিধান রয়েছে তফসিলি জেলা আইনের ধারা ৫(ক) যা কাউন্সিলে গভর্নর-জেনারেলের পূর্ববর্তী অনুমোদনের প্রয়োজন। দিল্লি আইন আইনে এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অভাব রয়েছে। মধ্যে ১৮৬১, এবং ১৯১২, পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে, এই ধরনের দুটি দৃষ্টান্ত যা একে অপরের সাত বছরের মধ্যে ঘটেছে উপরে উদ্‌ধৃত ক্ষেত্রে নির্ধারিত মানদণ্ডের মধ্যে পড়তে পারে না।

১৯১২ সালের পরে আরও তিনটি চিত্র উল্লেখ করা হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথমটি অভ্যন্তরীণ স্টিম ভেসেলস আইন, ১৯১৭-এর ধারা ৬৮ এবং ৭৩-এ রয়েছে। ধারা ১৭ অভিযোজনের উদ্দেশ্যে একটি আইনের সংশোধন অনুমোদিত। এটি অবশ্যই দিল্লি আইন আইন, ১৯১২, ধারা ৭, বা আজমির-মেরওয়ারা আইন, ১৯৪৭-এ যে ধরনের আইন রয়েছে তার কোনো উদাহরণ নয়। ধারা ৬৮ পরিবর্তন সহ নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে নির্দিষ্ট অধ্যায় সম্প্রসারণের অনুমোদন দিয়েছে।

পরবর্তী উদাহরণটি ছিল ক্যান্টনমেন্টস আইন, ১৯২৪। এই আইনের ধারা ৯ দ্বারা এটি প্রদান করা হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই আইনের যে কোনও অংশের কার্যকারিতা থেকে বাদ দিতে পারে।

একটি সেনানিবাসের সম্পূর্ণ বা কোন অংশ বা নির্দেশ দেয় যে এই আইনের যে কোন বিধান কোন সেনানিবাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এই ধরনের পরিবর্তনের সাথে যেমন নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

উল্লিখিত তৃতীয় উদাহরণটি পেট্রোলিয়াম আইন, ১৯৩৪ এর ধারা ৩০-এ ছিল। এখানে এটি সরবরাহ করা হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই আইনের সমস্ত বা যে কোনও বিধানকে এমন পরিবর্তন সহ প্রয়োগ করতে পারে যেটি অন্য কোনও বিপজ্জনক দাহ্য পদার্থের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করতে পারে। এটি একটি আইনের সাথে সংযুক্ত তফসিলটিতে কিছু আইটেম যুক্ত করার একটি উদাহরণ।

এই তিনটি দৃষ্টান্ত দেখায় যে ১৯১৭ এবং ১৯৩৪ সালের মধ্যে, সতেরো বছরের মধ্যে, তিনটি দৃষ্টান্ত আইন প্রণয়নের ঘটনা ঘটেছে, যদিও দিল্লি আইন আইন, ১৯১২-এর মতো একই ধরণের নয়, তবে এই ধরণের আইনের সাথে কিছুটা মিল রয়েছে। কোন অভিন্ন আইন প্রথার এই উদাহরণ থেকে কোন উপসংহার টানা যাবে না।

উত্তরপ্রদেশ সরকারের পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ আইনজীবী একটি নোট জমা দিয়েছেন যাতে উত্তর প্রদেশ ভূমি রাজস্ব আইন, III-এর ১৯০১-এর একটি উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা উপ-ধারা (২) এর ১ ধারায় উল্লেখ করেছে যে রাজ্য সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই আইনের সম্পূর্ণ বা যে কোন অংশ তাই বাদ দেওয়া সমস্ত ক্ষেত্রে বা যেকোন ক্ষেত্রে প্রসারিত করা হবে, যা উপযুক্ত মনে করে এমন ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন সাপেক্ষে। এই উদাহরণ বস্তুগতভাবে পরিস্থিতি প্রভাবিত করে না। এক পাক্ষিক গবেষণার পর বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল তার বিরোধের সমর্থনে উদাহরণের একটি সম্পূরক তালিকা দিয়েছেন। এই তালিকায় থাকা দুটি দৃষ্টান্ত ১৮৬৯ সালের আইন XXII এর ধারা ৮ এবং ৯ থেকে বুরাহর মামলা (১) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় উদাহরণটি ১৮৬১ সালের আইন XXIII এর ধারা ৩৯ থেকে, আবার সেই ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছে, এবং এই রায়ের পূর্ববর্তী অংশে এইগুলি ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে। একমাত্র নতুন উদাহরণটি ১৯৩৪ সালের এয়ারক্রাফ্ট আইন থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা একটি বিমানের স্পেসিফিকেশনে পরিবর্তনের অনুমোদন দেয়। এটি কোন আইন সংশোধন করার কোন কর্তৃত্ব প্রদান করে না। এই তালিকার দুটি উদাহরণ এয়ারফোর্স আইন, ১৯৫০, যা পরবর্তীকালে প্রণীত হয়েছিল।

(১) ৫ আই.এ. ১৭৮।

আমাদের রেফারেন্স অধীনে আইন এবং এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করা যাবে না. শেষ উদাহরণটি মাদ্রাজ লোকাল বোর্ডস অ্যাক্ট, ১৯২০ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা রাজ্যপালকে নির্দিষ্ট কিছু পরিবর্তনের সাথে আইনটি প্রসারিত করার ক্ষমতা দেয় যেখানে এটি মূলত প্রযোজ্য হয়নি। ১৯২০ সালের এই দৃষ্টান্তটি ১৯১২ সালের আইনের ৭ ধারার বৈধতা নির্ধারণের জন্য কোন প্রাসঙ্গিকতা বহন করে না, এই উদাহরণটি অস্তিত্বে আসার আট বছর আগে প্রণীত হয়েছিল।

১৮৬৯ সালের আইন XXII এর ধারা ৮-এ দিল্লি আইন আইনের ৭ ধারায় থাকা আইনের আপাতদৃষ্টিতে অনুরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে, বুরাহর ক্ষেত্রে (১) প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা বিবেচনা করা হয়েছে। সেই দৃষ্টান্ত, যদিও, ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করা হলে, দিল্লি আইন আইনের ধারা ৭-এর সাথে কোন বাস্তব মিল নেই। সাধারণ প্রবিধানের অধীনে প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার থেকে গারো পাহাড় অপসারণের জন্য ১৮৬৯ সালের আইন XXII প্রণীত হয়েছিল। এটাই ছিল এর সীমিত উদ্দেশ্য। ধারা ৫ দ্বারা এই অংশের প্রশাসন বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নর কর্তৃক নিযুক্ত অফিসারদের উপর ন্যস্ত ছিল এবং সেই অফিসারদের তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকতে হত এবং তাঁর নির্দেশে কাজ করতে হত। তাই এই অঞ্চলের নির্বাহী প্রশাসন বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের হাতে ন্যস্ত ছিল। আইনের ধারা ৮ দ্বারা, ইতিমধ্যে উদ্ধৃত করা হয়েছে, লেফটেন্যান্ট-গভর্নর কলকাতা গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তার সরকার বা আইনের অধীন অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে কার্যকর বহিষ্কৃত অঞ্চলগুলির আইনগুলিকে প্রসারিত করার জন্য অনুমোদিত হয়েছিল যা পরে কাউন্সিল অফ কাউন্সিল দ্বারা প্রণীত হতে পারে। গভর্নর-জেনারেল বা লেফটেন্যান্ট-গভর্নর সেই অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে। এই উভয় কর্তৃপক্ষই বাংলা প্রদেশের জন্য আইন প্রণয়নের যোগ্য ছিল। বুরাহর মামলায় (২) ধারা ৮-এর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়নি এবং এটি নিয়ে কোনো যুক্তিও বলা হয়নি। এই ধারা সম্পর্কে, তবে, তাদের প্রভুত্বের রায়ে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি ঘটে যা আমাদের সামনে জোর দেওয়া হয়েছিল: -

"গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল, আইন প্রণয়নের যথাযথ এবং সাধারণ পদ্ধতিতে, অপসারণের জন্য নির্ধারণ করেছেন সাধারণ আদালত

(১) ৫ আই.এ. ১৭৮।

(২) ৭২ আই.এ. ৫৭।

এবং অফিসের এখতিয়ার থেকে একটি নির্দিষ্ট জেলা, এবং এটিকে নতুন আদালত এবং অফিসের অধীনে স্থাপন করা, যা বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নর দ্বারা নিযুক্ত এবং দায়বদ্ধ; লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যে কোন সময়ে এই পরিবর্তন ঘটবে; এবং তাকে সক্ষম করা, তিনি সেই বা অন্য কোন জেলার জন্য কোন আইন প্রণয়ন করতে চান না বরং সেই জেলায় কোন আইন, বা আইনের অংশ, যা আগে থেকেই ছিল, বা সময়ে সময়ে হতে পারে, সেই জেলায় পাবলিক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ, যথাযথ আইনী কর্তৃত্ব দ্বারা, 'তার সরকারের অধীন অন্যান্য অঞ্চলে। আইনসভা নির্ধারণ করেছে যে, এখন পর্যন্ত, একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তন হওয়া উচিত; কিন্তু লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের বিচক্ষণতার উপর এটি কার্যকর করার সময় এবং পদ্ধতিটি ছেড়ে দেওয়া সমীচীন ছিল; এবং এছাড়াও, যে আইনগুলি একই সরকারের অধীন অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে বলবৎ ছিল বা হতে পারে সেগুলি এই জেলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং উপযুক্ত হতে পারে।"

এই সমস্ত পর্যবেক্ষণের অর্থ হল যে একটি আইন তার আওতাধীন অঞ্চলের জন্য একটি উপযুক্ত আইনসভার দ্বারা প্রণীত একটি আইন লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বাদ দেওয়া জেলাগুলির জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে, লেফটেন্যান্ট-গভর্নর সমগ্র বাংলা প্রদেশের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারেন এবং একইভাবে, গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল তা করতে পারেন। যে অঞ্চলের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল তার জন্য একটি যোগ্য আইনসভার দ্বারা আইনটি তৈরি করা হয়েছিল, গভর্নর-জেনারেলের একমাত্র ক্ষমতা ছিল সেই আইনটিকে একটি বহিষ্কৃত অঞ্চলে প্রসারিত করার; কিন্তু ডেলবি আইন আইনে এটি ছিল না। সম্পন্ন। যেমনটি পরে দেখানো হবে, ধারা ৭-এ দিল্লি আইন আইন গভর্নর-জেনারেলকে তার কার্যনির্বাহী ক্ষমতায় আইনসভা দ্বারা প্রণীত দিল্লির আইনগুলিকে প্রসারিত করার ক্ষমতা দিয়েছে যেগুলির দিল্লির জন্য আইন তৈরি করার কোনো এখতিয়ার বা যোগ্যতা ছিল না।

আমাদের নির্দেশিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে এমন নীতিগুলি উল্লেখ করার পরে, আমি এখন তিনটি প্রশ্নের প্রতিটিতে আমার মতামত দিতে এগিয়ে চলেছি।

প্রথম প্রশ্নটি দিল্লি আইন আইন, ১৯১২ এর ধারা ৭ এর সাথে সম্পর্কিত এবং এটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে এর বৈধতা নিয়ে উদ্বিগ্ন। ১৯১২ সালে প্রণীত ধারাটি এই শর্তে ছিল: -

"গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনের সাথে প্রসারিত করতে পারেন যা তিনি দিল্লি প্রদেশ বা এর যে কোনও অংশের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করেন যা এই তারিখে ব্রিটিশ ভারতের যে কোনও অংশে কার্যকর হয়৷ বিজ্ঞপ্তি।"

অধ্যায়টি গভর্নর-জেনারেলকে একটি "কার্টে ব্লাঞ্চ" দেয় যে নবগঠিত প্রদেশে প্রজ্ঞাপনের তারিখে ব্রিটিশ ভারতের যেকোন অংশে বলবৎ কোনো আইন প্রসারিত করতে এবং পাসের তারিখে ব্রিটিশ ভারতে কার্যকর কোনো আইন অগত্যা নয়। দিল্লি আইন আইনের আইনটি পাশ হওয়ার তারিখে ব্রিটিশ ভারতের যে কোনো অংশে কার্যকরী আইনের সাথে কোনো তফসিল সংযুক্ত করা হয়নি। ব্রিটিশদের যে কোনো অংশে বলবৎ হতে পারে এমন আইনের বিষয়ে ভারত কোন বিজ্ঞপ্তির তারিখে, সেই আইনগুলি কী হবে তা জানা ছিল না। ১৯১২ সালের পরে যে আইনগুলি তৈরি করা হয়েছিল, তাদের নীতি এবং নীতিগুলি বিধানসভার কাছে জানা যায়নি যে আইনসভা দিল্লি আইন আইনের ধারা ৭-এর প্রণয়ন করেছিল। এটা সুস্পষ্ট বলে মনে হয় যে আইনসভা তার রায় প্রয়োগ করতে পারেনি, না সেই আইনগুলির প্রতি তার বিচক্ষণতা। এটি গভর্নর-জেনারেলকে দেশের বিভিন্ন আইনসভা দ্বারা পাস করা বিদ্যমান এবং ভবিষ্যত আইন সংশোধন করার ক্ষমতা প্রদান করে। সংশোধনের ক্ষমতা এর মধ্যে সেই বিধিগুলি সংশোধন করার ক্ষমতা বোঝায়। একজন বিজ্ঞ বিচারকের শব্দ ব্যবহার করার জন্য, এই ধারাটি গভর্নর-জেনারেলকে এক ধরনের অস্পষ্ট, প্রশস্ত, ভ্রান্ত এবং অকথিত কর্তৃত্ব প্রদান করেছে। ভারতের বিভিন্ন আইনসভার দ্বারা পাস করা বিভিন্ন আইনে গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক প্রণীত সংশোধনীতে আইনসভার মন কখনও প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং দিল্লি পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়েছে এমন কোনো বিধান এই ধারার মধ্যে নেই।

দৃষ্টান্তমূলকভাবে, এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারতের বিভিন্ন আইনসভা দ্বারা অনেকগুলি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করা হয়েছে, মূলত বিভিন্ন নীতি এবং নীতিগুলি স্থাপন করে। দিল্লি আইন আইনের অধীনে প্রাদেশিক সরকার এই আইনগুলির যে কোনও একটির নীতি দিল্লিতে প্রয়োগ করার জন্য অনুমোদিত বা বিভিন্ন রাজ্য আইনসভার দ্বারা পাসকৃত এই জাতীয় বিভিন্ন আইনকে একত্রিত করে বিকশিত হতে পারে এমন নীতি। ১৯১২ সালের মধ্যে খাজনা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আইনী নীতি বিকশিত হয়নি। নিষেধাজ্ঞার আইন থেকে আরেকটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা বা স্থানীয় বিকল্পের নীতি গ্রহণ করেছে। দিল্লিতে কোন নীতি প্রয়োগ করা হবে এবং সেই নীতি কে ঠিক করবে? স্পষ্টতই, ধারা ৭ এর অধীনে প্রাদেশিক সরকার আইনসভায় না গিয়ে তার পছন্দসই যে কোনও নীতি গ্রহণ করতে পারে, তা আংশিক বা সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার হোক এবং উপযুক্ত মনে করে যে কোনও আইন দিল্লিতে প্রয়োগ করতে পারে। তাই এটা স্পষ্ট যে দিল্লি আইন আইনের ধারা ৭-এর দ্বারা নির্বাহীকে প্রদত্ত বিস্তৃত ক্ষমতার সনদের মধ্যে এটি প্রয়োজনীয় আইনী কার্যাবলী প্রয়োগ করতে পারে এবং কার্যত এটি দিল্লির আইনসভায় পরিণত হয়েছিল। এটা আমার মনে হয় যে ধারা ৭ কার্যকর করার মাধ্যমে আইনসভা কার্যত কার্যনির্বাহী বিভাগের পক্ষে তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ত্যাগ করেছে। যে, আমার বিচারে, ছিল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৮৬১, বা প্রিভি কাউন্সিলের কোনও সিদ্ধান্ত দ্বারা বা কোনও আইনী অনুশীলনের ভিত্তিতে ওয়ারেন্টিযুক্ত নয়। অতএব, আমার মতে, বিভাগটি ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১, নিম্নলিখিত বিবরণে "ক্ষমতা বহির্ভূত": (i) যেহেতু এটি নির্বাহীকে দিল্লির জন্য আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম নয় এমন আইনসভা দ্বারা প্রণীত দিল্লি আইনগুলিতে প্রয়োগ করার অনুমতি দেয় এবং যা এইগুলি আইনসভাগুলি তাদের নিজস্ব আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তৈরি করতে পারে, এবং (ii) যদিও এটি ভারতে আইন প্রণয়ন সংস্থাগুলির দ্বারা প্রণীত আইনগুলির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সহ-বিস্তৃত আইনী কর্তৃত্বের সাথে নির্বাহীকে পোশাক দেয়। যদি রাজ্যপাল কর্তৃক পাসকৃত বিদ্যমান আইনগুলির কোনো তালিকা -সাধারণ কাউন্সিল তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা এবং এটি দ্বারা গৃহীত আইন যদিও অন্যান্য আইনসভা দ্বারা পাস করা হয়েছিল এই আইনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল, সেই পরিমাণ ক্ষমতার অর্পণ, কিন্তু

এক্সিকিউটিভের পক্ষে পরিবর্তনের কোনো ক্ষমতা ছাড়াই হয়তো বৈধ হতে পারত, কিন্তু দিল্লি আইন আইনের ধারা ৭-এ তা কার্যকর করা হয়নি। গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের দ্বারা সমগ্র ভারতের জন্য ভবিষ্যতে প্রণীত আইন সম্প্রসারিত করার ক্ষমতা বা এটি দ্বারা গৃহীত যদিও পরবর্তীতে অন্যান্য আইনসভা দ্বারা পাস করা হয় তাও "ক্ষমতাধীন" হবে, তবে এর চেয়ে বেশি দূরে আইনসভা যেতে পারে না। যদি কেউ বলতে পারে সুতরাং, ধারা ৭ ঘোষণা করে যে আইনসভার নিজস্ব কোনো নীতি নেই এবং কাউন্সিলের গভর্নর-জেনারেল এটি ঘোষণা করতে পারেন এবং দিল্লিতে কী আইন বলবৎ হবে তা নির্ধারণ করতে পারেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি আজমের-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ২ সম্পর্কিত, যা আজমের-মেরওয়ারাতে আইনের সম্প্রসারণের বিধান করে। এটা বলে:

"কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আজমির-মেরওয়ারা প্রদেশে এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনের সাথে প্রসারিত করতে পারে যেটি এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির তারিখে অন্য কোনো প্রদেশে বলবৎ যে কোনো আইনকে উপযুক্ত বলে মনে করে।"

দিল্লি আইন আইনের ধারা ৭-এ দুটি বিশেষভাবে সংবিধানের সাথে অতি সংঘাতপূর্ণ, এই ধারাটি সেই বিশেষ ক্ষেত্রে ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর "ক্ষমতা বহির্ভূত"। এই ধারাটি কোন আইন ঘোষণা করে না কিন্তু আইনটি কী হবে তা ঘোষণা করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়। এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির তারিখে যে কোনো প্রদেশে বলবৎ কোনো আইন নির্বাচন করার পছন্দ স্পষ্টভাবে দেখায় যে আইনসভা কোনো বিষয়ে প্রণীত আইনের বিষয়ে কোনো নীতি বা নীতি ঘোষণা করেনি। এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৩৫ সালের আইনের অধীনে বিভিন্ন প্রদেশের নিজস্ব আইনসভা ক্ষেত্রের বিষয়গুলির বিষয়ে তাদের নীতি নির্ধারণের একচেটিয়া ক্ষমতা ছিল। দিল্লির জন্য কী নীতি গ্রহণ করা হবে, তা পাঞ্জাব প্রদেশে গৃহীত হবে না বোম্বে, কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্তমূলকভাবে, আজমির-মেরওয়ারায় এই ধারার অনুসরণে যা ঘটেছিল তার রেফারেন্স দিয়ে এই জাতীয় আইন প্রণয়নের দুষ্টুমিকে নির্দেশ করা যেতে পারে। বোম্বে এগ্রিকালচারাল ডেটরস রিলিফ আইন, ১৯৪৭ হয়েছে

এই ধারার আড়ালে আজমির-মেরওয়ারা পর্যন্ত প্রসারিত এবং 'দেনাদার' শব্দের সংজ্ঞা সংশোধন করে পরিবর্তনের ক্ষমতার অধীনে বোম্বে অ্যাক্টের পুরো নীতি পরিবর্তন করা হয়েছে। বোম্বে অ্যাক্টের অধীনে একজন ব্যক্তি ঋণী যিনি ঋণগ্রস্ত এবং যার কৃষি এবং প্রধানত শ্রম ছাড়া অন্য উৎস থেকে বার্ষিক আয় ৩৩ শতাংশের বেশি নয়। তার মোট বার্ষিক আয়ের বা ৫০০ টাকার বেশি নয়। পরিবর্তিত আইনে "দেনাদার" অর্থ একজন কৃষিবিদ যিনি ঋণী, এবং "কৃষিবিদ" অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যিনি কৃষি দ্বারা তার জীবিকা নির্বাহ করেন এবং এই উৎস থেকে যার আয় ৬৬ শতাংশের বেশি তার মোট আয়ের। বাইরের সীমা ৫০০ টাকার সরানো হয়। এই ক্ষমতা প্রয়োগের অর্থ এমন একটি সংস্থা দ্বারা একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা যা সংবিধানের চিন্তাধারার মধ্যে ছিল না এবং কোন আইন প্রণয়নের জন্য অনুমোদিত ছিল না। সংক্ষিপ্তভাবে বলা হল, প্রশ্ন হল, ১৯৩৫ সালের আইনের অধীনে ভারতীয় আইনসভা কি প্রণয়ন করতে পারে যে কার্যনির্বাহী দিল্লির আইনগুলিকে প্রসারিত করতে পারে যা পরবর্তীতে টিম্বক্টু বা সোভিয়েত রাশিয়ার একটি আইনসভা দ্বারা সংশোধন সহ প্রণীত হতে পারে। উত্তর নেতিবাচক কারণ নীতি হবে দিল্লির জন্য আইন প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া আইন-প্রণয়নকারী সংস্থা দ্বারা এই আইনগুলির মধ্যে কখনই নির্ধারণ করা যায় না। ১৯৩৫ সালের সংবিধান আইনের অধীনে ভারতের প্রাদেশিক আইনসভাগুলি সাংবিধানিকভাবে টিম্বক্টু এবং সোভিয়েত রাশিয়ার আইনসভার চেয়ে ভাল অবস্থানে ছিল না যদিও ভৌগলিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে তারা ভিন্ন পরিস্থিতিতে ছিল।

তৃতীয় প্রশ্নটি, স্টেটস (আইন) আইন, ১৯৫০ এর অংশ গ-এ ধারা ২-এর সম্পর্কিত, যা প্রদান করে যে-

"কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যেকোন অংশ গ রাজ্যে (কুর্গ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ব্যতীত) বা এই জাতীয় রাজ্যের যে কোনও অংশে এই ধরনের বিধিনিষেধ বা পরিবর্তনগুলিকে প্রসারিত করতে পারে যা মনে করে যে কোনও আইনে উপযুক্ত। প্রজ্ঞাপনের তারিখে একটি অংশ 'এ' রাজ্যে বল প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং বিধান করা যেতে পারে যে কোনো আইনে তাই প্রসারিত কোনো সংশ্লিষ্ট আইন (একটি কেন্দ্রীয় আইন ব্যতীত) বাতিল বা সংশোধনের জন্য যা আপাতত সেই অংশ গ রাজ্যে প্রযোজ্য। "

প্রশ্ন ১ এবং ২ এর উত্তর দেওয়ার জন্য দেওয়া কারণগুলির জন্য যে এতে উল্লিখিত আইনগুলি উল্লিখিত বিবরণে সংবিধানের "ক্ষমতা বহির্ভূত", এই প্রশ্নটি একইভাবে উত্তর দেওয়া হয়। তবে এটি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে এই ক্ষেত্রে অংশ গ রাজ্যে ইতিমধ্যে প্রযোজ্য আইনগুলি বাতিল বা সংশোধন করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয়েছে। আইন প্রত্যাহার বা সংশোধন করার ক্ষমতা হল এমন একটি ক্ষমতা যা শুধুমাত্র আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাখে এমন একটি কর্তৃপক্ষ দ্বারা ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি একটি ক্ষমতা সমন্বিত এবং আইনসভার নিজস্ব ক্ষমতার সাথে সমন্বিত। কেন্দ্রীয় সরকারকে দান করার এবং একই ক্ষমতার সাথে এটিকে পোশাক দেওয়ার ক্ষেত্রে সংসদ নিজেই অসাংবিধানিকভাবে কাজ করেছে।

রেফারেন্সে উল্লিখিত প্রশ্নগুলির উপর আমার মতামত দেওয়ার সময় আমি অত্যন্ত সতর্কতা এবং ধৈর্যের সাথে এই বিষয়টির সাথে যোগাযোগ করেছি এবং এই নিয়মটি মনে রেখেছি যে একটি সংবিধির সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্নে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের সুবিধার পক্ষে আইনী কর্ম সমাধান করতে হবে। যাইহোক, আইন প্রণয়নের বিষয়বস্তুতে যে সমস্ত আইন প্রণয়নের বিষয়বস্তু রয়েছে, সেগুলির মধ্যে এমন কঠোর এবং প্রশস্ত এবং অনির্দিষ্ট প্রকৃতির ছিল যেগুলি সম্পূর্ণ প্রশস্ততায় বিবেচিত হয়েছে যে প্রতিটি বিশেষ ক্ষেত্রে এই আইনগুলিকে সাংবিধানিক বলে ধরে রাখা সম্ভব নয়।

বিচারপতি মুখার্জিয়া -এটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৩(১)-এর অধীনে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্বারা তৈরি একটি রেফারেন্স, এই আদালতকে নিম্নলিখিত তিনটি প্রশ্নে তার মতামত বিবেচনা করার এবং তার কাছে রিপোর্ট করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে:-

(১) দিল্লি লজ অ্যাক্ট, ১৯১২-এর ধারা ৭, বা এর যে কোনও বিধান ছিল এবং কোন বিশেষ বা বিবরণে বা কতটা অতিমাত্রায় আইনসভার আইনটি পাশ করেছে?

(২) আজমের-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭, বা এর কোন বিধান কি এবং কোন বিশেষ বা বিবরণে বা কতটা অতিমাত্রায় আইনসভার সাথে বিরোধিতা করে যা উক্ত আইনটি পাস করেছে?
(৩)স্টেটস (আইন) আইন ১৯৫০-এর অংশ গ-এর ধারা ২, বা এর কোন বিধান, এবং কিসে বিশেষ বা বিশদ বা কতটুকু সংসদকে "ক্ষমতা বহির্ভূত" করে?

এই আদালতের উপদেষ্টা মতামত চাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বলা হয়েছে যে, *যতীন্দ্র নাথ গুপ্ত বনাম বিহার প্রদেশ*(১) মামলায় ফেডারেল আদালতের সিদ্ধান্তের কারণে, যা উপ-ধারার বিধান রাখে। বিহার মেইনটেন্যান্স অফ পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট, ১৯৪৭-এর ধারা ১-এর উপ-ধারা (৩), বিহার প্রাদেশিক আইনসভাকে "ক্ষমতা বহির্ভূত" করে, এটির আইন প্রণয়ন ক্ষমতা একটি বহিরাগত কর্তৃপক্ষের কাছে অর্পণ করার কারণে, তিনটির বৈধতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে উপরে উল্লিখিত আইনী বিধান, প্রথম এবং দ্বিতীয়টির বৈধতা আসলে কিছু বিচারিক কার্যধারায় প্রশ্নবিদ্ধ বলা হয়েছে যা ভারতের কিছু উচ্চ আদালতে বিচারাধীন।

দিল্লি লাওস আইন, ১৯১২, যা উপরে উল্লিখিত আইনগুলির মধ্যে প্রথম দিকের আইন, ১৯১২ সালে গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল তার আইনসভা সভায় পাশ করেছিলেন, যেটি সেই সময়ে ব্রিটিশ ভারতের জন্য গঠিত আইনসভার বিধানের অধীনে। ভারতীয় কাউন্সিল আইন (১৮৬১-১৯০৯) নামে পরিচিত বিধিগুলির গ্রুপ। দিল্লি, যা ১৭ ই সেপ্টেম্বর, ১৯১২ পর্যন্ত পাঞ্জাব প্রদেশের একটি অংশ ছিল, সেই তারিখে একটি প্রধান কমিশনারের প্রদেশ তৈরি করা হয়েছিল এবং পরবর্তী তারিখে গভর্নর-জেনারেলের আইন পরিষদ দিল্লি আইন আইন (অ্যাক্ট XIII) প্রণয়ন করে) ১৯১২ যা ১লা অক্টোবর, ১৯১২ থেকে কার্যকর হয়েছিল। আইনের ৭ ধারা, যে বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে, নিম্নরূপ প্রদান করে:-

"প্রাদেশিক সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনের সাথে প্রসারিত করতে পারে, যেমনটি উপযুক্ত মনে করে, দিল্লি প্রদেশে বা এর যে কোনো অংশে ব্রিটিশ ভারতের যে কোনো অংশে কার্যকরী কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারে। বিজ্ঞপ্তি।"

আজমির-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইনটি ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ তারিখে ডোমিনিয়ন দ্বারা প্রণীত হয়েছিল

(১) [১৯৪৯-৫০] এফ.সি.আর ৫৯৫.

ভারতীয় আইনসভা, ১৯৩৫ (১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের অধীনে অভিযোজিত) এর বিধানের অধীনে ভারতের আইনসভা। আইনের ধারা ২-এর নিম্নোক্ত শর্তে: -

"২. *আজমীর-মেরওয়ারায় আইনের সম্প্রসারণ, - কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আজমির-*মেরওয়ারা প্রদেশে এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনের সাথে প্রসারিত করতে পারে যেটি অন্য যেকোন প্রদেশে কার্যকরী যে কোনও আইনকে উপযুক্ত বলে মনে করে। এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির তারিখ।"

স্টেটস (আইন) অ্যাক্ট, ১৯৫০-এর অংশ গ, নতুন সংবিধান কার্যকর হওয়ার পরে ভারতীয় সংসদ দ্বারা প্রণীত হয়েছে এবং আইনের ধারা ২ এর বিধান যার সাথে বিরোধ সম্পর্কিত এইভাবে বলা হয়েছে:-

"২. *নির্দিষ্ট অংশ গ-এ রাজ্যগুলিতে আইন প্রসারিত করার ক্ষমতা-* কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, যে কোনো অংশ গ-এ রাজ্যে (কুর্গ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ব্যতীত) বা এই জাতীয় রাজ্যের যেকোনো অংশে প্রসারিত করতে পারে। এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনগুলি যেটি প্রজ্ঞাপনের তারিখে একটি অংশ ক রাজ্যে বলবৎ যে কোনও আইনের সাথে মানানসই বলে মনে করে এবং যে কোনও আইনের প্রত্যাহার বা সংশোধনের জন্য বিধান করা যেতে পারে (কেন্দ্রীয় ব্যতীত; আইন) যা আপাতত সেই অংশ গ-এ রাজ্যের জন্য প্রযোজ্য।"

এটি লক্ষ্য করা হবে যে উপরে উল্লিখিত আইনের তিনটি আইটেমেই, আইনসভাগুলির দ্বারা যা বর্ণনা করা যেতে পারে, যা সংশ্লিষ্ট আইন পাস করে, একটি বহিরাগত কর্তৃপক্ষের কাছে, কিছু ক্ষমতা যা আইন প্রণয়ন সংস্থাগুলিকে প্রদান করে। নিজেদের অনুশীলন করতে পারে; এবং যে কর্তৃত্বের পক্ষে প্রতিনিধিদল তৈরি করা হয়েছে তাকে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে কার্যকর আইনগুলিকে কেবল নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলিতে প্রসারিত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি তবে এই জাতীয় আইনগুলিতে, কোনও বিধিনিষেধ বা পরিবর্তন আনার অধিকারও দেওয়া হয়েছে। এটা উপযুক্ত মনে করে। এই ধরনের প্রতিনিধিদল এই আইনগুলি পাস করা বিশেষ আইনসভার যোগ্যতার মধ্যে ছিল কিনা তা নিয়ে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু।

বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল, যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধিত্ব করেন, তার যুক্তি হল যে একটি আইনসভা যেটি একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম তারও সেই বিষয়ে তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা যে কোনও এজেন্ট বা বহিরাগতকে অর্পণ করার ক্ষমতা রয়েছে। কর্তৃত্ব যেমন সঠিক মনে করে। এই ধরনের প্রতিনিধি দলটি কতটা তৈরি করা উচিত তা সম্পূর্ণরূপে আইনসভার বিবেচনার বিষয় এবং আইন আদালতের এই বিষয়ে কোনও বক্তব্য নেই। বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেলের মতে, এই অনুশীলনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দুটি সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। একটি উপযুক্ত আইন প্রণয়ন সংস্থা দ্বারা প্রতিনিধিত্বের এই ধরনের অধিকার। একটি হল যে আইনসভা তার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে বা আত্মসমর্পণ করতে পারে না বা "সাংবিধানিক দলিল দ্বারা অনুমোদিত নয় এমন একটি নতুন আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অস্তিত্বে আনতে পারে না- দ্বিতীয়টি হল যে সাংবিধানিক দলিল যদি বিভিন্ন আইনসভা সংস্থার মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের জন্য প্রদান করে থাকে তবে একটি আইনসভা পারে না। অর্পণ, ক্ষমতা, যা একচেটিয়াভাবে সংবিধানের অধীনে ন্যস্ত করা হয়, এই দুটি সীমাবদ্ধতা ব্যতীত, আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা অর্পণকে বাধা দেওয়ার মতবাদের কোন স্থান নেই। যা আমেরিকান সিস্টেমে পাওয়ার বিভাজনের নীতিকে স্বীকৃতি দেয় না এই প্রশ্নগুলি অত্যন্ত সাংবিধানিক গুরুত্বের এবং সাবধানতার সাথে বিবেচনার প্রয়োজন।

আমেরিকার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণের বিরুদ্ধে বাধার নিয়ম মূলত "ক্ষমতা পৃথকীকরণ" এর ঐতিহ্যবাহী আমেরিকান মতবাদের উপর ভিত্তি করে। নিয়মের সমর্থনে সাহায্য করার জন্য আরেকটি নীতিরও আহ্বান করা হয়, যা ব্যক্তিগত আইনের সুপরিচিত ম্যাক্সিম, "ডেলিগ্যাটাস নন পোটেস্ট ডেলিগার", স্যার এডওয়ার্ড কোকের একটি নির্দেশের উপর ভিত্তি করে এটির জন্য কর্তৃত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। "ক্ষমতা পৃথকীকরণ" এর আধুনিক মতবাদটি ১৮ শতকের রাজনৈতিক দর্শনের একটি প্রধান নীতি ছিল। ইংরেজি রাজনৈতিক মতবাদের ব্যাখ্যায় এটি মন্টেস্কিউ তার "ডেলিগ্যাটাস নন পোটেস্ট ডেলিগার"-এ বিশদভাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং তত্ত্বগতভাবে অন্তত তার সমস্ত পূর্ণতা এবং গৃহীত হয়েছিল আমেরিকার সংবিধান প্রণেতাদের দ্বারা কঠোরতা।

আমেরিকার সংবিধানে সরকারী ক্ষমতাকে তিনটি মৌলিক বিভাগে বিভক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে- নির্বাহী, আইনসভা এবং বিচার বিভাগ-এবং প্রতিটি বিভাগের সাথে সম্পর্কিত ক্ষমতা একটি পৃথক সংস্থায় ন্যস্ত করা হয়েছ সরকারি কর্মচারীদের। এটি সংবিধানের অন্তর্নিহিত একটি অপরিহার্য নীতি (১) হিসাবে বিবেচিত হয় যে একটি বিভাগের উপর অর্পিত ক্ষমতাগুলি অন্যের কাছে অর্পিত ক্ষমতাগুলিকে হস্তক্ষেপ না করে সেই বিভাগের দ্বারা একচেটিয়াভাবে ব্যবহার করা উচিত। কুলির দ্বারা যেমন বলা হয়েছে,(২) "বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষমতা বিভিন্ন বিভাগে বন্টন করা হয়েছে; এবং যেহেতু সকলেই একই যন্ত্র থেকে তাদের কর্তৃত্ব অর্জন করে, তাই প্রতিটি বিভাগের অন্যদের উপর অর্পিত কার্যাবলী অনুশীলন থেকে একটি অন্তর্নিহিত বর্জন রয়েছে। "

অন্য যে মতবাদটি প্রতিনিধিত্ব বিরোধী শাসনের সমর্থনে আহ্বান করেছে তা হল পৌর আইনের সুস্বীকৃত নীতি, যা একজন ব্যক্তিকে যার উপর ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে, বা যাকে একটি আদেশ দেওয়া হয়েছে, তার ক্ষমতা অন্যের হাতে অর্পণ করা থেকে বিরত রাখে। জনগণ। আইনসভা একটি প্রতিনিধি বলে মনে করা হয় যে 'জনগণ' থেকে তার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় যারা সকল ক্ষমতার চূড়ান্ত ভান্ডার, এবং তাই এটি অন্য কোন কর্তৃপক্ষের কাছে এই ধরনের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অক্ষম বলে বিবেচিত হয়।

এই মতবাদগুলি, যদিও তাত্ত্বিকভাবে স্বীকৃত, বাস্তব অনুশীলনে একটি সীমিত এবং সীমিত প্রয়োগ রয়েছে। মিস্টার জাস্টিস স্টোরি বলেছেন (৩)-

"কিন্তু যখন আমরা সরকারের তিনটি মহৎ বিভাগের পৃথকীকরণের কথা বলি এবং বজায় রাখি যে বিচ্ছেদ জনস্বাধীনতার জন্য অপরিহার্য, তখন আমাদের এই ম্যাক্সিমটি একটি সীমিত অর্থে বুঝতে হবে। এটি নিশ্চিত করার অর্থ এই নয় যে সেগুলিকে সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণভাবে রাখতে হবে। পৃথক এবং স্বতন্ত্র, এবং সংযোগ বা নির্ভরতার কোন সাধারণ লিঙ্ক নেই, যার উপর

(১) দেখুন কিলবোর্ন বনাম থমসন, ১০৩ ইউ.এস. ১৬৮ এ পৃষ্ঠা ১৯০।

(২) কুলির "সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা", ৭ তম সংস্করণ দেখুন,পৃষ্ঠা ১২৬।

(৩) গল্পের সংবিধান, এস. ৫২৫।

অন্যটি, সামান্যতম ডিগ্রীতে। প্রকৃত অর্থ এই যে এই বিভাগের একটির সম্পূর্ণ ক্ষমতা একই হাতে প্রয়োগ করা উচিত নয় যা অন্য বিভাগের যেকোনো একটির সম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী এবং সমগ্রের এই ধরনের প্রয়োগ স্বাধীন সংবিধানের নীতিগুলিকে নষ্ট করে দেবে।"

ম্যাক্সিম "ডেলিগ্যাটাস নন পোটেস্ট ডেলিগারের" ক্ষেত্রে, এর উৎস এবং তাত্ত্বিক ভিত্তি নিঃসন্দেহে ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদের থেকে আলাদা। কিন্তু, ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে, এই উভয় মতবাদই একত্রে যুক্ত এবং কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার সাথে অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে বিনিয়োগ করার চেষ্টার বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উইলিসের মতে, কার্যনির্বাহীকে তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করতে কংগ্রেসের অক্ষমতা, ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা; যদিও বোর্ড বা কমিশনের মতো একটি স্বাধীন সংস্থার উপর তার কর্তৃত্ব প্রদানের অক্ষমতা বলা হয় সর্বোচ্চ প্রতিনিধির (১) উপর নির্ভর করে।

উপরে উল্লিখিত হিসাবে, এই তত্ত্বগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগে যথেষ্ট পরিমাণে নমনীয়তার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এমনকি আদিকাল থেকেই। আধুনিক যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিস্তীর্ণ জটিলতা এবং প্রগতিশীল সামাজিক প্রয়োজনীয়তাগুলির দ্বারা ক্রমবর্ধমান জটিল আইনের ক্রমবর্ধমান পরিমাণ, আইনসভার পক্ষে আইনের নিয়মগুলি প্রদান করা কার্যত অসম্ভব করে তুলেছে যা তাদের সমস্ত ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ। বিস্তারিত তাই আইনকে আরও কার্যকর ও সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য একরকম অর্পণ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

এইভাবে আমেরিকাতে, আইনসভার ক্ষমতা অর্পণকে নিষিদ্ধ করার মত তত্ত্ব সত্ত্বেও, কেউ আইনসভার দ্বারা তাদের উপর অর্পিত কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য অ-বিধায়ক সংস্থাগুলি দ্বারা পাস করা অসংখ্য নিয়ম ও প্রবিধান জুড়ে আসে। একটি মিউনিসিপ্যাল অথরিটি তৈরি করা এবং উপ-আইন তৈরি করার ক্ষমতা দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের আইন অনাদিকালের উপর ভিত্তি করে

(১) উইলিস অন কনস্টিটিউশনাল ল, পৃষ্ঠা ১৩৬।

অ্যাংলো-স্যাক্সন অনুশীলন প্রতিটি স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছে স্থানীয় বিষয়গুলির পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়ার। কংগ্রেস একজন পাবলিক অফিসারকে প্রবিধান প্রণয়নের জন্য বা আদালতের বিচারকদের কার্যপ্রণালীর নিয়ম প্রণয়নের জন্য ক্ষমতা দিতে পারে যা আইনের মতোই বাধ্যতামূলক। এটি অন্য কোন সংস্থাকে এমন শর্ত বা পরিস্থিতি নির্ধারণ করতে অনুমোদন করতে পারে যার অধীনে একটি আইন কার্যকর হবে এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরকে তথ্য নির্ধারণ এবং মান প্রয়োগ করার ক্ষমতা দিতে পারে। পানামা রিফাইনিং কোম্পানি বনাম রায়ান(1) এ তার ভিন্নমতের রায়ে কার্ডোজো, বিচারপতি এইভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন "কংগ্রেস এবং এক্সিকিউটিভের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন", "জ্ঞানের কঠোরতার সাথে ব্যবহার করা একটি মতবাদের ধারণা নয়। অবশ্যই বুদ্ধিমান অনুমান থাকতে হবে, সরকারের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার প্রতিক্রিয়ায় সামঞ্জস্যের স্থিতিস্থাপকতা থাকতে হবে যা তাদের প্রায় অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যে আগামীকালের অগ্রগতি আজকে পূর্বাভাস দিতে পারে না"। এটা যে সাংবিধানিক আইনের একজন সুপরিচিত লেখক (২) দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছেন যে এই মতবাদ বা ব্যতিক্রমগুলি নিয়মটি সঠিকভাবে বলে কিনা তা নির্ধারণ করা কঠিন।

এটি কোনও গুরুতর বিরোধের কথা স্বীকার করে না যে ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদের নেই, কঠোরভাবে বলা যায় যে ভারতে বর্তমান সময়ে তার নিজস্ব সংবিধানের অধীনে বা ব্রিটিশ শাসনামলে যে সরকার ব্যবস্থা ছিল তার কোনো স্থান নেই। আমেরিকান এবং অস্ট্রেলিয়ান সংবিধানের বিপরীতে, ভারতীয় সংবিধান স্পষ্টভাবে রাজ্যের বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন ক্ষমতার ন্যস্ত করে না। অনুচ্ছেদ ৫৩(১) এর অধীনে, কার্যনির্বাহী ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত, তবে আইন প্রণয়ন এবং বিচারিক ক্ষমতার বিষয়ে অনুরূপ ন্যস্ত করার কোন বিধান নেই। আমাদের সংবিধান, যদিও এর কাঠামোতে ফেডারেল, ব্রিটিশ সংসদীয় ব্যবস্থার আদলে তৈরি করা হয়েছে, যার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল আইনসভার প্রতি নির্বাহী বিভাগের দায়িত্ব। রাষ্ট্রপতি, নির্বাহী প্রধান হিসাবে, কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে মন্ত্রী, এবং এই মন্ত্রী পরিষদ, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার মতো, একটি "হাইফেন যা যোগ দেয়, একটি ফিতে যা বেঁধে যায়, রাজ্যের আইনসভা অংশ থেকে নির্বাহী অংশ"।

(১) ২৯৩ ইউএস ৩৮৮ এ ৪৪০।

(২) দেখুন উইলিস অন কনসিটিউশন ল, পৃষ্ঠা ১৩৭।

নিঃসন্দেহে ১৯১২ সালে, যখন ১৯১২ সালের দিল্লি আইন XII। পাশ হয়েছিল তখন কার্যনির্বাহীকে আইনসভার প্রতি দায়বদ্ধ হওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে না, কিন্তু সেই সময়ে কার্যনির্বাহী ছিল যা সত্যিই আইনসভার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং একটি দায়িত্বশীল সরকারের ধারণা ছিল। সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। এটি ছিল গভর্নর-জেনারেলের কার্যনির্বাহী পরিষদ যা ষাটটি অতিরিক্ত সদস্যের সাথে, যাদের মধ্যে ৩৩ জনকে মনোনীত করা হয়েছিল, গভর্নর-জেনারেলের আইন পরিষদ গঠন করেছিল এবং সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল। প্রদেশগুলিতে স্থানীয় আইনসভাগুলি একইভাবে গঠিত হয়েছিল। দায়িত্বশীল সরকারের দিকনির্দেশনায় প্রথম অগ্রগতি ভারত সরকার আইন, ১৯১৯ দ্বারা করা হয়েছিল, যা প্রদেশগুলিতে স্বৈরতন্ত্র চালু করেছিল। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৫, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নিয়ে এসেছিল, এবং গভর্নরের কিছু সংরক্ষিত ক্ষমতা সাপেক্ষে প্রদেশগুলিতে মন্ত্রীর দায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কেন্দ্রে দায়িত্ব তখনও সীমিত ছিল এবং গভর্নর-জেনারেলের বিবেচনার ক্ষমতা ছাড়াও প্রতিরক্ষা ও বিদেশী বিষয়গুলিকে মন্ত্রী ও আইনসভা নিয়ন্ত্রণের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল। এইভাবে এদেশে ব্রিটিশ শাসনের আবির্ভাবের পর থেকে ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে বিদ্যমান বিভিন্ন সাংবিধানিক ব্যবস্থায় আইনসভা এবং নির্বাহী বিভাগের মধ্যে যা সম্পর্ক থাকতে পারে, সেখানে ক্ষমতার অনমনীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক বিভাজন কখনও হয়নি। ফর্ম যা আমেরিকায় বিদ্যমান।

ম্যাক্সিম "ডেলিগ্যাটাস নন পোটেস্ট ডেলিগারকে" কখনও কখনও এজেন্সির আইনের একটি নিয়ম বলে বলা হয়; এর পরিধি অবশ্যই তার চেয়ে বিস্তৃত এবং এটিকে আইনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি মতবাদ হিসাবে ব্যবহার করা হয় যা এমন একজন ব্যক্তিকে নিষিদ্ধ করে যার উপর একটি দায়িত্ব বা পদ অর্পণ করা হয়েছে বা একটি ট্রাস্ট অন্য ব্যক্তিদের কাছে তার দায়িত্ব বা ক্ষমতা অর্পণ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

সাংবিধানিক ক্ষেত্রে এই ম্যাক্সিমটির প্রবর্তনকে সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক বলা যায় না, যদিও এর ভিত্তি একটি সন্দেহজনক রাজনৈতিক মতবাদের উপর নির্ভর করে। প্রতি এই ম্যাক্সিমটির প্রয়োগকে আকর্ষণ করার জন্য, এটি অপরিহার্য যে তার ক্ষমতা অর্পণ করার চেষ্টাকারী কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই অন্য কোনও কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি হতে হবে। আইনসভা, যেমনটি বর্তমান সময়ে ভারতে বিদ্যমান, নিঃসন্দেহে ভারতীয় সংবিধানের সৃষ্টি, যা তার ক্ষমতাকে সংজ্ঞায়িত করে এবং তার কর্তব্য নির্ধারণ করে; এবং সংবিধান নিজেই ভারতের জনগণের একটি উপহার। কিন্তু এটা কোনো সঠিক রাজনৈতিক তত্ত্ব নয় যে, আইনসভা নিছক জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। এই তত্ত্বটি একসময় লক দ্বারা জনপ্রিয় হয়েছিল এবং আমেরিকান লেখকদের দ্বারা প্রশংসা করা হয়েছিল আধুনিক সময়ে এটি খুব বেশি পক্ষে নয়। ভারতীয় আইনসভার ক্ষেত্রে যেহেতু এটি ভারতীয় কাউন্সিল আইনের অধীনে গঠিত ব্রিটিশ আমলে বিদ্যমান ছিল, এটি অবশ্যই রাণী বনাম বুরাহ (১) এর সুপরিচিত মামলায় বিচার বিভাগীয় কমিটি দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে এটি কোনও অর্থেই প্রতিনিধি ছিল না। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। সেক্ষেত্রে গভর্নর-জেনারেল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল কর্তৃক পাসকৃত ১৮৬৯ সালের আইন XXII এর ধারা ৯-এর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শর্ত থাকে যে কিছু বিশেষ আইন, যা হাইকোর্টের এখতিয়ার বাদ দিয়ে প্রভাব ফেলবে, গারো পাহাড় নামে পরিচিত একটি নির্দিষ্ট জেলায় প্রযোজ্য হবে এবং ধারা ৯-এর বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে এই আইনগুলির কার্যকারিতাকে নির্দিষ্ট অন্যান্য এলাকায় প্রসারিত করার ক্ষমতা দিয়েছে যদি এবং যখন লেফটেন্যান্ট-গভর্নর, কলকাতা গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ঘোষণা করবেন যে তাদের প্রয়োগ করা উচিত। কলকাতা হাইকোর্টের অধিকাংশ বিচারক উত্তরদাতা বুরাহের এই যুক্তিকে বহাল রেখেছেন যে লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে এইভাবে আইনটি বাড়ানোর ক্ষমতা কাউন্সিলের গভর্নর-জেনারেলের ক্ষমতার অতিরিক্ত ছিল এবং 'এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে, একজন বিজ্ঞ বিচারক সংস্থার আইনের নীতির উপর নির্ভর করেছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি বিচার বিভাগীয় কমিটি দ্বারা নেতিবাচক ছিল, এবং লর্ড সেলবোর্ন, রায় প্রদানের সময়, নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন:

(১) ৫ আই.এ. ১৭৮।

"ভারতীয় আইনসভার ক্ষমতাগুলি স্পষ্টভাবে ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের আইন দ্বারা সীমিত রয়েছে যা এটি তৈরি করেছে এবং এটি অবশ্যই সীমার বাইরে কিছু করতে পারে না যা এই ক্ষমতাগুলিকে সীমাবদ্ধ করে। কিন্তু সেই সীমার মধ্যে কাজ করার সময়, এটি কোনও অর্থেই নয়। ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের এজেন্ট বা প্রতিনিধি কিন্তু আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা যেমন বৃহত্তর এবং একই প্রকৃতির পার্লামেন্টের মতোই রয়েছে এবং তার উদ্দেশ্য ছিল"।

কানাডিয়ান সংবিধানের অধীনে প্রাদেশিক আইনসভার অবস্থান বর্ণনা করার সময় হজ বনাম দ্য কুইন() এর ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় কমিটি কার্যত একই পর্যবেক্ষণগুলি পুনরুদ্ধার করেছিল এবং ক্ষমতার পূর্ণতার উপর চাপ দেওয়া হয়েছিল যা এই জাতীয় আইনসভা যখন কাজ করার সময় ব্যবহার করতে পারে ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্ট এর জন্য নির্ধারিত সীমার মধ্যে।

আমি স্বীকার করতে বেশ ইচ্ছুক যে বর্তমান ক্ষেত্রে বিবেচনার প্রয়োজন এমন সমস্যার সমাধানে ক্ষমতা বিভাজনের মতবাদ আমাদের কোনো সাহায্য করতে পারে না। আমার মতে, ম্যাক্সিম "ডেলিগেটাস নন পোটেস্ট ডেলিগারের" সাথে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই, যদিও একটি সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট হিসাবে এটি একটি সাধারণ নীতিকে মূর্ত করে যে এটি আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের জন্য অপ্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু তারপরও আমি বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেলের দ্বারা উল্লিখিত বিস্তৃত প্রস্তাবের সাথে একমত হতে পারছি না যে একটি আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তার পরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে আইন প্রণয়নকারী সংস্থার সেই ক্ষমতার প্রয়োগটি অন্য ব্যক্তির কাছে যে কোনও উপায়ে অর্পণ করার অধিকার। বা কর্তৃত্ব। আমি তার এই যুক্তিটিও মেনে নিতে অক্ষম যে এই ক্ষেত্রে ভারতীয় আইনসভার কর্তৃত্ব ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মতোই পূর্ণাঙ্গ এবং, যদি আইন প্রণয়নের বিষয়বস্তু আইন প্রণয়নের ক্ষমতার বাইরে না হয়, তবে আইনসভা। ভারতে একজন এজেন্টের মাধ্যমে যা করতে পারে তা নিজেই করতে পারে।

উল্লেখ্য যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যতদূর উদ্বিগ্ন, তার কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার উপর কোন সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা নেই। স্যারের কথায়

(১) ৯ এপিপি সিএএস ১১৭।

এডওয়ার্ড কোক(১), "পার্লামেন্টের ক্ষমতা এবং এখতিয়ার এতটাই সীমাহীন এবং নিরঙ্কুশ যে এটিকে কারণ বা ব্যক্তিদের জন্য, কোন সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না.... এটি তৈরি, নিশ্চিতকরণ, প্রসারিত করার সার্বভৌম এবং অনিয়ন্ত্রিত কর্তৃত্ব রয়েছে , রহিত করা, বাতিল করা, পুনরুজ্জীবিত করা এবং আইনের ব্যাখ্যা করা...এটি সেই জায়গা যেখানে সেই নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী শক্তি যা সমস্ত সরকারগুলিতে থাকতে হবে কোথাও না কোথাও এই রাজ্যগুলির সংবিধান দ্বারা ন্যস্ত করা হয়েছে।" ব্রিটিশ পার্লামেন্ট শুধুমাত্র তার পছন্দের কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে না এবং তার পছন্দের কোনো আইন পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারে না, তবে "একটি আইনসভা এবং একটি গণপরিষদ উভয়ই" হওয়ার কারণে, এটি তথাকথিত সাংবিধানিক আইন পরিবর্তন ও সংশোধন করতে পারে এবং সেগুলি পরিবর্তন করতে পারে একই সংস্থা এবং সাধারণ আইনের মতো একই পদ্ধতিতে; এবং পার্লামেন্টের কোনও কাজকে ব্রিটিশ আইন আদালতে অসাংবিধানিক বলে ধরে নেওয়া যায় না। (২)

এই সার্বভৌম চরিত্রটি ব্রিটিশ ভারতের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের পূর্বাভাস ছিল না এবং হতে পারে না কারণ এটি ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্টের অধীনে গঠিত হয়েছিল, যদিও এটির আইন প্রণয়নের ব্যাপক ক্ষমতা ছিল এবং এর কর্তৃত্বের পরিধির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আইন পাস করতে পারে। যেমনটি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট (3) দ্বারা পাস হয়েছে। এটি বর্তমান দিনের ভারতীয় সংসদেও উপস্থিত নেই যা ভারতীয় সংবিধানের একটি প্রাণী এবং সংবিধানের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়েছে। একটি আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসাবে তার সাধারণ ক্ষমতায় কাজ করে, ভারতীয় সংসদ সংবিধানের বাইরে যেতে পারে না বা কোনো সাংবিধানিক বা মৌলিক আইনকে স্পর্শ করতে পারে না এবং এর কাজগুলি সর্বদা আইনের আদালতে প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। এই পার্থক্য থেকে প্রবল সাংবিধানিক গুরুত্বের পরিণতিগুলি প্রবাহিত হয় এবং সেগুলি আমাদের সামনে প্রশ্নটির উপর একটি উপাদান বহন করে। বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেলের যুক্তিটি হল যে কোনও সীমাবদ্ধতা ছাড়াই আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের অর্পণ করার ক্ষমতা

(১) দেখুন কোকের চতুর্থ ইনস্টিটিউট, পৃষ্ঠা ৩৬.

(২) দেখুন, দিকেই'স লাও অফ দ্য কনস্টিটিউশন পৃষ্ঠা ৮৮ (৯ম সংস্করণ)।

(৩) দেখুন দিকেই'স লাও অফ দ্য কনস্টিটিউশন পৃষ্ঠা ৯৯ (৯ম সংস্করণ)।'

ক্ষমতার প্রয়োগের মধ্যেই নিহিত, এবং তার বিতর্কের সমর্থনে তিনি প্রতিনিধি দলের অবাধ অধিকারের কথা উল্লেখ করেন যা ব্রিটিশ সংসদের দ্বারা প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক আইন প্রণয়ন ক্ষমতার একটি প্রতিনিধি দলের বৈধতা বা অবৈধতা যুক্তরাজ্যে মোটেও সাংবিধানিক প্রশ্ন হতে পারে না, কারণ সংসদ সর্বশক্তিমান সার্বভৌম হওয়ার কারণে আইনগতভাবে তার পছন্দের যেকোনো কাজ করতে সক্ষম এবং সাংবিধানিকতার কোনো আপত্তি নেই। আইনের আদালতে উত্থাপিত হতে পারে তার কাজগুলো। সুতরাং, নিছক সত্য থেকে যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি দলের নিরবচ্ছিন্ন অধিকার প্রয়োগ করে, এই উপসংহারটি অনুসরণ করে না যে প্রতিনিধিত্বের এই ধরনের অধিকার আইন প্রণয়ন ক্ষমতার একটি অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। অবস্থানটি সহজভাবে এই যে ইংল্যান্ড, তা যাই হোক না কেন, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রযোজ্য ক্ষমতার যে কোন বিভাগেই আইনী কর্তৃত্ব অর্পণ করার অধিকার দায়ী করা যেতে পারে-এবং কোন বিরোধ নেই যে সমস্ত সার্বভৌম ক্ষমতা সংসদে ন্যস্ত- এই ধরনের অধিকার প্রয়োগের বৈধতা নিয়ে কোনো আপত্তি করা যাবে না। কিন্তু ভারতে বর্তমান সময়েও অবস্থান ভিন্ন। একটি লিখিত সংবিধান রয়েছে যা আইনসভার অধিকারকে সংজ্ঞায়িত করে এবং সীমাবদ্ধ করে, এই প্রশ্নটি যে প্রতিনিধিত্বের অধিকার, সীমিত বা সীমাহীন, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং আইন প্রণয়নের অধিকার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ গঠন করে এমন একটি প্রশ্ন যার উত্তর দিতে হবে। সংবিধানের শর্তাবলীর সঠিক ব্যাখ্যার উপর। এই উদ্দেশ্যে আমাদের ক্ষমতা পৃথকীকরণের আমেরিকান মতবাদের প্রতি কোন মনোযোগ দিতে হবে না; আমাদের অবশ্যই আমাদের নিজস্ব সংবিধানের অভিব্যক্তিপূর্ণ ভাষার দিকে তাকাতে হবে এবং আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত প্রয়োজনীয় নীতিগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত যা আমাদের সংবিধানে কল্পনা করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সংসদ বা রাজ্যের আইনসভা দ্বারা প্রয়োগ করা যেতে পারে যা একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গঠন করতে হবে এবং আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন অনুচ্ছেদে (১) বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

(১) প্রবন্ধ ১০৭ এবং ১১১ দেখুন; ১৯৬ থেকে ২০০।

অনুচ্ছেদ ১২৩ এবং অনুচ্ছেদ ২১৩-এর অধীনে একটি রাজ্যের গভর্নরকে সংশ্লিষ্ট আইনসভার ছুটির সময় অধ্যাদেশ জারি করার জন্য। জরুরি অবস্থা ঘোষণা এবং অংশ ডি অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্যও নির্দিষ্ট বিধান করা হয়েছে। আইন প্রণয়ন নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও দায়িত্বের একটি কাজ, এবং যেহেতু আমাদের সংবিধান নির্দিষ্ট উপায়ে নির্বাচিত ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট সংস্থার উপর এই কাজটি অর্পণ করেছে, এবং এটি কেবল আইন প্রণয়নের জন্য একটি যন্ত্রপাতি স্থাপন করে না বরং পদ্ধতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। যার দ্বারা এটি প্রয়োগ করা হবে এবং যেসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া থেকে প্রস্থান মঞ্জুর করা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিধান প্রণয়ন করে, প্রাথমিকভাবে অনুমান করা উচিত যে সংবিধানের অভিপ্রায় হল আইন প্রণয়নের দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে সম্পাদন করা হবে আইন প্রণয়নকারী সংস্থা নিজেই। সংবিধানের ৩৫৭ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতিকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদানের এবং রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা অর্পণ করার জন্য সংসদের ক্ষমতা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করার ক্ষমতা শুধুমাত্র জরুরি বিধান হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। সংরক্ষণ করুন এবং এটি ব্যতীত, সংবিধানে অন্য কোনও বিধান নেই যার অধীনে আইনসভাকে তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করার জন্য স্পষ্টভাবে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। "এটি নির্মাণের একটি সুপরিচিত নিয়ম যে যদি একটি সংবিধি নির্দেশ করে যে নির্দিষ্ট কিছু কাজ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা করা হবে, তাহলে নির্দিষ্ট করা ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে বা নামধারীদের ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির দ্বারা কার্য সম্পাদন করা নিহিতভাবে নিষিদ্ধ (১)।" বেকার তার "মৌলিক আইন" গ্রন্থে লক্ষ্য করেছেন যে ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদ ছাড়াও, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা যায় না এমন অন্যান্য যৌক্তিক কারণ রয়েছে। "প্রতিনিধি সরকার" এইভাবে বিজ্ঞ লেখক পর্যবেক্ষণ করেছেন, (২) "ভোট কর এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত করা, বেসামরিক সরকারের কাছে পরিচিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং পবিত্র আস্থা। জনগণের প্রতিনিধিরা হলেন

(১) ক্রফোর্ডের সংবিধিবদ্ধ নির্মাণ, পি. ৩৩৪।

(২)বাকের'স ফান্ডামেন্টাল লাওস, খণ্ড ।. পৃষ্ঠা ২৮৭।

কার্যনির্বাহী ও বিচার বিভাগের উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজন, করদাতার প্রতিক্রিয়া জানানোর ক্ষমতা এবং সাধারণ জনকল্যাণের প্রতি যথাযথ বিবেচনা রেখে বিচক্ষণ বিচক্ষণতা এবং একটি সঠিক রায় প্রয়োগ করতে হবে। এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ প্রস্তাব হিসাবে অনুসরণ করে যে একটি দায়িত্বশীল আইনসভাকে অবশ্যই তার নিজস্ব রায় প্রয়োগ করতে হবে।" একই স্ট্রেনে কুলি তার "সাংবিধানিক আইন" (১) তে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে আইনসভা দ্বারা ক্ষমতা অর্পণের বিরুদ্ধে কারণ হল তার নিজস্ব ক্ষমতার অস্তিত্বের মধ্যেই পাওয়া যায়।" এই উচ্চ বিশেষাধিকারটি তার নিজস্ব প্রজ্ঞা, বিচার এবং দেশপ্রেমের উপর অর্পণ করা হয়েছে, এবং অন্য ব্যক্তির কাছে নয়, এবং এটি যদি গ্রহণ করে তবে এটি চরমভাবে কাজ করবে। পরিবর্তে ট্রাস্ট অর্পণ করার জন্য। এটি কার্যকর করা হচ্ছে"।

১৯১২ সালের দিল্লি আইন আইন এবং ১৯৪৭ সালের আজমির-মেরওয়ারা আইন প্রণীত হওয়ার সময় প্রাসঙ্গিক সময়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগকারী আইন প্রণয়নকারী সংস্থাগুলির ক্ষেত্রেও একই বিবেচনা প্রযোজ্য। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৮৬১-এর অধীনে, আইন ও প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা স্পষ্টভাবে গভর্নর-জেনারেল কাউন্সিলের সদস্য এবং গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত কিছু অতিরিক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বতন্ত্র সংস্থার কাছে ন্যস্ত করা হয়েছিল যা দুই বছরের জন্য। এই ধরনের অতিরিক্ত সদস্যের সংখ্যা যা মূলত ৬ থেকে ১২ ছিল তা পরবর্তী সংশোধনী আইনের দ্বারা বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং ১৯০৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনের অধীনে এটি ৬০ স্থির করা হয়েছিল, যার মধ্যে ২৭ জন নির্বাচিত হয়েছিল এবং বাকিরা গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হয়েছিল। এই আইনসভা সংস্থাটিকেই ভারতীয় কাউন্সিল আইন দ্বারা সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এবং কিছু প্রদেশে এটি ছাড়াও কিছু স্থানীয় আইনসভা ছিল।

১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্টের ১৮ ধারা গভর্নর-জেনারেলকে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কাউন্সিলের সভায় ব্যবসা পরিচালনার জন্য নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে; ধারা ১৫ এই ধরনের সভার জন্য প্রয়োজনীয় কোরাম নির্ধারণ করেছে এবং আরও শর্ত দিয়েছে যে গভর্নর-জেনারেলের অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠতম সাধারণ সদস্য সভাপতিত্ব করতে পারেন।

(১) চতুর্থ সংস্করণ দেখুন, পৃষ্ঠা ১৩৮।

এই ছিল ভারতীয় কাউন্সিল আইন দ্বারা নির্ধারিত আইন প্রণয়নের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান করা হয়েছিল যখন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া থেকে প্রস্থান করা যেতে পারে। এইভাবে ১৮৬১ সালের আইনের ২৩ ধারা গভর্নর-জেনারেলকে জরুরী প্রয়োজনে আইনের বল সহ অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে; এবং পরবর্তীতে ১৮৭০ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্টের ১ ধারার অধীনে নির্বাহী সরকারকে প্রবিধান তৈরির ক্ষমতা দেওয়া হয়। ভারতের নির্দিষ্ট কিছু অংশের জন্য যেখানে সেক্রেটারি অফ স্টেট দ্বারা এই বিভাগের বিধানগুলি প্রযোজ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এই ব্যতিক্রমগুলি ছাড়াও যেগুলির জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান করা হয়েছিল, এই সময়ের মধ্যে পাশ করা সংসদীয় আইনগুলিতে এমন কিছু নেই যা নির্দেশ করে যে উপরে উল্লিখিত লেজিসলেটিভ কাউন্সিলগুলি ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ দ্বারা আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আজমির-মেরওয়ারা আইনটি ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫-এর অধীনে গঠিত ডোমিনিয়ন আইনসভা দ্বারা পাস করা হয়েছিল, যেমন ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের অধীনে অভিযোজিত হয়েছিল। আইনসভা সংস্থাগুলির ক্ষমতা এবং কার্যাবলী সম্পর্কিত ১৯৪৫ সালের সংবিধান আইনের বিধানগুলি বর্তমান সংবিধানের অধীনে বিদ্যমান যেগুলির অনুরূপ ছিল এবং সেগুলির কোনও বিশদ উল্লেখের প্রয়োজন নেই৷

এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে, আইনসভার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি এটিই সঠিক অবস্থান হয়, তাহলে আইনসভার কোনো প্রতিনিধি দল, তা যত ছোটই হোক না কেন, তা আদৌ অনুমোদিত হবে না। উত্তর হল যে আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষের অর্পণ অনুমোদিত হতে পারে তবে শুধুমাত্র আনুষঙ্গিক হিসাবে, বা সাহায্যের জন্য, যথাযথ আইনসভার দ্বারা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করা, এবং তার নিজের দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য পরবর্তীদের দ্বারা ব্যবহার করার উপায় হিসাবে নয় বা অন্য কোন এজেন্ট বা যন্ত্রপাতির উপর একই বদল করে অপরিহার্য কর্তব্য। একটি সাংবিধানিক ক্ষমতা অর্পণ ক্ষমতা বোঝাতে রাখা যেতে পারে যা তার উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয়; এবং এই পরিমাণে ক্ষমতার অর্পণকে সেই ক্ষমতা প্রয়োগের অন্তর্নিহিত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এটি এই নীতির উপর ভিত্তি করে "শক্তি প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু

ক্ষমতা মঞ্জুর মধ্যে নিহিত হয়. আইন প্রণয়নের কার্যকর অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু অবশ্যই সংবিধান দ্বারা অর্পিত হতে হবে সেই ক্ষমতা (১)। কিন্তু এটি আইনসভার জন্য উন্মুক্ত নয় যে তার প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন কার্য থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেওয়া এবং এটি একটি বহিরাগত কর্তৃত্বের উপর ন্যস্ত করা। আইন প্রণয়নের প্রাথমিক বা অপরিহার্য দায়িত্বটি আইনসভাকে পালন করতে হবে। প্রতিনিধিত্ব শুধুমাত্র একটি গৌণ বা আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা হিসাবে অবলম্বন করা যেতে পারে।

আমেরিকান আদালতের সিদ্ধান্তগুলি ছাড়াও, যার মধ্যে কিছু আমি বর্তমানে উল্লেখ করব, মতবাদের স্থিরতা নির্ভর করে, যেমনটি আমি ইতিমধ্যেই বলেছি, আমাদের লিখিত সংবিধানের সাথে জড়িত অপরিহার্য নীতিগুলি। আইন প্রণয়নের কাজটি প্রাথমিকভাবে সেই কর্তৃপক্ষের দ্বারা করা উচিত যার কাছে সেই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, যদিও এই ধরনের কর্তৃপক্ষ তার দায়িত্ব সঠিকভাবে এবং কার্যকরভাবে পালন করতে সক্ষম করার উদ্দেশ্যে একটি বাইরের সংস্থা বা যন্ত্রপাতি নিয়োগ করতে পারে; কিন্তু সংবিধান কোন এজেন্ট বা প্রতিনিধির কাঁধে যে দায়িত্ব চাপিয়েছে এবং এর ফলে কার্যত তার নিজস্ব ক্ষমতা ত্যাগ করতে পারে না।

বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল তিনি যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তার সমর্থনে তিনি রানী বনাম বুরাহ(২) এর ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় কমিটির পর্যবেক্ষণের উপর যথেষ্ট নির্ভর করেছিলেন, যা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি এবং যা প্রায় একই ভাষায় পুনরাবৃত্তি হয়েছে। বিচার বিভাগীয় কমিটির একাধিক পরবর্তী ঘোষণায় প্রিভি কাউন্সিল একটি ভুল ধারণা পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে এই পর্যবেক্ষণগুলি করেছে যা কিছু নির্দিষ্ট মহলে প্রচলিত ছিল যে ভারতীয় বা ঔপনিবেশিক আইনসভাগুলি কেবল ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধি। এবং একটি অর্থে পরবর্তীকালের ম্যান্ডেটের অধিকারী হওয়ায়, এই ধারণাটি ব্যক্তিগতভাবে কার্যকর করতে বাধ্য ছিল, প্রিভি কাউন্সিল উল্লেখ করেছে, ভারতীয় আইনসভা, বা ঔপনিবেশিক সংসদ অবশ্যই, সীমার বাইরে কিছু করবেন না।

(1) বিচারপতি পার ও কন্নড় ব্যাক্সটার বনাম আহ ওয়ে ৮সি এল আর -এ. ৬৩৭ এ ৬২৬'আই এ ১৭

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তাদের জন্য নির্ধারিত। কিন্তু এই সীমার মধ্যে কাজ করা তারা কোন অর্থেই অন্য সংস্থার এজেন্ট ছিল না এবং তাদের আইন প্রণয়নের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল যতটা বড় এবং একই প্রকৃতির সংসদের মতো। এটি উল্লেখ করা উচিত যে কুইন বনাম বুরাহ (১)-এ কলকাতা হাইকোর্টের বেশিরভাগ বিচারক এই দৃষ্টিভঙ্গিতে অগ্রসর হন যে ১৮৬৯ সালের আইন XXII এর অপ্রীতিকর বিধানটি একটি আইন ছিল না বরং আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণ এবং মি. বিচারপতি মার্কবি তার রায়ে এজেন্সির মতবাদের উপর স্পষ্টভাবে নির্ভর করেছিলেন। মিঃ বিচারপতি মার্কবির এই দৃষ্টিভঙ্গি উপরে উল্লিখিত পর্যবেক্ষণে প্রিভি কাউন্সিলের দ্বারা ভুল বলে মনে করা হয়েছিল এবং বিচার বিভাগীয় কমিটি প্রথম এবং প্রধান পয়েন্টটি উল্লেখ করেছে যে হাইকোর্টের বেশিরভাগ বিচারক একটি ভুল দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে কাজ করেছেন। আইন প্রণয়নের প্রকৃতি এবং নীতির ক্ষেত্রে, কারণ প্রকৃতপক্ষে আইন প্রণয়নের অর্পণ করার মতো কিছু করার চেষ্টা করা হয়নি। আমার কাছে মনে হয় যে অ্যাটর্নি-জেনারেলের উপর নির্ভর করা পর্যবেক্ষণগুলি দেখায় না যে প্রিভি কাউন্সিলের মতে ভারতীয় আইন পরিষদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করার একই অবাধ অধিকার ছিল যা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের রয়েছে। যদি তাই হয় তাহলে আর কোনো অগ্রগতির প্রয়োজন ছিল না এবং মামলাটি এই সহজ পয়েন্টে নিষ্পত্তি করা যেত যে ভারতীয় আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন প্রণয়ন ক্ষমতার কোনো প্রতিনিধি দল থাকলেও তা তার কর্তৃত্বের পরিধির মধ্যে ছিল। আমার মতে, পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় আইন পরিষদ যে চরিত্রে তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে তা ব্যাখ্যা করা। এটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে নয় বরং নিজের অধিকারে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। যদি এজেন্সির মতবাদ আমদানি করা হয়, তাহলে এজেন্টের কাজটি প্রধানের কাজ হিসাবে বিবেচিত হবে, কিন্তু ভারতীয় আইনসভার দ্বারা পাসকৃত আইনটি ছিল আইনসভার আইন যা তার কর্তৃত্বের পরিধির মধ্যে কাজ করে এবং নয় ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, যদিও এটি পরবর্তী সংসদ থেকে তার কর্তৃত্ব লাভ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে হয়েছে

(২) ৫ আই এ ১৭৮।

কানাডার সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি র‍্যান্ড দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছিল যখন বিজ্ঞ বিচারক আইনসভা কর্তৃক গৃহীত আইনের অপরিহার্য চরিত্র সম্পর্কে কথা বলছিলেন কানাডায় মৃতদেহ(৩)। বিজ্ঞ বিচারকের পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:-

"এই সংস্থাগুলির দ্বারা প্রণীত আইনের অপরিহার্য গুণ হল যে এটি একটি স্ব-শাসিত রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে কানাডার আইনসভাগুলির আইন হিসাবে বিবেচিত হয়। এবং ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের আইন নয়। এটি সাম্রাজ্যের মধ্যে আইন এবং কমনওয়েলথের মধ্যে আইন ছিল, তবে এটি ওয়েস্টমিনস্টারে প্রণীত আইন নয়, যদিও এর উৎস বা কর্তৃত্ব সেই সংসদ থেকে নেওয়া হয়েছে।" এটি আরও উল্লেখ করা উচিত যে বুরাহর মামলায় তাদের রায়ে (২) প্রিভি কাউন্সিল অর্পিত কর্তৃত্বের বিষয়টি মোকাবেলা করার সময় একটি লিখিত সংবিধানের অন্তর্নিহিত বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে জীবিত ছিল যা একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গঠিত এবং সংজ্ঞায়িত একটি আইনসভার কাছে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং নির্দিষ্ট সংবিধানের বাইরে যাওয়ার জন্য এই জাতীয় আইনসভার উপর অক্ষমতা আরোপ করে। বিধানগুলি বলার পর যে ভারতীয় আইনসভা কোন অর্থেই ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের প্রতিনিধি ছিল না: "গভর্নর-জেনারেল কাউন্সিল কোনভাবেই পারেনি। একটি আইনের রূপ ভারতে তৈরি করে এবং আইনসভার কর্তৃত্বের সাথে সজ্জিত একটি নতুন আইনী ক্ষমতা যা কাউন্সিল আইন দ্বারা তৈরি এবং অনুমোদিত নয়।

প্রায় একই স্ট্রেনে ইন রেফারেন্স দ্য ইনিশিয়েটিভ অ্যান্ড রেফারেন্ডাম আইন, ১৯১৯ (৩); এবং ১৮৬৭ সালের কানাডিয়ান আইনের অধীনে প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষমতা সম্পর্কে কথা বলার সময় লর্ড হ্যালডেন বলেছিলেন:

"১৮৬৭ সালের আইনের ধারা ৯২ একটি প্রদেশের আইনসভার ক্ষমতা তার আইনসভা এবং শুধুমাত্র সেই আইনসভার কাছে অর্পণ করে। নিঃসন্দেহে একটি সংস্থার হাতে অর্পিত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা 'এটি এতটাই প্রশস্ত যে প্রাদেশিক আইনসভা দ্বারা উপভোগ করা হয়েছিল। কানাডা তার নিজস্ব সক্ষমতা অক্ষুণ্ন রেখে তা চাইতে পারে

(১) নোভা স্কোটিয়ার অ্যাটর্নি-জেনারেল বনাম অ্যাটর্নি-জেনারেল দেখুন
কানাডা, (১৯৫০) ৪ ডি এল আর, ৩৬৯ প্রি. ৯৪৫ এ।

(২) ৫ আই এ. ১৭৮।

(৩) [১৯১৯] এ সি. ৯৩৫ প্রি. ৯৪৫ এ।

অধস্তন সংস্থাগুলির সহায়তা যেমনটি করা হয়েছিল যখন হজ বনাম কুইন(১) অন্টারিওর আইনসভাকে সরাই সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়নের জন্য বোর্ড অফ কমিশনার কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যস্ত করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু এটি অনুসরণ করে না যে এটি তার নিজস্ব ক্ষমতার সাথে আইন দ্বারা সৃষ্ট একটি নতুন আইনী ক্ষমতা তৈরি করতে এবং প্রদান করতে পারে যার কাছে এটি তার নিজস্ব অস্তিত্বের ঋণী।"

এটি বলা সঠিক নয় যে এই পর্যবেক্ষণগুলি যা বিবেচনা করে তা হল আইনসভা সংস্থার সমস্ত ক্ষমতা অন্যের পক্ষে আত্মসমর্পণ করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিলুপ্তি কর্তৃত্ব সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত নয়। এ ধরনের বিষয় প্রায় বাস্তবিক বিবেচনার সীমার বাইরে। উপরে উদ্‌ধৃত লর্ড হ্যালডেনের পর্যবেক্ষণগুলি এটি বেশ স্পষ্ট করে যে তার লর্ডশিপ "আইনের একটি অংশ হয়ে উঠতে হবে এমন নিয়ম ও প্রবিধান প্রণয়নে একটি অধস্তন সংস্থার সহায়তা চাওয়া" এবং "অনুদান প্রদান" এর মধ্যে পার্থক্যটি মাথায় রেখেছিলেন। আরেকটি সংস্থা অপরিহার্য আইন প্রণয়ন কার্য যা সংবিধানের অধীনে আইনসভার দ্বারা প্রয়োগ করা উচিত।" "ত্যাগ" শব্দটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর, তবে শব্দটি যদি আদৌ ব্যবহার করা হয়, তবে আমার মতে আইনী ত্যাগের প্রয়োজন নেই যে আইনসভা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করে দিতে হবে এবং সংবিধানের পৃষ্ঠাগুলি থেকে নিজেকে মুছে ফেলতে হবে। অন্য কর্তৃপক্ষের অধিকার যা তার জুতা পায় এবং তার অধিকার সফল হয়. এখানে ত্যাগের কথা ভাবা হয়েছে অপরিহার্য আইন প্রণয়ন কর্তৃত্বের আত্মসমর্পণ এমনকি অন্য কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে আইন প্রণয়নের একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রেও যা এই ফাংশনটি প্রয়োগ করার জন্য সংবিধান দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয়।

আমি এখন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে, সিদ্ধান্তপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের রেফারেন্সে অনুমতিযোগ্য প্রতিনিধি দলের সীমাবদ্ধতার কিছু বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করার চেষ্টা করব। এই উদ্দেশ্যে আমেরিকা, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া বিষয়ের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিজ্ঞাপন দেওয়া প্রয়োজন হবে। আমাদের কাছে ভারত এবং উপনিবেশগুলির আপিলগুলিতে বিচার বিভাগীয় কমিটির অনেকগুলি ঘোষণা রয়েছে৷ আমি স্বীকার করি যে কোন অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংগ্রহ করা যাবে না

(১) ৯ অ্যাপ কাস ১১৭।

এই সিদ্ধান্তগুলি এবং কোনওটিই সম্ভবত আশা করা যায় না এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে বিভিন্ন দেশের বিচারকদের কাছ থেকে ঘোষণাগুলি তাদের নিজ নিজ ঐতিহ্যগত তত্ত্বের প্রভাবে এবং এই বিষয়ে তাদের নিজস্ব আদালতের মতামতের প্রভাবে কাজ করে। তবে এই কর্তৃপক্ষগুলির কেউই নয় , এই আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক এবং আমাদের জন্য পুনর্মিলনের কোনো প্রচেষ্টা করা আবশ্যক নয়। আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে স্বাধীন যা আমাদের কাছে নীতির ভিত্তিতে এবং সঠিক বিচারিক যুক্তির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়।

বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে, অর্পিত আইনের প্রশ্ন দুটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর মামলায় আইন আদালতের সামনে বিবেচনার জন্য এসেছে। এই শ্রেণীগুলির মধ্যে একটি হল যাকে "শর্তাধীন আইন" হিসাবে পরিচিত করা হয়, যেখানে সাধারণভাবে গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, উপস্থিত প্রতিনিধিত্বের উপাদানটি কোনও আইন প্রণয়নের সাথে সম্পর্কিত নয়, তবে একটি আকস্মিক ঘটনা বা ঘটনা নির্ধারণের সাথে সম্পর্কিত, যা ঘটানোর জন্য আইন প্রণয়ন করা হয় তা যথাযথভাবে অর্পণ করা হয়, যেখানে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার কিছু অংশ অধস্তন এজেন্ট বা কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে এই দুই ধরনের মামলা একের পর এক বিবেচনার জন্য গ্রহণ করুন।

একটি শর্তসাপেক্ষ আইনে, আইনটি পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ হয় যখন এটি আইনসভার চেম্বার থেকে বেরিয়ে যায়, তবে আইনের ক্রিয়াকলাপ একটি শর্ত পূরণের উপর নির্ভরশীল হয় এবং বাইরের সংস্থার কাছে যা অর্পণ করা হয় তা নির্ধারণ করার কর্তৃপক্ষ। শর্ত পূরণ হয়েছে কি না, তার নিজস্ব রায়ের অনুশীলন। "সমস্ত আইনের লক্ষ্য", ব্যাক্সটার বনাম আহ ওয়ে(১)-এ বিচারপতি ও'কনার বলেছেন, "তাদের মনকে যতদূর সম্ভব ভবিষ্যতে প্রজেক্ট করা এবং সম্ভাব্য সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য যতটা সম্ভব সাধারণভাবে প্রদান করা আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে উত্থাপিত হয়। তবে এটি সব ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রদান করা সম্ভব নয় এবং সেইজন্য খুব আদিকাল থেকে এবং বিশেষ করে আরও কিছু ক্ষেত্রে

(') ৮ সি এল আর. ৬৩৭ এ ৬২৬।

আধুনিক সময়ে, শর্তসাপেক্ষ আইনের রূপ নিয়েছে, আইনটি কোন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা হবে বা এর কার্যকারিতা কী বাড়ানো হবে, বা নির্দিষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তি বা পণ্য বা জিনিস যা এটি প্রয়োগ করা হবে।" ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদ থাকা সত্ত্বেও, এই ধরনের আইন আমেরিকার আইন প্রথায় স্বীকৃত, এবং এটিকে অ্যাট-ডেলিগেশন-বিরোধী নিয়মের উপর আধিপত্য হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। নেতৃস্থানীয় পেনসিলভানিয়া মামলা (১), "আইনসভা একটি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে না; কিন্তু এটি এমন কিছু ঘটনা বা অবস্থা নির্ধারণ করার জন্য একটি ক্ষমতা অর্পণ করার জন্য একটি আইন তৈরি করতে পারে যার উপর আইনটি তার নিজস্ব ক্রিয়াকলাপকে নির্ভর করে বা করতে চায়। এটা অস্বীকার করা সরকারের চাকা বন্ধ করা হবে। এমন অনেক বিষয় রয়েছে যার উপর বিজ্ঞ এবং দরকারী আইনকে নির্ভর করতে হবে, যা আইন প্রণয়ন ক্ষমতার কাছে জানা যায় না এবং তাই অবশ্যই আইনের হলের বাইরে তদন্ত এবং সংকল্পের বিষয় হতে হবে।"

শর্তসাপেক্ষ আইন প্রণয়নের বিষয়ে বিচারিক কমিটির প্রথম ঘোষণার মধ্যে একটি রাণী বনাম বুরাহ (২) তে পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে, যেমন বলা হয়েছে, ইতিমধ্যেই, বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে একটি সংবিধিতে থাকা সমস্ত বা যে কোনও বিধান নির্দিষ্ট জেলাগুলিতে প্রসারিত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যখন তিনি সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যথাযথ বলে মনে করেছিলেন। লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের নিজের দ্বারা সঞ্চালিত হওয়ার মতো কোনও আইনী কাজ ছিল না। বিচার বিভাগীয় কমিটি তাদের রায়ে পর্যবেক্ষণ করেছে:-

"যথাযথ আইনসভা স্থান, ব্যক্তি, আইন, ক্ষমতা সম্পর্কে তার রায় প্রয়োগ করেছে এবং সেই রায়ের ফলাফল হল সেই বিষয়গুলির জন্য শর্তসাপেক্ষে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। শর্তগুলি পূরণ করা হচ্ছে, আইনটি এখন নিরঙ্কুশ।"

এই সিদ্ধান্ত দেওয়ার ঠিক চার বছর পর রাসেল বনাম দ্য কুইন (২০০৮) মামলাটি বিচার বিভাগীয় কমিটি এর সামনে আসে

(১) লকের আপিল, ৭২ অনুচ্ছেদ ৪৯১।

(২) ৫ আই.এ. ১৭৮।

(৩) ৭ অ্যাপ কাস ৮২৯।

সেই ক্ষেত্রে বিরোধের বিষয়বস্তু ছিল ১৮৭৮ সালের কানাডিয়ান টেম্পারেন্স আইন, যার নিষিদ্ধতামূলক এবং শাস্তিমূলক বিধানগুলি যে কোনও কাউন্টি বা শহরে কার্যকর হবে, শুধুমাত্র সেই কাউন্টি বা শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের ভোটের ভিত্তিতে। এই ধরনের কোর্সের পক্ষে গভর্নর-জেনারেল অর্ডার ইন কাউন্সিল আইনের আপেক্ষিক অংশ বলবৎ বলে ঘোষণা করেন। বিচার বিভাগীয় কমিটির সামনে উত্থাপিত বিতর্কগুলির মধ্যে একটি ছিল যে বিধানটি শহর বা কাউন্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের কাছে আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিত্বের পরিমাণ হিসাবে অকার্যকর ছিল। এই বিরোধ প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা নেতিবাচক ছিল, এবং রানী বনাম বুরাহ (১) সিদ্ধান্তের উপর স্পষ্টভাবে নির্ভর করা হয়েছিল। "এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর," এইভাবে বিচার বিভাগীয় কমিটি পর্যবেক্ষণ করেছে, "এই আইনটি করে। কোনো আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করে না। এটি যে বিষয়টি নিয়ে কাজ করে তার পুরো আইনটি নিজের মধ্যেই ধারণ করে। বিধান যেটির কিছু অংশ এই আইনটি কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের আবেদনের ভিত্তিতে কার্যকর হবে না যেটি আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা প্রদান করে এবং এই ধরনের শর্ত পূরণ করার জন্য যা কিছু করতে হয় সুবিধাজনক এবং অবশ্যই অস্বাভাবিক নয় এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কানাডার পার্লামেন্টে অস্বীকার করা যাবে না যখন আইন প্রণয়নের বিষয় তার যোগ্যতার মধ্যে থাকে।"

রাজা বনাম বেনোয়ারি লাল সরমা (২) তে বিচার বিভাগীয় কমিটি একই নীতি প্রয়োগ করেছিল। সেই ক্ষেত্রে, ভারতের গভর্নর-জেনারেল দ্বারা একটি জরুরি অধ্যাদেশের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল এই ভিত্তিতে যে এটি বিশেষ ধরণের অপরাধের জন্য বিশেষ ফৌজদারি আদালত স্থাপনের বিধান করেছিল, তবে আদালতগুলির প্রকৃত গঠন বাকি ছিল। প্রাদেশিক সরকারগুলির কাছে যা তাদের যথাযথ মনে করে সেই সময় এবং স্থানে তাদের স্থাপন করার জন্য অনুমোদিত ছিল। বিচার বিভাগীয় কমিটি বলেছিল যে "এটি মোটেই অর্পিত আইন নয়। এটি কেবল একটি অস্বাভাবিক আইনী ক্ষমতার উদাহরণ যার দ্বারা স্থানীয় একটি আইনের বিধান প্রয়োগ নির্ধারিত হয়

(২) ৭২ আই এ ৫৭।

(১) ৫ আই এ ১৭৮।

একটি স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী রায় দ্বারা।"

এইভাবে, শর্তসাপেক্ষ আইন সর্বদাই বিচারিক ঘোষণায় আচরণ করা হয়েছে যেগুলি মোটেও অর্পিত আইনের একটি প্রজাতি নয়। এটি একটি পৃথক বিভাগের অধীনে আসে এবং, যদি একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে একটি শর্তাধীন আইনের সমস্ত মৃদুতা বিদ্যমান থাকে, তবে প্রশ্ন ওঠে না যে শর্তটি নির্ধারণের কাজটি বাইরের কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে, আইনসভা এর ক্ষমতার সুযোগের বাইরে কাজ করেছে কিনা।

আমি এখন আসি অন্যান্য এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যেখানে আইনসভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতার একটি অংশ স্বীকার করা হয়েছে বা অধস্তন কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীদের দ্বারা প্রণয়ন করা নিয়ম ও প্রবিধানগুলি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ গঠন করে। আইন নিজেই. যেমনটি ইতিমধ্যে বলা হয়েছে, এটি সংসদ বা কোনো উপযুক্ত আইন প্রণয়ন সংস্থার ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে যখন তার আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রের মধ্যে আইন প্রণয়ন করে, কিছু অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে অধস্তন প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রদান করা। প্রশ্ন হল কোন কোন সীমার মধ্যে এই ধরনের ক্ষমতা প্রদান বা প্রদান যথাযথভাবে করা যেতে পারে? এটি বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল দ্বারা স্বীকার করা হয়েছে যে আইনসভা তার কার্যাবলী সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে পারে না এবং আইন প্রণয়নের সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে অন্য কর্তৃপক্ষকে বিনিয়োগ করতে পারে না। অধস্তন আইন, এটি বিতর্কিত নয়, অবশ্যই আইনসভার নিয়ন্ত্রণের অধীনে কাজ করতে হবে যেখান থেকে এটি তার কর্তৃত্ব লাভ করে এবং যেটির অব্যাহত ক্রিয়াকলাপের উপর এটির কাজ করার ক্ষমতা নির্ভর করে। যেমনটি বিচারপতি ডিক্সন(১) বলেছেন "একটি অধস্তন আইনে স্বাধীন এবং অযোগ্য কর্তৃপক্ষ থাকতে পারে না যা সত্যিকারের আইন প্রণয়নের ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য।" এই বিজ্ঞ বিচারক দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে যে অধস্তন আইনের এই মতবাদ থেকে বেশ কিছু আইনি পরিণতি প্রবাহিত হয়। অধস্তন আইনের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ সংবিধির বিরুদ্ধে একটি অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয় এবং আইনটি বাতিল হলে প্রবিধানগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেঙে যায়। এখন পর্যন্ত, প্রস্তাবগুলি বিতর্কিত হতে পারে না এবং প্রয়োজন নেই। কিন্তু,

(১) ভিক্টোরিয়া স্টিভেডোরিং অ্যান্ড জেনারেল কন্ট্রাক্টিং কোম্পানি বনাম ডিগনান, ৪৬ C.L.R. ১০২ এ ৭৩।

বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেলের মতে অধস্তন আইনে যা প্রয়োজন তা হল আইনসভাকে তার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা উচিত নয় এবং এটি অধস্তন সংস্থার উপর তার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে যা পরবর্তীতে যে কোনও সময় এটি ধ্বংস করতে পারে। যদি এটি একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রমাণিত হয়, তাহলে এই ধরনের অধস্তন এজেন্টকে অর্পিত বা অর্পিত ক্ষমতার চরিত্র বা ব্যাপ্তি একেবারেই অমূলক এবং সেই প্রশ্নে আদালতের প্রবেশ করার কোনো এখতিয়ার নেই। এই যুক্তিটি প্রথম দর্শনে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়, কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করলে, আমি নিজেকে এটিকে সঠিক হিসাবে গ্রহণ করতে অক্ষম মনে করি। আমার মতে, এটি যথেষ্ট নয় যে আইনসভা অধস্তন এজেন্টের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে এবং একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সমস্ত আইনী ক্ষমতা দিয়ে প্রতিনিধিকে সশস্ত্র করার ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য তাকে যে কোনো সময় তাকে প্রত্যাহার করতে পারে। অধস্তন আইন শুধুমাত্র এজেন্সির অধস্তন বা নির্ভরশীল চরিত্রকে বোঝায় যা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পিত হয়, তবে আইনের অধীনস্থ বা আনুষঙ্গিক চরিত্রকেও বোঝায়, যার প্রণয়নের দায়িত্ব এই ধরনের এজেন্টকে দেওয়া হয়। আইনসভা যদি তার প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বাইরের কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করে, তাহলে আমার মতে এটি তার ক্ষমতার ভার্চুয়াল ত্যাগের সমান হবে এবং এই ধরনের একটি কাজ অনুমোদিত প্রতিনিধিত্বের সীমা অতিক্রম করবে।

অত্যাবশ্যকীয় আইনী কার্যের মধ্যে রয়েছে আইনী নীতি নির্ধারণ বা বাছাই করা এবং সেই নীতিকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি বাধ্যতামূলক আচরণের নিয়মে কার্যকর করা। আইনসভার কাছে নীতিটি বিস্তৃতভাবে প্রণয়নের জন্য উন্মুক্ত এবং যতটা কম বা যতটা বিশদভাবে এটি সঠিক মনে করে এবং এটি বাকিদের অর্পণ করতে পারে একটি অধস্তন কর্তৃপক্ষের কাছে আইনী কাজ যারা সেই নীতির কাঠামোর মধ্যে বিশদ কাজ করবে। "যতক্ষণ পর্যন্ত একটি নীতি নির্ধারণ করা হয় এবং বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আইন প্রণয়ন ক্ষমতার কোন সাংবিধানিক প্রতিনিধিদল নির্বাচিত যন্ত্রগুলির কাছে নির্ধারিত সীমার মধ্যে অধীনস্থ বিধিগুলি তৈরি করার জন্য এবং আইনটি প্রয়োগ করতে হবে এমন তথ্য নির্ধারণের সাথে জড়িত নয়" (১)

ভাইদ শেচটার পোল্ট্রি কর্পোরেশন বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ২৯৫ ইউ এস ৪৯৫

আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট একাধিক ক্ষেত্রে ধরে রেখেছে যে আইন প্রণয়নকারী সংস্থার নীতি এবং প্রশাসনিক সংস্থাকে গাইড করার মানগুলি খুব বিস্তৃত এবং সাধারণ শর্তে নির্ধারণ করা যেতে পারে। এটি যথেষ্ট যদি আইনসভা একটি বোধগম্য নীতি নির্ধারণ করে যা অধস্তন কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্দিষ্ট মামলা বা মামলার শ্রেণীর জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে (১)। আদালত এই নীতির লঙ্ঘন খুঁজে পাওয়ার জন্য অত্যন্ত ঘৃণা পোষণ করেছে এবং প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র দুটি মামলা রয়েছে, যেমন, পানামা রিফাইনিং কোং বনাম রায়ান (২) এবং শেচটার পোল্ট্রি কর্পোরেশন বনাম ইউএস (৩) যেখানে ফেডারেল আইন প্রশাসনিক বিচক্ষণতার নির্দেশনা দেওয়ার জন্য কংগ্রেস যে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছিল তা যথেষ্ট সুনির্দিষ্ট ছিল না এই ভিত্তিতে অবৈধ বলে গণ্য করা হয়েছিল। পানামা রিফাইনিং কোং বনাম রায়ান (২) প্রধান বিচারপতি হিউজ খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন যে "কংগ্রেস স্পষ্টতই ত্যাগ করার বা অন্যদের কাছে হস্তান্তর করার অনুমতি দেয় না যার সাথে এটি বিনিয়োগ করা হয়।" "প্রত্যেক ক্ষেত্রে," বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি অব্যাহত রেখেছিলেন, "যে সকল ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে আদালত স্বীকার করেছে যে প্রতিনিধি দলের সীমা আছে যা অতিক্রম করার কোন সাংবিধানিক কর্তৃত্ব নেই..... আমরা মনে করি যে ধারা ৯(গ) এই সীমার বাইরে চলে যায় কারণ কংগ্রেস কোনো নীতি ঘোষণা করেনি, কোনো নিয়ম নির্ধারণ করেনি, পরিবহণের কোনো শর্ত ও শর্ত নেই অনুমোদিত বা নিষিদ্ধ করা হয়।" মি. বিচারপতি কার্ডোজো এই ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন ছিলেন এবং মনে করেন যে ধারা ১-এ ঘোষিত কংগ্রেসের নীতির সাথে একটি রেফারেন্স প্রকাশ বা নিহিত ছিল যা সংবিধিটিকে বৈধ করার জন্য একটি মানকটির যথেষ্ট সংজ্ঞা "বিচক্ষণতা সীমাবদ্ধ এবং ভ্রান্ত নয়" এইভাবে বিজ্ঞ বিচারক পর্যবেক্ষণ করেছেন। "এটি ব্যাংকের মধ্যে সীমাবদ্ধ যা এটিকে উপচে পড়া থেকে রক্ষা করে।"

এটা আকর্ষণীয় যে স্কেলটার পোল্ট্রি কর্পোরেশন (৩) এর পরবর্তী ক্ষেত্রে, যেখানে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অসাংবিধানিকভাবে অর্পণ করা হয়েছিল জাতীয় শিল্প আইনের ধারা ৩ এর বিধান দ্বারা।

(১) জে ডব্লিউ. হ্যাম্পটন বনাম ইউ.এস. ২৭৬ ইউ.এস. ৩৯৪ দেখুন।

(২) ২৯৩ ইউএস ৩৮৮।

(৩) ২৯৫ ইউএস ৪৯৫।

১৯৩৩ সালের পুনরুদ্ধার আইন যেহেতু আইনসভার দ্বারা কোন নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ বা নির্দেশিত ছিল না, বিচারপতি কার্ডোজো আদালতের মতামতের সাথে একমত হন এবং মনে করেন যে আইন প্রণয়নের অর্পিত ক্ষমতা যা সেই কোডে অভিব্যক্তি খুঁজে পেয়েছিল তা ব্যাঙ্কের মধ্যে ক্যানালাইজড ছিল না কিন্তু সীমাবদ্ধ ছিল না। এবং ভবঘুরে "এখানে আমাদের সামনের মামলায়" এইভাবে বিজ্ঞ বিচারক পর্যবেক্ষণ করেছেন, "একটি প্রয়াসিত প্রতিনিধি দল কোনো একক কাজ বা কোনো শ্রেণী বা গোষ্ঠীর কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যা একটি স্ট্যান্ডার্ডের রেফারেন্স দ্বারা চিহ্নিত বা বর্ণনা করা হয়েছে। এটি প্রতিনিধিদল চলমান দাঙ্গা। ক্ষমতার আধিক্য হস্তান্তর করতে সক্ষম"। উপরে যেমন বলা হয়েছে, এখন পর্যন্ত এগুলিই একমাত্র দুটি মামলা যেখানে কংগ্রেসের বিধিগুলিকে প্রয়োজনীয় আইনী ক্ষমতা অর্পণের কারণে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তী ক্ষেত্রে আদালত অবশ্যই কংগ্রেসের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ডকে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট সুনির্দিষ্টভাবে খুঁজে পেয়েছে এবং এই ধরনের সমস্ত ক্ষেত্রে আইনসভার (১) আইনীকরণের উপর সবচেয়ে উদার নির্মাণ করা হয়েছে।

আমরা এই ক্ষেত্রে প্রকৃত সিদ্ধান্তের সাথে উদ্বিগ্ন নই। সিদ্ধান্তগুলিকে মূল্যবান হিসাবে বিবেচনা করতে হবে যতক্ষণ না তারা কোনও নীতি নির্ধারণ করে। একটি নির্দিষ্ট মামলার তথ্যে নীতিগুলি প্রয়োগ করার পদ্ধতিটি মোটেই উপাদান নয়। উপরে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্টভাবে বিবৃত করে যে আইনসভা তার প্রয়োজনীয় আইনী কার্যের সাথে অংশ নিতে পারে না যা তার নীতি ঘোষণা এবং এটিকে একটি বাধ্যতামূলক আচরণের নিয়মে পরিণত করে। এই অত্যাবশ্যক কার্যের আত্মসমর্পণ আইনের দৃষ্টিতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ত্যাগের সমান। আইনসভা যতটা সঠিক মনে করে তত কম বা অনেক শব্দে নীতিটি নির্দিষ্ট করা যেতে পারে এবং অধস্তন কর্তৃপক্ষকে একটি বুদ্ধিমান নির্দেশনা দেওয়া হলে এটি যথেষ্ট। আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে যদি কোনো নীতিই বোধগম্য না হয় বা প্রতিনিধি দলটি এমন একটি অনির্দিষ্ট চরিত্রের হয় যা ত্যাগের পরিমাণ হয়, তবে বিচক্ষণতা আইনসভার সাথে প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা নির্ধারণ করে।

(১) দেখুন অপপ কটন মিলস বনাম মজুরি প্রশাসক, ৩১২; ইউএস ১২৬; ইয়াকুস বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ৩২১ ইউএস ৪১৪; আমেরিকান প্র. এবং লে. কো. বনাম সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ৩২৯ ইউএস ৯০।

অর্পণ করা হোক বা না হোক, অপব্যবহারের সুস্পষ্ট ক্ষেত্রে ছাড়া এই ধরনের বিচক্ষণতার অনুশীলন আদালতের দ্বারা বিরক্ত করা উচিত নয়। এগুলোকে আমি মৌলিক বলে মনে করি নীতিমালা এবং আইনসভার ক্ষমতার ক্ষেত্রে ভারতে সাংবিধানিক অবস্থান ইংরেজি প্যাটার্নের চেয়ে আমেরিকানদের কাছে বেশি। এই বিষয়ে ভারতীয় এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে৷ ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে যেখানে ইচ্ছা তার ক্ষমতা অর্পণ করতে বাধা দেওয়ার কোনো সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা নেই, তবে ভারতীয় সংসদের আইন প্রণয়ন সংস্থা একটি লিখিত সংবিধান দ্বারা বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং এটি করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়। ভারতে প্রতিনিধি দলের ক্ষমতার সীমা তাই সংবিধানের বিধান থেকে নির্মাণের বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করতে হবে এবং যেমন আমি বলেছি প্রতিনিধিত্বের অধিকার কেবলমাত্র আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগে নিহিত হতে পারে এটি তৈরি করা প্রয়োজন ক্ষমতার ব্যায়াম কার্যকর এবং সম্পূর্ণ। আমেরিকান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল'-এর উপর তাঁর রচনায় শোয়ার্টজ বলেছেন যে "এই মতবাদগুলি আমেরিকান আদালতগুলিকে নিশ্চিত করতে সক্ষম করে যে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার উত্থানের জন্য প্রয়োজনীয় নির্বাহী ক্ষমতার বৃদ্ধি একটি অনিয়ন্ত্রিত হবে না। ক্ষমতা অর্পণ অবশ্যই সীমিত হতে হবে। - হয় শেষ এবং উপায়ের আইনী প্রেসক্রিপশন দ্বারা, বা এমনকি বিশদ বা অর্পিত ক্ষমতার ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা দ্বারা সীমাবদ্ধ, অন্য কথায়, কার্যকরী আইনের মধ্যে অবশ্যই একটি কাঠামো থাকতে হবে" (১)।

এই প্রসঙ্গে এটি উল্লেখ করা সার্থক হবে যে মন্ত্রীদের ক্ষমতা সংক্রান্ত কমিটির প্রতিবেদনে অর্পিত আইনের যথাযথ পরীক্ষা হিসাবে এই আমেরিকান মতবাদের সাথে অনেক মিল রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে "একটি আইন প্রণয়নের ক্ষমতার সুনির্দিষ্ট সীমা যে ক্ষমতা সংসদ একজন মন্ত্রীকে প্রদান করতে চায় তা সর্বদা স্পষ্ট ভাষায় সংজ্ঞায়িত করা উচিত যা এটি প্রদান করে, যখন বিচক্ষণতা প্রদান করা হয় তখন এর সীমাগুলি সংজ্ঞায়িত করা উচিত।

(১)স্কোয়ার্টজ আমেরিকান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আইন পি. ২২।

সমান স্পষ্টতা" (১)। এটা সত্য যে আমেরিকায় যা একটি ভাইয়ারের প্রশ্ন এবং আদালতের দ্বারা যাচাই-বাছাই করা হয়, যুক্তরাজ্যে এটি একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক তাত্পর্যযুক্ত নীতির প্রশ্ন। তবে কমিটির সুপারিশ হবে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে আমেরিকান বিচারকদের দ্বারা নির্ধারিত এবং কাজ করা নিয়মগুলি বিশেষ করে পরবর্তী বছরগুলি পুরোপুরি পরিষ্কার এবং সঠিক গণতান্ত্রিক নীতির উপর সমর্থিত হতে পারে।

আমি এখন এই বিষয়ে নেতৃস্থানীয় কানাডিয়ান এবং অস্ট্রেলিয়ান মামলার বিজ্ঞাপন দেব এবং দেখব যে এই সিদ্ধান্তগুলি উপরে বর্ণিত নীতিগুলিকে কতটা সমর্থন করে।

আমি হজ বনাম দ্য কুইন (২) মামলা দিয়ে শুরু করব যা ১৮৮৩ সালে অন্টারিওর আবেদন কোর্টের সিদ্ধান্ত থেকে আবেদনের জন্য বিচার বিভাগীয় কমিটির সামনে এসেছিল। মামলার ঘটনাগুলি বেশ সহজ। ১৮৭৭ সালের মদ লাইসেন্স আইন দ্বারা সরাইখানার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকারী প্রবিধান প্রণয়নের জন্য অনুমোদিত লাইসেন্স কমিশনারদের একটি রেজোলিউশন লঙ্ঘন করে আপিলকারীকে একটি বিলিয়ার্ড টেবিল ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া এবং তাতে বিলিয়ার্ড খেলা খেলার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। অপরাধ সৃষ্টি করার ক্ষমতা সহ এবং এর সাথে যুক্ত শাস্তি। উত্থাপিত প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি হল অন্টারিও আইনসভা লাইসেন্স কমিশনারদের কাছে প্রবিধান তৈরি করার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে কিনা যার দ্বারা নতুন অপরাধ তৈরি করা যেতে পারে। প্রিভি কাউন্সিল হাইকোর্টের সাথে একমত হয়েছিল যে অন্টারিওর আইনসভা কোন অর্থেই ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্ট থেকে অর্পিত কর্তৃত্ব প্রয়োগ করছে না এবং এটি একটি মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কাছে আত্মপ্রকাশ করার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখে আইনে উল্লিখিত বিষয় এবং আইনটিকে কার্যকর ও কার্যকর করার উদ্দেশ্য সহ উপ-আইন বা প্রস্তাব তৈরি করার নিজস্ব সৃষ্টি কর্তৃপক্ষ। লক্ষ্য করা গেছে:-

"এমন একটি কর্তৃপক্ষ. . . . . খুব পূর্ণ এবং খুব আনুষঙ্গিক · আইন; এর বিস্তারিত রায়

(১) ভিডিও রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ৬৫।

(৩) ৯ অ্যাপ। কাস। ১১৭।

আপীল আদালতে আইনসভার একটি সীমিত বিবেচনামূলক কর্তৃত্ব অন্যদের হাতে অর্পণ করার নজির এবং এর প্রয়োজনীয়তার অনেক উদাহরণ এবং সুবিধা রয়েছে।"

এটা দেখা যাবে যে অন্টারিও আইনসভা দ্বারা লাইসেন্স কমিশনারদের কাছে যা অর্পণ করা হয়েছিল তা ছিল কেবলমাত্র ট্যাভার্ন লাইসেন্সগুলি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছাড়ার প্রশ্নই আসে না। তবে যদিও প্রিভি কাউন্সিল স্পষ্টভাবে বলেছে যে অন্টারিও আইনসভা তার নিজের ক্ষেত্রের মধ্যে বেশ সর্বোচ্চ এবং ইম্পেরিয়াল বা ডোমিনিয়ন পার্লামেন্টের মতো একই কর্তৃত্ব উপভোগ করে, তারা অর্পিত ক্ষমতাকে আইন প্রণয়নের সহায়ক হিসাবে বর্ণনা করেছে এবং স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে "নজিরগুলির প্রাচুর্য" আইনসভা অন্যদের কাছে সীমিত বিবেচনামূলক কর্তৃত্ব অর্পণ করার জন্য।" প্রিভির কোন প্রয়োজন ছিল না অন্টারিও আইনসভার যদি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মতো তার ক্ষমতা অর্পণ করার একই অধিকার থাকে তবে কাউন্সিল এটি ব্যবহার করা সুরক্ষিত ভাষা ব্যবহার করবে। এটি লক্ষণীয় যে ডেভি, কিউসি, যিনি ক্রাউনের পক্ষে আপিল করা রায়ের সমর্থনে হাজির হয়েছিলেন, তিনি প্রিভি কাউন্সিলের সামনে বিরোধ করেননি যে অন্টারিও আইনসভার ব্রিটিশ পার্লামেন্টারির মতো প্রতিনিধি দলের সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে এবং ফলস্বরূপ তার কাজগুলি করতে পারেনি। অসাংবিধানিক হিসেবে চ্যালেঞ্জ করা হবে। তার যুক্তি ছিল এই ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের কোনো প্রতিনিধি ছিল না এবং যা অর্পণ করা হয়েছিল তা কেবল উপ-আইন তৈরির ক্ষমতা ছিল। আইনী কর্তৃত্ব দ্বারা বিজ্ঞ কৌঁসুলি স্পষ্টতই প্রয়োজনীয় আইনী কার্যকে বোঝাতেন যা নিয়ম ও প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা থেকে আলাদা এবং যুক্তিগুলি বোঝায় যে অপরিহার্য আইনী ক্ষমতাগুলি মোটেও অর্পণ করা যাবে না।

পাওয়েল বনাম অ্যাপোলো ক্যান্ডেল কোং(১) এর ঘটনাটি সময়ের পরের ঘটনা যা আমাদের সামনে প্রশ্নটির উপর প্রভাব ফেলে। এই মামলাটি নিউ সাউথ ওয়েলসের সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্ত থেকে আপিলের ভিত্তিতে এসেছিল এবং প্রশ্ন উঠেছিল যে ১৮৭৯ সালের শুল্ক নিয়ন্ত্রণ আইন এর ধারা ১৩৩

(১) ১০টি অ্যাপ। কাস। ২৩২।

কলোনির ঔপনিবেশিক আইনসভার "ক্ষমতা বহির্ভূত" ছিল বা ছিল না। আইনটির বৈধতার উপর আক্রমণটি অন্যান্য বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ছিল যে এটি সরকারকে কিছু নির্দিষ্ট পণ্যের উপর শুল্ক আরোপের ক্ষমতা প্রদান করেছে যা কালেক্টরের মতামত অন্যান্য কর্তব্যযোগ্য পণ্যের জন্য প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। প্রশ্ন ছিল এই ধরনের ক্ষমতা বৈধভাবে প্রদান করা যেতে পারে কিনা। প্রিভি কাউন্সিলের এই বিধানটি পুরোপুরি বৈধ ছিল তা ধরে রাখতে কোন অসুবিধা ছিল না এবং এটি ঔপনিবেশিক আইনসভার যোগ্যতার মধ্যে ছিল যা কোনও অর্থেই ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের প্রতিনিধি ছিল না, এই উদ্দেশ্যের জন্য নির্বাহীকে এই চরিত্রের একটি বিচক্ষণতা প্রদান করা। আইনকে যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য। আইনের নীতির পাশাপাশি মূল নীতিগুলিও আইনটিতেই নির্ধারণ করা হয়েছিল। কার্যনির্বাহীকে যা অবশিষ্ট ছিল তা ছিল আইনের বিধানগুলিকে আরও সঠিকভাবে এবং কার্যকরভাবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা যা আইনে উল্লিখিত শুল্কযোগ্য অনুচ্ছেদের মতো অনুরূপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন পণ্যগুলির উপর শুল্ক আরোপ করে। আইনসভা নিজেই মান নির্ধারণ করেছে এবং এটি নির্বাহী কর্মকর্তাদের গাইড করার জন্য যথেষ্ট সুনির্দিষ্ট ছিল।

আমি এখন ইন রেফারেন্স গ্রে (১) কানাডার সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তে আসি যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ডোমিনিয়ন ওয়ার মেজারস আইন, ১৯১৪, কানাডার ডোমিনিয়ন পার্লামেন্ট দ্বারা পাশ করা গভর্নর-জেনারেলকে "নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, শান্তির জন্য প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা প্রকৃত বা শঙ্কিত যুদ্ধের অস্তিত্বের কারণে এই ধরনের প্রবিধান তৈরি করার ক্ষমতা দেয় , কানাডার আদেশ এবং কল্যাণ"; এবং প্রশ্ন উঠেছিল যে এই ধরনের ক্ষমতা হস্তান্তর ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন দ্বারা অনুমোদিত ছিল কিনা। সুপ্রিম কোর্ট চার থেকে দু'জনের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আইনটি বৈধ ছিল, যদিও বিচারকগণ যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন তারা তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি করার জন্য যে কারণগুলির উপর ভিত্তি করে তা নিয়ে একমত ছিলেন না। প্রধান বিচারপতির অভিমত ছিল যে সাংবিধানিক আইনে এমন কিছু নেই যা এ পর্যন্ত প্রশ্নটির উপাদান হিসাবে রয়েছে

(১) ৫৭ সি সি আর ১৫০।

বিবেচনাধীন কানাডার পার্লামেন্টের কর্তৃত্বের উপর এমন কোনো সীমাবদ্ধতা আরোপ করবে যেখানে ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের অধীন ছিল না বিচারপতি অ্যাংলিন তার রায়ের সময় হজ বনাম দ্য কুইন(১) (সুপ্রা) এর সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন যে ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন ডোমিনিয়ন পার্লামেন্ট দ্বারা তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সম্পূর্ণ ত্যাগ করার কথা চিন্তা করেনি, কিন্তু এই ধরনের পদত্যাগকে এতটাই অকল্পনীয় কিছু বলে মনে করেছিল যে এই ধরণের কিছু করার চেষ্টার সাংবিধানিকতা ব্যবহারিক বিবেচনা সীমার বাইরে ছিল। স্পষ্টতই বিজ্ঞ বিচারক অভিব্যক্তি "ত্যাগ" একটি খুব সংকীর্ণ অর্থ দিয়েছেন। ডাফ জে.-এর মতামত অনেকটা একই ছিল, এবং তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে এই ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পরিত্যাগ করা হয়নি, কারণ প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি যে কোনও সময় প্রত্যাহার করা যেতে পারে এবং এর অধীনে যা কিছু করা হয়েছিল তা সংসদ কর্তৃক বাতিল হয়ে যেতে পারে। বিচারপতিদয় আইডিংটন এবং ব্রোডিউর এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্নমত এই সিদ্ধান্তটি "ওয়ার মেজারস অ্যাক্টের অধীনে কানাডার গভর্নর-জেনারেল দ্বারা প্রণীত রাসায়নিক সম্পর্কিত প্রবিধানের বৈধতার বিষয়ে রেফারেন্সের ক্ষেত্রে" অনুসরণ করা হয়েছিল, যা ১৯৪৩ সালে রিপোর্ট পাওয়া যায় এস সি সি তে ১।

এই ক্ষেত্রে ওয়ার মেজারস অ্যাক্ট এবং ডিপার্টমেন্ট অফ মিনিশনস অ্যান্ড সাপ্লাই অ্যাক্ট দ্বারা গভর্নর ইন কাউন্সিলের উপর প্রদত্ত ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে কাউন্সিলের আদেশ দ্বারা প্রণীত কিছু প্রবিধানের বৈধতা সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে অর্ডার ইন কাউন্সিলের অনুচ্ছেদ ৪ ব্যতীত বাকি আদেশটি কোনও “ক্ষমতা বহির্ভূত” ছিল না। প্রতিবেদন থেকে প্রতীয়মান হয় যে এই ক্ষেত্রে আদালতের সামনে এটি বিতর্কিত ছিল না যে আইনসভা দ্বারা যুদ্ধ ব্যবস্থা আইনের অধীনে গভর্নর ইন কাউন্সিলের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করা যেতে পারে। প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে গভর্নর ইন কাউন্সিল তার ক্ষমতা অধীনস্থ সংস্থাগুলিকে আরও অর্পণ করতে পারে কিনা। প্রশ্নটির উত্তর ইতিবাচকভাবে দেওয়া হয়েছিল, কারণ এই যে যুদ্ধ ব্যবস্থা আইনটি যে পরিস্থিতিতে একটি কার্যকরী আইন, ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে সেই পরিস্থিতিতে প্রতিনিধি দলের ক্ষমতা একেবারে অপরিহার্য

(১) ৯ অ্যাপ কাস ১১৭।

অর্পিতকে অবশ্যই আইনে সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার অংশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

এগুলি যুদ্ধকালীন সিদ্ধান্ত এবং এটা স্পষ্ট যে প্রতিনিধিত্বের মতবাদ কেমিক্যাল রেফারেন্স মামলায় অনেক দূরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ইন রে গ্রে (১) তে বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি তার রায়ের উপসংহারে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে দেশের নিরাপত্তাই হলো সর্বোচ্চ আইন যার বিরুদ্ধে অন্য কোনো আইন প্রাধান্য পাবে না। আমি অ্যাটর্নি-জেনারেলের সাথে একমত যে আইন প্রণয়ন করার জন্য সংসদের যোগ্যতাকে আইনটি যুদ্ধের সময় বা শান্তির সময়ের পরিমাপ কিনা তা নির্ভর করে করা যায় না। কিন্তু অন্যদিকে, এটি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে যুদ্ধের সময় সংসদ কর্তৃক পাসকৃত একটি আইনে যখন দেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ে, তখন আইনসভা সম্ভবত কার্যকরভাবে বহন করার নীতিটি প্রণয়ন করতে পারে। যুদ্ধের উপর এবং এটি অগত্যা নির্বাহীর হাতে সমস্ত যুদ্ধ অপারেশনের ন্যস্ত করাকে বোঝায়। বিচারপতি ডিক্সন(২) দ্বারা করা পর্যবেক্ষণে যথেষ্ট উপাদান রয়েছে বলে মনে হয় যে "এটি বিবেচনা করা যেতে পারে যে প্রতিরক্ষা শক্তির অধীনে যে অত্যাবশ্যকীয় পরিস্থিতিগুলি মোকাবেলা করা উচিত তা অনেকগুলি, এত বড় এবং এত জরুরি এবং এতটাই যথাযথ উদ্বেগ। কার্যনির্বাহী যে তার প্রকৃতি থেকে ক্ষমতা প্রতিনিধি দল অনুমোদন করার জন্য প্রয়োজনীয় অভিপ্রায় দ্বারা প্রদর্শিত হয় অন্যথায় আইনসভা দ্বারা সাধারণত নিষিদ্ধ।" এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইন রে গ্রে(১) এর সিদ্ধান্তটিকে পরবর্তী কানাডিয়ান মামলায় এই ভিত্তিতে আলাদা করার চেষ্টা করা হয়েছিল যে জরুরি পরিস্থিতিতে প্রদত্ত অবশিষ্ট ক্ষমতার আশ্রয় নিয়ে এই ধরণের আইন পাস করা সম্ভব উত্তর আমেরিকা আইন (৩) এর ধারা ৯১ দ্বারা ডোমিনিয়ন সংসদে।

সময়ে সময়ে, ইন রেফারেন্স দ্য ইনিশিয়েটিভ এন্ড রেফারেন্ডাম আইন (৪) এর মামলা ইন রেফারেন্স গ্রে(১) এর পরপরই আসে। এ মামলায় বিরোধ একটি আইন সংক্রান্ত

(১) ৫৭ এস সি আর ১৫০।

(২) ভিক্টোরিয়া স্টিভেডোরিং অ্যান্ড জেনারেল কন্ট্রাক্টিং কোং বনাম ডিগনান,

৪৬ সি এল আর ৭৩ এ পি ৯৯।

(৩) ভিড সেডিট ফ্রনসিয়ার বনাম রস, (১৯৩৭) ৩ ডি এল আর ৩৬৫।

(৪) [১৯১৯] এ. সি. ৯৩৫।

ম্যানিটোবার আইনসভা দ্বারা পাস করা হয়েছে, যেটি প্রদত্ত যে আইনগুলি প্রদেশের নির্বাচকদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে প্রণীত এবং বাতিল করা যেতে পারে। দ্য প্রিভি কাউন্সিল এই আইনটিকে "ক্ষমতা বহির্ভূত" বলে ধরেছিল প্রাথমিকভাবে এই ভিত্তিতে যে এটি প্রদেশের লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে একটি প্রস্তাবিত আইন পেশ করতে বাধ্য করবে ভোটারদের এমন একটি সংস্থার কাছে যেটির তিনি সাংবিধানিক প্রধান এবং তাকে ক্ষমতাহীন করে দেবেন। ভোটারদের দ্বারা অনুমোদিত হলে এটি একটি বাস্তব আইনে পরিণত হওয়া থেকে প্রতিরোধ করা। রায়ের শেষের দিকে, লর্ড হ্যালডেন পর্যবেক্ষণ করেছেন যা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি, এবং এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে বিচার বিভাগীয় কমিটির মতামত, যখন এটি কানাডার প্রাদেশিক আইনসভার অধীনস্থ সংস্থাগুলির সহায়তা চাওয়ার জন্য উন্মুক্ত ছিল। প্রবিধান প্রণয়নের বিষয়টি এটি অনুসরণ করেনি যে এটি তার নিজস্ব ক্ষমতার সাথে একটি নতুন আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তৈরি করতে এবং প্রদান করতে পারে যে আইন দ্বারা এটি তার অস্তিত্বের ঋণী ছিল না। এই পর্যবেক্ষণটি দ্ব্যর্থহীনভাবে ইঙ্গিত দেয় যে কানাডায় যেখানে একটি লিখিত সংবিধান রয়েছে, আইনসভা, যদিও এটির অন্যথায় পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে, অন্যান্য সংস্থাগুলিতে নিরবচ্ছিন্ন আইনী ক্ষমতা প্রদানের অধিকারী নয় যদিও এটি প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে অধস্তন সংস্থাগুলির সাহায্য নিতে পারে।

পরবর্তী যে মামলাটি আমাদের মনোযোগের দাবি করে তা হল ক্রেডিট ফ্রন্সিয়ার বনাম রস (১)। এই ক্ষেত্রে বিতর্ক আলবার্টার ঋণ হ্রাস এবং নিষ্পত্তি আইন এর ধারা ১২ এর বৈধতাকে কেন্দ্র করে, এবং এই ধারাটির বৈধতা এই ভিত্তিতে অভিশংসিত হয়েছিল যে এটি লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে সময়ে সময়ে ঘোষণা করার ক্ষমতা প্রদান করে যে ঋণের কোনো প্রকার বা বিবরণ একটি ঋণ যা আইনটি করবে না। আবেদন আপীল কোর্ট এই বিধানটিকে "ক্ষমতা বহির্ভূত" বলে ধরেছিল কারণ এটি হজ বনাম দ্য কুইন (সুপ্রা) এর প্রিভি কাউন্সিলের রায়ের একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করার পরে লেফটেন্যান্ট-গভর্নর মহামান্য প্রধান বিচারপতি হার্ভে এর কাছে আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের একটি অযাচিত প্রতিনিধি দল গঠন করেছিল। নিম্নরূপ:---

(১) (১৯৩৭) ৩ ডি এএল আর ৩৬৫.

"এটা স্পষ্ট যে আইনসভা দ্বারা প্রণীত আইন প্রণয়ন করার জন্য প্রবিধান প্রণয়নের কর্তৃপক্ষ একটি স্বাধীন আইন প্রণয়ন করার জন্য কর্তৃপক্ষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এটি আইন প্রণয়নের আনুষঙ্গিক নয় বরং এটি নিজেই আইন।" ইন রেফারেন্স গ্রে মামলার পাশে উল্লেখ করে, বিজ্ঞ বিচারক আরও পর্যবেক্ষণ করেছেন:-

"আবেদন করা হচ্ছে যে ইন রেফারেন্স গ্রে (৪২ Dডি এল আর ১) তে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তটি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে যে বিভাগটি "ক্ষমতাধীন" সেই ক্ষেত্রে, নিঃসন্দেহে কাউন্সিলে গভর্নর-জেনারেলের কাছে আইনী কর্তৃত্ব ছিল। কিন্তু, যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, এটি একটি জরুরী এবং জরুরী ঘটনা ছিল এবং এটি ছিল একাধিকবার বিচার বিভাগীয় কমিটি দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে যে এই ধরনের ক্ষেত্রে ডোমিনিয়ন পার্লামেন্টে ধারা ৯১ দ্বারা প্রদত্ত অবশিষ্ট ক্ষমতা অবলম্বন করা যেতে পারে। এটি একটি যুদ্ধকালীন পরিমাপ নয় এবং এটি ডোমিনিয়ন আইন নয়, তাই উদ্ধৃত মামলাটির কোন প্রয়োগ নেই।"

এই সিদ্ধান্ত, যদি আমি বলতে পারি, আমি উপরে যে দৃষ্টিভঙ্গি নির্দেশ করেছি তা সম্পূর্ণরূপে বহন করে। এটা দেখা যাবে যে এই ক্ষেত্রে লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে অর্পিত ক্ষমতা যে কোনও সময় ফিরিয়ে নেওয়া যেতে পারে এবং তবুও ক্ষমতা অর্পণকে খারাপ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

শুধুমাত্র অন্য কানাডিয়ান মামলা যা এই সংযোগে উল্লেখ করা উচিত তা হল রে ন্যাচারাল প্রোডাক্ট মার্কেটিং আইন, ১৯৩৭ (১), যা বিচার বিভাগীয় কমিটির সামনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য উঠেছিল। প্রাকৃতিক পণ্য বিপণন আইন, যা ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার আইনসভা দ্বারা পাস করা হয়েছিল, লেফটেন্যান্ট-গভর্নর ইন কাউন্সিলকে প্রদেশের মধ্যে প্রাকৃতিক পণ্য পরিবহন, প্যাকিং এবং বিপণনের নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বিপণন বোর্ড স্থাপনের ক্ষমতা প্রদান করে। এটি ছিল এক ধরণের কঙ্কাল আইন, যা একটি সাদৃশ্যপূর্ণ ইংরেজী আইনের উপর ঢালাই করা হয়েছিল। বিচারপতি ম্যানসন অপ্রীতিকর বিধানটিকে "ক্ষমতা বহির্ভূত" বলে ঘোষণা করেছিলেন কিন্তু আপিল আদালত তার সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিয়েছিল। যুক্তি যে আইনসভা অবৈধভাবে লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কাছে তার কার্যভার অর্পণ করেছিল

(১) (১৯৩৭) ৪ ডি এল আর ২৯৮।

কাউন্সিল এ কারণ এটি শুধুমাত্র একটি আইনের কঙ্কাল পাশ করে এটিকে লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কাছে ছেড়ে দিয়ে এটিকে মাংস এবং রক্ত দিয়ে পরিধান করে এবং এর ফলে আপিল আদালত কর্তৃক তার কার্য প্রত্যাহার করা হয় এবং মার্টিন সিজে পর্যবেক্ষণ করেন: "দাখিলের উত্তর ভাষার উপর নির্ভর করে সংবিধি সম্পর্কে এবং আমি যা বলতে পারি তা হল পুরো সংবিধিটি পড়ার পরে এটি যুক্তি সমর্থন করে না।"

এস.সি.আর. সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্ট ৯৯৩

এইভাবে, প্রকৃতপক্ষে যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা হল যে প্রকৃত আইন প্রণয়ন ক্ষমতার কোনো প্রতিনিধি দল ছিল না, এবং কাউন্সিলে লিউটেন্যান্ট-গভর্নরকে যা অর্পণ করা হয়েছিল তা ছিল স্ট্যান্ডার্ড এবং নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিয়ম ও প্রবিধান তৈরি করার ক্ষমতা যা বিধি নিজেই নির্ধারণ করেছিল। এবং আইনটিকে তার সব দিক থেকে সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে। এই সিদ্ধান্ত থেকে প্রিভি কাউন্সিলের কাছে একটি আপিল নেওয়া হয়েছিল (১), এবং প্রিভি কাউন্সিল আপিল কোর্টে তার রায়ে প্রধান বিচারপতি মার্টিন প্রদত্ত কারণগুলির সাথে একমত হয়ে আপিলটি খারিজ করে দেয়। "তার নির্ধারিত গোলকের মধ্যে।" এইভাবে বিচার বিভাগীয় কমিটি পর্যবেক্ষণ করেছে, "প্রাদেশিক আইনসভা অন্যান্য সংসদের মতোই সর্বোচ্চ, এবং প্রাদেশিক এবং ডোমিনিয়ন এবং ইম্পেরিয়াল উভয় আইনসভাই বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থাকে একই ধরনের ক্ষমতা অর্পণ করেছে এমন অসংখ্য ঘটনাকে গণনা করার চেষ্টা করা অপ্রয়োজনীয়। যেগুলো আইনে আছে।" বিচার বিভাগীয় কমিটি, যদিও আধিপত্য সম্পর্কে তার আগের সিদ্ধান্ত পুনর্ব্যক্ত করেছে ডোমিনিয়ন পার্লামেন্টের, আপিল আদালতে প্রধান বিচারপতি মার্টিন প্রদত্ত কারণগুলির উপর ভিত্তি করে তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি করেছিল । তাই উপসংহারটি অবশ্যই হতে হবে যে অপরিহার্য আইনী ক্ষমতা প্রদানের বিরুদ্ধে একটি নিয়ম রয়েছে কিন্তু বর্তমান উদাহরণে নিয়মটি লঙ্ঘন করা হয়নি।

অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্টের আরও দুটি ডিভিশন লক্ষ্য করা বাকি আছে। এর মধ্যে প্রথমটি হল ব্যাক্সটার বনাম আহ ওয়ে (২) এর ঘটনা এবং সেখানে উত্থাপিত পয়েন্ট শুল্ক আইন, ১৯০১ এর কিছু বিধানের বৈধতার সাথে সম্পর্কিত। আইনটি বিশেষভাবে নিষিদ্ধ

(১) ভিডি শ্যানন বনাম লোয়ার মেইনল্যান্ড ডেইরি প্রোডাক্টস বোর্ড, [১৯৩৮] এ. সি. ৭০৮,

(২) ৮ সি. এল. আর. ৬২৬.

কিছু পণ্যের আমদানি এবং ঘোষণার মাধ্যমে, অন্যান্য পণ্যগুলিকে নিষিদ্ধ আমদানির বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কাউন্সিলের গভর্নর-জেনারেলকে একটি ক্ষমতা দিয়েছে। এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে আমদানি নিষিদ্ধ করা একটি আইনী আইন হলেও আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষের কোনো প্রতিনিধি দল ছিল না এবং কাউন্সিলে গভর্নর জেনারেলকে প্রদত্ত ক্ষমতা শর্তাধীন আইন প্রণয়নের প্রকৃতিতে ছিল। প্রধান বিচারপতি তার রায়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে আইনসভা একবার এবং সমস্ত নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা রাখার জন্য প্রস্তুত না হলে, তাদের অবশ্যই একটি শর্তের উপর নির্ভর করে নিষেধ করার ক্ষমতা থাকতে হবে এবং শর্তটি হতে পারে অস্তিত্বে আসা বা কিছু আবিষ্কার করা। সত্য এই ধরনের সত্য নিশ্চিত করার দায়িত্ব খুব ভালভাবে বাইরের সংস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।

এখানে বলা যেতে পারে যে এই ক্ষেত্রে আইনটি শর্তসাপেক্ষ আইনের প্রয়োজনীয়তাগুলি সম্পূর্ণরূপে মেনে চলেনি। কার্যনির্বাহীকে কী ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল যা ঘটলে এমন কোনও শর্ত বা আকস্মিকতা নির্ধারণ না করার জন্য যা আইনটি কার্যকর হবে, তবে তারা তাদের নিজস্ব রায়ের অনুশীলনে নিষিদ্ধ আমদানির তালিকায় যুক্ত করবে। যাইহোক, সিদ্ধান্তটি অবশ্যই অধস্তন আইনের নীতিতে সমর্থন করা যেতে পারে যেমন ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। নীতিটি পর্যাপ্ত স্পষ্টতার সাথে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং কিছু নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদের গণনার মাধ্যমেও মান নির্ধারণ করা হয়েছিল। নির্বাহী কর্মকর্তার উদ্দেশ্য ছিল একই মান প্রয়োগ করে নিষিদ্ধ আমদানির তালিকায় সংযোজন করা।

অন্য মামলা হল *ভিক্টোরিয়া স্টিভেডোরিং অ্যান্ড জেনারেল কন্ট্রাক্টিং কোম্পানি বনাম ডিগনান (১)*। এই ক্ষেত্রে বিতর্কটি ছিল পরিবহন শ্রমিক আইন, ১৯২৮-২৯-এর ধারা ৩-এর বৈধতা নিয়ে, যা গভর্নর-জেনারেলকে পরিবহণের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আইনের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন প্রবিধান তৈরি করার ক্ষমতা প্রদানের জন্য অভিহিত করা হয়েছিল। শ্রমিকদের এবং বিশেষ করে এই ধরনের কর্মীদের নিযুক্তি, পরিষেবা এবং ডিসচার্জ নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং পরিবহন শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত ব্যক্তিদের লাইসেন্স প্রদান এবং বেশ কিছু অন্যান্য বিষয়।

(১) ৪৬ সি. এল. আর. ৭৩.

হাইকোর্টের দ্বারা এটা ছিল যে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার মধ্যে গভর্নর-জেনারেলকে এই ধরনের প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা। এই সিদ্ধান্তের যথার্থতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না, কারণ গভর্নর-জেনারেলকে যে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল তা শুধুমাত্র আইনের বিধানগুলির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন প্রবিধান তৈরি করা এবং আইনে সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত বিষয়গুলির বিষয়ে। শিল্প নীতি শুরু করার ক্ষেত্রে গভর্নর-জেনারেলকে বড় বিচক্ষণতা দেওয়া হয়েছিল তা সত্যিই অমূলক ছিল যতক্ষণ না প্রবিধানগুলি আইনসভা কর্তৃক প্রণীত নীতির মধ্যে ছিল। মামলাটি আসলে *রোচে বনাম ক্রোনহাইমার(* [১]*)* আদালতের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের কর্তৃত্বের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞ বিচারকদের রায়, যদিও তারা সবাই একমত পোষণ করেছেন যে মামলাটি পূর্ববর্তী কর্তৃপক্ষ দ্বারা শেষ করা হয়েছিল। প্রধান বিচারপতি এবং শ্রী বিচারপতি স্টার্ক মনে করেন যে এই ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার কোন প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব ছিল না এবং এমনকি যদি ছিল, তবে ক্ষমতা পৃথকীকরণের ভিত্তিতে এই ধরনের প্রতিনিধি দলের বিরুদ্ধে কোন নিষেধাজ্ঞার তাগিদ দেওয়া যাবে না যা গ্রহণ করা হয়নি বিচার বিভাগ ছাড়া অস্ট্রেলিয়ান কমনওয়েলথে এর দৃঢ়তা। বিজ্ঞ বিচারকরা তাদের রায়ের সময় *ব্যাক্সটার বনাম আহ ওয়ে* (২) এর সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেছিলেন যদিও সেই মামলাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন নীতিতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। বিচারপতি রিচ অধস্তন আইন প্রণয়নের একটি কর্তৃত্ব নির্বাহী বিভাগে বিনিয়োগ করা যেতে পারে এমন প্রস্তাবের জন্য *রোচে বনাম ক্রোনহাইমার (*[১]*)* কে কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। বিচারপতি ডিক্সন ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদ এবং ডেলিগ্যাটাস নন পোটেস্ট ডেলিগারের ম্যাক্সিম নিয়েও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন এবং তার উপসংহার ছিল যে প্রতিনিধিত্ব অনুমোদিত, যদিও তিনি এমন কোনো সীমার কথা বলেননি যার মধ্যে এই ধরনের অধিকার প্রয়োগ করা হবে। বিজ্ঞ বিচারক অবশ্য পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, "এর মানে এই নয় যে নির্বাহী বিভাগের কাছে একটি আইন গোপনকারী কর্তৃপক্ষ বৈধ হবে, তবে, ব্যাপক বা অস্পষ্ট

(১) ২৯ সি.এল.আর.৩২৯। (২) ৮ সি.এল.আর. ৬২৬।

বিষয়-বস্তু হতে পারে, যদি এটি ফেডারেল ক্ষমতার সীমানার বাইরে না পড়ে। হস্তান্তর করার বিষয়বস্তুর এমন একটি প্রস্থ বা এমন একটি অনিশ্চয়তা থাকতে পারে যে এটির প্রয়াস করা আইনটি কোনও নির্দিষ্ট প্রধান বা আইনী ক্ষমতার প্রধানদের ক্ষেত্রে একটি আইন নয়।" আইন প্রণয়নের এই ক্ষমতা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তার সাথে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার ক্ষমতা বহন করে কিনা তা নিয়ে বিচারক ইভাট সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছিল। এইভাবে "সংবিধানের ৫১ (১) ধারা," বিজ্ঞ বিচারক পর্যবেক্ষণ করেছেন "আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কমনওয়েলথ সংসদকে ক্ষমতার মঞ্জুরি হিসাবে কাজ করে তবে অনুদানটি নিজেই প্রকৃতপক্ষে একটি হিসাবে বর্ণনা করা হবে না। আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন।" এটি আরও বলা হয়েছিল " আইন প্রণয়নের ক্ষমতা যত বেশি প্রদত্ত, কমনওয়েলথ পার্লামেন্টে অর্পিত যে কোনও বিষয়-বিষয়ের ক্ষেত্রে আইনটি একটি আইন হওয়ার সম্ভাবনা তত কম।" বেশ কয়েকজন বিজ্ঞ বিচারকের রায়ে উপস্থিত আলোচনা থেকে কোনো অভিন্ন বা সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি সংগ্রহ করা কঠিন। কিন্তু প্রকৃত সিদ্ধান্ত, যেমনটি আমি আগেই বলেছি, আমি যে নীতিটি প্রণয়নের চেষ্টা করেছি তার ভিত্তিতে সমর্থন করা যেতে পারে।

আমার মতে, কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে উপরে বর্ণিত বিভিন্ন আদালতের সিদ্ধান্তগুলি আমার নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থনের একটি ন্যায্য পরিমাপ ধার দেয়। ব্যতিক্রমগুলি সত্যিই এমন ক্ষেত্রে সম্পর্কিত যেখানে যুদ্ধ ব্যবস্থা আইনের অধীনে কার্যনির্বাহীকে আইন প্রণয়নের প্রায় সীমাহীন ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে আইন আদালত দ্বারা। আমি আগেই বলেছি যে এই সিদ্ধান্তগুলি কীভাবে ব্যতিক্রমী ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত হতে চাওয়া হয়েছে। যেভাবেই হোক, আমাদের দেশে আইনের এই সংকীর্ণ ব্যাখ্যা প্রবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ ভারতীয় সংবিধানের অধীনে যুদ্ধের জরুরি অবস্থা এবং অন্যান্য অসাধারণ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য স্পষ্ট ভাষায় পর্যাপ্ত বিধান করা হয়েছে এবং শুধু রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পর আইন প্রণয়ন করা, তবে তাকে তার অধীনস্থ কর্মকর্তাদের কাছে এ ধরনের ক্ষমতা অর্পণ করার ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে এছাড়াও (১)।

এসব বিবেচনায় আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ধারণ করতে কোন দ্বিধা নেই যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার প্রতিনিধি দলের সাংবিধানিকতার বিষয়ে ভারতীয় আইনসভা সর্বশক্তিমান ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মতো একই অবস্থানে থাকতে পারে না এবং প্রকাশ্য বিধান থেকে নির্মাণের বিষয়টি হিসাবে ভারতে প্রতিনিধিত্ব কতদূর অনুমোদিত তা নির্ধারণ করা হয়েছে ভারতীয় সংবিধানের । এটা বলা যাবে না যে প্রতিনিধিত্বের সীমাহীন অধিকার আইন প্রণয়নের ক্ষমতার মধ্যেই অন্তর্নিহিত। এটি সংবিধানের বিধান দ্বারা নিশ্চিত নয় এবং প্রতিনিধিত্বের বৈধতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে এটি একটি আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার উপর যা আইনসভা তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা কার্যকরভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বলে মনে করে। আইনসভাকে অবশ্যই তার নিজের হাতে প্রয়োজনীয় আইনী কার্যাবলী বজায় রাখতে হবে যা আইন প্রণয়ন নীতি ঘোষণা করে এবং আইনের শাসনে প্রণীত হওয়া মানদণ্ড নির্ধারণ করে এবং যা অর্পণ করা যেতে পারে তা হল অধস্তন আইনের কাজ যা তার দ্বারা প্রকৃতি সংবিধি হতে আনুষঙ্গিক যা এটি তৈরি করার ক্ষমতা অর্পণ করে। যদি আইন প্রণয়ন নীতি পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্নতার সাথে উল্লিখিত হয় বা আদালতের দ্বারা নির্ধারিত একটি মানদণ্ড সেই বিচক্ষণতার সাথে হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং করা উচিত নয় যা নিঃসন্দেহে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রতিনিধিত্বের পরিমাণ নির্ধারণে আইনসভার উপর নির্ভর করে। আমার মতে, এগুলি হল সেই সীমা যার মধ্যে অর্পিত আইনগুলি সাংবিধানিক প্রদত্ত অবশ্যই আইনসভা নির্দিষ্ট বিষয়-বিষয়কে মোকাবেলা করতে এবং আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম। এই নীতিমালার আলোকে যে তিনটি আইন প্রণয়নের সাংবিধানিক বৈধতা যাচাই করার জন্য আমি প্রস্তাব করছি।

আমি দিল্লি আইন আইনের ধারা ৭ দিয়ে শুরু করব এবং বিবেচনার জন্য প্রথম জিনিসটি হল এই আইনটির বিষয়বস্তু এমন একটি কিনা যার উপর গভর্নর-জেনারেলের আইন পরিষদ, যেমনটি ১৯১২ সালে বিদ্যমান ছিল, এর অধীনে আইন প্রণয়নের জন্য যোগ্য ছিল। ভারতীয় পরিষদ আইনের শর্তাবলী যা থেকে এটি

(১) সংবিধানের ৩৫৭ অনুচ্ছেদ দেখুন।

এর ক্ষমতা অর্জন করেছে। আগেই বলা হয়েছে, দিল্লি, যেটি পাঞ্জাব প্রদেশের একটি অংশ ছিল, পরবর্তীতে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ইম্পেরিয়াল ছিটমহল হিসেবে ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯১২ তারিখে জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত হয়। এই ছোট এলাকাটি ছিল একজন প্রধান কমিশনারের অধীনে রাখা হয়েছে। বিদ্যমান আইনগুলি দিল্লি আইন আইনের ধারা ২ এর অধীনে অব্যাহত ছিল এবং ধারা ৭, যেমনটি মূলত দাঁড়িয়েছিল, নিম্নরূপ শব্দ করা হয়েছিল :-

"গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল ভারতের গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনগুলিকে তার উপযুক্ত মনে করে, তফসিল ক-তে উল্লিখিত অঞ্চলে বা ব্রিটিশ ভারতের যে কোনও অংশে কার্যকরী যে কোনও আইনের অংশে প্রসারিত করতে পারেন এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির তারিখে।"

এখন, গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের ক্ষমতাগুলি প্রাদেশিক সরকার দ্বারা প্রয়োগ করা হয়, যেটা যতদূর পর্যন্ত একজন প্রধান কমিশনারের প্রদেশ সম্পর্কিত, মানে কেন্দ্রীয় সরকার এবং "দিল্লি প্রদেশ" শব্দগুলি "উল্লেখিত অঞ্চল" অভিব্যক্তির জন্য প্রতিস্থাপিত হয়েছে তফসিল এ" যা সেই সময়ে দিল্লী প্রদেশের বর্ণনা ছিল। তাই, অবস্থানটি হল যে বিভাগটি গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলকে যে কোনো আইনে কার্যকরী আইনগুলির মধ্যে থেকে উপযুক্ত নির্বাচন করার ক্ষমতা প্রদান করেছিল। ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য অংশে যখন বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয়েছিল এবং দিল্লি প্রদেশ বা এর যে কোনও অংশের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করা হয়েছিল সেরকম বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনের সাথে এটি প্রসারিত করা হয়েছিল। ১৯১২ সালে ভারতে সরকার তার চরিত্রে একক ছিল এবং এর মতো কিছুই ছিল না কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভার মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন বা আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে এমন বিষয়গুলির একটি গণনা। ভারতীয় পরিষদ আইন, ১৮৬১-এর ধারা ২২-তে বলা হয়েছে যে "গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের আইন ও প্রবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মিটিংয়ে ক্ষমতা থাকবে..... বাতিল, সংশোধন, বা আইন ও প্রবিধান প্রণয়নের জন্য ভারতীয় ভূখণ্ডে এখন বলবৎ বা পরবর্তীতে যা-ই হোক না কেন আইন বা প্রবিধান পরিবর্তন করা

ডোমিনিয়ন অব হের মেজেস্টির অধীনে, এবং সকল ব্যক্তির জন্য আইন ও প্রবিধান প্রণয়ন করা, ব্রিটিশ হোক বা স্থানীয়, বিদেশী বা অন্য যেকোন বিচারের আদালতের জন্য যাই হোক না কেন, এবং উল্লিখিত অঞ্চলগুলির মধ্যে যাই হোক না কেন সমস্ত স্থান ও জিনিসের জন্য....." কিছু শর্ত সংযুক্ত করা হয়েছিল অনেকগুলি শর্তের মাধ্যমে এই ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করতে কিন্তু এই শর্তগুলি আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের জন্য উপাদান নয়। তাই মনে হয়, গভর্নর-জেনারেলের আইন পরিষদকে প্রদত্ত আইন প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি যতটা সম্ভব প্রশস্ত ভাষায় দেওয়া হয়েছিল, এবং আইন প্রণয়নের কোনও নির্দিষ্ট বিষয় উল্লেখ করা হয়নি বলে আইন প্রসারিত হতে পারে যে কোনও ব্যক্তি, স্থান বা জিনিসকে স্পর্শ করে এমন সমস্ত বিষয়ের জন্য ভারতীয় ভূখণ্ড। দিল্লির আইন স্পষ্টতই একটি নির্দিষ্ট স্থান বা এলাকার সাথে সম্পর্কিত, যথা, প্রদেশ বা দিল্লি এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যারা সেই এলাকার বাসিন্দা ছিল; এবং এর বিষয়-বস্তু হিসাবে এটিকে ব্রিটিশ ভারতে ধারা ৭-এর অধীনে যে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করার সময় কার্যকর হওয়া যে কোনও আইনের বিষয়-বস্তু তৈরি করে এমন সমস্ত কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ভারতীয় পরিষদ আইন, ১৮৬১-এর ধারা ২২-এর ভাষা এবং গভর্নর-জেনারেলের লেজিসলেটিভ পরিষদকে প্রদত্ত প্রায় সীমাহীন ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে, আমি মনে করি যে আইনসভা এই বিষয়ে আইন প্রণয়নে অযোগ্য ছিল তা বলা সম্ভব নয়। রানী বনাম বুরাহ (১)-তে বিচার বিভাগীয় কমিটির ভাষা উদ্ধৃত করতে যা করা হয়েছিল তা ছিল সাংবিধানিক যন্ত্র দ্বারা ব্যবহৃত ইতিবাচক শব্দের সুযোগের মধ্যে আইন প্রণয়ন যা ক্ষমতা দিয়েছে এবং এটি কোনও প্রকাশ্য শর্ত বা সীমাবদ্ধতা লঙ্ঘন করেনি যার দ্বারা সেই ক্ষমতা ছিল। সীমিত এখন প্রশ্ন উঠেছে নির্বাহী সরকারের কাছে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অযাচিত অর্পণ ছিল কি না? যদি উপযুক্ত আইনসভা একটি বিধি প্রণয়ন করে থাকে এবং এটি সম্পূর্ণ বা এর কোনো অংশের কার্যকারিতা, বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় প্রসারিত করার জন্য বাইরের কোনো কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দেয়, তবে এটি অবশ্যই শর্তসাপেক্ষ আইনের একটি উদাহরণ হবে যেমনটি উপরে আলোচনা করা হয়েছে এবং না। প্রতিনিধি দলের প্রশ্ন সত্যিই উঠবে। অবস্থান

(১) ৫ আই. এ. ১৭৮ এ পি. ১৯৪।

বস্তুগতভাবে ভিন্ন হবে না, যদি একটি সংবিধি প্রণয়নের পরিবর্তে, আইনসভা এক বা একাধিক বিদ্যমান সংবিধি নির্দিষ্ট করে থাকে বা আইনের একটি তফসিলের মাধ্যমে সেগুলিকে সংযুক্ত করে থাকে এবং একটি অধস্তন বা প্রশাসনিক সংস্থাকে যে কোনো সময় তাদের যে কোনো একটির ক্রিয়াকলাপ কার্যকর করার ক্ষমতা প্রদান করে থাকে। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় পছন্দ। এটা এখনও বলা যেতে পারে, আমার মতে, এই ধরনের পরিস্থিতিতে যথাযথ আইনসভা ইতিমধ্যেই তার রায় প্রয়োগ করেছে এবং অধস্তন সংস্থাটি কেবলমাত্র সেই শর্ত নির্ধারণের জন্য ছিল যার ভিত্তিতে ইতিমধ্যে প্রণীত বিধানগুলি কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় কার্যকর হতে পারে। বর্তমান মামলায় শর্তসাপেক্ষ আইনের নীতি প্রয়োগের অসুবিধা বাস্তবে দুটি পরিস্থিতি দ্বারা সৃষ্ট। প্রথমত, কেন্দ্রীয় সরকারকে দিল্লি প্রদেশে প্রসারিত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র যে কোনও আইন যা দিল্লির আইন পাশ হওয়ার সময় বলবৎ ছিল, তবে যে কোনও আইন যা ভবিষ্যতে বলবৎ হতে পারে, যদিও যে সময়ে আইনটি পাশ হয়েছিল সেই সময়ে আইনসভা সম্ভবত ভবিষ্যতে এই ধরনের আইন প্রণয়নে তার মনকে প্রয়োগ করতে পারেনি। অন্য পরিস্থিতি হল যে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভারতের অন্য কোনো অংশে কার্যকর কোনো আইনের বিধান সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে দিল্লি প্রদেশে প্রসারিত করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তবে এটি এই ধরনের পরিবর্তন এবং বিধিনিষেধের সাথে এই বিধানগুলি প্রবর্তন করতে পারে। এটি সঠিক হিসাবে বিবেচিত হয়। প্রশ্ন হল এই তথ্যগুলি কি আইনসভার দ্বারা আইন প্রণয়নের অপরিহার্য ক্ষমতার আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত দেয়। বিন্দুটি সম্পূর্ণরূপে অসুবিধা থেকে মুক্ত বলে মনে হচ্ছে না, তবে সাবধানতার সাথে বিবেচনা করে আমি এই প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচকভাবে দিতে আগ্রহী। যেমনটি আমি আগেই বলেছি, অপরিহার্য আইন প্রণয়ন ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে আইন প্রণয়ন নীতি প্রণয়ন এবং এটিকে আইনের বাধ্যতামূলক নিয়মে প্রণয়ন করা। আইনী নীতির যোগ্যতার সাথে, আইন আদালতের কোন উদ্বেগ নেই। এটি যথেষ্ট যদি এটি যথেষ্ট নির্ভুলতা এবং সুনির্দিষ্টতার সাথে সংজ্ঞায়িত করা হয় যাতে নির্বাহী অফিসারের কাছে পর্যাপ্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করা যায় যিনি এটি কাজ করতে পেরেছেন। নীতিমালা প্রণয়নে কোনো অস্পষ্টতা বা অনির্দিষ্টতা না থাকলে, আমি মনে করি না যে আইনের আদালত এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য রেখেছেন।

দিল্লির আইনের পিছনে নীতি বলে মনে হয় যে দিল্লির মতো একটি ছোট অঞ্চলে যা সম্প্রতি একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করা হয়েছিল এবং যার নিজস্ব কোনো স্থানীয় আইনসভা ছিল না বা কাছাকাছি একটির জন্য যথেষ্ট আকার বা গুরুত্ব বলে বিবেচিত হয়নি ভবিষ্যতে, আইনসভার কাছে এটি বেশ উপযুক্ত এবং যথাযথ বলে মনে হয়েছিল যে আইনগুলি বৈধভাবে পাস হয়েছে এবং কার্যকর হয়েছে ভারতের অন্যান্য অংশে এই ধরনের এলাকায় প্রয়োগ করা উচিত, এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তন সাপেক্ষে আইনটিকে স্থানীয় অবস্থার উপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে। আইন প্রণয়নকারী সংস্থাটি মনে করেছিল যে বিদ্যমান বিধিগুলি থেকে নির্বাচন করার ক্ষমতা দিল্লি প্রদেশে প্রয়োগ করার জন্য তাদের যে কোনও একটির উপযুক্ততার জন্য, গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের কাছে থাকা উচিত যাকে সবচেয়ে যোগ্য বলে বিবেচিত হত প্রদেশের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রয়োজনীয়তা বিচার করার ক্ষমতা। ১৯১২ সালের আগে পাস করা অন্যান্য আইন প্রণয়ন থেকে এই নীতিটি স্পষ্ট হয় এবং যা দেখাবে যে যেসব এলাকা অনগ্রসর বা সদ্য অর্জিত বা আকারে অত্যন্ত ছোট ছিল এবং যেখানে নিয়মিত আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা একবারে প্রবর্তন করা ঠিক বলে মনে করা হত না, এই ছিল সেই সময়ে আইনসভার দ্বারা গৃহীত প্রথা।

১৮৬৯ সালের আইন XXII, যা *রানী বনাম বুরাহ (১)* এর বিচারিক কমিটির সামনে বিতর্কের বিষয় ছিল এই ধরনের আইনের প্রথম দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে একটি হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই আইনটি গভর্নর-জেনারেলের আইন পরিষদ দ্বারা পাস করা হয়েছিল এবং আইনের ধারা ৪-এ নির্ধারিত প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল, গারো পাহাড় নামে পরিচিত একটি জেলাকে অপসারণ করা যেটি দেওয়ানী ও ফৌজদারি বিচারিক আদালতের এখতিয়ার থেকে আদিম উপজাতিদের দ্বারা প্রজা হয়েছিল এবং বেঙ্গল কোড এবং তৎকালীন বা তার আগে ব্রিটিশ ভারতে প্রতিষ্ঠিত আইনসভার অন্যান্য আইন দ্বারা গঠিত রাজস্ব অফিসের নিয়ন্ত্রণ থেকে এই ধরনের প্রবিধান এবং আইন দ্বারা এই ধরনের আদালত এবং অফিসের জন্য নির্ধারিত আইন। ৫ নং ধারায় দেওয়া হয়েছে যে প্রশাসনের সিভিল ও

(১) ৫ আই. এ. ১৭৮.

একই ভূখণ্ডের মধ্যে ফৌজদারি বিচারের ভার ছিল বাংলার লিউটেন্যান্ট-গভর্নর যেমন সময়ে সময়ে নিয়োগ করতে পারে এমন অফিসারদের হাতে। ধারা ৮, যা আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের জন্য ধারার উপাদান, আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে লিউটেন্যান্ট-গভর্নর "সময় সময়, কলকাতা গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, এই অঞ্চলে যে কোনও আইন বা কোনও আইনের যে কোনও অংশ এখন প্রসারিত করতে পারেন৷ আইন ও প্রবিধান প্রণয়নের জন্য তার সরকারের অধীন অন্যান্য অঞ্চলে বলবৎ, বা যা পরবর্তীকালে গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিল দ্বারা বা উক্ত লিউটেন্যান্ট-গভর্নরের দ্বারা প্রণীত হতে পারে এবং এই ধরনের বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে সরাসরি যে কেউ বর্ধিত বিধানের ক্ষমতা বা কর্তব্য ঘটনা প্রয়োগ বা সঞ্চালিত হবে।" তারপরে ধারা ৯ এসেছিল যা লিউটেন্যান্ট-গভর্নরকে এই বিধানগুলিকে জৈন্তিয়া এবং নাগা পাহাড় এবং ব্রিটিশ ভারতের অংশ হিসাবে খাসি পাহাড়গুলিতে প্রসারিত করতে সক্ষম করেছিল।

প্রিভি কাউন্সিল অনুষ্ঠিত, যেমনটি ইতিমধ্যে বলা হয়েছে, আইনের ৯ তম ধারাটি লিউটেন্যান্ট-গভর্নরকে ক্ষমতা প্রদান করে যে আইনটি বা এর কোনো অংশ একটি নির্দিষ্ট জেলায় প্রয়োগ করা উচিত কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য, শর্তাধীন আইনের একটি রূপ ছিল এবং তা করেনি। আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণের পরিমাণ। তাদের রায়ের সময় বিচার বিভাগীয় কমিটি উপরে উল্লিখিত ধারা ৮-এর বিধানের কথাও উল্লেখ করেছে এবং পর্যবেক্ষণ করেছে যে এই বিধানটি লিউটেন্যান্ট-গভর্নরকে তিনি সন্তুষ্ট আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম করেনি, তবে তিনি শুধুমাত্র সেই জেলায় জনবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আবেদন করতেন। কোনো আইন বা আইনের অংশ যা ইতিমধ্যেই ছিল বা সময়ে সময়ে তার সরকারের অধীন অন্যান্য অঞ্চলে যথাযথ আইনী কর্তৃপক্ষের দ্বারা বলবৎ হতে পারে। তাৎপর্য স্পষ্টভাবে হল যে ধারা ৮ লিউটেন্যান্ট-গভর্নরকে কোনও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রদানের জন্যও পরিমাপ করে না। ধারা ৮, এটি উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র লিউটেন্যান্ট-গভর্নরকে এই আইনে উল্লেখিত অঞ্চলগুলিতে বিদ্যমান কোনো আইন প্রসারিত করার জন্য অনুমোদন দেয়নি, তবে ভবিষ্যতে অস্তিত্ব হতে পারে এমন কোনো আইনও। তাই বলা যায়, বর্ধিতকরণের বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে

ভবিষ্যতের আইনেরও। ১৮৬৯ সালের আইন XXII এর ধারা ৮ এর বিধানটি অবশ্য দিল্লির আইনের ৭ ধারার সাথে সব চারটিতে ছিল না এবং তাদের মধ্যে দুটি উপাদানের পার্থক্য রয়েছে। প্রথম স্থানে, ১৮৬৯ সালের আইন XXII এর অধীনে লিউটেন্যান্ট-গভর্নরকে প্রদত্ত কোন পরিবর্তনের ক্ষমতা ছিল না এবং দ্বিতীয় স্থানে, সেই আইনের ধারা ৭ এর বিধানের অধীনে প্রসারিত আইনগুলি ছিল সেই আইন যা অন্যান্য অঞ্চলে তখন বলবৎ ছিল লিউটেন্যান্ট-গভর্নরের প্রশাসন।

১৮৭৪ সালে তফসিলি জেলা আইন নামে পরিচিত একটি আইন গভর্নর-জেনারেলের আইন পরিষদ দ্বারা পাস হয়। "তফসিলি জেলা" বা "অগ্রসর অঞ্চল" অভিব্যক্তিটি পরবর্তীকালে ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫-এর অধ্যায় V-এ "বাদ দেওয়া" বা "আংশিকভাবে বাদ দেওয়া এলাকা" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এতে আদিবাসী জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান রয়েছে। সরকার যে সমস্ত ক্ষেত্রে নীতি অনুসরণ করেছিল সেগুলি দেশের অন্যান্য অংশে আইনের সাধারণ নিয়ম এবং পদ্ধতিগুলিকে তাদের জন্য প্রযোজ্য করা নয়। এই আইনের ধারা ৫ এর অধীনে, গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের পূর্ববর্তী অনুমোদনের সাথে স্থানীয় সরকার সময়ে সময়ে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুমোদিত ছিল যে কোন তফসিলি জেলা বা এই জাতীয় যে কোনও জেলার যে কোনও অংশে প্রসারিত করতে এই ধরনের বর্ধিতকরণের তারিখে ব্রিটিশ ভারতের যেকোনো অংশে কার্যকরী আইন। ধারা ৫ (ক) আরও নিম্নরূপ প্রদান করা হয়েছে:-

"এই আইনের ধারা ৫ এর অধীনে একটি তফসিলি জেলা বা তার অংশে একটি আইন প্রসারিত করার ক্ষেত্রে গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের পূর্ববর্তী অনুমোদনের সাথে স্থানীয় সরকার এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনের সাপেক্ষে আইনটির কার্যকারিতা ঘোষণা করতে পারে যে সরকার উপযুক্ত বলে মনে করে।" এইভাবে দুটি ধারা একত্রে নেওয়া দিল্লির আইনের ৭ ধারার বিধানের সাথে প্রায় অভিন্ন হবে, এবং ব্রিটিশ ভারতের যে কোনও অংশে প্রচলিত আইনগুলিতে প্রযোজ্য স্থানীয় সরকারকে প্রদত্ত সম্প্রসারণের ক্ষমতা এবং না শুধুমাত্র

অঞ্চলগুলি সেই স্থানীয় সরকারের প্রশাসনের অধীন।

এই শ্রেণীর আইনের আরেকটি উদাহরণ বার্মা আইন, ১৮৯৮ দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে এবং সেই আইনের ১০ (১) ধারাটি নিম্নরূপ:-

"গভর্নর-জেনারেলের পূর্ববর্তী অনুমোদন সহ স্থানীয় সরকার, বার্মা গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, শান এস্টেটের সমস্ত বা যেকোনো একটি বা শান এস্টেটের কোনো নির্দিষ্ট স্থানীয় এলাকার জন্য উপযুক্ত মনে করে এমন বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনের সাথে প্রসারিত করতে পারে যে কোনো আইন যা বর্ধিত হওয়ার তারিখে উচ্চ বার্মার যেকোনো অংশে বলবৎ আছে।"

এই আইনটিও দিল্লি আইন আইনের সাথে চারদিকে রয়েছে, যদিও আইন প্রসারিত করার ক্ষেত্রে নির্বাহী সরকারের পছন্দ শুধুমাত্র উচ্চ বার্মায় প্রচলিত আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

যদিও দৃষ্টান্তগুলি খুব বেশি নয়, তবুও তারা একটি আইন প্রথার প্রমাণ উপস্থাপন করে যা দিল্লির আইন পাস হওয়ার পরের বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। যেকোন হারে, এটি সেই নীতির একটি ইঙ্গিত দেয় যা এই জাতীয় আইনগুলিকে নিম্নরেখা করে, এবং যদি সেই নীতির কাঠামোর মধ্যে নির্বাহী সরকারকে কোনও কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয় তবে এটি কোনও অসাংবিধানিক প্রতিনিধিত্ব হবে না। অবশ্যই প্রতিনিধিকে আইনসভা কর্তৃক ঘোষিত নীতি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া যাবে না এবং এটিকে কোনো আইন বাতিল বা বাতিল করার ক্ষমতা দেওয়া যাবে না। এটি আমাদের এই প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায় যে দিল্লি আইনের ধারা ৭-এর ভাষায় কী নিহিত রয়েছে যা কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্রিটিশ ভারতের অন্য যে কোনও অংশে বলবৎ যে কোনও আইনকে দিল্লি প্রদেশে প্রসারিত করার ক্ষমতা দেয় এই ধরনের "পরিবর্তন এবং বিধিনিষেধ" যেমন উপযুক্ত মনে করে। "নিষেধাজ্ঞা" শব্দটি খুব বেশি অসুবিধা করে না। এটি একটি নির্দিষ্ট বিধানের উপর আরোপিত সীমাবদ্ধতাকে বোঝায় যাতে এর প্রয়োগ রোধ করা যায় বা এর সুযোগ সীমিত করা যায়। এটা কোনোভাবেই নীতির কোনো পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত নয়। আমার কাছে মনে হয় যে প্রেক্ষাপটে, এবং "সীমাবদ্ধতা" শব্দের সাথে ব্যবহৃত "পরিবর্তন" শব্দটিও একটি জ্ঞানীয় অর্থে নিযুক্ত করা হয়েছে এবং এতে কোনও জড়িত নেই উপাদান বা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।

অভিধান "পরিবর্তন করা" অভিব্যক্তিটির অর্থ হল "টোন ডাউন" বা "বিষয়টির অনমনীয়তা নরম করা" বা "কোনও আমূল পরিবর্তন ছাড়াই আংশিক পরিবর্তন করা।" এটা ধরে রাখা বেশ যুক্তিসঙ্গত হবে যে "পরিবর্তন" শব্দটি দিল্লি আইনের ধারা ৭ এর অর্থ এবং এই ধরনের চরিত্রের পরিবর্তনগুলিকে বোঝায় যা প্রদেশের স্থানীয় অবস্থার জন্য প্রসারিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধিবদ্ধ করার জন্য আমি মনে করি না যে কার্যনির্বাহী সরকার সম্পূর্ণ পরিবর্তনের অধিকারী কোনো বিশেষ আইনের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি বা নীতি বা বিভিন্ন বিধি থেকে বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করা এবং আমাদের সামনে যা কিছু আইনের "একত্রিতকরণ" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা অ্যাটর্নি-জেনারেল আমাদের সামনে অত্যন্ত ন্যায্যভাবে স্বীকার করেছেন যে এই বিষয়গুলি আমাদের আওতার বাইরে ধারা নিজেই এবং যদি এই ধরনের পরিবর্তন করা হয়, তবে সেগুলি দিল্লি আইনের ধারা ৭-এর বিধান লঙ্ঘন হিসাবে অবৈধ হবে, যদিও সেই ভিত্তিতে ধারা ৭ কে অবৈধ বলে ধরে রাখার কোনও কারণ নেই।

যতীন্দ্র নাথ গুপ্ত বনাম বিহার প্রদেশ (১) এর ক্ষেত্রে, আমি আমার কিছু বিজ্ঞ সহকর্মীর সাথে একমত হয়েছিলাম যে আইন হিসাবে "পরিবর্তন" করা একটি আইনী কাজ সম্পাদন করার সমান এবং এটি উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ কৌঁসুলি দ্বারা বিতর্কিত হয়নি বিহার প্রদেশের জন্য। আমি এটাও ধরেছিলাম যে শর্তসাপেক্ষ আইনের নীতিতে একটি আইন সংশোধন করার ক্ষমতা প্রদানকে সমর্থন করা যায় না এবং আমি সেই অনুষ্ঠানে যে মতামত প্রকাশ করেছি তার থেকে ভিন্ন হওয়ার কোনো কারণ দেখি না। যদিও একটি সংবিধির পরিবর্তন আইন প্রণয়নের একটি অনুশীলন, তবে এই ধরনের ক্ষমতা প্রদান করা, একটি নির্দিষ্ট মামলার পরিস্থিতিতে এবং পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্পর্কিত একটি নির্দিষ্ট সংবিধির বিধান বিবেচনা করে, প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে কিনা। অধস্তন সংস্থার আনুষঙ্গিক কর্তৃত্ব আমাদের সামনে যতীন্দ্র নাথ গুপ্তের (১) মামলায় উত্থাপিত প্রশ্ন ছিল না এবং মোটেও বিবেচনা করা হয়নি। এই মামলার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা লাভজনক নয় যদি এই পয়েন্টটি উত্থাপিত হত তবে আমার নিজের সিদ্ধান্ত অন্যরকম হত কিনা এবং

(১) [১৯৪৯] এফ.সি.আর. ৫৯৬।

সঠিকভাবে বিবেচনা করা হয়, কারণ, সর্বোপরি, সিদ্ধান্তটি নির্দিষ্ট আইনের ভাষার উপর নির্ভর করবে। আমি মনে করি না যে আমার জন্য কোন কিছু বলার প্রয়োজন আছে যতীন্দ্র নাথ গুপ্তের মামলার রায়ের বিষয়ে আরও কথা যা উভয় পক্ষ তাদের যুক্তির সময় উল্লেখ করেছিল।

যেহেতু দিল্লি আইনের ৭ ধারায় সংঘটিত "পরিবর্তন" শব্দটি আমার মতে, নীতির কোনো পরিবর্তনকে বোঝায় না বা জড়িত করে না তবে এটি এমন একটি চরিত্রের পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ যা আইনের নীতিকে অক্ষুণ্ন রাখে এবং এই ধরনের পরিবর্তনগুলি প্রবর্তন করে। স্থানীয় অবস্থার জন্য উপযুক্ত যেখানে নির্বাহী সরকারকে বিচারক করা হয়, আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে দিল্লি আইন আইনের ধারা ৭-এ আইন প্রণয়ন ক্ষমতার কোনো অপ্রয়োজনীয় অর্পণ নেই।

আমি এখন আসি আজমির-মেরওয়ারা (এর সম্প্রসারণ আইন) আইন, ১৯৪৭ এর ধারা ২ অনুমোদন করে কেন্দ্রীয় সরকার বর্ধিত, বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সরকারী গেজেট, এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তন সহ যেটি আজমির-মেরওয়ারা প্রদেশের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করে যে কোনও আইন যা এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির তারিখে অন্য কোনও প্রদেশে বলবৎ। এই আইনটি ভারতের ডোমিনিয়ন আইনসভা দ্বারা পাস করা হয়েছিল, যা ভারত সরকারের আইন, ১৯৩৫ এর ধারা ১৮ এর অধীনে কাজ করে (ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭ দ্বারা অভিযোজিত); এবং এটা বিতর্কিত নয় যে আজমীর-মেরওয়ারা ভারত সরকার আইনের ধারা ৪৬ এর অর্থের মধ্যে একটি প্রদেশ নয়, আইনের ১০০ (৪) ধারার অধীনে ডোমিনিয়ন আইনসভার এই আইনে উল্লিখিত সমস্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার ছিল। সাংবিধানিক আইনের সপ্তম তফসিলের সাথে সংযুক্ত তিনটি আইনী তালিকা। এই আইনের নীতি প্রায় একই রকম বলে মনে হয় যা দিল্লি আইন আইনের ৭ ধারার অধীনে রয়েছে এবং ডোমিনিয়ন আইনসভার উদ্দেশ্য স্পষ্টতই ছিল যে এই অঞ্চলে একটি স্থানীয় আইনসভা সংস্থা স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে এই ধরনের আইন নির্বাচন করার অধিকার দেওয়া উচিত যেহেতু অন্য কোন প্রদেশে আগে থেকেই কার্যকর ছিল এবং এই ধরনের পরিবর্তন এবং বিধিনিষেধ সহ পাবলিক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই অঞ্চলে তাদের প্রবর্তন করা এটা সঠিক চিন্তা ।

আমার মতে, দিল্লি আইনের ধারা ৭-এর বৈধতার সমর্থনে যে ভিত্তিগুলিকে তাগিদ দেওয়া যেতে পারে, সমান শক্তির সাথে, এই আইনী বিধানের সমর্থনেও এগিয়ে রাখা যেতে পারে। নীতির সুনির্দিষ্টতার কোন প্রয়োজন নেই যা আইনসভা ঘোষণা করেছে এবং "পরিবর্তন" শব্দটি ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এমন চরিত্রের পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে যা নীতির কোনও আমূল পরিবর্তনের সাথে জড়িত নয় এবং শুধুমাত্র প্রতিস্থাপিত আইনকে স্থানীয় অবস্থার উপযোগী করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে নির্দিষ্ট এলাকার। যদি এই সীমাবদ্ধতাগুলি লঙ্ঘন করা হয়, তবে এটি আজমির-মেরওয়ারা আইনের ধারা ২ এর লঙ্ঘন গঠন করবে এবং সেই ভিত্তিতে বর্ধিত আইনটি অভিশংসিত হতে পারে; কিন্তু ধারাটি নিজেই সেই ভিত্তিতে অবৈধ হতে পারে না।

ডোমিনিয়ন আইনসভার যোগ্যতা হিসাবে এই চরিত্রের একটি আইন পাস করার জন্য, এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারত সরকারের আইনের অধীনে, ১৯৩৫, আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বন্টন ছিল কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভার মধ্যে এবং আইন প্রণয়নের বিভিন্ন বিষয় তিনটি আইনসভার তালিকায় গণনা করা হয়েছে। এটি স্পষ্টতই প্রয়োজনীয় যে আইনসভা কর্তৃক পাসকৃত একটি আইন তালিকায় নির্দিষ্ট করা এক বা একাধিক আইনী বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হওয়া উচিত। এটা সত্য যে এর মুখে এই ধরনের একটি আইন তালিকায় উল্লেখিত কোনো নির্দিষ্ট আইটেম বা আইটেম দ্বারা আচ্ছাদিত বলে মনে হয় না। কিন্তু এটা বলার কোন অসঙ্গতি হবে না যে এটি বিভিন্ন বিষয়-বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত যেগুলির জন্য অন্যান্য প্রদেশে আইন বলবৎ রয়েছে যা এই আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদান করা হয়েছে। এই সমস্ত আইনের বিষয়বস্তু অবশ্যই আইন প্রণয়নকারী আইটেমগুলির একটি বা অন্যটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে এবং যদি সেগুলি না থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট আইন সেই ভিত্তিতে অবৈধ হয়, এই সত্য যে এই জাতীয় আইনটি আজমির মেরওয়ারা আইন এর ধারা ২-এর অধীনে প্রসারিত হয়েছে এবং এটাকে বৈধ করবে না। আমার মতে, আজমির-মেরওয়ারা আইনের ধারা ২ অনুমোদিত প্রতিনিধিত্বের সীমা লঙ্ঘনের কারণে "ক্ষমতা বহির্ভূত" নয়।

বিবেচনার জন্য তৃতীয় এবং শেষ আইটেমটি হল অংশ গ রাজ্য (আইন) আইন, ১৯৫০ এর ধারা ২। অংশ গ রাজ্যগুলি কিছু পুরানো ভারতীয় রাজ্য এবং কিছু প্রধান কমিশনারদের প্রদেশ নিয়ে গঠিত। সংবিধানের ২৩৯ অনুচ্ছেদের অধীনে, এই রাজ্যগুলিকে রাষ্ট্রপতি ভারপ্রাপ্ত দ্বারা, যতটা তিনি সঠিক মনে করেন, একজন প্রধান কমিশনার বা লিউটেন্যান্ট-গভর্নরের মাধ্যমে বা প্রতিবেশী রাজ্যের সরকারের মাধ্যমে শাসিত হতে হবে। এই জাতীয় রাজ্যের জন্য একটি আইনসভা, একটি মন্ত্রী পরিষদ এবং হাইকোর্ট তৈরি করার ক্ষমতা সংসদকে দেওয়া হয় (১)। এই অংশ সি রাজ্যগুলির বিষয়ে আইনী ক্ষমতার কোন বন্টন নেই এবং সম্পূর্ণ আইন প্রণয়ন ক্ষমতা (সংবিধানের ২৪৮ অনুচ্ছেদের অধীনে অবশিষ্ট ক্ষমতা সহ) সংসদে ন্যস্ত। অংশ গ রাজ্য (আইন) আইন, ১৯৫০ এর ধারা ২, কেন্দ্রীয় সরকারকে সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, কুর্গ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ বাদে যে কোনও অংশ সি রাজ্যে বা এই জাতীয় রাজ্যের যে কোনও অংশে প্রসারিত করার ক্ষমতা দেয় বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনগুলি যেমনটি মনে করে যে কোনও আইনের সাথে খাপ খায় যা প্রজ্ঞাপনের তারিখে একটি অংশ ক রাজ্যে বলবৎ আছে। ধারাটি আরও উল্লেখ করে যে "অনুরূপ আইন (একটি কেন্দ্রীয় আইন ব্যতীত) বাতিল বা সংশোধনের জন্য প্রসারিত যে কোনও আইনে 'বিধান তৈরি করা যেতে পারে যা সেই রাজ্যে আপাতত প্রযোজ্য।"

এটা লক্ষ্য করা হবে যে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই ধারা দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি অন্য দুটি আইনী বিধান দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি, অন্তত আমি তাদের উপর যে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছি তা অনুসারে। যেমনটি ইতিমধ্যে বলা হয়েছে, এটি একটি বোধগম্য নীতি যে যতক্ষণ পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট এলাকায় একটি যথাযথ আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা স্থাপন করা না হয়, সংসদ একটি কার্যকরী কর্তৃপক্ষকে আইন প্রবর্তনের ক্ষমতা দিতে পারে, যা একটি উপযুক্ত আইনসভা দ্বারা বৈধভাবে পাস করা হয় এবং বাস্তবে বলবৎ হয় দেশের অন্যান্য অঞ্চলে এই ধরনের এলাকায়, কর্তৃপক্ষ সঠিক মনে করে এই ধরনের পরিবর্তন এবং বিধিনিষেধ সহ, পরিবর্তনগুলি স্থানীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ

(১) আনুচ্ছেদ ২৪০ এবং ২৪১ দেখুন।

একটি গৌণ চরিত্রের সমন্বয় বা পরিবর্তন। কিন্তু এটি পূর্ব-অনুমান করে যে সেই নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে সেই অঞ্চলে কার্যকর কোনো আইন নেই। যদি এই ধরনের কোনো আইন বিদ্যমান থাকে এবং এই ধরনের আইনকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাতিল বা বাতিল করার ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং একই, অন্যান্য আইন যা অন্যান্য ক্ষেত্রে বলবৎ আছে তার জায়গায় প্রতিস্থাপন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়, তবে এটি অবশ্যই আইন প্রণয়ন ক্ষমতার একটি অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিনিধিত্বের সমান হবে। .একটি বিদ্যমান আইন বাতিল বা বাতিল করা একটি অপরিহার্য আইন প্রণয়ন ক্ষমতার ব্যায়াম, এবং এই ধরনের কাজের পিছনে নীতি অবশ্যই আইনসভার নীতি হতে হবে। যদি আইনসভা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বলবৎ আইনগুলির মধ্যে কোনটি ভূখণ্ড কার্যকর বা উপযুক্ত তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা দিয়ে নির্বাহীকে বিনিয়োগ করে এবং যদি সেই কর্তৃপক্ষকে অন্য প্রদেশ থেকে আনা আইন দ্বারা প্রতিস্থাপন করার ক্ষমতা দেওয়া হয় পরিবর্তনগুলি যেমন এটি সঠিক মনে করে, তা হবে সম্পূর্ণ আইনী নীতির সংকল্পের সাথে নির্বাহীকে বিনিয়োগ করা এবং কেবলমাত্র একটি নীতি বাস্তবায়নের জন্য নয় যা আইনসভা ইতিমধ্যেই নির্ধারণ করেছে। এইভাবে সম্প্রসারণের ক্ষমতা, যা অংশ গ রাজ্যের ধারা ২ দ্বারা বিবেচনা করা হয় (আইন) আইন, আইন প্রবর্তনের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করে যা বৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত আইনের সাথে বাস্তবে বিরোধে থাকতে পারে এবং সেই অঞ্চলে ইতিমধ্যেই চালু রয়েছে। এটি দেখায় যে প্রারম্ভিক ব্রিটিশ আমলে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিটে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত একটি নতুন অধিগ্রহণকৃত অঞ্চল বা অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য আইন প্রদানের লক্ষ্যে একটি সমীচীন এবং সম্ভবত নিরীহ পরিমাপ হিসাবে গৃহীত অনুশীলনটি কীভাবে পরবর্তী সময়ে কার্যনির্বাহী সরকারের নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রের বিষয়ে প্রায় অবাধ আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অবলম্বন করা হচ্ছে। কার্যনির্বাহী সরকারকে ভারতের অন্যান্য অংশে বৈধ আইন আনার ছদ্মবেশে ওই এলাকায় বিদ্যমান কোনো আইন পরিবর্তন, বাতিল বা সংশোধন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই, আমার মতে, হয় আইন প্রণয়নের দায়িত্বের একটি অপ্রয়োজনীয় প্রতিনিধি এবং অনুমতি দেওয়া যাবে না। অংশ গ রাজ্য (লস) আইনের ধারা ২ এর শেষ অংশটি তাই, অতিমাত্রায়

সংসদের ক্ষমতাগুলি একটি সংস্থার পক্ষে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ক্ষমতার প্রতিনিধি হিসাবে এটি প্রয়োগ করতে সক্ষম নয় এবং সেই পরিমাণে আইনটি বাতিল বলে গণ্য হতে হবে। এই অংশটি অবশ্য বিচ্ছেদযোগ্য; এবং তাই পুরো বিভাগটিকে অবৈধ ঘোষণা করার দরকার নেই।

ফলাফল হল, আমার মতে, আমাদের উল্লেখ করা তিনটি প্রশ্নের উত্তর হবে নিম্নরূপ :-

(১) দিল্লির আইন, ১৯১২-এর ধারা ৭ সম্পূর্ণরূপে আইনসভার অন্তর্গত যা এটি পাস করেছে এবং এর কোনো অংশই অবৈধ নয়।

(২) আজমের-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭, বা এর যেকোনও বিধান আইনটি পাস করা আইনসভার সাথে অতিমাত্রায় নয়।

(৩) অংশ গ রাজ্য (আইন) ১৯৫০-এর ধারা ২, সেই পরিমাণে অতিমাত্রায় যে এটি কেন্দ্রীয় সরকারকে অংশ গ রাজ্যের আইনগুলি প্রসারিত করার ক্ষমতা দেয় যা অংশ ক রাজ্যগুলিতে বলবৎ রয়েছে, যদিও এই ধরনের আইনগুলির সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে অথবা যে এলাকায় তারা প্রসারিত হয়েছে সেখানে ইতিমধ্যেই বিদ্যমান আইনগুলিকে প্রভাবিত করে। অনুচ্ছেদটির শেষ অংশ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা যে কোনও প্রাদেশিক আইন বাতিল বা সংশোধনের জন্য যে কোনও বর্ধিত আইনে বিধান তৈরি করার জন্য, যা সেই অংশ গ রাজ্যে আপাতত প্রযোজ্য, তাই বেআইনি এবং "ক্ষমতা বহির্ভূত"।

বিচারপতি দাস -আমাদের সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতির দ্বারা এই আদালতে উল্লেখ করা প্রশ্নের উত্তরগুলি প্রশ্নগুলি সম্পর্কিত তিনটি সময়কালে ভারতীয় আইনসভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতার সুযোগ এবং পরিধির উপর নির্ভর করে। ব্রিটিশ সংবিধানের মৌলিক নীতিগুলির একটি সঠিক উপলব্ধি এবং যেগুলি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং আমাদের বর্তমান সংবিধানের কাছে তাদের উত্সের জন্য ঋণী সেগুলি এই ধরনের উদ্দেশ্যে একটি পূর্বশর্ত।

এটা সাধারণ জ্ঞান যে ব্রিটিশ সংবিধানে সংসদে রাজা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা। যথেষ্ট সংগ্রামের পরেই রাজার ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়, যা ছিল গত দিনের ব্রিটিশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য,

বন্ধ হয়ে যায় এবং সংসদের আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংসদীয় সার্বভৌমত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে ডাইসি তার সংবিধানের আইনে, ৯তম সংস্করণে, ৬৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন:

"অতএব, সংসদীয় সার্বভৌমত্ব একটি নিঃসন্দেহে আইনি সত্য।

এটি ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় দিকেই সম্পূর্ণ। সংসদ আইনত যে কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে, যা সংসদের রায়ে, আইন প্রণয়নের উপযুক্ত বিষয়। এমন কোন ক্ষমতা নেই যা ইংরেজ সংবিধানের অধীনে সংসদের আইনী সার্বভৌমত্বের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ডাইসি সংসদীয় সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। এমন কোনো আইন নেই যা সংসদ পরিবর্তন করতে পারে না। ইংরেজী সংবিধানের অধীনে, মৌলিক বা সাংবিধানিক আইন এবং সাধারণ আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এমন কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা বা ব্যক্তি নেই যা সংবিধানের বিরোধী বা অন্য কোনো কারণে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক পাসকৃত কোনো আইনকে বাতিল ঘোষণা করতে পারে। তিনি ব্রিটিশ সংবিধানের নমনীয়তার কথা উল্লেখ করেন যার প্রতিটি অংশ সমান সহজে প্রসারিত, কমানো, সংশোধন বা বিলুপ্ত করা যেতে পারে।

একই প্রভাবে স্যার সেসিল কার ইংরেজি প্রশাসনিক আইন, পৃষ্ঠা ১৫ সম্পর্কিত তার বক্তৃতায় পর্যবেক্ষণগুলি করেছেন:

"ব্রিটেনে পার্লামেন্টে রাজা সর্বশক্তিমান। এমন কোনো আইন নেই যা পাশ করা যায় না এবং বিচারিক ব্যাখ্যার সাধারণ সীমার মধ্যে বৈধ হবে না ..... এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এমন কোনো আইন নেই যা অন্য কোনো আইনের মতো বাতিল করা যাবে না..... এমনকি ম্যাগনা কার্টাও লঙ্ঘনযোগ্য নয় যদিও অনেক ইংরেজ মনে করেন এটি স্পর্শ করা যাবে না। কোক, আপনার মনে আছে, ম্যাগনা কার্টার বিপরীতে কোনো সংবিধি তৈরি করা হলে তা বাতিল। প্রকৃতপক্ষে, এর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বাতিল করা হয়েছে ইতিমধ্যে।'

সংসদ সর্বোচ্চ এবং এর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সীমাহীন হওয়ায় সংসদকে তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নির্বাহী কর্মকর্তা বা অন্যান্য অধস্তন সংস্থাকে অর্পণ করতে বাধা দেওয়ার কিছু নেই। স্যার সেসিল কার তার "অর্পিত আইন"-এ মন্ত্রীদের ক্ষমতা সংক্রান্ত কমিটির রিপোর্টে উদ্‌ধৃত করেছেন, সাধারণত ডনফমোর কমিটি হিসাবে উল্লেখ করা হয়:

"প্রথম এবং এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ছোট আইনের এই অংশটি ক্রাউন তার ঐতিহ্যগত ক্ষমতার সামান্য অবশিষ্টাংশ ব্যবহার করে তৈরি করেছে। অংশটি দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে বড় অংশটি সংসদের রাজা দ্বারা তৈরি করা হয় এবং আমরা যাকে সংসদের আইন বলি তা নিয়ে গঠিত। তৃতীয় এবং সবচেয়ে বড় অংশটি তৈরি করা হয এমন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা যাদের সংসদের রাজা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছেন।"

প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা হল আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য একটি প্রয়োজনীয় ঘটনা এবং এই ধরনের প্রতিনিধিদলের ব্যবহারিক কারণগুলি বলা হয়েছেঃ

"(ক) সমস্ত আইন প্রণয়ন করার জন্য সংসদগুলির সময়ের অভাব আছে ;

(খ) সংসদের বিবিধ পরিষদের মতো প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং দক্ষতার অভাব আছে ;

(গ) যখন সংসদের অধিবেশন চলছে না বা অন্যথায় তাৎক্ষণিক মনোযোগ দিতে অক্ষম এমন সময়ে অবিলম্বে মনোযোগের প্রয়োজন এমন পরিস্থিতির সংঘটন;

(ঘ) জনগণের জীবনকে এত ঘনিষ্ঠভাবে প্রভাবিত করে এমন আইনের অপরিহার্য স্থিতিস্থাপকতা রক্ষা করার ইচ্ছা।"

(কাররের ইংরেজি প্রশাসনিক আইনে, পৃষ্ঠা ২৩ এবং কানাডার সংবিধানে কেনেডি, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৬১ দেখুন)।

স্যার সেসিল কার দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, "সত্য হল যে সংসদ যদি আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করতে ইচ্ছুক না হয়, তাহলে সংসদ আধুনিক জনমতের জন্য প্রয়োজনীয় এবং বিপুল পরিমাণে আইন পাস করতে পারবে না।" ইংল্যান্ডে, আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করার অনুশীলন অবশ্যই ইংল্যান্ডে মন্ত্রিসভা পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার বিকাশের ফলে আইনসভা এবং নির্বাহী ক্ষমতার ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণ দ্বারা সহজতর হয়েছে।

ডনফমোরের কমিটির রিপোর্টে অর্পিত আইন দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে, (i) স্বাভাবিক এবং (ii) ব্যতিক্রমী । স্বাভাবিক প্রকারের দুটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে বলা হয়, একটি ইতিবাচক এবং অন্যটি নেতিবাচক। সাধারণ ধরনের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে "ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল যে অর্পিত ক্ষমতার সীমাগুলি সক্রিয় আইন দ্বারা এত স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে তা সংসদ, নির্বাহী এবং জনসাধারণের কাছে স্পষ্টভাবে জানা যাবে এবং বিচার বিভাগ দ্বারা সহজেই প্রয়োগযোগ্য হবে। " নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হল যে যখন ক্ষমতা অর্পণ করা হয়, তারা প্রায়শই স্পষ্টভাবে বলে যে সেই ক্ষমতা দিয়ে কি করা যাবে না।

ব্যতিক্রমী ধরনের অর্পিত ক্ষমতাকে ডনফমোর কমিটি চারটি শিরোনামের অধীনে শ্রেণীবদ্ধ করেছে, যথা-

(i) নীতিগত বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা এবং এমনকি কর আরোপ করার ক্ষমতা;

(ii) সংসদের আইন সংশোধন করার ক্ষমতা, হয় সেই আইন যার দ্বারা ক্ষমতা অর্পণ করা হয় বা অন্যান্য আইন তৈরি করা হয় (হেনরি VIII ধারা নামে ডাকনাম);

(iii) একজন মন্ত্রীকে এত বিস্তৃত বিচক্ষণতার ক্ষমতা প্রদান করা যে সংসদ কোন সীমা আরোপ করতে চেয়েছিল তা জানা প্রায় অসম্ভব;

(iv) এমন কিছু সময় আছে যখন সংসদ এখনও অন্যদের কতটা ক্ষমতা দেয় তা সীমিত করে, কিন্তু এটি কীভাবে ব্যবহার করা হয় তা পরীক্ষা করা থেকে আদালতকে থামিয়ে আরও ক্ষমতা দিতে পারে।

কেনেডির কানাডার সংবিধানের বই, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৬৩ এতে, অর্পিত ক্ষমতার অনুরূপ উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করে। উপরে তালিকাভুক্ত উদাহরণগুলি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কতটা কর্তৃত্ব ক্ষমতা অর্পণ করেছে। ডনফমোরের কমিটি এই বিশেষ ধরনের অর্পিত আইনের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করেনি। কমিটি এই বিশেষ ধরনের আইন থেকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণের পরামর্শও দেয়নি।

কমিটি এমনও বলেনি যে ব্যতিক্রমী ধরনের অর্পিত আইন সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া উচিত। এটি সুপারিশ করেছে যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চারিত প্রকারগুলি সবচেয়ে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে এবং ব্যতীত সমস্ত ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করা উচিত। কমিটি পরামর্শ দিয়েছে যে এই আইনগুলির সবচেয়ে লক্ষণীয় প্রকারগুলি শুধুমাত্র বিরল পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা উচিত। যদি সেগুলি ব্যবহার করা হয় তবে বিলের সাথে সংযুক্ত মন্ত্রীর একটি নোটে কারণগুলি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত।

আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার প্রস্তাবিত প্রতিটি বিলের উপর বিবেচনা ও রিপোর্ট করার জন্য এবং ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রণীত প্রতিটি প্রবিধান ও বিধি বিবেচনা ও প্রতিবেদন করার জন্য ইংল্যান্ডে সংবিধিবদ্ধ উপকরণগুলির উপর একটি নির্বাচন কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে। এইভাবে, ইংল্যান্ডে, আইন প্রণয়নের জন্য সংসদের ক্ষমতা সীমাহীন এবং এর ফলে প্রতিনিধি দলের ক্ষমতাও সীমাহীন, সংসদ, উপরে উল্লিখিত সিলেক্ট কমিটির মাধ্যমে, ব্যক্তি বা সংস্থার কার্যকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। যাদেরকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা হয় যাতে এই ধরনের অর্পিত আইনের উপর তার নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা যায়। উপরে উল্লিখিত ব্রিটিশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগত নীতিগুলি আমাদের সামনে বিতর্কিত নয়।

আমেরিকান সংবিধানের দিকে নজর দিলে আমরা একটি ভিন্ন নীতি খুঁজে পাই। আমেরিকান সংবিধান প্রণেতারা জন লক এবং মন্টেস্কিউর ধারণা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। জন লক তার বই "সিভিল গভর্নমেন্ট," ১৪১ অনুচ্ছেদে লিখেছেন: "আইন প্রণয়নকারী সংস্থা তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অন্য কাউকে দিতে পারে না। যেহেতু এই ক্ষমতা জনগণের কাছ থেকে আসে, যাদের কাছে আছে তারা তা দিতে পারে না।"
লকের মতে "আইনসভাকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অন্য কারো কাছে হস্তান্তর করতে হবে না, বা জনগণের যেখানে আছে সেখানে তা স্থাপন করতে হবে না।" (বেসামরিক সরকার, অনুচ্ছেদ ১৪২)। মন্টেস্কিউ তার "এসপ্রিট ডেস লোইস"-এ ক্ষমতার বিভাজনের এই মতবাদটি তৈরি করেছিলেন। যদিও ১৬৮৮ সালের পরে ইংল্যান্ড নিশ্চিতভাবে ক্ষমতা পৃথকীকরণের কঠোর মতবাদ থেকে সরে গিয়েছিল এবং কখনও এটিতে ফিরে আসেনি, আমেরিকান সংবিধান প্রণেতারা এই মতবাদটিকে তার পূর্ণ শক্তিতে গ্রহণ করেছিলেন কারণ, অধ্যাপক উইলিস ১৬৮ পৃষ্ঠায়, ব্যাখ্যা করেছেন যে প্রতিষ্ঠাতারা স্বৈরাচার ও অত্যাচার প্রতিরোধে খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন। তারা সরকারের ক্ষমতাকে বিভক্ত করতে চেয়েছিল যাতে কোনো একটি শাখার সব ক্ষমতা না থাকে। চল্লিশটি রাষ্ট্রীয় সংবিধানে ক্ষমতার এই বিচ্ছেদকে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। বাকি আটটি, ফেডারেল সংবিধান সহ, এটি সরাসরি বলেনি তবে সরকারের তিনটি শাখার মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেয়।

ফেডারেল সংবিধানের নিম্নলিখিত বিধানগুলিতে উল্লেখ করা যেতে পারে:

অনুচ্ছেদ ১, ধারা ১. এখানে প্রদত্ত সমস্ত আইনী ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ন্যস্ত করা হবে, যা একটি সেনেট এবং প্রতিনিধি পরিষদ নিয়ে গঠিত হবে।

অনুচ্ছেদ ২, ধারা ১. নির্বাহী ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করা হবে। অনুচ্ছেদ ৩, ধারা ১. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারক ক্ষমতা একটি সুপ্রিম কোর্টে ন্যস্ত থাকবে, এবং কংগ্রেসের মতো নিকৃষ্ট আদালতে, সময়ে সময়ে, আদেশ এবং প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

তিনটি ক্ষমতার এই পৃথক গণনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রতিটিকে পৃথক সংস্থায় ন্যস্ত করা, স্প্রিংগার বনাম ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সরকার (১) এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে ক্ষমতার বিচ্ছেদ "সকলের মধ্যে নিহিত, একটি উপসংহার হিসাবে যৌক্তিকভাবে বেশ কয়েকটি বিভাগের বিচ্ছেদ থেকে অনুসরণ করছি।" সঠিক অবস্থান, যেমনটি পি এ অধ্যাপক উইলিস বলেছেন, পৃষ্ঠা ১৩৪, হল "একটি আমেরিকান মতবাদে সরকারী ক্ষমতার পৃথকীকরণের মতবাদ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের একটি অন্তর্নিহিত মতবাদ, এবং সেইসব রাষ্ট্রীয় সংবিধানের যেগুলি স্পষ্টভাবে এটিকে সেট করে না।"

ক্ষমতা পৃথকীকরণের এই মতবাদের পাশাপাশি আমেরিকার সাংবিধানিক আইনে আরেকটি মতবাদ ছিল যা ক্ষমতার প্রতিনিধিদলকেও নেতিবাচক করে তোলে। সাদারল্যান্ডের সংবিধিবদ্ধ নির্মাণে, ৩য় সংস্করণ, ভলিউম ১, পৃ. ৫৬, আমরা পড়ি যে "ক্ষমতা-বিচ্ছেদ-এর মতবাদের ঘটনাটি ছিল যে আইনসভা ব্যতীত সরকারের কোনো সংস্থা আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না।" এই ফলাফলের প্রয়োগটি উইলিস দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে পৃষ্ঠা. ১৩৭ :-

(১) (১৯২৭) ২৭৭ ইউএস ১৮৯ ; ৭২ এল. এড. ৮৪৫

"আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করার বিরুদ্ধে নিয়ম, যদি এই ধরনের একটি নিয়ম বিদ্যমান থাকে, ক্ষমতা পৃথকীকরণ মতবাদের চেয়ে ব্যাপক। এটি দুটি অংশ অন্তর্ভুক্ত করে: একটি অংশ সরকারের অন্যান্য শাখাকে ক্ষমতা প্রদানে বাধা দেয়, যা ক্ষমতা পৃথকীকরণ ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্য অংশটি স্বাধীন বোর্ড বা কমিশনকে ক্ষমতা প্রদান নিষিদ্ধ করে, এই ম্যাক্সিম ম্যাক্সিম "ডেলিগাটা পোটেস্টাস নন পোটেস্ট ডেলিগারের" উপর নির্ভর করে।"

ক্ষমতা পৃথকীকরণ মতবাদ বলে যে একটি সরকারী শাখা অন্য দুটির ভূমিকা নিতে পারে না। ম্যাক্সিম "ডেলিগটা পোটেস্টাস নন পোটেস্ট ডেলিগার" মানে কোনো সরকারি শাখা বাইরের গোষ্ঠীকে তার ক্ষমতা দিতে পারে না; এটাকে সেই ক্ষমতাগুলো নিজেই পরিচালনা করতে হবে। বেসরকারী সংস্থাগুলি ক্ষমতাগুলি স্পষ্টভাবে তার যত্ন এবং চার্জের কথা স্বীকার করে। যেমন, কার্যত, ক্ষমতার অর্পণ সাধারণত এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের কাছে প্রণীত হয়, আমেরিকার সাংবিধানিক আইনে ক্ষমতা পৃথকীকরণের তত্ত্বটি সর্বাগ্রে রাখা হয়েছে এবং প্রধান নিয়ম হিসাবে বিবেচিত হয়েছে, যেখানে ম্যাক্সিম "ডেলিগাটা পোটেস্টাস নন পোটেস্ট ডেলিগার", সাংবিধানিক আইনের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগে, কিছুটা অধস্তন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই উভয় মতবাদই, যাইহোক, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে বিশ্বাসের তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হিসাবে বিবেচিত হয়। যুক্তি হল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ, তাদের সংবিধান দ্বারা, রাজ্যের "তিনটি মহাবিভাগের" মধ্যে সরকারী কার্যাবলী বন্টন করেছে এবং বিশেষভাবে কংগ্রেসের কাছে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, রাষ্ট্রপতির কাছে নির্বাহী ক্ষমতা এবং বিচারিক ক্ষমতাকে আত্মসমর্পণ করেছে। সুপ্রীম কোর্ট এবং অন্যান্য আদালত, এবং সেইজন্য, ক্ষমতার এই ধরনের পৃথকীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে, রাজ্যের প্রতিটি বিভাগকে অবশ্যই যথাক্রমে তাদের উপর বিশেষভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং পালন করতে হবে এবং এই গৌরবময় বাধ্যবাধকতা অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা বা তার মাধ্যমে পালন করা যাবে না। বিশ্বাস বা সংস্থার এই তত্ত্বটি, যেমনটি আমরা দেখেছি, ব্রিটিশ সাংবিধানিক আইন এবং অনুশীলন দ্বারা গৃহীত হয়নি। ব্রিটিশ জনগণ তাদের পার্লামেন্টকে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব হিসেবে দেখে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে। যাইহোক, এই বিশ্বাস সংসদকে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করা থেকে বিরত করেনি। ডিক্সন জে. তার প্রবন্ধ "আইন এবং সংবিধান" ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত ৫১ ল ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা পৃষ্ঠা ৫৯০, এ উল্লেখ করেছেন যে ক্ষমতা পৃথকীকরণের এই মতবাদটি ব্রিটিশ সাংবিধানিক অনুশীলন এবং তত্ত্বের লঙ্ঘন এবং প্রকৃতপক্ষে একটি প্রস্থান।

আমেরিকান মতবাদ, তাদের যৌক্তিক উপসংহারে, ন্যূনতম ক্ষমতা অর্পণকে প্রতিরোধ করতে বলে। কুশম্যান তার "স্বাধীন নিয়ন্ত্রক কমিশনে", পৃষ্ঠা. ৪২৭, বলেছেন:

"যদি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে ন্যস্ত করা হয় তবে এটি যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে যে সেই ক্ষমতা অন্য কাউকে দেওয়া যাবে না।"

লকের আবেদনের মামালার রায় থেকে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি/(১) এছাড়াও ক্ষমতা না প্রেরণের সর্বোচ্চ উল্লেখের সাথে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাখ্যা করে যে ঃ

"একজন এজেন্টকে তার ফিটনেস এবং তার প্রতি আস্থার কারণে যে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে তা তার দ্বারা অন্যের কাছে অর্পণ করা যায় না এটি একটি সাধারণ এবং স্বীকৃত নিয়ম। আইনসভাগুলি তাদের প্রতিনিধিত্বকারী লোকদের সাথে এই সম্পর্কে দাঁড়িয়েছে। তাই, এটি একটি কার্ডিনাল প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের নীতি যে আইনসভা অন্য কোনো সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে না।"

আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণের বিরুদ্ধে তত্ত্বটি বিচারক কুলির দ্বারা তার "সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা"-এ প্রতিফলিত হয়েছিল পৃষ্ঠা এ. ভলিউমের ২২৪ ৮ ম এডিএন এর ।।।. তার কাজের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি প্রায়শই উদ্ধৃত হয়:-

“সাংবিধানিক আইনে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম হল যে আইন প্রণয়নের জন্য আইনসভাকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা অন্য কোনো সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে দেওয়া যাবে না। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা যেখানে এই কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে, সেখানেই থাকতে হবে। আইনগুলি কেবল সংবিধান দ্বারা অনুমোদিত ব্যক্তিদের দ্বারা তৈরি করা উচিত, যদি না সংবিধান নিজেই পরিবর্তন করা হয়।

(১) (১৮৭৩) ৭২ পৃ. ৪৯১।

এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ অন্য সংস্থার কাছে অর্পণ করে দায়িত্ব এড়াতে পারে না। এটি তার নিজস্ব বিচার, প্রজ্ঞা এবং দেশপ্রেমকে অন্য কোন গোষ্ঠীর সাথে প্রতিস্থাপন করতে পারে না। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য জনগণ একা এই কর্তৃপক্ষের উপর আস্থা রেখেছে।"

আমাদের এখন দেখতে হবে আমেরিকান বিচারক ও আইনবিদরা এই মতবাদের আদি বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে কতদূর সক্ষম হয়েছেন।

উইলবি তার "যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইন"-এ উপরোক্ত অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করার পর, ২য় ই ডি ভল . III, অনুছহেদ ১০৭৫, পৃষ্ঠা. ১৬৩৬ যোগ করে:

"এইভাবে বলা হয়েছে নীতিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা ব্যতিক্রমের সাপেক্ষে, এবং বিভিন্ন যোগ্যতা, বা অন্তত ব্যাখ্যার সাপেক্ষে রয়েছে।"

পণ্ডিত অধ্যাপক পরবর্তী প্রবন্ধে এগিয়ে যান: "ব্যতিক্রমটি স্থানীয় সরকারগুলির কাছে ক্ষমতা অর্পণ করার ক্ষেত্রে বলেছে। আদালত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ছোট গভর্নিং সংস্থাগুলিকে স্থানীয় সমস্যাগুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া একটি পুরানো অ্যাংলো-স্যাক্সন অনুশীলন যা সংবিধান গৃহীত হওয়ার আগে বিদ্যমান ছিল। আমাদের রাজনীতির ব্যবস্থা স্থানীয় স্বশাসনের মৌলিক অধিকারকে মূল্য দেয়। এর বিরুদ্ধে স্পষ্ট নিয়ম না থাকলে, আমাদের সংবিধানকে এই অনুশীলনের অনুমতি হিসাবে ব্যাখ্যা করা উচিত।

এটা উল্লেখ করা উচিত যে উপরোক্ত অনুচ্ছেদে উইলবি স্থানীয় সংস্থাগুলির কাছে এই ক্ষমতা অর্পণকে "স্থানীয় বিষয়ের রেফারেন্স সহ বিস্তৃত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রদান" হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটি স্পষ্টতই ক্ষমতা পৃথকীকরণের নিরঙ্কুশ মতবাদ বা অ-প্রতিনিধিত্বের সর্বোচ্চ তত্ত্বের একটি প্রবেশপথ। তবে এটি এই ধরনের প্রবেশের সীমা নয়, কারণ বাস্তব সরকারের প্রয়োজনীয়তার চাপ আমেরিকান বিচারক এবং আইনবিদদের আরও ছাড় দিতে বাধ্য করেছে। এখন আমেরিকার কিছু সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা প্রয়োজন হবে।

প্রফেসর করউইন তার "প্রেসিডেন্ট; অফিস অ্যান্ড অফিস অ্যান্ড পাওয়ারস" শিরোনামের বইতে, তৃতীয় সংস্করণ, চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা. ১৫১ ব্রিগেডিয়ার অরোরো বনাম ইউ.এস.(১) কেস উল্লেখ করে

(১) (১৮১২) ৭ কোটি। ৩৮২।

যে এটি জাতীয় নির্বাহী ক্ষমতার সাথে কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে প্রথম দিকের মামলা এই মামলাটি ১৯০৯-১৯১০ সালের অ-মিলন আইনের সাথে মোকাবিলা করেছিল। ধারা ৪ গ্রেট ব্রিটেন বা ফ্রান্সের বন্দর থেকে পণ্য আমদানি করাকে বেআইনি করে দিয়েছে। ধারা ১১ রাষ্ট্রপতিকে ঘোষণার মাধ্যমে ঘোষণা করার ক্ষমতা দেয় যদি কোনো দেশ মার্কিন বাণিজ্য অধিকার লঙ্ঘন করা বন্ধ করে দেয়। এ ধরনের ঘোষণার পর ওই দেশের সঙ্গে বাণিজ্য আবার শুরু হতে পারে। রাষ্ট্রপতি একটি ঘোষণা জারি করে বলেছেন যে গ্রেট ব্রিটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তার কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দিয়েছে, তাই আইনটি তাদের জন্য আর প্রযোজ্য নয়। পরে রাষ্ট্রপতি সেই ঘোষণা বাতিল করেন। এই বাতিলের আগে, অরোরা নামের একটি জাহাজ লিভারপুল থেকে পণ্যসম্ভার নিয়ে যাত্রা করেছিল এবং এর মালামাল আটক করা হয়েছিল। যুক্তি ছিল যে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছেড়ে দিতে পারেনি।ঘোষণা করে যে গ্রেট ব্রিটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তার আদেশ প্রত্যাহার করেছে এবং ফলস্বরূপ এই আইনটি তার বিরুদ্ধে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। একটি আইন কার্যকর করার যুক্তিটি রাষ্ট্রপতির ঘোষণার উপর নির্ভর করে সেই ঘোষণাটিকে আইনের ক্ষমতা প্রদান করা। বিচারপতি জনসন, আদালতের পক্ষে কথা বলছিলেন, যার মধ্যে প্রধান বিচারপতি মার্শালও ছিলেন, নিম্নলিখিত শব্দগুলির সাথে এই যুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন:

দ্বিতীয় ইস্যুতে, আমরা একটি ভাল কারণ দেখতে পাচ্ছি না কেন আইনসভার ১লা মার্চ, ১৮০৭-এর আইন ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়, হয় স্পষ্টভাবে বা শর্ত সহ, যেমন তারা মনে করে সবচেয়ে ভাল।

ক্ষমতা অর্পণের ম্যাক্সিমের আক্ষরিক প্রয়োগে ব্যবহারিক অসুবিধাগুলি প্রথম দিকে মাননীয় প্রধান বিচারপতি জন মার্শাল ওয়েম্যান বনাম সাউথার্ড (১) মামলায় দেখেছিলেন। সেই ক্ষেত্রে প্রশ্ন ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুসারে, কংগ্রেসের ফেডারেল আদালতের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ছিল কিনা।

(১) (১৮২৫) ১৬ গম ১; ৬ এল. এড. ২৫৩।

প্রসেস অ্যাক্ট বিদ্যমান ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কিন্তু আদালতকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করার অনুমতি দিয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট যে কোন সার্কিট বা জেলা আদালতের জন্য এই সিস্টেমটি উপযুক্ত বলে নিয়ম নির্ধারণ করতে পারে।

বিবাদিদের আইনজীবীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই ধারাটি যদি আদালত কীভাবে কাজ করে তার নিয়ম নির্ধারণের বাইরে চলে যায় তবে এর অর্থ কংগ্রেস আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছে, যা তারা করতে পারেনি। প্রধান বিচারপতি মার্শাল নিম্নোক্ত শব্দগুলির সাথে এই যুক্তির জবাব দিয়েছেন: "এটি বিরোধিতা করা হবে না যে কংগ্রেস আদালত, বা অন্য কোনো ট্রাইব্যুনালের কাছে, ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে যা কঠোরভাবে এবং একচেটিয়াভাবে আইন প্রণয়ন করে। তবে কংগ্রেস অবশ্যই অন্যদের কাছে অর্পণ করতে পারে, যা আইনসভা নিজে নিজে ব্যবহার করতে পারে।"

বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি আরও নিচের দিকে এগিয়ে গেলেন:-

“গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে আলাদা করার জন্য সঠিক লাইন টানা হয়নি যা শুধুমাত্র আইনসভাই কম গুরুত্বের বিষয়গুলি থেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির জন্য, আইনসভা সাধারণ নিয়ম তৈরি করতে পারে এবং যারা এই নিয়মগুলির অধীনে কাজ করে তাদের বিশদটি পূরণ করার অনুমতি দিতে পারে। প্রসেস অ্যাক্ট দ্বারা আদালতকে দেওয়া কর্তৃত্ব বোঝার জন্য, এই কর্তৃপক্ষ কতদূর যায় তা আমাদের দেখতে হবে।”

এটি লক্ষ্য করা হবে যে বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি "কঠোরভাবে এবং একচেটিয়াভাবে আইন প্রণয়ন" এবং অন্যান্য ক্ষমতাগুলির মধ্যে একটি পার্থক্য করে মতবাদের কঠোরতা এড়িয়ে গেছেন যা তিনি "বিশদ বিবরণ পূরণ করার" একমাত্র ক্ষমতা হিসাবে মনোনীত করেছিলেন। ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং একই সাথে বাস্তব সরকারের জরুরী প্রয়োজনীয়তাকে কার্যকর করার জন্য এই মতবাদের উপর প্রবেশ করা এবং আইন প্রণয়ন ক্ষমতার যোগ্যতা অর্জনকারী অভিব্যক্তির ব্যবহার পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলিতে স্পষ্ট হবে আমেরিকান আদালতের সিদ্ধান্তের দ্বারা ।

মামলা ফিল্ড বনাম ক্লার্ক (১) ট্যারিফ আইন, ১৮৯০-এর তৃতীয় ধারার বৈধতার সাথে সম্পর্কিত ছিল। আপত্তি ছিল যে বিরোধিতা করা ধারাটি আইন প্রণয়ন চুক্তির ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তান্তর করেছে এবং তাকে এর বিধান স্থগিত করার ক্ষমতা দিয়েছে। চিনি, গুড়, কফি, চা এবং হাইডের বিনামূল্যে প্রবর্তন সংক্রান্ত আইন পৃষ্ঠা ৩১০ এ. আইনজীবী সংস্করণের বই এ , এই মতবাদটি পুনর্ব্যক্ত করার পরে যে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে না তা একটি নীতি যা সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত সরকার ব্যবস্থার অখণ্ডতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত, বিচারপতি হারলান বলেছেন:-

“কংগ্রেস তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ব্যবহার করেছিল যখন এটি বলেছিল যে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটলে স্থগিতাদেশ ঘটবে। রাষ্ট্রপতির ভূমিকা ছিল কংগ্রেস যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা বাস্তবায়ন করা। এটি একটি নতুন আইন তৈরি ছিল না। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং কংগ্রেসের দ্বারা নির্ধারিত শর্তগুলি কখন পূরণ হয়েছে তা খুঁজে বের করতে এবং ঘোষণা করতেন। কংগ্রেস যখন আইনটি পাস করে, তখন এটি স্পষ্ট ছিল যে চিনি, গুড়, কফি, চা এবং চামড়ার মতো নির্দিষ্ট পণ্যগুলি নির্দিষ্ট দেশ থেকে অবাধে আমদানি করা যেতে পারে যদি না নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করা হয়, যে ক্ষেত্রে শুল্ক প্রযোজ্য হবে।”

বিজ্ঞ বিচারক তারপর সিনসিনাটি ডব্লিউ এন্ড জেড আর কোং বনাম ক্লিনটন কাউন্টি কমিশনারস (২) এর ওহিওর সুপ্রিম কোর্টের বিচারক রানির রায় থেকে নিম্নলিখিত সুপরিচিত অনুচ্ছেদটি উদ্‌ধৃত করেছেনঃ-

"প্রকৃত পার্থক্য হল আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার মধ্যে যা অপরিহার্যভাবে এটি কী হবে সে সম্পর্কে বিচক্ষণতা জড়িত, এবং আইনের অধীনে এবং অনুসরণে প্রয়োগ করার জন্য কর্তৃত্ব বা বিচক্ষণতা প্রদান করা। পরবর্তীতে কোন বৈধ আপত্তি করা যাবে না।"

(১) (১৮৯১) ১৪৩ ইউএস ৬৪৯; ৩৬ এল এড. ২৯৪।

(২) ওহিও সেন্ট ৮৮.

তারপর বিজ্ঞ বিচারক লকের আপিল (১) থেকে উদ্‌ধৃত করেছেন:-

"এই কথা বলা যে একটি আইন বৈধ নয় শুধুমাত্র কারণ এটি ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছুর উপর নির্ভর করে যা আইনসভার এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কেড়ে নেয় যা জনসাধারণের জন্য উপকারী হয় যখন তারা এমন কিছু বিষয়ে আইন পাস করে যা এখনও ঘটেনি বা সম্পূর্ণরূপে বোঝা যায় না।"

আবার:

"আইনসভা আইন তৈরি করার জন্য তার কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে পারে না, তবে এটি এমন একটি আইন তৈরি করতে পারে যা আইনের ক্রিয়াকলাপ নির্ভর করে এমন কিছু তথ্য বা শর্ত নির্ধারণের জন্য কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করে। এই ক্ষমতা অস্বীকার করা সরকারের কাজ করার ক্ষমতাকে পঙ্গু করে দেবে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেগুলির উপর আইন নির্ভর করে আইন প্রণেতাদের কাছে অজানা এবং আইনসভার চেম্বারগুলির বাইরে তদন্ত এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।"

ধারা ৩ এর বৈধতা এই ভিত্তিতে বহাল রাখা হয়েছিল যে এটি প্রকৃতপক্ষে কোনও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করেনি এবং তাই, বিচ্ছিন্নতার মতবাদকে বিক্ষুব্ধ করেনি কিন্তু ক্ষমতাটি শুধুমাত্র শর্তাধীন আইনের উদাহরণ ছিল। এটি পরে দেখা যাবে যে কঠোর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে একটি শর্তসাপেক্ষ আইনের একটি প্রতিনিধিদল জড়িত আইন প্রণয়ন ক্ষমতা, তা যত ছোটই হোক না কেন। সহজ কথায়, শর্তসাপেক্ষ আইনে কিছু আইন প্রণয়ন ক্ষমতা দেওয়া জড়িত থাকে, এমনকি তা সামান্য পরিমাণ হলেও।

বাটফিল্ড বনাম স্ট্রানাহানের (২) ক্ষেত্রে, আদালত একটি আইন নিয়ে কাজ করেছে যা ট্রেজারি সচিবকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা সমস্ত আমদানি করা চায়ের বিশুদ্ধতা, গুণমান এবং উপযুক্ততার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ মান স্থাপন করার অনুমতি দেয়। বিচারপতি হোয়াইট, আদালতের পক্ষে কথা বলতে, ৪৯৪ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছেন:

কংগ্রেস এই বিষয়ে একটি আইন পাস করেছে যতটা সম্ভব, যা বাস্তবিক ছিল তা বিবেচনা করে। পরিস্থিতির কারণে, কংগ্রেসকে আইন দ্বারা নির্ধারিত লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য নির্বাহী কর্মকর্তাদের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল।

(১) ৭২ পৃ. ৪৯১।

(২) (১৯০৪) ১৯২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪৭১।

কংগ্রেস যদি কিছু দায়িত্ব অর্পণ করতে না পারে, তবে এটি কার্যকরভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাকে হ্রাস করবে। সংক্ষেপে, কংগ্রেস তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনে তার ক্ষমতা অন্যদের দিতে পারে। (করউইন, প্রেসিডেন্ট, পৃ. ১৫৩)।

ক্লার্ক ডিস্টিলিং কোম্পানি বনাম ওয়েস্ট মেরিল্যান্ড রেলওয়ে কোম্পানির ক্ষেত্রে, ১৯১৩ সালের ওয়েব-কেনিয়ন (১) আইন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। এই আইনটি এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় পরিবহন করাকে অবৈধ করে তোলে যদি এটি গ্রহণকারী রাষ্ট্রের আইন লঙ্ঘন করে। একটি যুক্তি ছিল যে কংগ্রেস বেআইনিভাবে এই আইনের মাধ্যমে রাজ্যগুলিকে তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছিল। প্রধান বিচারপতি হোয়াইট আইনজীবী সংস্করণের ৩৩৮ পৃষ্ঠায় এই যুক্তির জবাব দিয়েছেন নিম্নরূপ:

“কংগ্রেস তার ক্ষমতা রাজ্যগুলিকে অর্পণ করেছে এমন যুক্তি একটি ভুল বোঝাবুঝির উপর ভিত্তি করে। যদিও ওয়েব কেনিয়ন আইন রাজ্যগুলিকে রাজ্যগুলির মধ্যে মদ সরানোর উপর তাদের নিজস্ব নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার অনুমতি দেয়, এই নিষেধাজ্ঞার পিছনে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হল কংগ্রেস৷ যদি কংগ্রেস এই আইনটি বাতিল করে, তবে রাজ্যের নিষেধাজ্ঞা আর মদের আন্তঃরাজ্য চলাচলে প্রযোজ্য হবে না।“

উপরোক্ত অনুচ্ছেদটি হজ বনাম দ্য কুইন (২) এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিলের পর্যবেক্ষণের প্রতিধ্বনি করে যা পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে। প্রতিনিধি দলের বিরুদ্ধে ম্যাক্সিম উল্লেখ করে প্রফেসর করউইন বলেন যে এই ক্ষেত্রে "আদালত সম্পূর্ণরূপে ম্যাক্সিম ছুকিং প্রান্তে ছিল বলে মনে হচ্ছে।"

জে .ডবলু. তে হ্যাম্পটন জুনিয়র এবং কো বনাম এউ .এস.(৩) তে প্রশ্নটি ছিল যে শুল্ক আইনটি এতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রপতিকে একটি শুল্ক হার নির্ধারণের ঘোষণা জারি করার জন্য অনুমোদন দিয়েছিল কিনা তা রাষ্ট্রপতির কাছে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অসাংবিধানিক অর্পণের জন্য অবৈধ ছিল। সরকারী ক্ষমতাকে তিনটি শাখায় বিভক্ত করার কথা উল্লেখ করার পর এবং ৬২৯ পৃষ্ঠায় অ-প্রতিনিধিত্বের সুপরিচিত ম্যাক্সিম উল্লেখ করার পর প্রধান বিচারপতির দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে:-

(১) (১৯১৭) ২৪২ ইউএস ৩১১,

(২) (১৮৮৩) এল.আর. ৯ অ্যাপ। কাস। ১১৭।

(৩) (১৯২৭) ২৭৬ ইউএস ৩৯৪; ৭২ এল. এড. ৬২৪।

“কংগ্রেস বিস্তৃত আইনী ক্রিয়াকলাপের সাথে মোকাবিলা করে এবং এটি প্রায়শই নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে নির্বাহী শাখার কর্মকর্তাদের উপর নির্ভর করে যাতে এর আইনগুলি তাদের অভিপ্রেত প্রভাবগুলি অর্জন করে। কংগ্রেস এই আধিকারিকদের বিচক্ষণতা প্রদান করে পাবলিক নিয়ম তৈরি করার জন্য যা আইন ব্যাখ্যা করে এবং কীভাবে সেগুলি পরিচালনা করা হয় তা পরিচালনা করে। এই কর্তৃপক্ষ কখনও কখনও এই নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা নির্ধারণ অন্তর্ভুক্ত। “

নিয়মের এই ব্যতিক্রমগুলিকে অনুমতি দেওয়ার কারণগুলি বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি ৬৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন:-

"যদি কংগ্রেসকে প্রতিটি রেট নির্ধারণ করতে হয়, তবে ক্ষমতা প্রয়োগ করা মোটেই অসম্ভব হবে। তাই, সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন যে এই জাতীয় হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কংগ্রেস একটি কমিশন প্রদান করতে পারে, যেমনটি করে, যাকে আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য কমিশন বলা হয়। সেই হারগুলি নির্ধারণ করুন, আগ্রহী পক্ষগুলির কাছ থেকে তাদের সম্পর্কে প্রমাণ এবং যুক্তি শোনার পরে, সমস্ত একটি সাধারণ নিয়ম অনুসারে যে কংগ্রেস প্রথমে নির্ধারণ করে যে হারগুলি প্রদত্ত পরিষেবা বিবেচনা করে ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত হবে এবং বৈষম্যমূলক নয়।"

আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কমিশন বনাম. গুডরিচ ট্রানজিট কোম্পানি (১)-এর আদালতের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তে বিচারপতি ডে -এর রায় থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি তৈরি করা হয়েছে।

"কংগ্রেস তার বিশুদ্ধভাবে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা একটি কমিশনকে অর্পণ করতে পারে না, তবে, একটি কমিশনের অধীনে কাজ করার সাধারণ নিয়মগুলি নির্ধারণ করার পরে, এটি সেই কমিশনের প্রয়োজন হতে পারে বিশেষ পরিস্থিতিতে এই ধরনের নিয়ম প্রয়োগের এবং তথ্যের তদন্তের জন্য কংগ্রেস দ্বারা নির্ধারিত নিয়মের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আদেশ দেওয়ার লক্ষ্যে রাখে।"

ইউ.এস. বনাম শ্রেভপোর্ট গ্রেইন অ্যান্ড এলিভেটর কোং.(২) তে উত্তরদাতাকে ১৯০৬ সালের ফুড অ্যান্ড ড্রাগস অ্যাক্টের বিধানের বিপরীতে ভুট্টার খাবার ধারণকারী কিছু বস্তা ভুল ব্র্যান্ড করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

(১) ২২৪ ইউ.এস. ১৯৪ এ পি. ২১৪; ৫৬ এল. এড. ৭২৯ এ পি. ৭৩৭।

(২) (১৯৩২) ২৮৭ ইউএস ৭৭; ৭৭ এল. এড. ১৭৫। -

আইনটি অসাংবিধানিক বলে দাবি করে অভিযুক্তকে খারিজ করার জন্য উত্তরদাতা বলেছেন কারণ এটি ফেডারেল সংবিধানের ১, ২, এবং ৩ অনুচ্ছেদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা অর্পণ করেছে। বিচারপতি সাদারল্যান্ড উত্তর দিয়েছেন:

"এটা স্পষ্ট যে কংগ্রেস তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অন্যদের হাতে দিতে পারে না। যাইহোক, কংগ্রেস তার উদ্দেশ্যগুলি প্রকাশ করতে পারে এবং প্রাথমিক মান নির্ধারণ করতে পারে, তারপরে নিয়ম ও প্রবিধান তৈরি করে সুনির্দিষ্টভাবে পূরণ করার জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের অনুমোদন করতে পারে। প্রশ্নে থাকা বিধানটি একটি অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করে কিন্তু যারা আইন প্রয়োগ করে তাদেরকে অতিরিক্ত নিয়ম ও প্রবিধান..... স্থাপনের নির্দেশ দেয়। এর মধ্যে যুক্তিসঙ্গত ভাতা, ব্যতিক্রম এবং বিভিন্নতা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা কংগ্রেস তাদের জটিলতা এবং বৈচিত্র্যের কারণে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিস্তারিতভাবে বলতে পারেনি।"

এইভাবে এটি স্পষ্ট যে অ-প্রতিনিধিত্বের মতবাদ ক্রমাগত বিষয়বস্তুতে সঙ্কুচিত হচ্ছে যতক্ষণ না এটি "কঠোরভাবে এবং একচেটিয়াভাবে আইন প্রণয়ন" এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না হয়। ক্ষমতা" বা "বিশুদ্ধভাবে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা" বা "অত্যাবশ্যকীয় আইন প্রণয়ন কার্য।" কিন্তু ১৯৩৪ সালে পানামা রিফাইনিং কো. রায়ান (১) এর পেন্ডুলামের পিছনে একটি ঝুলন ছিল যেখানে ১৯৩৩ সালের জাতীয় শিল্প পুনরুদ্ধার আইন পাস হয়েছিল রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের প্রশাসনকে অসাংবিধানিকতার ভিত্তিতে আক্রমণ করা হয়েছিল ধারা ৯(গ) এবং ধারা ১ এর বিধান এবং প্রভাব বিশ্লেষণ করার পর, প্রধান বিচারপতি হিউজেস উপসংহারে এসেছিলেন:-

-

"কংগ্রেসকে স্পষ্টতই ত্যাগ করার, বা অন্যদের কাছে হস্তান্তর করার অনুমতি দেওয়া হয় না, যার সাথে এটি এইভাবে ন্যস্ত করা হয়েছে। সংবিধানকে কখনই কংগ্রেসের নমনীয়তা এবং ব্যবহারিকতার প্রয়োজনীয় সংস্থানগুলিকে অস্বীকার করে বলে মনে করা হয়নি, যা এটিকে নীতি নির্ধারণ এবং মান প্রতিষ্ঠায় তার কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম করবে,নির্ধারিত সীমার মধ্যে অধস্তন বিধি প্রণয়ন এবং নীতিমালা হিসাবে ঘোষিত তথ্য নির্ধারণআইনসভা দ্বারা আবেদন করা হয়। এই ধরণের অনুমোদন দেওয়ার ক্ষমতা ছাড়াই আমাদের একটি আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অস্বাভাবিকতা থাকা উচিত যা অনেক পরিস্থিতিতে এর পরিশ্রমের জন্য আহ্বান করা একটি নিরর্থকতা হবে। কিন্তু এই ধরনের বিধানগুলির প্রয়োজনীয়তা এবং বৈধতার ক্রমাগত স্বীকৃতি এবং তাদের মাধ্যমে বিকশিত প্রশাসনিক কর্তৃত্বের বিস্তৃত পরিসর, যদি আমাদের সাংবিধানিক ব্যবস্থা বজায় রাখতে হয় তবে অর্পিত কর্তৃত্বের সীমাবদ্ধতাগুলিকে অস্পষ্ট করার অনুমতি দেওয়া যায় না। "

(১) (১৯৩৪) ২৯৩ ইউএস ৩৮৮; ৭৯ এল. এড. ৪৪৬.

ধারা ১ এবং ৯ (গ) এর সুনির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট ভাষা থাকা সত্ত্বেও আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বলেছিল যে তারা কোনও নীতি নির্ধারণ করেনি বা কোনও মান স্থাপন করেনি এবং তাই, ধারা ৯(c) দ্বারা অনুমোদিত প্রতিনিধিদল ছিল অসাংবিধানিক বিচারপতি কার্ডোজো দ্বারা প্রেরিত রায়ে বলেছিলেন যে আইনটি পর্যাপ্তভাবে একটি নীতি ঘোষণা করেছে এবং অর্পিত বিচক্ষণতা "অনিয়ন্ত্রিত এবং অপ্রচলিত নয়" তবে "ব্যাঙ্কের মধ্যে খালিকরণ করা হয়েছিল যা এটিকে উপচে পড়া থেকে রক্ষা করে।"

সকেছতের বনাম এউ .এস. (১)এর মামলাটি একই লাইনে এবং এটি বিষয়টিকে আর বহন করে না।

শেষ উল্লিখিত দুটি মামলা অবশ্য অন্যান্য আইন, যেমন, কৃষি বিপণন আইন, ১৯৩৭, মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা সহ নির্বাহীকে সমানভাবে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা থেকে কংগ্রেসকে বাধা দেয়নি। এই পরবর্তী আইনগুলিকে অসাংবিধানিক বলে চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। এই দুটি ক্ষেত্রে উল্লেখ করে অধ্যাপক করউইন বলেছেন:-

"এই নজিরগুলির কোনওটিই সেই সময়ে কংগ্রেসের নীতিকে বস্তুগতভাবে প্রভাবিত করেনি এবং উভয়কেই পরবর্তীকালে আদালত তার বিচারিক কৌতূহলের ক্রমবর্ধমান ভিড়ের মন্ত্রিসভায় নিযুক্ত করেছে।"

অপ কটন মিলস বনাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (২) এবং ইয়াকুস বনাম ইউএস (৩) এর পরবর্তী ঘটনাগুলি সম্ভাব্যতা নির্দেশ করে

(১) (১৯৩৪) ২৯৫ ইউএস ৪৯৬; ৭৯ এল. এড. ১৫৭০।

(২) (১৯৪০) ৩১২ ইউএস ১২৬; ৮৫ এল. এড. ৬২৪।

(৩) ৩২১ ইউএস ৪১৪ ; ৮৮ এল. এড. ৮৩৪।

আমরা শীঘ্রই একটি পরিবর্তন দেখতে একটি সুযোগ আছে কটন মিলের বিপরীতে, বিচারপতি স্টোন ১৪৫ পৃষ্ঠায় স্বীকার করেছেন যে যখন সত্য-অনুসন্ধান সাধারণত আইন তৈরির অংশ, কংগ্রেস কখনও কখনও এটি প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা বোর্ডগুলিতে অর্পণ করতে পারে যা কংগ্রেস সাহায্যের জন্য ব্যবহার করতে পারে।

বিচারপতি হোমস স্প্রিংগার বনাম ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সরকার (১) তার ভিন্নমতের রায়ে বলেছেন:-
"এটা বলা হয় যে কংগ্রেস তার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারে না, তবে কংগ্রেস আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য কমিশন গঠন করে, যা আইন তৈরি, বিচার এবং চালনা করার মতো জিনিসগুলি করে, যদিও সরকারের সম্পূর্ণ শাখার মতো নয় .....।"
বিজ্ঞ বিচারক তখন উপসংহারে বললেন:-
"তর্ক করার কোন দরকার নেই যে আমরা আইন প্রণয়ন এবং নির্বাহী ক্রিয়াগুলিকে পুরোপুরি আলাদা করতে পারি না, আমরা যেভাবে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করার চেষ্টা করি না কেন। আমরা সরকারের এই শাখাগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ আলাদা বিভাজন তৈরি করতে পারি না, এমনকি আমরা চাইলেও - যা সংবিধান দ্বারা প্রয়োজনীয় বা দাবি করা হয়েছে বলে আমি মনে করি না। "
স্যার সেসিল কার তার ইংরেজি প্রশাসনিক আইন সম্পর্কিত বইয়ের ১৫ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি আমেরিকান সাংবিধানিক আইনে ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদকে যেভাবে আচরণ করা হয়েছে তাতে একজন অ-আমেরিকান ছাত্রের বিভ্রান্তি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে:-

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন দর্শনার্থী সেই মতবাদের মূল্য নিয়ে আলোচনা করতে অকপটে ভয় পান। তিনি এটিকে জোরালোভাবে খুঁজে পেয়েছেন, বিভিন্ন রাজ্যের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; তিনি এটিকে ফেডারেল সংবিধানে পরোক্ষভাবে জোর দিয়ে দেখেছেন। আইনসভার বিচ্ছিন্নতার উপর একটি পরম জোর , নির্বাহী এবং বিচারিক ক্ষমতা অবশ্যই, তিনি নির্বাহীকে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণকে বাতিল বলে মনে করেন তিনি বিচারপতি হারলানের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত যে কংগ্রেসকে রাষ্ট্রপতির কাছে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার অনুমতি দেওয়া সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আমাদের সরকার ব্যবস্থার অখণ্ডতা এবং স্থিতিশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।"

(১) (১৯২৭) ২৭৭ ইউএস ১৮৯; ৭২ এল. এড. ৮৪৫।

তাকে বলা হয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্রের শুরু থেকেই এমন কিছু প্রতিনিধিদল ঘটেছে। তিনি পড়েছেন যে "কংগ্রেস তার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে না" বলে একটি নিয়ম ছিল, কিন্তু আজকাল নিয়মটি মনে হচ্ছে "কংগ্রেস তার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে না যদি না এটি করা সুবিধাজনক হয়।" '(ই.এস. করউইন, সংবিধান এবং আজ এর অর্থ কী।) উচ্চ কর্তৃপক্ষ তাকে বলে যে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ক্ষমতা পৃথকীকরণকে একটি কঠোর আইনি নিয়ম হিসাবে বিবেচনা করে না। এই মতবাদের উদ্দেশ্য সরকারের সম্পূর্ণ আলাদা শাখা তৈরি করা নয়। পরিবর্তে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কার্যকরভাবে ন্যাভিগেশন, রেলপথের হার, বিশুদ্ধ খাদ্য ও ওষুধ আইন এবং রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিগুলির(দা পাব্লিক অ্যান্ড ইতস গভর্নমেন্ট , প্রিস্থা, ৭৬) মতো বিষয়গুলিকে কঠোর নীতির সাথে আবদ্ধ না করে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাকে জানানো হয়েছে যে পানামা রিফাইনিং কোং বনাম রায়ান (১) মামলায় ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত একটি আইন বাতিল করা হয়নি।"

শোয়ার্টজ তার আমেরিকান সাংবিধানিক আইনে ২০ পৃষ্ঠায় শেষ করেছেন:-

"তবে খুব কম লোকই ছিলেন, যারা মহান প্রধান বিচারপতির মতো খোলাখুলিভাবে বলতে পেরেছিলেন যে সাংবিধানিক শাসন সবসময় কঠোর ছিল না। যখন আমেরিকান আদালত সরাসরি প্রতিনিধিদের মামলার মুখোমুখি হয়, তখন তারা অর্পিত ক্ষমতা বর্ণনা করার জন্য সাবধানতার সাথে শব্দ চয়ন করে দ্বিধা সমাধান করে। বিচারপতি হোমস যেমন বলেছেন, হস্তান্তরিত কর্তৃত্ব "একটি আধা দ্বারা নরম করা হয়েছিল", আদালতগুলিকে অর্পিত আইন স্বীকার করার অনুমতি দেয় এবং এটিকে একভাবে অস্বীকার করে।"

এই ফলাফলটি অধ্যাপক কুশম্যানের সিলোজিজমের মধ্যে ভালভাবে রাখা হয়েছে:-

গৌণ প্রতিশ্রুতি: আইন প্রণয়ন ক্ষমতা কংগ্রেস দ্বারা সাংবিধানিকভাবে অর্পণ করা যাবে না।

গৌণ প্রতিশ্রুতি: প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং নিয়ন্ত্রক কমিশনের কাছে নির্দিষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করা অপরিহার্য।

১) (১৯৩৪) ২৯৩ ইউএস ৩৮৮; ৭৯ এল. এড. ৪৪৬.

উপসংহার: সুতরাং এইভাবে অর্পিত ক্ষমতাগুলি আইনী ক্ষমতা নয়।

তারা হল তার পরিবর্তে "প্রশাসনিক" বা "আধা-বিধায়ক ক্ষমতা।

প্রতিনিধিদলের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, আমেরিকান আইনসভা কার্যনির্বাহীকে খুব বড় কর্তৃত্ব প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিনিধিত্বের পরিধি প্রকৃতপক্ষে এত বড় হয়ে গিয়েছিল যে, এলিহু রুট ১৯১৬ সালে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যে, প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার উত্থানের কারণে, "বিধানিক ক্ষমতার প্রতিনিধি দলকে নিষিদ্ধ করার পুরানো মতবাদ কার্যত ক্ষেত্র থেকে অবসর নিয়েছে এবং ছেড়ে দিয়েছে যুদ্ধ।"

অধ্যাপক উইলিসের মতে, পৃষ্ঠা ১৩৫ এ :-

"অতএব, এটি একটি উন্মুক্ত প্রশ্ন যে আমাদের এখন এই মতবাদটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে আদৌ আছে কিনা রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক আইনে ।"

আবার, ১৩৬ পৃষ্ঠায়, আমরা পাই ঃ

“এটি একটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃত বিশ্বাস (আমাদের সংজ্ঞার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সরকারের অন্যান্য শাখা, স্বাধীন বোর্ড বা কমিশনগুলিতে, এমনকি জনগণের কাছেও ফেরত যেতে পারে না। যাইহোক, এই নিয়মের অনেক ব্যতিক্রম রয়েছে যে নিয়মটি নিজেই বা ব্যতিক্রমগুলি সংজ্ঞায়িত কিনা তা বলা কঠিন।“

ব্যতিক্রমগুলি প্রফেসর উইলিস পৃষ্ঠা : ১৩৭-১৩৮ এ সংক্ষিপ্ত করেছেন :—

(ক) "নিয়মটি স্থানীয় স্ব-সরকারের ক্ষমতা অর্পণকে নিষিদ্ধ করে না:

(খ) আইনসভা কোন শর্ত বা অপ্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে যার অধীনে একটি সংবিধি কার্যকর হবে;

(গ) আইনসভা স্বাস্থ্য বোর্ড, বিভাগীয় প্রধানদের প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে:

(ঘ) আইনসভা তথ্য যাচাই করার এবং বিতর্কে আইনের বিধি প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে, যেমন মানগুলি পরিচালনা করার জন্য, যেমন বাণিজ্য বিভাগ, ভূমি বিভাগ, শিল্পের ক্ষেত্রে।কমিশন, পাবলিক ইউটিলিটি কমিশন, ট্যাক্স কমিশন এবং এমনকি রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে, ট্যারিফের নমনীয় বিধান এবং এলিয়েন সম্পত্তি বিক্রির ক্ষেত্রে।"

এই ব্যতিক্রমগুলি উল্লেখ করার পরে, প্রফেসর উইলিস ১৪১ পৃষ্ঠায় শেষ করেছেন:-

"যাইহোক, যখন আমরা আইনী ক্ষমতা অর্পণ করার বিরুদ্ধে নিয়মের এই সমস্ত ব্যতিক্রমগুলি দেখি, তখন এটি আপনাকে অবাক করে যে নিয়মটি আসলে এটি অনুসরণ করার চেয়ে এটি ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে বেশি অনুসরণ করা হয়। এটি এই প্রশ্নটি উত্থাপন করে যে, যখন এই সমস্যাটি আসে, তখন আমাদের সত্যিই ক্ষমতা পৃথকীকরণের একটি মতবাদ আছে কিনা।"

উপরে উল্লিখিত কেস এবং পাঠ্য বইগুলির সংক্ষিপ্তসারে এটি বেশ স্পষ্ট যে আমেরিকান সংবিধান প্রণেতারা স্বৈরাচারী ক্ষমতার অত্যাচারে এতটাই ভীত ছিলেন যে তারা তাদের সংবিধানে লক এবং মন্টেসকুয়ের রাজনৈতিক তত্ত্বগুলি গ্রহণ করেছিলেন এবং ক্ষমতা পৃথকীকরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। সংবিধানের ব্যাখ্যাকারী আমেরিকান আদালত বলেছিল যে ক্ষমতার বিভাজন যা স্পষ্টভাবে বেশিরভাগ রাজ্য সংবিধানে গৃহীত হয়েছিল তা ফেডারেল সংবিধানেও নিহিত ছিল। যৌক্তিকভাবে, মতবাদটি কোনো প্রতিনিধি দলকে অনুমতি দেবে না। তবে তারা শীঘ্রই বুঝতে পেরেছিল যে বাস্তব সরকারের প্রয়োজনীয়তার জন্য রাষ্ট্রপতি বা অন্যান্য ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করা প্রয়োজন কিন্তু আমেরিকান জনগণের মনে সেই অত্যাচারের ভয় ছিল যা স্বৈরাচারী ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে হতে পারে। আমেরিকান আদালত, সংবিধানের ব্যাখ্যা করে, স্থির করে যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ, যা বেশিরভাগ রাষ্ট্রীয় সংবিধানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ফেডারেল সংবিধানেও নিহিত ছিল। যৌক্তিকভাবে, এই মতবাদ কোন ক্ষমতা অর্পণ করার অনুমতি দেবে না । তবুও, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা থেকে আমেরিকান জনগণের অত্যাচারের ভয়ের কারণে, বিচারক এবং আইনবিদরা এই পবিত্রতা বজায় রাখতে বাধ্য বোধ করেন। তত্ত্বে প্রতিনিধিত্বের বিরুদ্ধে মতবাদের বাস্তবে, যদিও, তারা যুক্তি দিয়ে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিদের অনুমতি দিয়েছিল যে অর্পিত ক্ষমতাগুলি সত্যিকারের আইনী নয়।এইভাবে, প্রধান বিচারপতি মার্শাল, বা "অত্যাবশ্যকীয়" আইন প্রণয়ন ক্ষমতা, প্রধান বিচারপতি হিউজ -এর মতে, "বিশুদ্ধভাবে" আইন প্রণয়নের ক্ষমতার উপর কঠোরভাবে প্রয়োগ করার জন্য অর্পণ করার বিরুদ্ধে নিয়ম সংকীর্ণ করা হয়েছিল। যে তারা সত্যিই আইন প্রণয়ন ছিল না. উদাহরণ স্বরূপ, তাদেরকে "বিশদ বিবরণ পূরণ করার" ক্ষমতা হিসাবে বিবেচনা করা হত, যেমনটি প্রধান বিচারপতি মার্শাল বলেছেন, বা "তথ্য নির্ণয় ও ঘোষণা করার," যেমন বিচারপতি হারলান উল্লেখ করেছেন।

এটা অস্বীকার করা যায় না যে অর্পণ করার জন্য অনুমোদিত কার্যগুলি আইনসভা নিজেই সম্পাদন করতে পারে এবং যখন এই জাতীয় কার্য সম্পাদন করা হয় তখন কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অনুশীলন হবে। যে কাজগুলি, যখন আইনসভার দ্বারা প্রয়োগ করা হয় আইন প্রণয়ন ক্ষমতা, সেগুলি যখন আইনসভার দ্বারা অর্পিত ব্যক্তি দ্বারা সঞ্চালিত হয় তখন তা বন্ধ হতে পারে না। প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা নির্বাহী ক্ষমতায় রূপান্তরিত হতে পারে না। আমেরিকান আদালতের উদ্বেগের কারণে সরকারের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রতিনিধিদলের বিরুদ্ধে মতবাদের পুনর্মিলন ঘটানোর কারণে তাদের এই ধরনের মৌখিক আক্ষেপের আশ্রয় নিতে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মতবাদের বিষয়বস্তু দ্রুত সঙ্কুচিত হচ্ছে এবং যদিও আমেরিকান বিচারক এবং আইনবিদরা এটিকে প্রকাশ্যে স্বীকার করেন না, কংগ্রেস একটি ক্রমবর্ধমান পরিমাপে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করার ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলেছে। সত্য হল কংগ্রেস যে ক্ষমতাগুলি অর্পণ করেছে তা বাস্তবে তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতার বিষয়বস্তুর অংশ। প্রফেসর করউইনের সুরম্য ভাষায় তার "প্রেসিডেন্ট: অফিস অ্যান্ড পাওয়ারস", পৃষ্ঠা. ১৫৪, পরিস্থিতির বর্তমান জটিলতার মধ্যে যেগুলির সাথে সরকারগুলিকে মোকাবেলা করতে হবে "লকিয়ান অ্যাফোরিজম একটি হারানো রিয়ারগার্ড অ্যাকশনের সাথে লড়াই করেছে।" ক্ষমতা পৃথকীকরণের নায়করা যারা দাবি করে যে এই ব্যতিক্রমগুলি আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণ গঠন করে না এই সত্যটিকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অধিকারী আইনসভা অন্য কিছু অর্পণ করতে পারে না, কিন্তু কংগ্রেসের দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা, যাকে আপনি কি নামে ডাকবেন, অবশ্যই তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতার বিষয়বস্তুর অংশ হতে হবে, কারণ কংগ্রেস ছাড়া আর কিছুই নেই। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রফেসর করউইন তার "প্রেসিডেন্ট: অফিস অ্যান্ড পাওয়ারস"-এ পৃষ্ঠা ১৫০-এ খুব সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন।

"ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতির কঠোর যুক্তি দ্বারা, একমাত্র ক্ষমতা যা আইনসভা অর্পিত ক্ষমতা আইন প্রণয়ন ক্ষমতা; তবুও ম্যাক্সিম দ্বারা শুধু উদ্‌ধৃত করা হয়েছে এই ক্ষমতাটি সুনির্দিষ্টভাবে যা আইনসভা অর্পণ করতে পারে না। বিপরীতভাবে, ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি অনুসারে নির্বাহীকে নির্বাহী ক্ষমতা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ বা প্রয়োগ করতে অক্ষম হওয়া উচিত, যেখান থেকে তাকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে যে নির্বাহী কখনও আইনসভার কাছ থেকে কোনও ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারে না বা ক্ষমতা চলে গেলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানান্তরিত হয়। আইনসভা থেকে নির্বাহী ক্ষমতায়। কিন্তু পূর্বের বিকল্পটি স্পষ্টতই সত্যের বিপরীত, এবং পরবর্তীটি আইনসভা কর্তৃক তার সমস্ত ক্ষমতা নির্বাহী বিভাগের কাছে অর্পণের পথ খুলে দেয়।"

এর নেট ফলাফল হল ক্ষমতা বিচ্ছিন্নতার দেশেও যা এখন মতবাদের রয়ে গেছে তা হল আইনসভাকে অবশ্যই নীতি নির্ধারণ করতে হবে (প্রধান বিচারপতি পের হিউজেস) অথবা একটি প্রাথমিক মান নির্ধারণ করতে হবে (বিচারপতি পের সদারল্যান্ড)। পর্যাপ্তভাবে নীতি নির্ধারণ বা প্রাথমিক মান স্থাপনের পরিমাণ যা হবে, অবশ্যই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের মতামত প্রদানকারী বিজ্ঞ বিচারকদের পায়ের দৈর্ঘ্যের সাথে পরিবর্তিত হবে। ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিকভারি অ্যাক্টের ধারা ১A কংগ্রেসের দ্বারা প্রণীত নীতির বিস্তৃত প্রণয়ন আমেরিকান সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হয়নি যা পানামা রিফাইনিং কোং-এর মামলাটিকে সাংবিধানিক হওয়ার জন্য নীতির পর্যাপ্ত বিন্যাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেখানে পরবর্তীতে দেখা যাবে, বিভিন্ন বিষয়ের নিছক গণনা যার বিষয়ে গভর্নর-জেনারেলকে কানাডিয়ান পার্লামেন্ট কর্তৃক ওয়ার মেজারস অ্যাক্ট, ১৯১৪-এ এবং অস্ট্রেলিয়ান পার্লামেন্ট কর্তৃক জাতীয় সংসদে নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

নিরাপত্তা আইন, ১৯৩৯, যুদ্ধের প্রতিরক্ষা এবং কার্যকর বিচারের জন্য, সেই বিষয়গুলির মধ্যে কোনও বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ না করে, পুরোপুরি সাংবিধানিক হিসাবে গৃহীত হয়েছিল।

আমি এখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দ্বারা বা তার অধীনে প্রতিষ্ঠিত আইনসভাগুলির আইন প্রণয়ন ক্ষমতার কাছে চলে যাই। গুরুত্বপূর্ণ ডোমিনিয়ন আইনসভাগুলিকে যে দলিলগুলির দ্বারা অস্তিত্বে আনা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিধানগুলি নির্ধারণ করা এই পর্যায়ে কার্যকর হবে।

কানাডা। ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন, ১৮৬৭ (৩০ যেটি ৩) এর প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি নিম্নরূপঃ

"ধারা ৯. কানাডা এবং তার উপর নির্বাহী সরকার এবং কর্তৃত্ব এতদ্বারা চালিয়ে যেতে এবং রানীর উপর ন্যস্ত করার ঘোষণা করা হয়েছে ।

ধারা ১৭. কানাডার জন্য একটি পার্লামেন্ট থাকবে যেখানে রানী এবং উচ্চকক্ষের স্টাইল "দ্য সেনেট" এবং "হাউস অফ কমন্স" থাকবে।

ধারা ৯৬. গভর্নর-জেনারেল নোভা স্কোটিয়া এবং নিউ ব্রান্সউইকের আদালতের বিচারক ব্যতীত প্রতিটি প্রদেশে উচ্চতর, জেলা এবং কাউন্টি আদালতের বিচারক নিয়োগ করবেন৷

ধারা ১০১. কানাডার পার্লামেন্ট, এই আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, সময়ে সময়ে, কানাডার জন্য একটি সাধারণ আপীল আদালতের সংবিধান, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংগঠনের জন্য এবং কানাডার উন্নত প্রশাসনের জন্য যেকোন অতিরিক্ত আদালত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে পারে। কানাডার আইন।"

অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ার কমনওয়েলথ সংবিধান আইন, ১৯০০ (৬৩ এবং ৬৪ যেটি ১২) নিম্নরূপ প্রদান করে:-

পার্ট ।, ধারা ১. কমনওয়েলথের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা একটি ফেডারেল পার্লামেন্টে ন্যস্ত থাকবে যা রানী, একটি সিনেট এবং একটি প্রতিনিধি পরিষদ নিয়ে গঠিত হবে এবং যা পরবর্তীতে সংসদ বা কমনওয়েলথের সংসদ নামে পরিচিত।

অধ্যায় ২, ধারা ৬১. কমনওয়েলথের নির্বাহী ক্ষমতা রাণীর উপর ন্যস্ত এবং রাণীর প্রতিনিধি হিসাবে গভর্নর-জেনারেল দ্বারা প্রয়োগযোগ্য এবং এই সংবিধান এবং কমনওয়েলথের আইনের বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রসারিত৷

অধ্যায় ৩, ধারা ৭১. কমনওয়েলথের বিচারিক ক্ষমতা একটি ফেডারেল সুপ্রিম কোর্টে ন্যস্ত থাকবে, যাকে বলা হবে "অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্ট, এবং সংসদ তৈরি করা অন্যান্য ফেডারেল আদালতে এবং ফেডারেল এখতিয়ারের সাথে বিনিয়োগ করে এমন অন্যান্য আদালতে।"

ভারত। ভারতের সংবিধান তিনটি প্রাসঙ্গিক সময়কালে পরিবর্তিত হয়েছে যার সাথে আমরা এই রেফারেন্সে উদ্বিগ্ন। সংবিধির বিধান বা ভারতের সংবিধান পরিচালনাকারী অন্যান্য উপকরণগুলি পরবর্তীতে বিস্তারিতভাবে সেট করা হবে। বর্তমানের জন্য এটা বলাই যথেষ্ট যে, ভারতে কোন সময়ই ছিল না, আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার মতো তিনটি বিভাগে ক্ষমতার আলাদা ন্যস্ত করা।

এটি লক্ষ্য করা হবে যে ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইনের অধীনে কেবলমাত্র নির্বাহী ক্ষমতা রাণীর হাতে "ন্যস্ত" এবং বিধানগুলি কেবল সংসদ এবং বিচার বিভাগের জন্য প্রণীত হয় কোন ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে স্পষ্টভাবে আইন প্রণয়ন ও বিচারিক ক্ষমতা ন্যস্ত না করে। পরবর্তীকালে আরও সম্পূর্ণরূপে দেখা যাবে, ভারতীয় সংবিধানে কোনো সময়ে ক্ষমতার কঠোর বিভাজন ছিল না। অন্যদিকে, কমনওয়েলথ অফ অস্ট্রেলিয়া সংবিধান আইন আমেরিকান প্যাটার্ন অনুসরণ করে এবং শর্তাবলীতে আইন, নির্বাহী এবং বিচারিক ক্ষমতা রাজ্যের তিনটি বিভাগে 'ন্যস্ত' করার কারণ হয়। বর্তমানে দেখা যাবে, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়া কেউই ক্ষমতার অর্পণ না করার নীতিটি গ্রহণ করেনি যেটি ক্ষমতার পৃথকীকরণের মতবাদ বা সংস্থার কোন তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যতীত অস্ট্রেলিয়ায় ক্ষমতার অ-অর্পণ শুধুমাত্র তার মধ্যে স্বীকৃত। বিচার বিভাগে আবেদন। ভিক্টোরিয়ান স্টিভেডোরিং এন্ড জেনারেল কন্ট্রাক্টিং কোম্পানি বনাম ডিগনান [1] এর বিশদ

(১) (১৯৩১) ৪৬ সি এল আর. ৭৩.

রেফারেন্স এর পরে তৈরি করা হবে গ্যাভান ডাফি সি.জে. আইন প্রণয়ন ক্ষমতার নন-ডেলিগেশনের মতবাদ সম্পর্কিত বিচারক কুলির কাজের অনুচ্ছেদটি উল্লেখ করেছেন এবং পৃষ্ঠা ৮৩ -এ অগ্রসর হয়েছেন। নিম্নরূপ:-

"তবে অনুমান করা যায় যে, আইনটি মতবাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে, এখনও সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন থেকে ইংরেজী আইনে এই ধরনের বিধিনিষেধ কখনই বোঝা যায় নি।"

বিচারপতি ডিক্সন একই মামলায় তার রায়ে ৯৪-৯৫ পৃষ্ঠায় পর্যবেক্ষণ করা ম্যাক্সিম "ডেলিগাটা পোটেস্টাস নন পোটেস্ট ডেলিগারের" উল্লেখ করে যে অস্ট্রেলিয়ার জন্য এটির কোন প্রয়োগ নেই এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আইনসভার ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন মতবাদ বিদ্যমান ছিল না তা সদগুণে স্থাপন করা হয়েছে। বিশেষাধিকার বা ইম্পেরিয়াল সংবিধি দ্বারা। একই ক্ষেত্রে বিচারপতি ইভাট পৃষ্ঠা ১১৪-তে মতামত প্রকাশ করেন :-

"লেজিসলেটিভ এবং এক্সিকিউটিভ ক্ষমতার "বিচ্ছেদ" মতবাদের সাথে মোকাবিলা করার সময়, এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কমনওয়েলথ সরকারের কাঠামোর অন্তর্নিহিত, একটি নির্বাহী ব্যবস্থার ব্রিটিশ পদ্ধতির ধারণা রয়েছে যা সংসদের কাছে দায়বদ্ধ৷ সেই ব্যবস্থাটি নয়৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের অধীনে কাজ করছে।"

৫১ আইন ত্রৈমাসিক পর্যালোচনায় ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত তার "আইন এবং সংবিধান" প্রবন্ধে, পৃষ্ঠা ৫৯০ শ্রীমান বিচারপতি ডিক্সন, ক্ষমতা পৃথকীকরণের আমেরিকান মতবাদের উল্লেখ করার প্রিস্থা ৬০৫-তে বলেছেন। নিম্নরূপ:-

"এই কৃত্রিম এবং প্রায় অবাস্তব শ্রেণীবিভাগ ব্রিটিশ চর্চা এবং তত্ত্বের বিরোধী ছিল। এই বিষয়ে আমাদের সংবিধানের কাঠামো আমেরিকান পরিকল্পনা অনুসরণ করে ।এই ধারণা যে সমস্ত আইন প্রণয়ন আইনসভার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল যা কার্যনির্বাহীকে তার কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য অনুমোদন দিতে পারে না, এই ধারণাটি ইংরেজী আইনের ধারণার জন্য এতটাই বিদেশী ছিল যে অস্ট্রেলিয়ান আদালতগুলি উপেক্ষা করেছিল, বা তার সম্পূর্ণ পরিণতি সম্পর্কে অবগত ছিল না। আমেরিকান পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি। এখানে একাধিক সিদ্ধান্তে, কমনওয়েলথ পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে প্রবিধানের মাধ্যমে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদানের ক্ষমতা স্বীকৃত হয়েছিল এবং এইভাবে কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যদিও সংবিধানের কাঠামোর দ্বারা সৃষ্ট যৌক্তিক অসুবিধা ছিল না। বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।"

বিচারপতি ডিক্সন এর মতে, ফলাফল হল যে অস্ট্রেলিয়ান সংবিধানের ভাষা সত্ত্বেও "আইনি প্রতিসাম্য কমনসেন্সের পথ দিয়েছিল। 'একটি ডোমিনিয়ন আইনসভাকে ব্রিটিশ ক্রাউন দ্বারা তার অনুশীলনে জারি করা একটি কমিশনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। বিশেষাধিকার বা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দ্বারা একটি আইনের অধীনে আইনসভাকে একটি সর্বোচ্চ সার্বভৌম আইনসভা হতে বাধা দেয় এই অর্থে যে অর্থে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সর্বোচ্চ এবং সার্বভৌম, প্রয়োজনে, ডোমিনিয়ন আইনসভার ক্ষমতার পরিধি এবং পরিধি সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল। যন্ত্র এটি তৈরি করে এবং এটি এর বাইরে যেতে পারেনি কিন্তু, তবুও, একটি সর্বোচ্চ ধারণা, সার্বভৌম আইনসভা ব্রিটিশ জনগণের মনে এতটাই প্রাণবন্ত এবং গভীরভাবে প্রোথিত ছিল যে তারা এমন একটি অধস্তন আইনসভাকেও তার নিজের ক্ষেত্রে, ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের সমস্ত গুণাবলীকে অভিহিত করেছিল।

দাইসি তার সংবিধানের আইনে, ৯ তম সংস্করন এর., ১১২ পৃষ্ঠায় বলেছেন, এই আইনসভাগুলি "তাদের মধ্যে রয়েছে নিজস্ব বলয়, ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের অনুলিপি।" আমি বিষয়টির এই দিকটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিই যা আমি দেখতে পাই, অনেক বিচারিক সিদ্ধান্তেও জোর দেওয়া হয়েছিল যা আমি এখন বিবেচনা করতে যাচ্ছি।

হাউস অফ অ্যাসেম্বলি অফ নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের ক্ষমতার রেফারেন্সে যা রাজা উইলিয়াম চতুর্থ কর্তৃক জারি করা একটি কমিশন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার বিশেষাধিকার প্রয়োগের জন্য "সর্বজনীন শান্তির জন্য আইন, বিধি এবং অধ্যাদেশ প্রণয়ন, গঠন এবং প্রণয়নের সম্পূর্ণ ক্ষমতা সহ" , দ্বীপের কল্যাণ এবং ভাল সরকার.. কিলি বনাম কার্সন (১) এর ব্যারন পার্কে পর্যবেক্ষণ করেছেন:

..এবং আমাদের সামনে যুক্তিতে এটি বিতর্কিত হয়নি, এবং তাই আমরা এটিকে স্বীকার্য হিসাবে বিবেচনা করি যে সার্বভৌম কেবলমাত্র এই ধরনের ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ এবং এই জাতীয় কর্পোরেশন এবং বিচার আদালত প্রতিষ্ঠা করার অধিকার রাখেননি যা তিনি সাধারণ আইন দ্বারা করতে পারেন। হোম, কিন্তু সেই সাথে একটি স্থানীয় আইনসভা তৈরি করা যাতে কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ হয়, প্রকৃতপক্ষে, সংসদের অধীনস্থ, কিন্তু উপনিবেশের সীমার মধ্যে এটির বাসিন্দাদের সরকারের জন্য সর্বোচ্চ।"

ফিলিপস বনাম আইরে (২) যেখানে ১৮৬৫ সালের বিদ্রোহের পরে জ্যামাইকার আইনসভার একটি

(১) (১৮৪১) ৪ মুসউরি পি. সি. ৮৪

(২) (১৮৭০) এল.আর. ৬ কিউ.বি. ১.

ক্ষতিপূরণ আইন পাস করার ক্ষমতা প্রশ্নে আসে, বিচারপতি উইলস ব্যারন পার্কের রায় থেকে উপরের অনুচ্ছেদটি উদ্‌ধৃত করে, ২০ পৃষ্ঠায় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে:-

"আমরা সন্তুষ্ট যে এটি একটি সুষ্ঠু আইন, এবং স্থানীয় আইনসভার একটি নিশ্চিত আইন আইনতভাবে গঠিত হোক না কেন, একটি বন্দোবস্ত বা বিজিত উপনিবেশেই হোক না কেন, তার যোগ্যতা এবং এর এখতিয়ারের সীমা, অপারেশন এবং বলপ্রয়োগের বিষয় রয়েছে। সার্বভৌম আইন, যদিও সাম্রাজ্যিক সংসদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।"

বুরাহর মামলার (১) উপর একটি ভাল যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাইকোর্টের সামনে সেই মামলার কার্যধারা উপ-নাম রিপোর্ট করা হয়েছে। সম্রাজ্ঞী বনাম বুরাহ (২)। এটি কাউন্সিল ইন গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক ১৮৬৯ সালের আইন XXII এর বৈধতার সাথে সম্পর্কিত ছিল। ধারা ২ দ্বারা, আইনটি "যে তারিখে বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নর, কলকাতা গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরাসরি প্রবর্তন করবেন।" ধারা ৪ দ্বারা, গারো পাহাড় নামক অঞ্চলগুলিকে আদালতের এখতিয়ার থেকে এবং বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের অধীনে অঞ্চলগুলির রাজস্ব অফিসের নিয়ন্ত্রণ থেকে এবং সেইসাথে উল্লিখিত আদালত এবং অফিসগুলির জন্য নির্ধারিত আইন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ধারা ৮ এবং ৯ নিম্নরূপ ছিল:

"ধারা ৮. কথিত লেফটেন্যান্ট-গভর্নর সময়ে সময়ে, কলকাতা গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, উল্লিখিত অঞ্চলে যে কোনও আইন বা কোনও আইনের কোনও অংশ, এখন তাঁর সরকারের অধীন অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে বলবৎ, বা যা অতঃপর গভর্নর-জেনারেল বা উক্ত লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কাউন্সিল দ্বারা আইন ও প্রবিধান প্রণয়নের জন্য প্রণয়ন করা যেতে পারে এবং এই ধরনের বর্ধিতকরণ সরাসরি করতে পারে যার দ্বারা প্রসারিত বিধানের কোনো ক্ষমতা বা কর্তব্যের ঘটনা প্রয়োগ বা সম্পাদন করা হবে ,এবং তিনি এই ধরনের বিধান কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করবেন এমন কোনো আদেশ দেবেন।

(১) (১৮৭৮) ৫ আই.এ. ১৭৮ (২) (১৮৭৭) আয় .এল.য়ার. ৩ ক্যালকাটা ৬৩.

“ধারা ৯. উল্লিখিত লেফটেন্যান্ট-গভর্নর সময়ে সময়ে, কলকাতা গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, এই আইনের অন্যান্য ধারায় থাকা সমস্ত বা যে কোনও বিধানকে জয়ন্তিয়া পাহাড়, নাগা পাহাড় এবং এই জাতীয় অঞ্চলে প্রসারিত করতে পারেন। খাসি পাহাড়ের অংশ আপাতত ব্রিটিশ ভারতের অংশ।

"প্রতিটি এই ধরনের বিজ্ঞপ্তিতে প্রযোজ্য অঞ্চলগুলির সীমানা নির্দিষ্ট করা হবে।" ১৮৭১ সালের ১৪ অক্টোবর, লেফটেন্যান্ট-গভর্নর, ধারা ৯ দ্বারা তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, আইনটিকে খাসি এবং জৈন্তিয়া পাহাড়ে প্রসারিত করা হয়েছে এবং গণনার এখতিয়ার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ১৮৭৬ সালে, বুরাহকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং খাসি ও জৈন্তিয়া পাহাড়ের ডেপুটি কমিশনার তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। ১৮৭৬ সালের এপ্রিল মাসে মৃত্যুদণ্ড আজীবনের জন্য দ্বীপান্তরে পরিণত হয়। ১৮৭৬ সালের ৯ জুলাই, বুরাহ জেল থেকে কলকাতা হাইকোর্টে আপিলের আবেদন পাঠান। সেক্ষেত্রে দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল, যথা, (i) গভর্নর-জেনারেল হাইকোর্টের এখতিয়ার থেকে জেলাকে অপসারণের ক্ষমতা রাখেন কি না এবং (ii) গভর্নর-জেনারেলের কাছে সেই ক্ষমতা ছিল কি না, আইন দ্বারা , তিনি আইনের বিধান খাসি এবং জৈন্তিয়া পাহাড়ে প্রসারিত করার জন্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে অনুমোদন দিতে পারেন। প্রথম পয়েন্টে ফুল বেঞ্চ সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয় যে গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের ক্ষমতা হাইকোর্টের এখতিয়ার থেকে জেলাকে অপসারণ করার ক্ষমতা রয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্নে হাইকোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ (বিচারকগন মার্কবি, কেম্প, আইন্সলি এবং জ্যাকসন) রায় দেয় যে ১৮৬৯ সালের আইন XXII অবৈধ ছিল কারণ গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের তার আইনী কার্যাবলী লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কাছে অর্পণ করার ক্ষমতা ছিল না। যেভাবে এটা করা হয়েছিল। গার্থ সিজে এবং ম্যাকফারসন এবং পন্টিফেক্স বিচারপতিগণ। একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে। মার্কবি জে. আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রধান রায় প্রদান করেন। এমন অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি আইনটি খাসি এবং জৈন্তিয়া পাহাড় থেকে "বিধানসভার পক্ষ থেকে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রমাণ দেয়নি যে হাইকোর্টের এখতিয়ার কেড়ে নেওয়া উচিত"। তাঁর মতে, আইনসভা, যখন আদালতের এখতিয়ার থেকে গারো পাহাড় অপসারণ করা সমীচীন বলে স্থির করেছিল, তখন খাসি ও জৈন্তিয়া পাহাড়কেও এই এখতিয়ার থেকে

সরিয়ে ফেলা সমীচীন হওয়ার সম্ভাবনার কথা ভেবেছিল কিন্তু তারা তা ছেড়ে দেয়। একটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত প্রশ্ন যা বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নর দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি উল্লেখ করেছেন (পৃষ্ঠা ৮১-৮৩) ধারা ২ এবং ধারা ৯ এর ভাষার মধ্যে পার্থক্য। ৮৫ পৃষ্ঠায়, বিজ্ঞ বিচারক বলেছেন যে আইনসভা সিদ্ধান্ত নেয়নি যে খাসি এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়ে সাধারণ আদালতের এখতিয়ার।

বাদ দেওয়া উচিত এবং এটি কোনও মতামত প্রকাশ করেনি তবে এটির সিদ্ধান্ত লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের পরম এবং অনিয়ন্ত্রিত বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়েছে। তারপরে তার লর্ডশিপ পৃষ্ঠা ৮৬-এ উল্লেখ করেছেন যে ভারতীয় আইনসভা নিজেই সার্বভৌম নয় কিন্তু শুধুমাত্র প্রতিনিধি দ্বারা সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে। লিখিত এবং অলিখিত সংবিধান এবং আদালতের কর্তব্যের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করার পরে, বিজ্ঞ বিচারক সংস্থার তত্ত্ব এবং সংসদ কর্তৃক ভারতীয় আইনসভার কাছে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করার বিষয়ে আলোচনা করেন এবং ৯৮ পৃষ্ঠায় এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ভারতীয় আইনসভা সংসদের বিভিন্ন আইনের বিধানগুলিকে প্রভাবিত না করে আইনী যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করতে পারে না যা সেই যন্ত্রপাতি তৈরি করেছিল এবং যদি এটি কোনওভাবে তাদের প্রভাবিত করে তবে সর্বসম্মতিক্রমে এর আইন বাতিল হয়ে যায়। ভিন্নমত পোষণকারী বিচারকদের মধ্যে প্রধান রায় ছিল গার্থ সিজে। পৃষ্ঠা ১৩৯-এ বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি পর্যবেক্ষণ করেছেন:-

"কোন সন্দেহ নেই, এই সত্যটি একবার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে যে আইনসভার একটি আইন যা যথাযথভাবে পাস করা হয়েছে তা তাদের ক্ষমতার পরিধির মধ্যে রয়েছে, আদালতের সেই আইনের প্রাপ্যতা বা প্রজ্ঞা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার কোন অধিকার নেই। সেই আইনের দ্বারা; কিন্তু আইনসভা যেটি আইনগতভাবে একটি আইন হিসাবে বিবেচিত হতে পারে তা নয়, এইভাবে যুক্তিটিকে আমাদের বর্তমান

উদ্দেশ্যের কাছাকাছি আনার জন্য, ধরুন আইনসভা তাদের পুরোটাই স্থানান্তর করে। গভর্নর-জেনারেলের কাছে ভারতীয় সাম্রাজ্যের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা, আমার মতে, এটি সরাসরি গভর্নর-জেনারেলের পক্ষে তাদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ত্যাগ করা হবে। কাউন্সিল অ্যাক্টের ভাষা এবং সরল অর্থের সাথে পার্থক্য করে এবং আমার অনুরূপ স্থানান্তরের কথা বলা উচিত; ভারতীয় সাম্রাজ্যের যেকোনো অংশের ব্যাপারে তাদের ক্ষমতা।"

আইন প্রথা এবং প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করার পর, বিচারপতি এ গার্থ সি. পৃষ্ঠা ১৪০ বলেছেন:-

"তাছাড়া, এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আইনসভার দ্বারা এইভাবে যে গুরুত্বপূর্ণ ট্রাস্ট তৈরি করা হোক না কেন, সেগুলি কোনওভাবেই নিরঙ্কুশ বা অপরিবর্তনীয় নয়। কাউন্সিলে মহামহিম কাউন্সিলে গভর্নর-জেনারেলের যে কোনও আইনের উপর 'ভেটো' দিতে পারেন যা তার উপদেষ্টারা অনুমোদন নাও করতে পারেন, এবং এখানে সরকার সর্বদা দেখতে পারে যে তারা যে ক্ষমতাগুলি অর্পণ করেছে তা কীভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে, এবং যদি সেগুলি অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করা হয়, বা অন্যথায় তাদের উদ্দেশ্য অনুসারে, বা যদি প্রয়োগ করা হয়, ফলাফল যেকোন মাত্রায় অসুবিধাজনক, তারা সবসময় অন্য আইনের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা প্রত্যাহার করতে পারে বা সুবিধামত সংশোধন করতে পারে।"

তারপরে তাঁর প্রভুত্ব কিছু আইনের কথা উল্লেখ করেছেন যা অ-নিয়ন্ত্রিত প্রদেশগুলির স্থানীয় সরকারগুলিকে একই ধরণের ক্ষমতা দেয়, তাদের হাতে তাদের খুশিতে, পুরানো পদ্ধতির পদ্ধতি এবং একটি নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের অধিকার বিলুপ্ত করার অধিকার দেয়। কিছু ক্ষেত্রে আইনটি পরিবর্তন বা সংশোধন করার ক্ষমতা দেয় যে কোনো উপায়ে তারা সঠিক মনে করতে পারে এবং তাই তাদের নিজ নিজ প্রদেশে একটি ভিন্ন আইন প্রবর্তন করতে পারে। বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি পৃষ্ঠা ১৪৩ নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছেন:-

"তাছাড়া, এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আইনসভার দ্বারা এইভাবে যে গুরুত্বপূর্ণ ট্রাস্ট তৈরি করা হোক না কেন, সেগুলি কোনওভাবেই নিরঙ্কুশ বা অপরিবর্তনীয় নয়। কাউন্সিলে মহামহিম কাউন্সিলে গভর্নর-জেনারেলের যে কোনও আইনের উপর 'ভেটো' দিতে পারেন যা তার উপদেষ্টারা অনুমোদন নাও করতে পারেন, এবং এখানে সরকার সর্বদা দেখতে পারে যে তারা যে ক্ষমতাগুলি অর্পণ করেছে তা কীভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে, এবং যদি সেগুলি অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করা হয়, বা অন্যথায় তাদের উদ্দেশ্য অনুসারে, বা যদি প্রয়োগ করা হয়, ফলাফল যেকোন মাত্রায় অসুবিধাজনক, তারা সবসময় অন্য আইনের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা প্রত্যাহার করতে পারে বা সুবিধামত সংশোধন করতে পারে।"

তারপরে তাঁর প্রভুত্ব কিছু আইনের কথা উল্লেখ করেছেন যা অ-নিয়ন্ত্রিত প্রদেশগুলির স্থানীয় সরকারগুলিকে একই ধরণের ক্ষমতা দেয়, তাদের হাতে তাদের খুশিতে, পুরানো পদ্ধতির পদ্ধতি এবং একটি নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের অধিকার বিলুপ্ত করার অধিকার দেয়। কিছু ক্ষেত্রে আইনটি পরিবর্তন বা সংশোধন করার ক্ষমতা দেয় যে কোনো উপায়ে তারা সঠিক মনে করতে পারে এবং তাই তাদের নিজ নিজ প্রদেশে একটি ভিন্ন আইন প্রবর্তন করতে পারে। বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি পৃষ্ঠা ১৪৩ নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছেন:-

"এখন এই সমস্ত আইন এক অর্থে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা হস্তান্তরের সমান, কারণ তাদের প্রত্যেকটিতে আইনসভা অন্য কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সংস্থার হাতে আইন ও প্রবিধান তৈরির দায়িত্ব অর্পণ করে যা এটি নিজেই তৈরি করতে পারে।"

ক্রাউন বিচার বিভাগীয় কমিটির কাছে আপিলের বিষয়ে বিষয়টি নিয়েছিল এবং কার্যধারা রিপোর্ট উপ-নাম পাওয়া যাবে। রানী বনাম বুরাহ (১)। এটিকে অনুরোধ করা হয়েছিল যে এই ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তটি ভারতীয় আইনসভার আইনসভা কর্তৃপক্ষের অর্পণ করার ক্ষমতাকে উহ্যভাবে কিন্তু বেশ স্পষ্টভাবে নেতিবাচক করেছে। অতএব, প্রিভি কাউন্সিলের 'পর্যবেক্ষণগুলি পরীক্ষা করা এবং যাচাই করা প্রয়োজন। তথ্যগুলি বর্ণনা করার পরে এবং কিছু প্রশ্নের নিষ্পত্তি করার পরে যা আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য উপাদান নয়, লর্ড সেলবোর্ন, প্রিভি কাউন্সিলের রায় প্রদানে, পৃষ্ঠা ১৯২-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) (১৮৭৮) ৫ আই.এ. ১৭৮।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে যে ৯ ধারাটি আইন প্রণয়ন নয় বরং আইন প্রণয়ন ক্ষমতার একটি প্রতিনিধি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা নির্ভরশীল এজেন্সির মতবাদ ছিল। পৃষ্ঠা ১৯৩ তে তার লর্ডশিপ ১৮৬৯ সালের আইনের ধারা ২ এবং ধারা ৯ এর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা তৈরি কথিত পার্থক্যকে অস্বীকার করেছে এবং পর্যবেক্ষণ করেছে:-

"কিন্তু তাদের লর্ডশিপদের মতামত যে আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতবাদটি ভুল, এবং এটি ভারতীয় আইনসভার ক্ষমতা এবং প্রকৃতপক্ষে আইনের প্রকৃতি এবং নীতিগুলির ভুল দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। ভারতীয় আইনসভার স্পষ্টভাবে ক্ষমতা রয়েছে। ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ যা এটি তৈরি করেছে, এবং এটি অবশ্যই সীমার বাইরে কিছু করতে পারে না যা এই সীমার মধ্যে কাজ করে, এটি কোনও অর্থেই ইম্পেরিয়ালের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধি নয় পার্লামেন্ট, কিন্তু আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা, যেমন বৃহৎ, এবং একই প্রকৃতির, সংসদের মতোই পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে

পৃষ্ঠা ১৯৩-১৯৪-এ তাঁর লর্ডশিপ নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে একটি অপ্রীতিকর আইনের বৈধতা এবং সেই পক্ষে আদালতের কর্তৃত্বের পরিমাণ নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষা নির্ধারণ করেছে:-

"প্রতিষ্ঠিত বিচার আদালত, যখন একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা হয়েছে কিনা, তখন অবশ্যই সেই প্রশ্নটি নির্ধারণ করতে হবে; এবং একমাত্র উপায় যা তারা সঠিকভাবে করতে পারে, তা হল যন্ত্রের শর্তাদি দেখে যা দ্বারা, ইতিবাচকভাবে, আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তৈরি করা হয়েছিল, এবং যার দ্বারা, নেতিবাচকভাবে, তারা যদি আইন প্রণয়ন করা হয়, তাহলে ক্ষমতা প্রদানকারী ইতিবাচক শব্দগুলির সাধারণ সুযোগের মধ্যে, এবং যদি এটি কোন প্রকাশ শর্ত বা সীমাবদ্ধতা লঙ্ঘন করে না। সেই ক্ষমতা সীমিত (কোন শ্রেণীতে অবশ্যই ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের কোনো আইন এর সাথে ভিন্নতা নিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হবে), বিচারের কোনো আদালতের জন্য এই শর্ত এবং বিধিনিষেধকে গঠনমূলকভাবে বাড়ানোর কাজ নয়।"

হাইকোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় যে ভিত্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা নিষ্পত্তি করে, তাঁর প্রভুত্ব বলতে শুরু করলেন:-

"তাদের লর্ডশিপ সম্মত হন যে গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল ভারতে কোনো আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তৈরি করতে পারে না এবং সাধারণ আইন প্রণয়ন ক্ষমতার সাথে একটি নতুন আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তৈরি করতে পারে না, যা কাউন্সিল আইন দ্বারা তৈরি বা অনুমোদিত নয়। , তাদের লর্ডশিপের মতে, বর্তমান ক্ষেত্রে করা হয়েছে বা করার চেষ্টা করা হয়েছে।"

এরপরে লর্ড সেলবোর্ন ব্যাখ্যা করেছিলেন যে ১৮৬৯ সালের আইন XXII দ্বারা আসলে কী করা হয়েছিল যা আমি এখন পাস করতে পারি তবে পরবর্তী পর্যায়ে আমি যা ফিরে পাব। পৃষ্ঠা ১৯৫ তে তার হুজুর বলেছেন:-

"তাদের প্রভুরা মনে করেন যে এইভাবে লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে অর্পিত ক্ষমতার কথা বলা একটি ভ্রান্তি (তারা নিঃসন্দেহে বড়) যেন, যখন তারা প্রয়োগ করা হয়, তখন তাদের অধীনে করা কাজগুলির কার্যকারিতা অন্য কোনও কারণে হবে। আইনসভার কর্তৃত্ব, ক্ষমতা; এবং সেই রায়ের ফলাফল হল এই সমস্ত শর্তাবলীর জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, যেখানে আইন প্রণয়নের সম্পূর্ণ ক্ষমতা একটি সাম্রাজ্যিক বা একটিতে বিদ্যমান প্রাদেশিক আইনসভা, তারা, (তাদের প্রভুত্বের রায়ে) ভালভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, হয় একেবারে বা শর্তসাপেক্ষে।"

তারপরে তাঁর লর্ডশিপ এমন ব্যক্তিদের কাছে এই ধরনের ক্ষমতা অর্পণ করার আইনী অনুশীলনের কথা উল্লেখ করেছিলেন যাদের উপর আইনসভা আস্থা রাখে এবং প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় আইনের বেশ কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন যা তিনি ভাল বলে মনে করেছিলেন কিন্তু যা হাইকোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অবৈধ হবে। .

হাইকোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ ১৮৬৯ সালের আইন XXII এর ধারা ৯ এবং এর অধীন প্রজ্ঞাপনটি অর্পিত হওয়ার কারণে খারাপ ছিল বলে মনে করেছিল বিধানিক ক্ষমতা।

এই যুক্তিটি এই উপায়গুলির একটিতে খণ্ডন করা যেতে পারে, যথা, এই বলে যে (১) আইনসভা সংসদের এজেন্ট নয়, বা (২) যে এটি আসলে তার ক্ষমতা অর্পণ করেনি, বা (৩) এটি পূর্ণ ছিল অর্পণ করার ক্ষমতা। প্রিভি কাউন্সিল তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি (১) এবং (২) এর উপর ভিত্তি করে পছন্দ করেছিল। এর মানে এই নয় যে প্রিভি কাউন্সিল তৃতীয় ভিত্তিটিকে নেতিবাচক করেছে। প্রকৃতপক্ষে, লর্ড সেলবোর্নের ভাষা ঠিক বিপরীত নির্দেশ করে। প্রিভি কাউন্সিল যদি প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতাকে নেতিবাচক করতে চায়, তাহলে ভারতীয় আইনসভা এবং ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের ক্ষমতার মধ্যে কোন তুলনা করা হয়েছিল কেন? আইনের বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষা হিসাবে যে দলিলটির দ্বারা আইনসভা গঠন করা হয়েছিল তার ইতিবাচক শর্তাবলী এবং নেতিবাচক শর্ত বা বিধিনিষেধের বিষয়ে কেন বলা হয়েছিল এবং কেন বলা হয়েছিল যে এটি আদালতের তদন্তের জন্য নয়? আরও? যদি ক্ষমতার অর্পণকে অস্বীকার করা হয় তবে কেন প্রিভি কাউন্সিল সম্মত হওয়ার ঝামেলা নিয়েছিল যে কাউন্সিলে গভর্নর-জেনারেল একটি নতুন আইনী ক্ষমতা তৈরি করতে এবং সাধারণ আইনসভা কর্তৃপক্ষের সাথে সজ্জিত করতে পারে না। যদি ডেলিগেশনের প্রশ্নই না থাকে, তাহলে কেন লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কার্যকারিতা গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের কর্তৃত্বের কাছে উল্লেখ করা হয়েছিল? এটা মনে হয় আমি যে ভিত্তিতে হাইকোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাদের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে খণ্ডন করার পরে, প্রিভি কাউন্সিল প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা স্বীকার করে তবে শুধুমাত্র এই ধরনের ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করে। আমার মতে প্রিভি কাউন্সিল ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করেছে, প্রধান বিচারপতি গার্থ যাকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে তার কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় না রেখে ভারতীয় আইনসভা কর্তৃক আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ত্যাগের বিষয়ে যা বলেছিলেন। এই সময়ে ভারতীয় আইনসভা, অর্থাৎ, গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল, জনগণের কাছে দায়বদ্ধ কোনো আইনসভা ছিল না কিন্তু কার্যনির্বাহী দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আধিপত্য ছিল এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধীনস্থ ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংরেজ বিচারকরা তাদের আধিপত্যের সাংবিধানিক ধারণার সাথে আচ্ছন্ন ছিলেন। আইনসভার এটিকে অভিহিত করা হয়েছে, সংসদ দ্বারা এটির জন্য পরিসীমা এবং পরিধির মধ্যে, সর্বোচ্চ এবং সার্বভৌম ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বৈশিষ্ট্য এবং এটিকে সেই সংসদের একটি চিত্র হিসাবে তার নিজস্ব বলয়ের মধ্যে বিবেচনা করে।

এই অবস্থানটি প্রিভি কাউন্সিলের পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলিতে স্পষ্ট করা হবে যেখানে তাদের কিছু লর্ডশিপ যারা বুরাহর মামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারাও পক্ষ ছিল।

রাসেল বনাম দ্য কুইন (১) কানাডিয়ান টেম্পারেন্স অ্যাক্ট, ১৮৭৮ এর সাথে সম্পর্কিত ছিল। সেই আইনের প্রথম অংশটি কার্যকর করার পদ্ধতিটি নিম্নরূপ ছিল:-

(ক) একটি দেশ বা শহরের এক-চতুর্থাংশ ভোটার দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি পিটিশন যাতে কাউন্টি বা শহরে এই আইনটি প্রয়োগ করা উচিত বলে প্রার্থনা করে দাখিল করতে হবে;

(খ) তখন গভর্নর-জেনারেলকে একটি ঘোষণা জারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে একটি নির্বাচন নেওয়া হবে; এবং

(গ) ভোটারদের দ্বারা পিটিশন গ্রহণ করার পরে, আইনটি সেই কাউন্টি বা শহরের জন্য প্রযোজ্য হবে।

আপিলকারীদের কৌঁসুলির দ্বারা বিরোধিতা করা হয়েছিল যে কানাডার পার্লামেন্টের নেশাজাতীয় মদের বিক্রি নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আইন পাস করার ক্ষমতা রয়েছে বলে ধরে নিয়ে, এটি আইনের নিষিদ্ধ ও দণ্ডবিধি কার্যকর করার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে না। কাউন্টির নির্বাচকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ বা শহরগুলি এই বিতর্কটি স্যার মন্টেগ ই. স্মিথ ৮৩৫ পৃষ্ঠায় নিম্নরূপ প্রত্যাহার করেছিলেন:-

"এই আপত্তির সংক্ষিপ্ত উত্তর হল যে আইনটি কোনও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করে না। এটি যে বিষয়গুলির সাথে কাজ করে সেগুলির সম্পূর্ণ আইন এটির মধ্যেই রয়েছে। এই বিধান যে আইনের কিছু অংশ শুধুমাত্র পিটিশনের ভিত্তিতে কার্যকর হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটাররা এই ব্যক্তিদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে না এবং শর্ত পূরণ করার জন্য যা কিছু অনুসরণ করা হয় তা অনেক ক্ষেত্রেই সুবিধাজনক এবং অবশ্যই অস্বাভাবিক নয় কানাডার পার্লামেন্টের কাছে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অস্বীকার করা যাবে না, যখন আইন প্রণয়নের বিষয় তার যোগ্যতার মধ্যে থাকে,"

(১) (১৮৮০) এল.আর. ৭ অ্যাপ কাস৮২৯।

দুটি বিষয় লক্ষনীয়। প্রথমত প্রিভি কাউন্সিল শর্তসাপেক্ষ আইনকে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণ হিসেবে বিবেচনা করেনি। শর্তসাপেক্ষ আইন, যেমনটি পরবর্তীতে দেখা যাবে, এক অর্থে ক্ষমতার অর্পণ করে এবং তাই, এটা স্পষ্ট যে প্রিভি কাউন্সিল তার সাধারণ জনপ্রিয় অর্থের চেয়ে কঠোর অর্থে "প্রতিনিধি" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করেছে। পরের জায়গায়, তাঁর প্রভুত্ব আইনের বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য সঠিক পরীক্ষা হিসাবে আইন প্রণয়নের যোগ্যতার মধ্যে থাকা বিষয়ের উপর জোর দেন এবং দ্য কুইন বনাম বুরাহ (১) মামলাটিকে কর্তৃত্ব হিসাবে উল্লেখ করেন। বিন্দু

আইনী ক্ষমতার বন্টন এবং বিভাগগুলির সাধারণ সুযোগ এবং প্রভাব সম্পর্কিত ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইনের প্রকল্পের একটি পরীক্ষায় সেই আইনের ৯১ এবং ৯২ তার লর্ডশিপ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে টেম্পারেন্স অ্যাক্ট একচেটিয়াভাবে প্রাদেশিক আইনসভাগুলির জন্য নির্ধারিত বিষয়গুলির মধ্যে পড়ে না এবং তাই, কানাডার পার্লামেন্টের অন্তর্গত।

অন্টারিওর লিকার লাইসেন্স অ্যাক্ট, ১৮৭৭, লাইসেন্স কমিশনারদের প্রবিধান তৈরি করতে, অপরাধ তৈরি করতে এবং জরিমানা যুক্ত করার জন্য অনুমোদন করে। এটা দাবি করা হয়েছিল যে স্থানীয় আইনসভার কমিশনারদের কাছে এই ধরনের ক্ষমতা অর্পণ করার কোন ক্ষমতা ছিল না এবং সর্বোচ্চ প্রতিনিধিরা নন পোটেস্ট ডেলিগার প্রয়োগ করেছিলেন। এই যুক্তি প্রিভি কাউন্সিল হজ বনাম দ্য কুইন (২) দ্বারা প্রত্যাহার করেছিল। প্রিভি কাউন্সিলের রায় প্রদানকারী লর্ড ফিটজ-জেরাল্ডের রায় থেকে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:-

"তবে, তাদের প্রভুত্বের কাছে এটি প্রতীয়মান হয় যে আপীলকারীদের দ্বারা এইভাবে উত্থাপিত আপত্তিটি প্রাদেশিক আইনসভার প্রকৃত চরিত্র এবং অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা কোন অর্থেই প্রতিনিধি নয়, বা কোন আদেশের অধীনে কাজ করছে, ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্ট যখন ব্রিটিশ উত্তর

(১) (১৮৮০) এল.আর. ৭ অ্যাপ। কাস। ৮২৯।

(২) (১৮৮৩) এল.আর. ৯ অ্যাপ। কাস। ১১৭।

আমেরিকা আইন প্রণয়ন করেছে যে অন্টারিওর জন্য একটি আইনসভা থাকা উচিত এবং প্রদেশের জন্য আইন প্রণয়নের জন্য এর আইনসভার একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকা উচিত এবং ধারা ৯২-এ গণনা করা বিষয়গুলির ক্ষেত্রে প্রাদেশিক উদ্দেশ্যে, এটি কোনো অর্থেই ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রয়োগ করার ক্ষমতা প্রদান করে না, তবে ধারা ৯২ দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে এবং যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষমতা প্রদান করে। ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্ট তার ক্ষমতার আধিক্যের অধিকারী এবং প্রদান করতে পারে। বিষয় এবং এলাকার এই সীমার মধ্যে স্থানীয় আইনসভা সর্বোচ্চ, এবং ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্ট বা ডোমিনিয়নের সংসদের মতো একই কর্তৃত্ব রয়েছে, একই পরিস্থিতিতে একটি পৌর প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কাছে তার নিজস্ব সৃষ্টি কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে। আইনে উল্লিখিত বিষয়গুলির জন্য উপ-আইন বা প্রস্তাব তৈরি করুন এবং আইনটিকে কার্যকর ও কার্যকর করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

"এটি সুস্পষ্ট যে এই ধরনের একটি কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়নের সহায়ক, এবং এটি ছাড়া বিভিন্ন বিশদ বিবরণ এবং কাগজপত্র সরবরাহ করার প্রচেষ্টা নিপীড়নমূলক বা একেবারে ব্যর্থ হতে পারে।"

আরেকটু নিচে তার প্রভুত্ব পর্যবেক্ষণ করলেন:---

"বারে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে একটি আইনসভা এজেন্ট বা প্রতিনিধিদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিধিনিষেধের প্রতিশ্রুতি দেয়। এটি এমন নয়। এটি তার ক্ষমতা অক্ষত রাখে, এবং যখনই এটি খুশি, ধ্বংস করতে পারে, এটি তৈরি করেছে এবং অন্য একটি সংস্থা স্থাপন করেছে, বা বিষয়টি সরাসরি তার নিজের হাতে নিতে হবে এবং কতক্ষণ এটি তাদের অধীনস্থ সংস্থাগুলির সাহায্য চাইবে, প্রতিটি আইনসভার বিষয়, আইন আদালতের জন্য নয়।"

প্রাদেশিক আইনসভার লাইসেন্স কমিশনারদের নতুন সৃষ্ট বিধি বা উপ-আইন লঙ্ঘনের জন্য কঠোর শ্রম দিয়ে কারাদণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়ার ক্ষমতা নেই এই যুক্তিতে, তার লর্ডশিপ ১৩২ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত উত্তর দিয়েছেন:-

"প্রাদেশিক আইনসভার এইভাবে কঠোর শ্রম সহ বা ব্যতীত কারাদণ্ড আরোপের ক্ষমতা রয়েছে, তাদেরও অনুরূপ অর্পণ করার ক্ষমতা ছিল পৌরসভার কর্তৃপক্ষ যা এটি তৈরি করেছে, লাইসেন্স কমিশনার নামে পরিচিত।"

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের ফলাফল স্বাভাবিকভাবেই ছিল যে "যদি উপ-আইন বা প্রস্তাব নিশ্চিত করা হয়, সেগুলি প্রয়োগ করার ক্ষমতা প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় এবং প্রয়োজনীয় এবং সমানভাবে আইনানুগ বলে মনে হয়।" কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে প্রশ্নবিদ্ধ আইনটি প্রকৃতপক্ষে লাইসেন্স কমিশনারদের কাছে প্রকৃত আইনী ক্ষমতা অর্পণ করেছে, অপরাধ সৃষ্টি করার ক্ষমতা এবং অ্যানেক্স পেনাল্টিগুলি প্রকৃত আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অংশ হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, প্রিভি কাউন্সিল রায়ের ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছিল যে এটি আইন প্রণয়নের ক্ষমতার একটি প্রতিনিধিদল ছিল কিন্তু মনে করেছিল যে এটি আইন প্রণয়নের আনুষঙ্গিক ছিল, প্রতিনিধিত্বের এই ধরনের ক্ষমতা আইন প্রণয়নের ক্ষমতার সাথে সহ-বিস্তৃত ছিল, যতক্ষণ না আইনসভা নিজেকে কার্যকর করা হয়নি, এই জাতীয় প্রতিনিধিদল অনুমোদিত ছিল এবং এটি আইনসভার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কতটা ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত এবং কতক্ষণ এই প্রতিনিধিদল চালিয়ে যেতে হবে এবং আদালতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এগুলি প্রশ্ন ছিল না। উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলি স্পষ্টভাবে সম্রাজ্ঞী বনাম বুরাহ (সুপ্রা) তে গার্থ সিজে দ্বারা প্রকাশ করা মতামতকে সমর্থন করে এবং স্পষ্টভাবে রাজ্যে প্রিভি কাউন্সিলের রাণী বনাম বুরাহ (সুপ্রা) এর ১৯৪ পৃষ্ঠায় আইনসভার ক্ষমতা না থাকার বিষয়ে কিছুটা রহস্যজনকভাবে যা বলা হয়েছিল সেট আপ, এবং সাধারণ আইনী কর্তৃত্বের সাথে অস্ত্র, একটি নতুন আইনী ক্ষমতা, যা কাউন্সিল আইন দ্বারা তৈরি বা অনুমোদিত নয়। এটা আকর্ষণীয় উল্লেখ্য যে স্যার বার্নস পিকক এবং স্যার রবার্ট পি. কোলিয়ার যারা বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন যারা রানী বনাম বুরাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তারাও সেই বোর্ডের সদস্য ছিলেন যারা হজ বনাম রানীকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

পাওয়েল বনাম অ্যাপোলো ক্যান্ডেল কোম্পানি, লিমিটেড ([1])-এ উত্থাপিত প্রশ্নটি ছিল নিউ সাউথ ওয়েলসের কাস্টমস রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৮৭৯-এর ধারা ১৩৩ যা গভর্নরকে একটি পণ্যের উপর শুল্ক আরোপের জন্য অনুমোদিত করেছে যা কালেক্টরের মতে , একটি কর্তব্যযোগ্য পণ্যের অনুরূপ সম্পত্তির অধিকারী ছিল, এই কারণে অবৈধ ছিল যে ঔপনিবেশিক আইনসভা ধারা ৪৫ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা অতিক্রম করেছে নিউ সাউথ ওয়েলসের সাংবিধানিক আইন যা শুধুমাত্র আইনসভাকে শুল্ক আরোপ ও ধার্য করার ক্ষমতা দেয়। স্যার রবার্ট পি. কোলিয়ার প্রিভি কাউন্সিলের রায় প্রদানের সময় দ্য কুইন বনাম বুরাহ

(১) (১৮৮৫) L. R. ১০ অ্যাপ। কাস। ২৮২।

এবং হজ বনাম দ্য কুইনকে উল্লেখ করেছেন যে দুটিতে তিনি একজন পক্ষ ছিলেন। তিনি ২৯০ পৃষ্ঠায় পর্যবেক্ষণ করেছেন:-

"এই দুটি ক্ষেত্রে একটি মতবাদের অবসান ঘটিয়েছে যা এক সময়ে কিছু মুদ্রা ছিল বলে মনে হয়, যে একটি ঔপনিবেশিক আইনসভা হল ইম্পেরিয়াল আইনসভার প্রতিনিধি। এটি একটি আইনসভা যার ক্ষমতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, কিন্তু সেই এলাকার মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত এবং এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে না।'

পৃষ্ঠা ২৯১-এ, নির্দেশ করার পর যে অর্ডার ইন কাউন্সিলের অধীনে ধার্য দায়িত্বগুলি আসলেই সেই আইনের কর্তৃত্ব দ্বারা ধার্য করা হয়েছিল যার অধীনে আদেশটি জারি করা হয়েছিল, তার লর্ডশিপ উপসংহারে এসেছে:-

"আইনসভা গভর্নরের উপর তার নিখুঁত নিয়ন্ত্রণের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়নি, এবং অবশ্যই, যে কোনো মুহূর্তে, ক্ষমতা প্রত্যাহার বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা রয়েছে যা তারা তাকে অর্পণ করেছে।"

এটি এই নীতির পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয় যে আইনসভা তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অবাধে অর্পণ করতে পারে। যতদিন আইনসভা নিজের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ধরে রাখে, প্রতিনিধি দলে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না, কারণ প্রতিনিধি যদি বোকামি বা অন্যায় কিছু করে থাকে তবে তা অবিলম্বে ঠিক করা যেতে পারে। আইনসভা প্রতিনিধিকে অপসারণ করে তার জায়গায় অন্যকে নিয়োগ করে বা বিষয়টি নিজের হাতে তুলে নেয়। দ্য কুইন বনাম বুরাহ (সুপ্রা) গ্রন্থে লর্ড সেলবোর্নের পর্যবেক্ষণ একটি নতুন আইন প্রণয়ন ক্ষমতা স্থাপনের বিষয়ে, তাই, এই পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলির আলোকে পড়া উচিত, এবং আমি যেভাবে করেছি উপরে প্রস্তাবিত।

১৮৬৭ সালের আইনের ধারা ৯২ দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে এমনকি একটি ডোমিনিয়নের প্রাদেশিক আইনসভাও সর্বোচ্চ যে নীতিটি লর্ড ওয়াটসন দ্য লিকুইডেটরস অফ দ্য মেরিটাইম ব্যাঙ্ক অফ ক্যান্ডা বনাম রিসিভার-এ প্রিভি কাউন্সিলের রায় দেওয়ার সময় পুনরুদ্ধার করেছিলেন। - নিউ ব্রান্সউইকের জেনারেল (')।

(১) এল. আর. [১৮৯২] এ. সি. ৪৩৮ এ পৃষ্ঠা. ৪৪২।

ব্যাক্সটার বনাম আহ ওয়ে (১) হল শর্তসাপেক্ষ আইনের নীতির প্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত। ১৯০১ সালের অস্ট্রেলিয়ান কাস্টমস অ্যাক্টের ৫০ ধারায় বলা হয়েছে যে কোনও "নিষিদ্ধ আমদানি" নেই। আমদানি করা উচিত। ধারা ৫২ নিষিদ্ধ আমদানিগুলিকে উপ-ধারার একটি সিরিজে গণনা করেছে যার উপ-ধারা (ছ) নিম্নরূপ ছিল:-

"সমস্ত পণ্য, যার আমদানি ঘোষণা দ্বারা নিষিদ্ধ হতে পারে।"

বিবাদীকে ৫০ এবং ৫২ (ছ) ধারার বিরুদ্ধে একটি অপরাধের জন্য বিচার করা হয়েছিল নিষিদ্ধ আমদানি আমদানির জন্য, অর্থাৎ, ধূমপানের জন্য উপযুক্ত আফিম। বিচারে, হাইকোর্টের সামনে, প্রসিকিউটর সাক্ষ্য স্বরূপ টেন্ডার করেছেন কমনওয়েলথ গেজেট যেখানে গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের ধারা ৫২ (ছ) এর অধীনে আফিমকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ধারা ৫২-এর উপ-ধারা (ছ) কমনওয়েলথ পার্লামেন্টের "ক্ষমতা বহির্ভূত" ছিল এই ভিত্তিতে ঘোষণার বৈধতা নিয়ে আপত্তি তোলা হয়েছিল। বিষয়টি ফুল কোর্টে পাঠানো হয়েছিল এবং আদালত বলেছিল যে ধারা ৫২(ছ) আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণ নয় বরং শর্তাধীন আইন ছিল। ৬৩২ পৃষ্ঠায় গ্রিফিথ সিজে বলেছেন:-

"এটি অবশ্যই সুস্পষ্ট যে প্রতিটি আইনসভা এক অর্থে তার কিছু কার্যাবলী অর্পণ করে। এটি বলতে অনেক দেরি হয়ে গেছে যে আইনসভা একটি পৌরসভা কর্তৃপক্ষ তৈরি করতে পারে না এবং তাকে উপ-আইন তৈরির ক্ষমতা দিতে পারে, বা আইনের বলযুক্ত প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা সহ একটি পাবলিক অথরিটি তৈরি করুন, বা আইনের বলযুক্ত প্রবিধান প্রণয়নের জন্য গভর্নর-ইন-কাউন্সিলকে ক্ষমতা প্রদান করুন, বা আদালতের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা আদালতের বিচারকদের উপর অর্পণ করুন। আইনের শক্তি থাকা বা এটা বলার উদ্দেশ্য নয় যে এটি অবশ্যই একটি অর্থে কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করে কারণ এটি এমন কিছু করার জন্য অনুমোদন করে। এটা হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে যে এই ধরনের একটি প্রতিনিধিদল, যদি এটি একটি প্রতিনিধি দল হয়, তবে তা কোনো অর্থেই আপত্তিজনক।"

তার প্রভুত্ব তখন রানী বনাম বুরাহকে উল্লেখ করেন এবং মনে করেন যে এটি একটি শর্তাধীন আইন। অধ্যায় ১, অংশ ১ , ধারা ১ এর অধীনে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ফেডারেল পার্লামেন্টে ন্যস্ত ছিল এবং তা অর্পণ করা যাবে না বলে আপত্তি বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি এই বলে নিষ্পত্তি করেছিলেন যে "সেই ধারাটি সংবিধানের বিধানগুলির পরিচায়ক মাত্র। আইনসভার সাথে।" কমনওয়েলথ পার্লামেন্টের ক্ষমতা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতার চেয়ে কম ছিল এই বিতর্কের জন্য নিচের উত্তরটি বিচারপতি ও কন্নর ৬৩৯ পৃষ্ঠায় বলেছেনঃ-

"এটি কি গুরুত্ব সহকারে বলা যেতে পারে যে, কমনওয়েলথের মতো একটি আইনসভা তৈরি করার ক্ষেত্রে, পূর্ণ ক্ষমতা সহ, এবং এই নির্দিষ্ট বিষয়-বিষয়টি মোকাবেলা করার ক্ষমতা দেওয়ার ক্ষেত্রে, সেই ক্ষমতাকে অস্বীকার করতে হবে যা প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য, এবং ইংল্যান্ডে এবং অস্ট্রেলিয়ার বেশ কয়েকটি রাজ্যে সেই আইনী ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য সর্বদা প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছে যে সীমিত উপায়ে কমনওয়েলথের পার্লামেন্টের কাছে ক্ষমতার উপহার পড়তে হবে, এটি আমার কাছে মনে হয়। সম্পূর্ণরূপে সংবিধানের কথার পূর্ণ শক্তি এবং প্রভাব অস্বীকার করার জন্য।"

বিচারপতি আইজ্যাকস আইন প্রথা এবং হজ বনাম দ্য কুইন, দ্য কুইন বনাম বুরাহ এবং পাওয়েল বনাম অ্যাপোলো ক্যান্ডেল কোং-এর নীতিমালার কথা উল্লেখ করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে তার সামনে মামলার অবস্থান ঠিক সিদ্ধান্তের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। সেই ক্ষেত্রে। বিচারপতি হিগিন্স নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তার রায় শেষ করেছেন:-

"... যে ফেডারেল পার্লামেন্টের, তার পরিধির মধ্যে, অস্ট্রেলিয়ার শান্তি, শৃঙ্খলা এবং ভাল সরকারের জন্য যে কোনও এজেন্ট, যে কোনও এজেন্সি, যে কোনও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তার আইন প্রণয়নের সম্পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। "

পরবর্তী ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয় ইন রে জর্জ এডউইন গ্রে (১) এর। যুদ্ধ ব্যবস্থা আইনের ধারা ৬,১৯১৪, কানাডার পার্লামেন্ট প্রদত্ত:-

(১) (১৯১৮) ৫৭ এস .সি.সি. ১৫০; ৪২ ডি .এল.আর. ১.

"গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের এই ধরনের কাজ এবং জিনিসগুলি করার এবং অনুমোদন করার এবং সময়ে সময়ে এই ধরনের আদেশ ও প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে, বাস্তব বা আশংকাজনক যুদ্ধের অস্তিত্বের কারণে, প্রয়োজনীয় বা পরামর্শযোগ্য বলে মনে করবে। কানাডার নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, শান্তি, শৃঙ্খলা এবং কল্যাণ। বৃহত্তর নিশ্চিততার জন্য কিন্তু পূর্বোক্ত শর্তাবলীর সাধারণতাকে সীমাবদ্ধ করার জন্য নয়, এতদ্বারা ঘোষণা করা হয় যে, গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের ক্ষমতা আগত সকল বিষয়ে প্রসারিত হবে। এর পরে গণনা করা বিষয়গুলির ক্লাসের মধ্যে, অর্থাৎ বলা যেতে পারে.....

এখানে কয়েকটি ধারা অনুসরণ করা হয়েছে। এটি লক্ষ্য করা হবে যে অংশে, বিভাগটির কেবলমাত্র নির্দিষ্ট বিষয়গুলির একটি গণনা ছিল যেগুলির বিষয়ে গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল প্রবিধান প্রণয়নের জন্য অনুমোদিত ছিল কিন্তু আইনসভা নিজেই কোনও নীতি প্রণয়ন করেনি। উল্লিখিত বিষয়. বিভাগটি একটি কার্টে ব্ল্যাঞ্চ দিয়েছে, যেমনটি ছিল, গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলকে। এইভাবে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে, ২০ এপ্রিল, ১৯১৮-এ কাউন্সিলের গভর্নর-জেনারেল বিভিন্ন প্রবিধান সম্বলিত কাউন্সিলে একটি আদেশ পাস করেন। প্রবিধানগুলি সামরিক পরিষেবা আইন, ১৯১৭-এর কিছু অংশ সংশোধন ও পরিমার্জন করার প্রভাব ছিল। গ্রে, যিনি ১৯১৭ সালের আইনের অধীনে অব্যাহতি মঞ্জুর করা হয়েছিল, তাকে দায়িত্বের জন্য রিপোর্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তা করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর হেবিয়াস কর্পাসের রিট আবেদন করা হয়। আইনের সমস্ত বিশদ বিবরণের পরিবর্তে একটি আইনের বিষয়গুলি সম্পাদন করার জন্য প্রশাসনিক সংস্থাগুলিকে প্রবিধান প্রণয়নের জন্য অনুমোদন করার অনুশীলনটি গুরুতরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়নি, তবে বলা হয়েছিল যে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা সাংবিধানিকভাবে এই জাতীয় ব্যক্তিদের দেওয়া যেতে পারে না। একটি সংবিধির স্পষ্ট বিধানগুলিকে সংশোধন বা বাতিল করতে সক্ষম করার জন্য একটি পরিমাণ। প্রধান বিচারপতি ফিটজপ্যাট্রিক, উপরোক্ত যুক্তিকে প্রতিহত করতে ১৫৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন:-

"রেক্স বনাম হ্যালিডে, [১৯১৭] এ.সি. ২৬৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে, আমি মনে করি না যে এই বিস্তৃত প্রস্তাবটি বজায় রাখা যেতে পারে। সংসদ, প্রকৃতপক্ষে, তার কার্যাবলী ত্যাগ করতে পারে না, তবে যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে যেকোনো হারে এটি করতে পারে।

এর ক্ষমতা নির্বাহী সরকারের কাছে অর্পণ করা। এই জাতীয় ক্ষমতাগুলি অবশ্যই সংসদের যে কোনও সময় নির্ধারণের অধীন হতে হবে এবং বলার অপেক্ষা রাখে না। কার্যনির্বাহী কার্যাবলী, তার অর্পিত কর্তৃত্বের অধীনে, অবশ্যই আইনী ঘোষণার পরিধির মধ্যে পড়ে যার দ্বারা এর কর্তৃত্ব পরিমাপ করা হয়।"

এমনকি বিচারপতি ইডিংটন যিনি একটি ভিন্নমতের রায় প্রদান করেছিলেন তিনি স্বীকার করেছিলেন যে প্রবিধান দ্বারা আইন প্রণয়নের প্রতিনিধিত্বকে এমনভাবে খুব ভালভাবে অবলম্বন করা যেতে পারে, যাতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, কিন্তু তার আপত্তি ছিল যে "জনগণের ইচ্ছার একটি পাইকারি আত্মসমর্পণ একটি স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি।" বিচারপতি ডাফ পৃষ্ঠা ১৭০ এ বলেছেন:-

"এই আইনটির একটি অত্যন্ত অসংযত বর্ণনা যে এটি (এটির যে কোনও নির্মাণে) সংসদের পুরো আইনী কর্তৃত্ব কাউন্সিলে গভর্নরকে অর্পণ করার দাবি করে..... প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি যে কোনও সময় প্রত্যাহার করা যেতে পারে। এবং তাদের অধীনে করা কিছু সংসদ দ্বারা বাতিল হয়ে যায়, যা সংসদ করেনি, এবং সেই জন্য, এই ধরনের আইনের প্রভাবের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি হল অধস্তন সংস্থা যেখানে আইন- আইনসভার এজেন্ট বা অঙ্গ হিসাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে কর্তৃত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে এবং এজেন্টের কাজগুলি পূর্ববর্তী আইনী ঘোষণার (প্রকাশ বা উহ্য) দ্বারা কার্যকর হয় যে তাদের আইনের বল থাকবে।"

বিচারপতি অ্যাংলিন , পাওয়েল বনাম অ্যাপোলো ক্যান্ডেল কোম্পানির কথা উল্লেখ করার পর, (সুপ্রা) এগিয়ে যান:-

"পার্লামেন্ট কর্তৃক তার আইন প্রণয়নের কার্যাবলী সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা এতটাই অকল্পনীয় যে এই ধরণের কিছু করার প্রচেষ্টার সাংবিধানিকতা বিবেচনা করা উচিত নয়। এই জাতীয় ত্যাগের সংক্ষিপ্ত, কোনও সীমিত প্রতিনিধি দল একটি আইনসভার পরিধির মধ্যে থাকবে বলে মনে হবে। এখতিয়ার অবশ্যই ততটা প্রশস্ত যেটির দ্বারা বলা হয়েছে....."

তার প্রভুত্ব এখানে হজ বনাম রানী এবং রানী বনাম বুরাহ থেকে অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেছেন।

ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন, ১৮৬৭-এর ধারা ৯২(১) প্রাদেশিক আইনসভাকে "লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের অফিস ব্যতীত" সংবিধান সংশোধন করার ক্ষমতা দিয়েছে। ম্যানিটোবার আইনসভা দ্বারা পাস করা উদ্যোগ এবং গণভোট আইনের জন্য লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে আইনসভা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ভোটারদের একটি সংস্থার কাছে একটি প্রস্তাবিত আইন জমা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল এবং ভোটারদের দ্বারা অনুমোদিত হলে এটি একটি বাস্তব আইনে পরিণত হওয়া রোধ করতে তাকে ক্ষমতাহীন করে দিয়েছিল। ম্যানিটোবার আইনসভা কর্তৃক গৃহীত আইনটির বৈধতা পুনরায় ইন দ্য ইনিশিয়েটিভ অ্যান্ড রেফারেন্ডাম অ্যাক্ট(১)-এ প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ নর্থ আমেরিকা অ্যাক্ট, ১৮৬৭-এর বিধানগুলির বিবেচনায়, প্রিভি কাউন্সিল মনে করেছিল যে অপ্রীতিকর আইনটি ম্যানিটোবা আইনসভার "ক্ষমতা বহির্ভূত"। আপিল নিষ্পত্তির জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু লর্ড হ্যালডেন শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত না নিয়েই বলতে থাকেন:-

"১৮৬৭ সালের আইনের ৯২ ধারা একটি প্রদেশের আইনসভার ক্ষমতা তার আইনসভার কাছে অর্পণ করে, এবং শুধুমাত্র সেই আইনসভার কাছে। নিঃসন্দেহে একটি সংস্থা, তার উপর অর্পিত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা এতটাই যথেষ্ট যে প্রাদেশিক আইনসভা দ্বারা উপভোগ করা হয়েছিল। কানাডা, তার নিজস্ব সক্ষমতা অক্ষুণ্ন রেখে অধস্তন সংস্থাগুলির সহায়তা চাইতে পারে, যেমনটি করা হয়েছিল যখন হজ বনাম দ্য কুইন, অন্টারিওর আইনসভাকে বোর্ড অফ কমিশনার কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যস্ত করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল ট্যাভার্নস; কিন্তু এটি অনুসরণ করে না যে এটি একটি নতুন আইনী ক্ষমতা তৈরি করতে পারে এবং তার নিজের ক্ষমতা দিয়ে তৈরি করতে পারে যার জন্য এটি তার অস্তিত্বকে ঘৃণা করে।"

উপরোক্ত অনুচ্ছেদে আইনসভার নিজস্ব ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রেখে ক্ষমতার অর্পণ এবং আইন দ্বারা সৃষ্ট নয় এমন একটি নতুন আইন প্রণয়ন ক্ষমতার নিজস্ব ক্ষমতার সাথে আইনসভার দ্বারা একটি সৃষ্টি ও প্রদানের মধ্যে একটি পার্থক্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি আগের কর্তৃপক্ষের মতে এই সিদ্ধান্তে পূর্বের কোন আপত্তি ছিল না যেখানে পরবর্তীটি করা যায়নি, কারণ নতুন আইন প্রণয়ন ক্ষমতার নিজস্ব ক্ষমতা সৃষ্টি এবং দান করার জন্য আইনসভা এটি করতে পারে।

(১) [১৯১৯] এ.সি. ৯৩৫।

তার নিজস্ব ক্ষমতা স্থানান্তর করতে হয়েছিল এবং তাই, তার নিজস্ব ক্ষমতা অক্ষত রাখা হয়নি।

দা ভিক্টোরিয়ান স্তেভেদরিং অ্যান্ড জেনারাল কন্ট্রাক্টিং কম্পানি বনাম ডিগ্নাম (১) এর মামলাটি অস্ট্রেলিয়ার পরিবহন শ্রমিক আইন, ১৯২৮-২৯ এর ধারা ৩ এর সাথে সম্পর্কিত ছিল যা প্রদান করেছে:-

"গভর্নর-জেনারেল এই আইনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারেন, যা, অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, কিন্তু আইনের ব্যাখ্যা আইন, ১৯০১-১৯১৮ এবং আইনের ব্যাখ্যা আইন, ১৯০৪-১৯১৬-এর অধীনে থাকবে পরিবহন শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে পরিবহন শ্রমিকদের নিযুক্তি, পরিষেবা এবং ছুটি নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং পরিবহন শ্রমিক হিসাবে ব্যক্তিদের লাইসেন্স প্রদান এবং পরিবহন শ্রমিক হিসাবে লাইসেন্সবিহীন ব্যক্তিদের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধ করার জন্য আইনের এবং পরিবহন শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য।"

এই বিভাগ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে গভর্নর-জেনারেল ২৬ জুন, ১৯৩১-এ "ওয়াটারসাইড এমপ্লয়মেন্ট রেগুলেশনস" জারি করেন। এই প্রবিধানগুলি অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে প্রদান করে যে নির্দিষ্ট ধরণের পরিবহন শ্রমিকদের চাকরিতে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পূর্ববর্তী আইনের অধীনে তৈরি আদালত অব কনসিলিয়েশন অ্যান্ড আরবিট্রেশনের একটি পুরস্কারের পাল্টাপাল্টি ছিল। আপিলকারীরা প্রবিধানের অধীনে একটি অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। প্রশ্নটি ছিল যে ধারা ৩অনুসারে গভর্নর-জেনারেলকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার ভিত্তিতে "ক্ষমতা বহির্ভূত" ছিল কিনা। এই আপত্তি বাতিল করা হয়. আদালত রোচে বনাম ক্রোনহাইমার(২) এর পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের দ্বারা নিজেকে আবদ্ধ বলে মনে করেছিল, যা অধস্তন আইন প্রণয়নের একটি কর্তৃত্ব নির্বাহী বিভাগে বিনিয়োগ করা যেতে পারে এমন প্রস্তাবের জন্য একটি কর্তৃপক্ষ হিসাবে নেওয়া হয়েছিল। বিচারপতি ডিক্সন পৃষ্ঠা ১০০ তে পর্যবেক্ষণ করেছেন:-

"অতএব, আমি সেই মতামতটি ধরে রাখি যা আমি পূর্বের ক্ষেত্রে প্রকাশ করেছি যে রোচে বনাম ক্রোনহেইমার (২) সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে একটি সংবিধি যা কার্যনির্বাহীকে কিছু বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে।

(১) (১৯৩১) সি .এল.আর. ৭৩। (২) (১৯২১) ২৯ সি.এল.আর. ৩২৯।

সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতার একটি বিষয় হল সেই বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত একটি আইন, এবং তা হল আইন প্রণয়ন, নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় বণ্টন। সংবিধানের ক্ষমতাগুলি এই জাতীয় আইন প্রণয়নের জন্য সংসদের ক্ষমতাকে সংযত করার জন্য কাজ করে না। এর অর্থ এই নয় যে নির্বাহীর কাছে আইনের আস্থাশীল কর্তৃপক্ষ বৈধ হবে, যদিও বিষয়-বিষয়টি ব্যাপক বা অস্পষ্ট হতে পারে, যদি এটি ফেডারেল ক্ষমতার সীমানার বাইরে না পড়ে। হস্তান্তরের বিষয়বস্তুর এমন প্রস্থ বা এমন একটি অনিশ্চয়তা থাকতে পারে যে এটির চেষ্টা করা আইনটি কোনও নির্দিষ্ট প্রধান বা আইনী ক্ষমতার প্রধানদের ক্ষেত্রে আইন নয়।"

বিজ্ঞ বিচারক পরবর্তীতে বলেন:-

"ইংরেজি আইনে তার কার্যকারিতার জন্য অধস্তন আইনের নির্ভরতাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, শুধুমাত্র প্রণয়নের উপরই নয়, যে আইনের দ্বারা এটি এতটা অনুমোদিত হয়েছে তার অবিরত ক্রিয়াকলাপের উপরও। আইনটিকে বাধ্যবাধকতার উত্স হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। এবং আইনসভার অব্যাহত ইচ্ছার অভিব্যক্তি।"

তারপরে তার কর্তৃত্ব "অ্যাপোলোর ক্ষেত্রে এবং হজের ক্ষেত্রে আইনসভা দ্বারা তার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এবং বিষয়টিকে তার নিজের হাতে ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ধরে রাখার উপর জোর দেওয়া" উল্লেখ করেছে। বিচারপতি ইভ্যাট বিচার বিভাগের দায়িত্বকে জাতির চাহিদাগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং আইন ও নির্বাহী বিভাগের উপর আটকে থাকার মতো কাজ না করার কথা উল্লেখ করে, নিজেকে প্রকাশ করেছেন পৃষ্ঠা ১১৮ তে নিম্নরূপ:-

"এই জাতীয় কর্তৃত্ব সর্বদা সংসদের দ্বারা বাধ্যতামূলক আদেশের ইস্যু অতিক্রম করে। সংসদ নির্বাচন বা তৈরি করার জন্য নির্বাচিত যে কোনও ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের দ্বারা এই জাতীয় আদেশের ইস্যুকেও অনুমোদন দিতে পারে। 'লেজিসলেটিভ পাওয়ার' আইনী ক্ষমতা জমা বা অর্পণ করার ক্ষমতাকে বোঝায় কারণ এটি অবশ্যই সংসদীয় সার্বভৌমত্বের ধারণার মধ্যে নিহিত ছিল, এটি সর্বদা বোঝা যায় যে প্রতিনিধি বা ডিপোজিটরির ক্ষমতা সংসদ যে এটি তৈরি করেছিল তা প্রত্যাহার করতে পারে।

এই অর্থে সংসদকে তার নিজস্ব সক্ষমতা অক্ষত রাখতে হবে। (পুনরায় উদ্যোগ এবং গণভোট আইনে)"।

তার কর্তৃত্ব এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করার পরে যে, সংসদ যদি তার ক্ষমতার মধ্যে একটি আইন পাস করে, তবে এটি তার আইনের অংশ হিসাবে, একটি অধস্তন সংস্থাকে সংবিধিতে বর্ণিত স্কিমটি বাস্তবায়নের জন্য প্রবিধান তৈরি করার ক্ষমতা প্রদান করতে পারে, প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। - সংবিধান কি অধস্তন কর্তৃপক্ষকে অর্পিত ক্ষমতার পরিধি বাড়ানো থেকে সংসদকে নিষেধ করে? বিজ্ঞ বিচারকগণ উত্তর দিয়েছেনঃ-

"আমার মতে, কমনওয়েলথ সংসদ কর্তৃক বিধি ও প্রবিধান প্রণয়নের কর্তৃত্বের প্রতিটি অনুদান, অনুদানকারী নির্বাহী সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষই হোক না কেন, নিজেই আইন প্রণয়ন ক্ষমতার একটি অনুদান। কমনওয়েলথ পার্লামেন্টের বিষয়বস্তুর অংশ হিসাবে, সংসদ ছাড়া অন্য কর্তৃপক্ষকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদানের ক্ষমতা যদি সংসদ কর্তৃক নির্বাহী বা অন্যান্য সংস্থাকে আইনত মঞ্জুর করা হয় তবে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের ক্ষমতা অনুদানকে বাতিল করতে পারে না এটা সত্য যে অনুদান প্রদানকারী আইনের বৈধতা পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে এটি একটি খুব বৈষয়িক পরিস্থিতি হবে ক্ষমতা পৃথকীকরণ তত্ত্বের ফলে সংসদীয় কর্মের উপর নিখুঁত সীমাবদ্ধতা হিসাবে ।"

আবার, তাঁর কর্তৃত্ব হিসাবে ১১৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন:-

"কমনওয়েলথ কর্তৃপক্ষের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার প্রকৃতি সম্পূর্ণ, তবে প্রতিটি আইনের পূর্বাভাস দেওয়া অবশ্যই সম্ভব। সংসদ দ্বারা পাস করা হয়েছে যে এটি সংবিধানের ধারা ৫১ এবং ৫২ ধারা অনুসারে উল্লিখিত নির্দিষ্ট বিষয়-বিষয়গুলির একটি বা অন্যটির ক্ষেত্রে একটি আইন। "

বিচারপতি ইভাত তারপর একটি আইনের বৈধতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে উপাদান ছিল যে বিষয়গুলি নির্দেশিত. তিনি তাদের সাত শিরোনামের অধীনে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন যা

এটা বিস্তারিত সেট আউট প্রয়োজন হয় না (৫) এবং ৬ নং শিরোনামের অধীনে বিচারপতি ইভাত একটি বিষয়ের ক্ষেত্রে একটি আইন এবং একটি আইনের মধ্যে একটি পার্থক্য করেছেন । সেই বিষয়ে আইন প্রণয়নের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা। তাঁর মতে, একটি সংবিধি বৈধ ছিল যদি এটি প্রদত্ত বিষয়-বস্তুর ক্ষেত্রে একটি আইন হয়, যদিও এটি আইনী ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও একটি আইন ছিল। তার উপসংহার ১২১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে:-

"অতএব, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, কমনওয়েলথের সংসদ তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা "ত্যাগ" করতে সক্ষম নয়। এটি এই জন্য নয় যে সংসদ তার যেকোনো বা সমস্ত আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বা কার্য সম্পাদন করতে বাধ্য, কারণ এটি তা না করার জন্য নির্বাচন করতে পারে; এবং এই কারণে নয় যে ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদ সংসদকে আইন বা উপ-আইন প্রণয়নের জন্য অন্যান্য সংস্থাকে কর্তৃত্ব প্রদান করতে এবং এর মাধ্যমে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধা দেয়, কারণ এটি প্রায় প্রতিটি সংবিধিতে তাই করে; কিন্তু কারণ সংসদ কর্তৃক পাসকৃত প্রতিটি আইনের উত্তর দিতে হবে সংবিধানে বর্ণিত বিষয়-বিষয়গুলোর বেশির ভাগ আইনের বর্ণনার। একটি আইন যার দ্বারা সংসদ সব দিয়েছে । অন্য সংস্থার কাছে এর আইন-প্রণয়নের কর্তৃত্ব খারাপ হবে শুধুমাত্র কারণ এটি সর্বশেষ উল্লিখিত পরীক্ষায় পাস করতে ব্যর্থ হবে।"

আমি বিজ্ঞ বিচারকের সাথে সম্পূর্ণরূপে একমত যে আইনসভা অবশ্যই ত্যাগ করবে না তবে তার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে যাতে যখনই প্রয়োজন হয় তখন অধস্তন কর্তৃপক্ষের উপর প্রদত্ত আইনী ক্ষমতা প্রত্যাহার করতে সক্ষম হয়। উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলি যেগুলির রেফারেন্স উপরে দেওয়া হয়েছে তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এই ধরনের ত্যাগ বা অপসারণ না হলে, আইনসভা স্বাধীনভাবে তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে এবং কতটা কর্তৃত্ব অর্পণ করা উচিত বা কতদিনের জন্য এই ধরনের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত তা আদালতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার নয়। অবিরত করা উচিত আমি এও একমত যে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন অবশ্যই তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতার পরিধির মধ্যে থাকবে এবং এটি সেই পরিধির বাইরে যেতে পারবে না। কিন্তু আমি কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না, নীতিগতভাবে বা কর্তৃত্বে সম্মানের সাথে একটি আইনের মধ্যে কাল্পনিক পার্থক্যের জন্য

একটি বিষয় এবং একটি আইন যে বিষয়ের সাপেক্ষে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে। প্রকৃতপক্ষে, এটি হজ বনাম দ্য কুইন-এ লর্ড ফিটজ-জেরাল্ডের পর্যবেক্ষণের বিরোধিতা করে যা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি। আমার মতে, একটি বিষয়ের বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার মধ্যে একটি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা সেই বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করে। আরও 'এটি উল্লেখ করা উচিত যে (i) পরিবহন শ্রমিক আইনটি যুদ্ধের সময় বা প্রাক্কালে পাস করা কোনও জরুরি ব্যবস্থা ছিল না তবে ১৯২৮-১৯২৯ সালে পাস করা একটি শান্তিকালীন আইন ছিল এবং (ii) এই আইনের ধারাটিকে অস্বীকার করা হয়েছে। গভর্নর-জেনারেলকে প্রবিধান প্রণয়নের জন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এবং আমেরিকান সিদ্ধান্তের ভাষা ব্যবহার করার জন্য শুধুমাত্র সেই বিষয়গুলি গণনা করা হয়েছে, যে বিষয়গুলির মধ্যে কোনও বিষয়ে কোনও নীতি নির্ধারণ করা হয়নি বা কোনও মান সেট করা হয়নি। যার জন্য তাই অনুমোদিত প্রবিধানগুলি মেনে চলতে হয়েছিল৷ এবং তবুও অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্ট সেই ধারাটির বৈধতা বহাল রাখতে কোন অসুবিধা পায়নি। বিচারপতি অস্বীকার করতে পারেননি, ১২৩ পৃষ্ঠায়, এই ধারাটিকে তিনি আইন হিসাবে বর্ণনা করেছেন , কমনওয়েলথ কিন্তু পরিস্থিতির পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে এই ধারাটিকে অন্যান্য দেশের সাথে বা রাজ্যগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি আইন হিসাবেও বর্ণনা করা যেতে পারে। বিজ্ঞ বিচারকের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে, তিনি যে পরিস্থিতির উল্লেখ করেছেন তা কেবল উপলক্ষ হতে পারে এবং সম্ভবত ধারা দ্বারা প্রণীত ক্ষমতা অর্পণের জন্য কিছু ন্যায্যতা হতে পারে। ধারাটি প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা ছাড়া আর কিছুই করেনি। এটি কোনো নীতি বা মান নির্ধারণ করেনি। এটি ছিল বিশুদ্ধভাবে এবং সহজভাবে যাকে তিনি আইনী ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি আইন বলেছেন এবং অন্য কিছু নয় এবং তার শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে, যদি এটি সঠিক হয় তবে এটিকে অবৈধ বলে ধরে নেওয়া উচিত ছিল। এটা বলা ভাষার চাপ ছিল যে ধারা ৩ সেখানে উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি আইন ছিল। আমার মতে, ধারা ৩ শুধুমাত্র সরল এবং যৌক্তিক ভিত্তিতে সমর্থন করা যেতে পারে যে স্ব-ইফেসমেন্ট প্রতিনিধিত্বের স্বল্পতা অনুমোদিত ছিল।

ক্রফট বনাম ডানফি (১) এই নীতিটি পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে ঔপনিবেশিক আইনসভা তার নিজস্ব পরিধির মধ্যে সার্বভৌম ছিল এবং যদি আইনটি তার আইনসভার মধ্যে থাকেযোগ্যতা আর কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন ছিল না। ১৬৩ পৃষ্ঠায় লর্ড ম্যাকমিলান বলেছেন:-

"একবার এটি পাওয়া যায় যে আইন প্রণয়নের একটি নির্দিষ্ট বিষয় সেইগুলির মধ্যে রয়েছে যার উপর ডোমিনিয়ন পার্লামেন্ট দক্ষতার সাথে কানাডার শান্তি, শৃঙ্খলা এবং ভাল সরকারের জন্য বা ব্রিটিশ উত্তরের ধারা ৯১-এ গণনা করা নির্দিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে একটি হিসাবে আইন প্রণয়ন করতে পারে। আমেরিকা আইন, তাদের লর্ডশিপগুলি সম্পূর্ণ সার্বভৌম রাষ্ট্রের আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ব্যতীত অন্য কোনও বিবেচনায় এই জাতীয় আইনের অনুমোদিত সুযোগকে সীমাবদ্ধ করার কোনও কারণ দেখতে পায় না।"

শ্যানন বনাম লোয়ার মেইনল্যান্ড ডেইরি প্রোডাক্টস বোর্ডের (২) কেসটি ন্যাচারাল প্রোডাক্ট মার্কেটিং (ব্রিটিশ কলাম্বিয়া) অ্যাক্ট, ১৯৩৬-এর সাথে সম্পর্কিত ছিল, যা লেফটেন্যান্ট-গভর্নর ইন কাউন্সিলকে একটি কেন্দ্রীয় বিপণন বোর্ড গঠন করতে সক্ষম করেছিল যেকোনো প্রাকৃতিক পণ্যের পরিবহন, প্যাকিং, স্টোরেজ এবং বিপণনের নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং স্কিম পরিচালনার জন্য বিপণন বোর্ড গঠন করা এবং লাইসেন্স ফি নির্ধারণ ও সংগ্রহ করার ক্ষমতা সেই বোর্ডগুলোর হাতে ন্যস্ত করা। এটা উল্লেখ করা উচিত যে আইনটি এমনকি লেফটেন্যান্ট-গভর্নর ইন কাউন্সিলের দ্বারা আইন প্রণয়ন ক্ষমতার উপ-অর্পণ করার অনুমতি দিয়েছে। আবেদনকারীরা দুগ্ধ খামারি ছিলেন এবং একটি দুধ বিপণন প্রকল্পের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তারা অবশ্য বোর্ডের কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা একটি ঘোষণার জন্য একটি মামলা দায়ের করেছে যে এই আইনটি প্রাদেশিক আইনসভার "ক্ষমতা বহির্ভূত"। প্রিভি কাউন্সিলে আইনটির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল কাউন্সিলের লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কাছে আইনী ক্ষমতা অর্পণ করার কারণে এবং পরবর্তীতে বিপণন বোর্ডের কাছে। বোর্ডের রায় প্রদানকারী লর্ড অ্যাটকিন পৃষ্ঠা নং ৭২২ এ :-

"তৃতীয় আপত্তি হল যে প্রতিনিধিত্ব করা প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষমতার মধ্যে নেই

(১) [১৯৩৩] এ.সি . ১৫৬; এ.আই.আর. . ১৯৩৩ পি.সি. ১৬.

(২) [১৯৩৮] এ.সি. ৭০৮; এ.আই.আর. ১৯৩৯ P.C. ৩৬.

কাউন্সিলে লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কাছে তথাকথিত আইনী ক্ষমতা, বা তাকে আরও প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা দেওয়া। যে অধিকারগুলি প্রাদেশিক আইনসভা ভোগ করে সেই বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির শ্রেণীগুলির মধ্যে পড়ে যেগুলির সাথে সম্পর্কিত সংবিধান আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করেছে৷ তার নির্ধারিত ক্ষেত্রের মধ্যে প্রাদেশিক আইনসভা অন্যান্য সংসদের মতোই সর্বোচ্চ; এবং এই আইনে থাকা আইনসভা, প্রাদেশিক, ডোমিনিয়ন এবং ইম্পেরিয়াল, বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থাকে অনুরূপ ক্ষমতা অর্পণ করেছে এমন অসংখ্য ঘটনাকে গণনা করার চেষ্টা করা অপ্রয়োজনীয়।"

এটি লক্ষণীয় যে প্রিভি কাউন্সিল শুধুমাত্র একটি একক প্রতিনিধি দলের বৈধতাকে সমর্থন করেনি বরং ক্ষমতার একটি সাব-ডেলিগেশনের বৈধতাও বহাল রাখে।

উইশার্ট বনাম ফ্রেজার (১) এ আপীলকারীকে রেজিস্ট্রেশনের অধীনে একটি অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। জাতীয় নিরাপত্তা আইন, ১৯৩৩ এর ধারা ৫ এর অধীনে অস্ট্রেলিয়ার গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত জাতীয় নিরাপত্তা (কেন্দ্রীয়) প্রবিধান ১৯৩৯-১৯৪০ এর ৪১। এই ধারাটি নিরাপত্তার জন্য প্রবিধান প্রণয়নের জন্য গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলকে ক্ষমতা প্রদান করে। জননিরাপত্তা এবং কমনওয়েলথ এবং কমনওয়েলথের অঞ্চলগুলির প্রতিরক্ষা এবং যুদ্ধের আরও কার্যকর বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় বা সুবিধাজনক সমস্ত বিষয় নির্ধারণের জন্য। এটি লক্ষ্য করা হবে যে বিভাগটি শুধুমাত্র গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলকে জননিরাপত্তা ইত্যাদি সুরক্ষিত করার জন্য প্রবিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম করেছে, কিন্তু কোনো নীতি নির্ধারণ করেনি বা প্রবিধানগুলি মেনে চলতে হবে এমন কোনো মান নির্ধারণ করেনি। বিভাগটি কানাডিয়ান ওয়ার মেজারস অ্যাক্ট, ১৯১৪-এর ধারা ৬-এর চেয়েও বেশি সাধারণ ছিল, যা জননিরাপত্তা ইত্যাদির উল্লেখ করার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় গণনা করেছিল যেগুলির বিষয়ে প্রবিধান তৈরি করতে হবে। রিচ এ.সি.জে., যার সাথে স্টার্ক জে. একমত হয়েছিল, মনে করেছিলেন যে ভিক্টোরিয়ান স্টিভেডোরিং এবং সাধারণ চুক্তিতে আদালতের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিষয়টি শেষ হয়েছে

(১) (১৯৪১) ৬৪ সি .এল.আর. ৪৭০।

কোম্পানি বনাম ডিগনান(১)। পরামর্শের জন্য যে ধারা ৫-এ বিষয়-বস্তুর এত ফাঁক বা অনিশ্চয়তা ছিল যে আইনটি নৌ ও সামরিক প্রতিরক্ষা বা আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অন্য কোনও প্রধানের ক্ষেত্রে আইন হিসাবে বলা যায় না,বিচারপতি ডিক্সন পৃষ্ঠা ৪৮৫ তে নিম্নলিখিত উত্তর দিয়েছে:-

"এই পরামর্শটি টিকিয়ে রাখা যায় না। একটি দেশের প্রতিরক্ষা বিশেষভাবে নির্বাহী বিভাগের উদ্বেগ, এবং যুদ্ধে প্রয়োজনীয়তা এত বেশি, এত বৈচিত্র্যময় এবং এত জরুরি এবং সাধারণতা ক্ষমতার একটি বৈশিষ্ট্য যা এটি অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। ধারা ৫ স্পষ্টভাবে যুদ্ধের প্রসিকিউশন নির্দেশিত এবং বৈধ প্রতিরক্ষা শক্তির অনুশীলন।"

অন্যান্য বিজ্ঞ বিচারকরাও একই মত পোষণ করেন। যে পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষা ক্ষমতার অধীনস্থ আইনী ক্ষমতা অর্পণ করার জন্য বৃহত্তর অক্ষাংশের প্রয়োজন তা এই অনুমিত প্রয়োজনীয়তার কোন উত্তর নয় যে আইনটি অবশ্যই নীতি নির্ধারণ করবে।

রাসায়নিক ইত্যাদি সম্পর্কিত নিয়মাবলীর বৈধতার রেফারেন্সের ক্ষেত্রে (২) যুদ্ধ ব্যবস্থা আইন, (কানাডার সংশোধিত সংবিধির ২৮৬, ১৯২৭) থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। সংশোধিত আইনের ধারা ৩ যুদ্ধ ব্যবস্থা আইনের ধারা ৬ এর মতো প্রায় একই শর্তে ছিল যা জর্জ এডউইন গ্রের মামালার (৩) ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছিল। এই ধারাটি গভর্নর-ইন-কাউন্সিলকে এই ধরনের কাজ এবং জিনিসগুলি করার এবং অনুমোদন করার এবং এই ধরনের আদেশ ও প্রবিধান করার ক্ষমতা দিয়েছে কানাডার নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, শান্তি, শৃঙ্খলা এবং কল্যাণের জন্য বাস্তব বা গ্রেফতারকৃত যুদ্ধের অস্তিত্ব প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। পূর্বোক্ত বিধানগুলির সাধারণত্বের প্রতি পূর্বাভাস না রেখে, বিভাগটি বেশ কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় নির্ধারণ করেছে যার উপর প্রবিধান তৈরি করা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে ওয়ার মেজারস অ্যাক্ট, ১৯১৪-এর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়নি কারণ জর্জ এডউইন গ্রে-এর মামলায় (৩) তা বহাল ছিল। প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছিল যে রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণটি কাউন্সিলের গভর্নর-জেনারেলকে দেওয়া ক্ষমতার "ক্ষমতা বহির্ভূত" ছিল কিনা

(১) (১৯৩১) ৪৬ সি.এল.আর. ৭৩. (৩) ৫৭ এস.সি .আর ১৫০
(২) (১৯৪৩) এস.সি.সি. ১; (১৯৪৩) ২ ডি .এ ল. আর. ২৪৮।

পরবর্তীতে অধস্তন সংস্থাগুলিকে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে। ১২ পৃষ্ঠায় প্রধান বিচারপতি ডাফ বলেছেন:-

"কার্যনির্বাহী সরকারকে বিবেচনা করার জন্য বলা যেতে পারে এমন অন্য কোনো ব্যবস্থার ক্ষেত্রে, এই ধরনের অধীনস্থদের নিয়োগ করা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় বা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা হয় কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব তার উপর নির্ভর করে। সংস্থাগুলি এবং তাদের ক্ষমতা কী হবে তা নির্ধারণ করা।

"অবশ্যই, সর্বদা অপব্যবহারের কিছু ঝুঁকি থাকে যখন ব্যাপক ক্ষমতা সাধারণভাবে পুরুষদের কারো কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। যুদ্ধ ব্যবস্থা আইনের অধীনে কার্যনির্বাহী কার্যের চূড়ান্ত দায়িত্ব সংসদের উপর বর্তায়। সংসদ তার কোনো ক্ষমতা ত্যাগ করে না, কার্যনির্বাহী, আইনগত বা সাংবিধানিক এর উপর এর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।"

বিচারপতি রিনফ্রীত ১৭ পৃষ্ঠায় পর্যবেক্ষণ করেছেন :-

"যুদ্ধ ব্যবস্থা আইন দ্বারা গভর্নর-ইন-কাউন্সিলকে প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি একটি আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করে, আইন প্রণয়ন করার একটি কর্তৃপক্ষ যেমন যুদ্ধের কারণে প্রয়োজনীয় এবং পরামর্শযোগ্য বলে মনে করা উচিত; এবং সেই সীমার মধ্যে কাজ করার সময়, গভর্নর-ইন-কাউন্সিলের কাছে আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত হয় যতটা বড় এবং একই প্রকৃতির সংসদের মতো: (লর্ড সেলবোর্ন দ্য কুইন বনাম বুরাহ আইনের পরিধির মধ্যে যার দ্বারা তার কর্তৃত্ব পরিমাপ করা হয়, গভর্নর-ইন-কাউন্সিলকে একই ক্ষমতা দেওয়া হয় যা সংসদে ন্যস্ত থাকে।

হজ বনাম দ্য কুইন থেকে অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করার পরে, (১) বিজ্ঞ বিচারক পৃষ্ঠা ১৮ এ এগিয়ে যান :-

"পার্লামেন্ট তার সাধারণ আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ত্যাগ করেনি। এটি নিজেকে প্রত্যাখ্যান করেনি, যেমনটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি নিয়ন্ত্রণ পরিত্যাগ করার কোন অভিপ্রায় ইঙ্গিত করেনি এবং প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণ পরিত্যাগ করেনি। অধস্তন যন্ত্র, যা এটি ব্যবহার করার জন্য তৈরি করেছে। ক্ষমতা, তার আনুষ্ঠানিক অস্তিত্ব অব্যাহত রাখার জন্য সরাসরি সংসদের কাছে দায়বদ্ধ থাকে।"

(১) (১৮৮৩) এল.আর. ৯ অ্যাপ। কাস। ১১৭।

বিজ্ঞ বিচারক এজেন্সির মতবাদের নিষ্পত্তি করেছেন নিম্নরূপ:-

"ম্যাক্সিম "ডেলিগেটাস নন পোটেস্ট ডেলিগার" হল এজেন্সির আইনের একটি নিয়ম। এতে সংসদের সংবিধি দ্বারা প্রদত্ত আইন প্রণয়নের কোনো কর্তৃত্বের উল্লেখ নেই। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিনিধি দলের ক্ষমতা একেবারে অপরিহার্য, যে পরিস্থিতিতে যুদ্ধ ব্যবস্থা আইন একটি কার্যকরী আইনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এই আইনের পরিধির মধ্যে গভর্নর-ইন-কাউন্সিল, একটি প্রতিনিধি নয় এই আইনটি সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে গঠন করে, এবং এটি নির্ধারিত সীমার মধ্যে আইন প্রণয়ন করতে পারে, তাই এটি আইন প্রণয়ন বা প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে।"

বিচারপতি ডেভিস পৃষ্ঠা ২৫-২৬-এ একই নীতির পুনরাবৃত্তি করেছেন :-

"তবে আমাদের সাংবিধানিক সরকার ব্যবস্থার সুরক্ষা ভালভ অক্ষত রয়েছে। সংসদ নিজেকে কার্যকর করেনি। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে হাউস অফ কমন্সের বাস্তবিক অর্থে, যুদ্ধ ব্যবস্থা আইন সংশোধন বা বাতিল করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। অথবা কাউন্সিলের যে কোন আদেশ তার বিধান অনুযায়ী গৃহীত হয়েছে তা অকার্যকর করা।

একই প্রভাবে বিচারপতি কের্বিন পৃষ্ঠা ৩০ এ নিরীক্ষণ করেন :-

"যদি কোন সময়ে সংসদ বিবেচনা করে যে গভর্নর-ইন-কাউন্সিলকে একটি মহান ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে তার প্রতিকার তার নিজের হাতে রয়েছে।"

আমরা দেখেছি যে শুননের মামলার ক্ষেত্রে (১) কাউন্সিলের লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে দেওয়া ক্ষমতা স্পষ্টভাবে আরও প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করে। এবং তবুও প্রিভি কাউন্সিল আইনটিকে সমর্থন করেছিল। যদি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নিজের মধ্যেই অর্পণ করার ক্ষমতা থাকে তবে যৌক্তিকভাবে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার দানকারীরও তাকে অর্পিত ক্ষমতার বিষয়বস্তুর অংশ হিসাবে অর্পণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে। শেষ কানাডিয়ান মামলায় বিজ্ঞ বিচারকদের দ্বারা গৃহীত যুক্তি আমার কাছে পুরোপুরি যৌক্তিক বলে মনে হয়।

(১) [১৯৩৮] এ.সি. ৭০৮, এ.আই.আর. ১৯৩৯ পি.সি. ৩৬.

কিং-এম্পেরর বনাম বেনোয়ারি লাল সরমা(১) কেসটি যত্নশীল বিবেচনার প্রয়োজন। ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এর নবম তফসিলে নির্ধারিত ধারা ৭২, ভারত ও বার্মা (জরুরি বিধান) আইন, ১৯৪০-এর সাথে পঠিত, গভর্নর-জেনারেলকে "জরুরি পরিস্থিতিতে" জন্য "অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন ও জারি করার জন্য" অনুমোদন দেয়। ব্রিটিশ ভারতের শান্তি, শৃঙ্খলা এবং ভাল সরকার বা তার যে কোনও অংশ" এবং আরও শর্ত ছিল যে "এভাবে প্রণীত যে কোনও অধ্যাদেশ..... ভারতীয় আইনসভা কর্তৃক গৃহীত আইনের মতো আইনের বল থাকবে। .এই ধারা দ্বারা তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে ২রা জানুয়ারী, ১৯৪২-এ গভর্নর-জেনারেল, ১৯৪২ সালের ২ নং অধ্যাদেশ জারি করেন যাকে বিশেষ ফৌজদারি আদালত অধ্যাদেশ বলা হয়। অধ্যাদেশের প্রস্তাবনাটি আবৃত্তি করে যে "একটি জরুরি অবস্থা দেখা দিয়েছে যার ফলে বিশেষ ফৌজদারি আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন৷" ধারা ১(৩) দ্বারা আইনটি যে কোনও প্রদেশে কার্যকর হতে হয়েছিল "কেবল যদি প্রাদেশিক সরকার, যে কোনও বিশৃঙ্খলা থেকে উদ্ভূত জরুরি অবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়। সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এটি প্রদেশে বলবৎ বলে ঘোষণা করে এবং যখন এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করা হয় তখন তা বলবৎ থাকবে না।" ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, ধারা ৫, ১০ এবং ১৬ প্রদান করে যে একজন বিশেষ বিচারক , একটি বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট এবং একটি সংক্ষিপ্ত আদালতের এই ধরনের অপরাধ বা অপরাধের শ্রেণী বা এই ধরনের মামলা বা শ্রেণী বা মামলার বিচার করা উচিত যেমন প্রাদেশিক সরকার বা ক্রাউনের একজন কর্মচারী সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে সরাসরি- ধারা ২৬ কেড়ে নেয়। এই আদালতের যেকোনো একটি আদেশের বিষয়ে আপিল বা পুনর্বিবেচনার অধিকার। উত্তরদাতারা, যারা সকলেই পুলিশ সদস্য, যশোরের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট তাদের দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং পুলিশ বাহিনীতে অসন্তোষ সৃষ্টি করার জন্য দাঙ্গা, হামলা এবং পক্ষপাতমূলক কাজ করার অভিযোগে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। তারা রিভিশনের আবেদন নিয়ে হাইকোর্টে এসে যুক্তি দেখিয়েছেন যে অধ্যাদেশটি গভর্নর-জেনারেলের ক্ষমতার "ক্ষমতা বহির্ভূত" ছিল। এটি নীচের আদালতগুলিতে উপেক্ষা করা হয়েছিল

(১) (১৯৪৪) ৭২ আই.এ. ৫৭; [১৯৪৫] এফ.সি.আর. . ১৬১।

অর্ডিন্যান্সটি যদি চরম অপকর্ম হয়ে থাকে তাহলে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত আদৌ কোনো আদালত ছিল না এবং তাই প্রদত্ত আদেশ সংশোধনের প্রশ্নই উঠতে পারে না। এমন একটি অবৈধ সংস্থার দ্বারা। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৯১ এর অধীনে অবশ্যই সঠিক প্রক্রিয়াটি এগিয়ে যাওয়া ছিল। হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়, অর্ডিন্যান্সটি "ক্ষমতা বহির্ভূত"। ভারতের ফেডারেল কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে নিশ্চিত করেছে। ক্রাউন প্রিভি কাউন্সিলের কাছে যায়। যদিও ১৯৪২ সালের অধ্যাদেশ নং ॥ হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের পরে, ১৯৪৩ সালের অধ্যাদেশ নং XIX দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল, প্রিভি কাউন্সিল, উত্থাপিত প্রশ্নের গুরুত্ব বিবেচনা করে, অধ্যাদেশ নং-এর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪২ সালের ॥। অধ্যাদেশটি বিভিন্ন কারণে আক্রমণ করা হয়েছিল। জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত প্রশ্নে আপত্তি দু'টি। বাদ করা হয়। এটি দাবি করা হয়েছিল যে অধ্যাদেশটি অবৈধ ছিল কারণ ধারা ১ (৩) এর ভাষা দেখায় যে গভর্নর জেনারেল, প্রস্তাবনা সত্ত্বেও, জরুরী অবস্থা বিদ্যমান ছিল তা বিবেচনা করেননি তবে ভবিষ্যতে জরুরি অবস্থার জন্য বিধান করছেন বা অন্যথায় ধারাটি যাকে "অর্পিত আইন" বলা হত যার দ্বারা গভর্নর-জেনারেল, আইনি কর্তৃত্ব ছাড়াই, প্রাদেশিক সরকারের কাছে জরুরি অবস্থার অস্তিত্ব আছে কিনা তা নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে সিদ্ধান্তটি পাস করতে চেয়েছিলেন। তাদের কর্তৃত্ব এই বিরোধের জন্য কোন বৈধ ভিত্তি ছিল যে মত ছিল. ভিসকাউন্ট সাইমন, যিনি প্রিভি কাউন্সিলের রায় প্রদান করেছিলেন, ৬৫ এবং ৬৬ পৃষ্ঠায় প্রথম আপত্তির নিষ্পত্তি করেছিলেন। দ্বিতীয় আপত্তিটি মনে রাখতে হবে যে, গভর্নর-জেনারেল ধারা ১ (৩) দ্বারা প্রশ্নটি অর্পণ করেছিলেন। প্রাদেশিক সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবর্তে জরুরি অবস্থার অস্তিত্ব ছিল কি না। অতএব, আপত্তি ছিল না যে কোনো আইন প্রণয়নকারীকে সেই ক্ষমতা, ধারা ১ (৩) দ্বারা অর্পণ করা হয়নি, তবে জরুরি অবস্থার প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল। যার উপর নির্ভর করে অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের কাছে অর্পণ করা হয়েছিল। এই আপত্তিটি পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭ এ মোকাবিলা করা হয়েছে। এই বিশেষ আপত্তির রেফারেন্স দিয়েই ভিসকাউন্ট সাইমন পর্যবেক্ষণ করেছেন:-

"এটি নিঃসন্দেহে সত্য যে গভর্নর-জেনারেল, তফসিল IX এর ধারা ৭২ এর অধীনে কাজ করছেন, তাকে অবশ্যই তার উপর অর্পিত আইন প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং এটি অন্য কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে পারবেন না। কিন্তু গভর্নর-জেনারেল তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করেননি। এই বিষয়ে তার ক্ষমতা, জরুরী পরিস্থিতিতে, ভারতীয় আইনসভার ক্ষমতার মতোই বিস্তৃত যা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে, ১০২ ধারার অধীনে ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে, এমনকি একটি প্রদেশের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল। যে বিষয়গুলি অন্যথায় প্রাদেশিক আইনসভার কাছে সংরক্ষিত থাকবে তা দেখতে অক্ষম যে গভর্নর-জেনারেলের অধ্যাদেশের অধীনে প্রকৃতপক্ষে একটি বিশেষ আদালত গঠনের ক্ষেত্রে কোন বৈধ আপত্তি ছিল। অর্ডিন্যান্সের শর্তাবলী সেই সময়ে এবং বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকার দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে হওয়া উচিত এটি নিছক একটি উদাহরণ একটি অস্বাভাবিক আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা যার মাধ্যমে একটি আইনের বিধানের স্থানীয় প্রয়োগ একটি স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে রায় দ্বারা নির্ধারিত হয়।"

তারপর তার প্রভুত্ব রাসেল বনাম রানী(১) উল্লেখ করা হয়। হস্তক্ষেপকারীদের জন্য শেখা পরামর্শ উপরোক্ত অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করেছিল, এবং বিশেষ করে শুরুর বাক্যটির উপর তার যুক্তির সমর্থন যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা মোটেও অর্পণ করা যাবে না। আমি মনে করি না উপরের অনুচ্ছেদটি, সঠিকভাবে বোঝা, এই বিতর্ককে সমর্থন করে। প্রথমে উপরের পর্যবেক্ষণগুলি প্রেক্ষাপটের আলোকে পড়া উচিত। সেই অনুচ্ছেদে প্রিভি কাউন্সিল বিশেষ আপত্তি প্রত্যাহার করছিল। আমি উল্লেখ করেছি এবং যে আপত্তি প্রতিনিধিদলের সাথে সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের অস্তিত্ব হিসাবে উত্থানের অস্তিত্ব এবং আইন প্রণয়ন ক্ষমতার কোনো প্রতিনিধি দলের কাছে নয়। পরের জায়গায় এটা মনে রাখতে হবে যে ধারা ৭২ গভর্নর-জেনারেলকে আইন প্রণয়নের একটি খুব বিশেষ বা সীমিত ক্ষমতা দিয়েছে এবং সেই আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অস্তিত্ব শর্তসাপেক্ষে করা হয়েছিল জরুরি অবস্থার অস্তিত্বের উপর। গভর্নর-জেনারেল ছিলেন একমাত্র বিচারক।

(১) (১৮৮০) এল.আর. ৭ অ্যাপ। কাস। ৮২৯।

জরুরি অবস্থার অস্তিত্বের সিদ্ধান্ত যেহেতু আইন প্রণয়ন ক্ষমতার প্রয়োগ ছিল না এবং অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতাও অর্পণ করা যায়নি। এই পরিস্থিতির শুরুর বাক্যটিকে ব্যাখ্যা করে এবং আমি সেই অনুচ্ছেদটি পড়তে পারি না যা আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণযোগ্যতা সম্পর্কে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলির একটি ক্রমে বলা হয়েছিল এমন সমস্ত কিছুকে বিরক্ত করে। এই সিদ্ধান্ত, অতএব, আমাদের সামনে এখন যে প্রশ্নটি, অর্থাৎ, আইন প্রণয়ন কিনা সে বিষয়ে কোন আলোকপাত করে না যেটি ক্ষমতা আদৌ অর্পণ করা যেতে পারে এবং যদি হ্যাঁ, তা কতটুকু করা যেতে পারে।

আমি প্রিভি কাউন্সিল এবং অন্যান্য আদালতের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করার ঝুঁকিতে রয়েছি এখন আমাদের সামনে প্রশ্নটি বহন করছে কারণ তাদের মধ্যে কোনকিছু আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয় বরং আমি বিশ্বাস করি যে তারা আমাদের আইনি নীত সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম করে। আমি মনে করি তাদের থেকে নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুমান করা সম্ভব: -

(ক) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোনো আইন দ্বারা বা তার অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোনো আইনসভা কোনো অর্থেই ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধি নয়;

(খ) এই জাতীয় আইনসভার ক্ষমতা সেই আইন দ্বারা পরিসীমাবদ্ধ হয় যার দ্বারা এটি গঠিত হয় এবং আইনসভা এটির বাইরে যেতে পারে না, তবে এর পরিধির মধ্যে এটি সর্বোচ্চ এবং এর ক্ষমতা ততটাই বিশাল এবং একই প্রকৃতির ব্রিটিশ পার্লামেন্ট;

(গ) ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদ বা এজেন্সির তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত নন-ডেলিগেশনের নীতিটি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি আইন দ্বারা গঠিত আইনসভাগুলিতে কোন প্রয়োগ নেই;

(ঘ) যে সমস্ত শর্তগুলির সাথে সরকারগুলিকে মোকাবেলা করতে হয় তার বর্তমান জটিলতার মধ্যে, প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় এবং আনুষঙ্গিক এবং এর বিষয়বস্তুর একটি উপাদান;

(ঙ) অর্পিত ক্ষমতার অধীনে সম্পাদিত আইনের ক্রিয়াকলাপ সরাসরি এবং অবিলম্বে আইনের অধীনে এবং যে আইন দ্বারা ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল এবং এর কার্যকারিতা সেই পূর্ববর্তী আইনে উল্লেখযোগ্য;

(চ) যদি আইনসভা যা করে তা হল ইতিবাচক শব্দের সাধারণ সুযোগের মধ্যে আইন প্রণয়ন যা ক্ষমতা দেয়, এবং যদি এটি কোন প্রকাশ শর্ত লঙ্ঘন না করে বা বিধিনিষেধ যার দ্বারা সেই ক্ষমতা সীমিত, তাহলে আদালতের জন্য আরও অনুসন্ধান করা বা গঠনমূলকভাবে সেই শর্ত বা নিষেধাজ্ঞাগুলিকে বড় করা নয়;

(ছ) যে আইনসভা তার নির্ধারিত ক্ষেত্রের মধ্যে কাজ করার সময়, এখানে উল্লেখ করা ব্যতীত, তার প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতার কোন মাত্রা বা সীমা নেই আইনসভার ক্ষমতা, এটা নির্ধারণ করা আইনসভার জন্য যে এটি কতদূর অধস্তন সংস্থাগুলির সাহায্য চাইতে হবে এবং কতক্ষণ এটি তাদের চালিয়ে যেতে হবে এবং আদালতের জন্য আইনসভার প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতার কোনো সীমা নির্ধারণ করা নেই; এবং

(জ) যে অর্পণ ক্ষমতা শুধুমাত্র সেই যোগ্যতার সাপেক্ষে যে আইনসভা নিজেকে ত্যাগ করতে বা বিলুপ্ত করতে পারে না, অর্থাৎ, তার নিজস্ব ক্ষমতা অক্ষত না রেখে, নিজের ক্ষমতা তৈরি করতে এবং প্রদান করতে পারে না। নতুন আইন প্রণয়ন ক্ষমতা আইন দ্বারা তৈরি বা অনুমোদিত নয় যার কাছে এটির নিজস্ব অস্তিত্ব রয়েছে।

উপরের প্রস্তাবগুলির মধ্যে, (ক) এবং (খ) আমাদের সামনে গুরুত্ব সহকারে প্রশ্ন করা হয়নি তবে বিতর্কটি (গ) থেকে (জ) বৃত্তাকারে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

এটা স্বীকার করা হয় যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তার সমস্ত আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা, আইন প্রণয়ন বা নির্বাহীর কাছে হস্তান্তর করতে পারে এবং এর ফলে নিজেকে ধ্বংস করে দিতে পারে, কিন্তু এটা দাবি করা হয় যে এটি সবই করতে পারে কারণ এটি একটি সর্বোচ্চ সর্বশক্তিমান এবং সার্বভৌম। আইনসভা একটি ডোমিনিয়ন আইনসভা, এটি উল্লেখ করা হয়েছে, একটি অ-সার্বভৌম সংস্থা এবং তাই, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধিকারী সার্বভৌমত্বের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার দাবি করতে পারে না। সার্বভৌম ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং একটি অ-সর্বভৌম পার্লামেন্টের মধ্যে আটটি বেশ কয়েকটি পয়েন্টের কম নয়। - সার্বভৌম ডোমিনিয়ন আইনসভা আমাদের নজরে আনা হয়েছে এবং আমাদের সামনে বেশ কয়েকটি পাঠ্য বই এবং বিচারিক সিদ্ধান্ত উদ্‌ধৃত করা হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে ডোমিনিয়ন আইনসভা সার্বভৌম হতে পারে না যে অর্থে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সার্বভৌম, পূর্বের ক্ষমতার জন্য, তাদের ক্ষমতার বিপরীতে।

তার নিজস্ব বলয়ের মধ্যে ডোমিনিয়ন আইনসভা সর্বোচ্চ এবং এর ক্ষমতা, শব্দগুলিকে চিহ্নিত করুন, "বৃটিশ পার্লামেন্টের মতোই বড় এবং একই প্রকৃতির"। প্রফেসর ডিসি, এটা সত্য, উপরে উদ্‌ধৃত কর্তৃপক্ষের ১৪৯-১৫০ পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে যন্ত্র দ্বারা এটি গঠন করা হয়েছে তার দ্বারা পরিসীমাবদ্ধ। এটি এলাকা বা এর জন্য নির্দিষ্ট পরিধির বাইরে কিছু করতে পারে না। কিন্তু তার সংবিধানের আইন, ৯ তম সংস্করণ, একটি ফেডারেল সংবিধানের অধীনে একটি আইনসভাকে "শুধুমাত্র একটি অধস্তন আইন-প্রণয়নকারী সংস্থা হিসাবে বর্ণনা করেছে, যার আইনগুলি উপ-আইনের প্রকৃতির, সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত কর্তৃত্বের মধ্যে বৈধ থাকাকালীন কিন্তু অবৈধ বা অসাংবিধানিক যদি তারা এই ধরনের কর্তৃত্বের সীমা অতিক্রম করে।" তিনি, নিঃসন্দেহে, এই জাতীয় আইনসভাকে একটি অ-সার্বভৌম সংস্থা হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন এবং এর আইনগুলিকে একটি রেলওয়ে কোম্পানির উপ-আইনের সাথে তুলনা করেছেন। কিন্তু মেরিটাইম ব্যাঙ্ক অফ কানাডা বনাম নিউ ব্রান্সউইকের রিসিভার-জেনারেল (১) এর লিকুইডেটর-এ যার উল্লেখ ইতিমধ্যে করা হয়েছে, লর্ড ওয়াটসন স্পষ্টভাবে জোর দিয়েছিলেন যে একটি ঔপনিবেশিক আইনসভার মর্যাদা "কোনোভাবেই একটি ঔপনিবেশিক আইনসভার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। পৌর প্রতিষ্ঠান।" প্রকৃতপক্ষে ডাইসি নিজেই ১১২ পৃষ্ঠায় স্বীকার করেছেন যে "ঔপনিবেশিক আইনসভাগুলি, সংক্ষেপে, তাদের নিজস্ব বলয়ের মধ্যে, ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের অনুলিপি।" ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাংবিধানিক আইনে জেনিংস এবং ইয়ং (১৯৩৮ সংস্করণ), ৩০ পৃষ্ঠায় বলেছেন:-

"এটি বলা হয়েছে যে একটি ঔপনিবেশিক আইনসভা 'তার ক্ষমতার মধ্যে সার্বভৌম'। একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কাছে এই বাক্যাংশটি অর্থহীন, তবে এটি একটি সুবিধাজনক উপায় যে কোনও উপনিবেশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুশাসনের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা যে কোনও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা। যুক্তিসঙ্গত বা অযৌক্তিক, কাম্য বা অবাঞ্ছিত ধরনের আইন প্রণয়ন।"

এই লেখকদের মতে "এই নীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ যে একটি ঔপনিবেশিক আইনসভা 'তার ক্ষমতার মধ্যে সার্বভৌম', তবে, আইন প্রণয়ন ক্ষমতা হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে।" তারা বলে যে "একটি ঔপনিবেশিক আইনসভা, তার ক্ষমতার মধ্যে, ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের মতো একই ধরণের আইন পাস করতে পারে এবং তাই এটি অধস্তনদের ক্ষমতায়ন করতে পারে।

(১) [১৮৯২] এ.সি. ৪৩৭।

সংক্ষেপে, ইংরেজ বিচারকগণ একটি ঔপনিবেশিক আইনসভাকে ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের প্রতিরূপ বা প্রতিরূপ হিসেবে গণ্য করতেন এবং এটিকে তার নিজস্ব বলয়ের মধ্যে, সর্বোচ্চ ও সার্বভৌম ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সমস্ত গুণাবলি, যার প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করে। এর আইন-প্রণয়ন কার্যাবলী হজ বনাম রানী (সুপ্রা) লর্ড ফিটজ-জেরাল্ড প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতাকে "আইন প্রণয়নের আনুষঙ্গিক" হিসাবে গণ্য করেছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে প্রতিনিধিত্বের এই ক্ষমতাটিই ছিল পাওয়েল বনাম অ্যাপোলো ক্যান্ডেল কোম্পানিতে (সুপ্রা) জর্জ এডউইন গ্রে (1), প্রতিনিধি দল যা "ত্যাগের সংক্ষিপ্ত" ছিল তা বহাল রাখা হয়েছিল।, ইভাট জে. ভিক্টোরিয়ান স্টিভডোরিং অ্যান্ড জেনারেল কন্ট্রাক্টিং কোম্পানি বনাম ডিগনান (সুপ্রা) স্বীকার করেছেন যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতাকে প্রতিনিধিত্ব বা উপ-প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে আপত্তিকে শ্যাননের ক্ষেত্রে (২) প্রাদেশিক আইনসভার "অধিকারের ধ্বংসাত্মক" হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। রাসায়নিক ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রবিধানের বৈধতার উল্লেখ (৩), আইনী ক্ষমতার একটি উপ-প্রতিনিধিও বহাল ছিল। যদি আইনসভার প্রতিনিধিত্বের কোনো ক্ষমতা না থাকে, তাহলে আইনসভা কীভাবে কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে বিধি, প্রবিধান ও উপ-আইন তৈরির ক্ষমতা দিতে পারে? এতে কোন সন্দেহ নেই যে প্রকৃত আইন প্রায়শই অধস্তন যন্ত্র দ্বারা এবং জনগণের আচরণ নিয়ন্ত্রণ, কর আরোপ, অপরাধ সৃষ্টি এবং জরিমানা প্রদানের মাধ্যমে তৈরি হয়। স্যার সিসিল কার সাব-অর্ডিনেট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত নিয়ম ও প্রবিধানকে ইংরেজি আইনের "সবচেয়ে বড় অংশ" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এমনকি ক্ষমতার পৃথকীকরণের মতবাদের দেশেও যেখানে কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সার্বভৌম নয় কিন্তু সংবিধানের দ্বারা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, প্রতিনিধিদলের বিরুদ্ধে নিয়মের ব্যতিক্রমগুলি আমেরিকান বিচারক এবং আইনবিদদের দ্বারা স্বীকৃত এবং অনুমোদিত হতে হয়েছে। ভারতীয় আইনসভা, যেমনটি কার্যনির্বাহী দ্বারা আধিপত্য ছিল, একই আলোকে ঔপনিবেশিক আইনসভা হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। অতএব, ব্রিটিশ সংসদের মতো সার্বভৌম আইনসভা না হলেও ভারতীয় আইনসভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতায় প্রতিনিধিদলের ক্ষমতার অস্তিত্ব স্বীকার না করে কেউ থাকতে পারে না।

(১) ৫২ এস. সি.আর আইএসও।

(২) [১৯৩৮) এ সি ৭০৮।

(৩) (১৯৪৩) এস.সি.আর (কানাডা) আই।

এই ছাড়টি অবশ্য কিছু লোক প্রকাশ্যে স্বীকার করে না এবং তারা গোঁড়ামি ভঙ্গি করে এটিকে আড়াল করতে চায় যে যে বিষয়গুলি প্রায়শই অর্পণ করা হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা নয় তবে কেবলমাত্র ছোটখাটো কাজ যা অর্পণ করা যেতে পারে। প্রথমত, ধরে নিই যে এগুলো প্রকৃত অর্থে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নয়, এমনকি সেই ছোটখাটো বিষয়গুলোকে অর্পণ করার ক্ষমতা কোথা থেকে আসে? উত্তরটি অবশ্যই হতে হবে যে প্রতিনিধিত্বের এই ক্ষমতাটি "আইন প্রণয়নের আনুষঙ্গিক" হিসাবে লর্ড ফিটজ-জেরাল্ড বলেছেন এবং তাই, আইন প্রণয়ন ক্ষমতার বিষয়বস্তুর একটি অংশ। পরবর্তী স্থানে, এতে কোন সন্দেহ নেই যে আইনসভা নিজেই ছোটখাটো কাজগুলি করতে পারে, যেমন, অন্য কোনও ব্যক্তি বা সংস্থাকে সেগুলি করার ক্ষমতা অর্পণ করার পরিবর্তে নিয়ম, প্রবিধান এবং উপ-আইন ইত্যাদি তৈরি করতে পারে। যখন আইনসভা নিজেই বিধি প্রণয়ন করে, তখন এটি অস্বীকার করা যায় না যে আইনসভা তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করে, কারণ আমি আগেই বলেছি, আইনসভার কেবল আইন প্রণয়ন ক্ষমতা আছে এবং অন্য কিছু নেই। যাইহোক, যদি আইনসভা সেই ক্ষমতা একটি অধস্তন কর্তৃপক্ষকে দেয়, তাহলে কেন ক্ষমতাটি হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হবে, যা এটি ছিল, তার মূল অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যগুলি হারাবে এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অংশ হওয়া বন্ধ করে দেবে? অর্পিত ক্ষমতা একটি গৌণ প্রকৃতির হতে পারে বা আইনসভার অধিকারী আইন প্রণয়ন ক্ষমতার শুধুমাত্র একটি ভগ্নাংশ হতে পারে তবে এটি একটি আইন প্রণয়ন ক্ষমতা। ডিগনানের ক্ষেত্রে (১) এভাট জে দ্বারা নিয়ম প্রণয়নের প্রতিটি ক্ষমতাকে "নিজেই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি বুরাহর ক্ষেত্রে (২) যাকে শর্তসাপেক্ষ আইন বলা হয়েছিল, কঠোর বিশ্লেষণে, একটি ভগ্নাংশের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার প্রতিনিধি ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে, প্রফেসর কেনেডি তার কানাডার সংবিধান, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৬৩-এ শর্তসাপেক্ষ আইনকে "প্রতিনিধিদের এই রূপ" হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ১৮৬৯ সালের XXII আইনের অনুরূপ বিধান সম্বলিত বেশ কয়েকটি আইনের উল্লেখ করে যা পরবর্তীতে প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা শর্তাধীন আইনের উদাহরণ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল বুরাহর (') ক্ষেত্রে গার্থ সি. জে বলেছিলেন যে এগুলি "এক অর্থে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা হস্তান্তরের সমান, কারণ তাদের প্রত্যেকটিতে আইনসভা অন্য কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সংস্থাকে আইন ও প্রবিধানের দায়িত্ব অর্পণ করে যা এটি নিজেই তৈরি করতে পারে।"

(১) [১৯৩১] ৪৬ সি.আই.আর . ৭৩.

(২) (১৮৭৮) ৫ আই.এ. ১৭৮।

" গ্রে-এর ক্ষেত্রে (২) অ্যাংলিন জে. শর্তসাপেক্ষ আইনকে সীমিত প্রতিনিধি দলের "খুবই সাধারণ উদাহরণ" হিসেবে বিবেচনা করেছেন। চৈত্রম বনাম আয়কর কমিশনার, বিহার (৩) তে ফেডারেল কোর্ট এই মতামত প্রকাশ করেছে যে, গভর্নর যখন ভারত সরকারের আইনের ধারা ৯২(১) এর অধীনে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছিলেন তখন তিনি একটি আইনী ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন। অতএব, এটা অস্বীকার করা যায় না যে প্রতিটি আইনসভার অবশ্যই, যে কোনো ক্ষেত্রে, তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণ করার কিছু ক্ষমতা থাকতে হবে এবং এই বিবেচনা করে যে প্রতিনিধিত্বের এই ক্ষমতাটি একটি ডোমিনিয়ন আইনসভা দ্বারা প্রয়োগ করা যেতে পারে যা, অতিরিক্ত ছাড়, সার্বভৌম নয়, এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে প্রতিনিধিত্বের এই ক্ষমতা আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অন্তর্নিহিত বা আনুষঙ্গিক এবং সামগ্রিক সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য নয় যা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট করে এবং ডোমিনিয়ন আইনসভার অধিকারী নয়।

গোঁড়ামি কঠিন মরে। এটি প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় লাইনে ফিরে আসে এবং দাবি করে যে যদিও আইনসভা তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতার ক্ষুদ্র অংশগুলি অর্পণ করতে পারে, তবুও এটি তার প্রয়োজনীয় আইনী ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে না। এটি আমেরিকান সাংবিধানিক আইনের মতবাদ ছাড়া আর কিছুই নয় যা "কঠোরভাবে এবং একচেটিয়াভাবে", বা "বিশুদ্ধভাবে" বা "অত্যাবশ্যক" আইন প্রণয়ন ক্ষমতা এবং "বিশদ বিবরণ পূরণ করার", "তথ্য ও ঘটনা নিশ্চিতকরণ এবং ঘোষণা করার ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য করে। "বা" ছোটখাটো বিষয়।" যখন আমি একবার অর্পণের ক্ষমতা স্বীকার করি তখন আমি এই জাতীয় পার্থক্যের কোন যৌক্তিক ভিত্তি খুঁজে পাই না। বুরাহের ক্ষেত্রে (১)মার্কবি জে. মিঃ কেনেডির যুক্তি উল্লেখ করে ৯৮ পৃষ্ঠায় বলেছেনঃ -

"তিনি সাহসের সঙ্গে দাবি করেছিলেন যে, ভারতীয় আইন পরিষদ বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কাছে আইন প্রণয়নের কাজ হস্তান্তর করতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে, আমি তাঁকে বুঝতে পেরেছি, তিনি একমাত্র যে সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেছিলেন তা হল আইন পরিষদ আইন প্রণয়নের নিজস্ব ক্ষমতা ধ্বংস করতে পারেনি, যদিও আমি সেখানে থামার কোনও কারণ দেখছি না। আমার মনে হয়, অ্যাটর্নি জেনারেল এতদূর যেতে পারেননি।

(১) আই.এল.আর . ৩ ক্যালকাটা পি এ ১৪৩.

(২) ৫৭ এস.সি.আর . ১৫০

(৩) [১৯৪৭] এফ.সি.আর. ১১৬.

কিন্তু আমার মতে এমন কোন সংকীর্ণ প্রশ্ন নেই যা বিস্তৃত এবং সাধারণ প্রশ্নের প্রতিস্থাপিত হতে পারে যা বিদ্বান পরামর্শদাতা তুলে ধরেছেন এবং যা আমি বিবেচনা করেছি৷ সংসদের আইনে এমন কোনও শব্দ নেই যার ভিত্তিতে আইন প্রণয়নকারী কর্তৃত্বকে এক শ্রেণীর ক্ষেত্রে হস্তান্তরযোগ্য করা যেতে পারে এবং অন্য ক্ষেত্রে নয়।

একই প্রভাবের জন্য ১৭৬ পৃষ্ঠায় ইন রি জর্জ এডউইন গ্রে (১)-এ জে অ্যাংলিনের নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি রয়েছেঃ-

"এই ধরনের একটি ত্যাগের সংক্ষিপ্ত; যে কোনো সীমিত প্রতিনিধিদল একটি আইন প্রণয়নের অধিক্ষেত্রের মধ্যে বলে মনে হবে..."

যদি একবার অর্পণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলে এর অবসানের রেখা কোথায় টানা হবে এবং কে রেখাটি টানবে? লর্ড ফিটজ-জেরাল্ড হজ বনাম দ্য কুইন (২) এ বলেছেন:

"এটি কতদূর অধস্তন সংস্থাগুলির সাহায্য চাইবে এবং কতদিন এটি তাদের চালিয়ে যাবে, প্রতিটি আইনসভার বিষয় এবং আইন আদালতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় নয়।"

ব্যাক্সটার বনাম আহ ওয়ে (৩) তে, হিগিন্স জে বলেছেন যে আইনসভার "তার পরিধির মধ্যে, যেকোন সংস্থা,, যেকোন এজেন্সি, যে কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তার আইন প্রণয়ন করার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে যা তার বুদ্ধিমত্তা অনুসারে উপযুক্ত বলে মনে করে।" অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যথাযথ প্রক্রিয়া ধারার অধীনে বিচারকরা এই রেখাটি টানার ক্ষমতা নিজের উপর নিয়েছিলেন কিন্তু, যেমনটি আমরা দেখেছি, ১৮২৫ সালে মার্শাল সি.জে. স্বীকার করেছিলেন যে "রেখাটি ঠিক টানা হয়নি", এবং লামার জে ১৯১৪ সালে স্বীকার করতে হয়েছিল যে "রেখাটি সংজ্ঞায়িত করা কঠিন।" কে বলতে পারে কখন কোথায়, যদি কখনো বা আদৌ, রেখা টানা হবে? আমি সবসময় পরিবর্তনশীল এবং অধরা আমেরিকান মতবাদ অনুসরণ করার চেয়ে প্রিভি কাউন্সিলের দ্বারা বর্ণিত সহজ নীতিগুলি উপলব্ধি করা অনেক সহজ বলে মনে করি।

(১) ৫৭ এস.সি.আর. . ১৫০. (২) ৯ অ্যাপ। কাস। ১১৭।

(২) ৯ অ্যাপ। কাস। ১১৭. (৩) (১৯০৯) ৯ C.L.R. ৬২৬।

প্রকৃতপক্ষে, মার্কিন সিদ্ধান্তগুলির দ্বারা প্রস্তাবিত উপায়ে প্রতিনিধিদলকে সীমাবদ্ধ করা যৌক্তিকভাবে অসম্ভব, যার নীতিগুলি হস্তক্ষেপকারীদের জন্য শিক্ষিত পরামর্শদাতা আমাদের গ্রহণ করতে চান। যদি "প্রয়োজনীয়" আইন প্রণয়ন ক্ষমতা দ্বারা বোঝানো হয় নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা এবং যদি এটা ধরে নেওয়া হয় যে এই "প্রয়োজনীয়" ক্ষমতা অর্পণ করা যাবে না, তাহলে উপরে উল্লেখিত কিছু বিধি ও সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করা কঠিন হবে। আমি ইংরেজি জরুরী ক্ষমতা (প্রতিরক্ষা আইন) ৩ এবং ৪ জিও উল্লেখ করব না। VI, সি. ২০ বা আর. ভি. হ্যালিডে (১) এর মতো ক্ষেত্রে, সেখানে কঠোর ক্ষমতার জন্য নির্বাহী বিভাগকে অর্পণ করা হয়েছে এবং আদালত বহাল রেখেছেন এই তত্ত্বের উপর ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে একটি সার্বভৌম আইনসভা হিসাবে ব্রিটিশ সংসদ যা খুশি তা করতে পারে এবং যা-ই হোক না কেন কোনো নীতি নির্ধারণ করতে বাধ্য নয় তবে জরুরি সময়ে নির্বাহীকে একটি ফাঁকা চেক দিতে পারে। যাইহোক, ইন রি জর্জ এডউইন গ্রে (২), উইশার্ট বনাম ফ্রেজার (3) এবং রাসায়নিকের সাথে সম্পর্কিত নিয়মাবলীর বৈধতা (*) এর রেফারেন্সের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগুলি ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে কঠিন হবে। , যার সবকটিই ডোমিনিয়ন আইনের সাথে মোকাবিলা করে যা কার্যনির্বাহীকে প্রতিনিধিত্বের বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদান করে, প্রতিনিধি দলের খুব বিস্তৃত ক্ষমতার আইনী অস্তিত্বের ভিত্তিতে ছাড়া। প্রাসঙ্গিক আইনগুলিতে, যা আলোচনার জন্য এসেছিল, আইনসভা কোনও নীতি নির্ধারণ করেনি তবে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় গণনা করেছে যেগুলির বিষয়ে গভর্নর-জেনারেল প্রবিধান তৈরির জন্য অনুমোদিত। এই অসুবিধাটি হস্তক্ষেপকারীদের জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলি দ্বারা এই বলে সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছে যে এই মামলাগুলি যুদ্ধ ব্যবস্থার সাথে মোকাবিলা করা হয়েছিল এবং জাতীয় জরুরী পরিস্থিতিতে আইনসভাকে দেশের প্রতিরক্ষার জন্য তার সমস্ত ক্ষমতা নির্বাহী বিভাগের কাছে অর্পণ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই যুক্তি যে জরুরী অবস্থা একটি আইনসভার দক্ষতা বাড়াতে পারে যা আইনসভা গঠনকারী যন্ত্র দ্বারা স্থির করা হয় তা সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর এবং নীতি ও কর্তৃত্বের বিরোধী। বুরাহ এর ক্ষেত্রে (সুপ্রা) ১০১ পৃষ্ঠায় মার্কবি জে বলেনঃ

১) [১৯১৭] এ.সি. ২৬০.

(২) ৫৭ এস.সি.আর . ১৫০

(৩) (১৯৪১) ৬৪ সি.এল.আর . ৪৭০।

(৪) (১৯৪৩) এস.সি.আর (কানাডা)।

।"চরম ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগ সমস্ত আইনের ক্রিয়াকলাপ স্থগিত করতে পারে৷ কিন্তু আমি জানি না যে এই ধরনের জরুরী পরিস্থিতি কোনওভাবেই আইনসভার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে; অবশ্যই নয় যদি না আইনসভা প্রকৃতপক্ষে অপ্রতিরোধ্য হয়।"

এমনকি মার্কিন মামলাগুলিও অনুরোধ করা যুক্তিটিকে সমর্থন করে না। দ্বারা। হস্তক্ষেপকারীদের জন্য পরামর্শ। এইভাবে শেচটার বনাম ইউ. এস. (১)-এ, যার উল্লেখ ইতিমধ্যেই করা হয়েছে, হিউজেস প্রধান বিচারপতি ১৫৭৯ পৃষ্ঠায় বলেছেনঃ

"অসাধারণ পরিস্থিতি অসাধারণ প্রতিকারের জন্য যোগাযোগ করতে পারে। কিন্তু যুক্তিটি অগত্যা সাংবিধানিক কর্তৃত্বের সীমার বাইরে থাকা পদক্ষেপের ন্যায্যতা প্রমাণের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকে। অসাধারণ পরিস্থিতি সাংবিধানিক ক্ষমতা তৈরি বা প্রসারিত করে না।"

অন্টারিও বনাম কানাডা টেম্পারেন্স ফেডারেশন (২) এর জন্য অ্যাটর্নি-জেনারেল-এর ভিসকাউন্ট সাইমনের পর্যবেক্ষণগুলি একই রকম প্রভাবে রয়েছে :-

"এটি সত্য যে একটি জরুরি অবস্থা এমন একটি উপলক্ষ হতে পারে যা আইন প্রণয়নের আহ্বান জানায়, তবে এটি নিজেই আইনের প্রকৃতি, এবং জরুরি অবস্থার অস্তিত্ব নয়, এটি অবশ্যই বৈধ কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে।" সাধারণত, জরুরী সময়ে, আইনসভা তার প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে এবং প্রায় সীমা ছাড়াই তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নির্বাহীকে অর্পণ করে তবে এটি কেবলমাত্র এটি করতে পারে কারণ এটির কাছে প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা রয়েছে যে কোনও জরুরি অবস্থার অস্তিত্ব নির্বিশেষে এবং এটি কোনভাবেই অনুসরণ করে না যে আইনসভা শান্তির সময়ে বা জননিরাপত্তা বা জাতির প্রতিরক্ষা ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ের ক্ষেত্রে বাছাই করা তার প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতে পারে না। এই জাতীয় কোনও পার্থক্যের কোনও যৌক্তিক কারণ থাকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, প্রতিনিধিত্বের বিস্তৃত ক্ষমতাকে স্বীকার না করে ভিক্টোরিয়ান স্টিভেডোরিং অ্যান্ড জেনারেল কন্ট্রাক্টিং কোম্পানি বনাম ডিগনান (৩), শুধুমাত্র একটি উদাহরণ নেওয়ার সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করা যায় না, পরিবহন শ্রমিক আইনের ৩ ধারার জন্য যা সেই ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছিল ১৯২৮-২৯ সালে একটি শান্তিকালীন আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং শুধুমাত্র সেই বিষয়গুলি গণনা করা হয়েছিল যেগুলির বিষয়ে প্রবিধান তৈরির ক্ষমতা গভর্নর-জেনারেলকে দেওয়া হয়েছিল। আমার বিচারে ভারতীয় আইনসভার অধিদপ্তরের ক্ষমতার ক্ষেত্রে যৌক্তিকভাবে কোনো সীমা থাকতে পারে না।

(১) ২৬ ইউ.এস৪৯৫. (২) [১৯৪৬] এ.সি ১৯৩ এ পি ২০৬. (৩) ৪৬ সি.এল.আর ৭৩.

যে কোনো ডোমিনিয়ন আইনসভার মতো ভারতীয় আইনসভার দ্বারা প্রতিনিধিত্বের এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগের একমাত্র যৌক্তিক সীমাবদ্ধতা হল বেশ কয়েকটি প্রাইভি কাউন্সিল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যা থেকে প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদ উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এটি হল যে আইনসভাকে অবশ্যই তার সমস্ত ক্ষমতা ত্যাগ করা উচিত নয় এবং অধস্তন কর্তৃপক্ষের উপর তার নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় যাকে এটি তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করে। এটি অবশ্যই তার নিজস্ব ক্ষমতা অক্ষত না রেখে, নিজের ক্ষমতার সাথে একটি নতুন আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তৈরি এবং সজ্জিত করবে না যা আইনসভা নিজেই গঠিত হয়েছিল সেই যন্ত্র দ্বারা তৈরি বা অনুমোদিত নয়। সংক্ষেপে, এটি অবশ্যই তার নিজস্ব আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ধ্বংস করবে না। একটি বিরোধীতা আছে. আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ত্যাগ এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্যে। পূর্ববর্তীটি বাদ দেয় বা পরেরটিকে ধ্বংস করে। বিধায়ক ক্ষমতার অর্পণ এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতার প্রয়োগের মধ্যে এমন কোন বিরোধিতা নেই, কারণ প্রতিনিধিদল যতই বিস্তৃত হোক না কেন, আইনসভা যদি এতটা মনস্থির হয়, যে কোনও সময় বিষয়টিকে তার মধ্যে প্রত্যাহার করে নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার কিছু নেই। নিজের হাতে এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করে। আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণ আইন প্রণয়ন ক্ষমতার একটি অনুশীলন জড়িত। এটি আইন প্রণয়ন ক্ষমতাকে বাদ দেয় না বা ধ্বংস করে না, কারণ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ক্ষমতা হ্রাস পায় না। কোনো বিষয়ের বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে অবশ্যই, যেমনটি আমরা দেখেছি, এর বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সেই ক্ষমতা অর্পণ করে একটি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা। ইউনিয়ন তালিকায় ৯৭ নং এন্ট্রি এবং আমাদের সংবিধানের ২৪৮ অনুচ্ছেদের বিষয়ে, আমাদের সংসদের অবশিষ্ট ক্ষমতা যথেষ্ট প্রশস্ত যে কোন বিষয়ের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করার জন্য সংসদ একটি আইন প্রণয়ন করতে পারে। সেই বিবেচনা ছাড়াও। যদি একটি আইন একটি নীতি নির্ধারণ করে এবং সেই নীতি বাস্তবায়নের জন্য বিধি ও প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা অধস্তন কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করা যোগ্য হয় তবে আমি দেখতে পাচ্ছি না যে একটি আইন শুধুমাত্র অন্য ব্যক্তি বা সংস্থাকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা কেন অসাংবিধানিক হবে যদি আইনসভা করে। নিজেকে বিলুপ্ত করবেন না বা অধস্তনদের উপর নিয়ন্ত্রণ ত্যাগ করবেন না কর্তৃত্ব আইনসভা যদি একটি নগ্ন নীতি বা নীতির উপর ভিত্তি করে

নির্দেশ দিতে পারে, তবে কেন আইনসভা নিজের ক্ষমতাকে অক্ষুণ্ন না রেখে নিজের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রেখে পুরো বিষয়টি একজনের ওপর ছেড়ে দিতে পারে না? অধস্তন কর্তৃত্ব এবং আদেশ জনগণকে সেই অধস্তন কর্তৃপক্ষের আদেশ মানতে? জিনিসটির সারবস্তু হল সেই আদেশ যা বাধ্যতামূলক এবং অধস্তন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রণীত আচরণের বিধিগুলির কার্যকারিতা আইনসভার আদেশের চেয়ে অন্য কর্তৃপক্ষের কারণে। কাজেই, স্ব-অপ্রকাশ না করে, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মতো অবাধে এবং ব্যাপকভাবে অর্পিত হতে পারে, যেমনটি উপযুক্ত মনে করতে পারে এবং বেছে নিতে পারে।

আমেরিকান বিচারক ও আইনবিদদের পথের অসুবিধা বেশ বোধগম্য। রাজ্যের সংবিধানের চল্লিশটি স্পষ্টভাবে ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদ গ্রহণ করেছিল যে সরকারের একটি বিভাগ কখনই অন্য দুটি বিভাগে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না। বাকি আটটি রাজ্যের সংবিধানের পাশাপাশি তাদের ফেডারেল সংবিধানও এই মতবাদটিকে স্পষ্টভাবে গ্রহণ করেছে। আমেরিকান সংবিধান এইভাবে লক এবং মন্টেস্কিউ_এর মতবাদকে তার পূর্ণ শক্তিতে ক্ষমতা পৃথকীকরণের জন্য গৃহীত করেছে, আমেরিকান বিচারক এবং আইনবিদরা প্রকাশ্যে এবং তাদের সংবিধানের সাথে সহিংসতা না করে, সেই মতবাদকে বিদায় দিতে এবং স্বীকার করতে পারেননি। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করার নীতি এবং তাই, ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদকে শুধুমাত্র নীতি নির্ধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে মতবাদ এবং বাস্তব প্রয়োজনীয়তার মধ্যে একটি আপস করতে হবে। অস্ট্রেলিয়ায়, আমেরিকান প্যাটার্নের সাথে তার সংবিধানের ভাষার পরিচয় থাকা সত্ত্বেও, "আইনি প্রতিসাম্য কমিননসেন্সের পথ দিয়েছে।" কানাডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট এমনকি আইন প্রণয়ন ক্ষমতার উপ-প্রতিনিধিদের অনুমতি দিতে কোন অসুবিধা খুঁজে পায়নি যখন বুরার ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিল এবং রাসেলের ক্ষেত্রে কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না বলে তারা স্পষ্টতই "প্রতিনিধি" শব্দটি ব্যবহার করেছে।

আইনসভার দ্বারা অপসারণ বা ত্যাগের অনুভূতি, যা হজের ক্ষেত্রে এবং পরবর্তী অন্যান্য ক্ষেত্রে আরও স্পষ্ট এবং স্পষ্ট করা হয়েছে। বেনোয়ারী লালের ক্ষেত্রে, যেমনটা আমি দেখিয়েছি, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণের প্রশ্নই ছিল না। বোম্বে সিটি সিভিল কোর্ট অ্যাক্ট, ১৯৪৮-এর ধারা ৪ উল্লেখ করার সময়, আমি দ্য স্টেট অফ বোম্বে বনাম নরোত্তমদাস()-এ আমার রায়ে বলেছিলাম যে এই ধারাটি শর্তসাপেক্ষ আইন প্রণয়নের একটি উদাহরণ ছিল এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতার কোনো অর্পণ ছিল না। এক্সিকিউটিভ, আমি শুধুমাত্র বুরাহর ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিলের ব্যবহৃত ভাষাটি গ্রহণ করেছি যে অর্থে আমি উপরে ব্যাখ্যা করেছি। প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতার পরিধি বা পরিধি বা শর্তসাপেক্ষ আইন আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণের একটি প্রজাতি কিনা সে বিষয়ে বৃহত্তর প্রশ্নে পরীক্ষা করা বা কোনো মতামত প্রকাশ করার প্রয়োজন ছিল না। ইংল্যান্ডে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার ক্ষমতাকে কখনোই আদালতে সফলভাবে চ্যালেঞ্জ করা যায় না এবং কেউ কখনোই "সবকিছু এবং প্রত্যেকটি আইন" নামে ডাকনাম করা কঠোর জরুরি ক্ষমতা (প্রতিরক্ষা) আইন, ১৯৩৯-এর বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কথা ভাবেনি। ভারতে ক্ষমতা পৃথকীকরণের মতবাদ ব্রিটিশ রাজত্বের অধীনে তার সাংবিধানিক ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই শাসক নীতি হিসাবে গৃহীত হয়নি এবং এখন আমাদের সংবিধানে আমরা অবশ্যই যৌথ দায়িত্বের নীতি গ্রহণ করে আইন প্রণয়ন ও নির্বাহী ক্ষমতার সংমিশ্রণ করেছি। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্বের ব্যবস্থার মতো সংসদে মন্ত্রী পরিষদের মন্ত্রিপরিষদ আমাদের আইনে অ-প্রতিনিধিত্বের অধরা আমেরিকান মতবাদ আমদানি করার জন্য কোন বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা নেই যা এখনও সফল হয়নি। এর নিজস্ব সীমা সংজ্ঞায়িত করা। আমি কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখতে পাচ্ছি না কেন আমেরিকান সিদ্ধান্তগুলিকে এলোমেলো এবং অযৌক্তিক পদ্ধতিতে সরকারী ক্ষমতার "কৃত্রিম এবং প্রায় অবাস্তব শ্রেণীবিভাগ"কে বিবর্ধিত করা উচিত এবং আইন প্রণয়নের একটি সুষ্ঠু নীতি স্থাপনের মত প্রকাশ করা উচিত, এবং আমার মতে, ভারতীয় দ্বারা প্রণীত আইনের বৈধতার সত্য পরীক্ষা আইনসভা অধস্তন কর্তৃপক্ষকে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রদান করে: (১) আইনটি কি আইনসভা তৈরির যন্ত্র দ্বারা নির্ধারিত আইন প্রণয়ন ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে? এবং (ii) আইনসভা কি তার নিজের আইন প্রণয়ন ক্ষমতাকে ত্যাগ করেছে বা ত্যাগ করেছে বা ধ্বংস করেছে? প্রথমটির উত্তর যদি ইতিবাচক হয় এবং দ্বিতীয়টির উত্তরটি নেতিবাচক হয়, তবে বিচারের কোনো আদালতের পক্ষে আরও অনুসন্ধান করা বা আইনের প্রজ্ঞা বা নীতি নিয়ে প্রশ্ন করা উচিত নয়।

(১) [১৯৫১] এস.সি.আর.৫১.

এটা বলা হয় যে আইনসভাকে তার সমস্ত আইন প্রণয়ন কার্যাবলী আনুষ্ঠানিকভাবে তার নিয়ন্ত্রণ ত্যাগ না করে বা নিজেকে নিষ্ক্রিয় করার অনুমতি দেওয়া হলে এটি বিপজ্জনক হবে, কারণ তখন আইনসভা তার দায়িত্ব এড়িয়ে যাবে এবং ঘুমিয়ে যাবে এবং জনগণের জীবন, স্বাধীনতা বা সম্পত্তি হতে পারে। নিকৃষ্ট পুলিশ অফিসারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে যার উপর ধারাবাহিক প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত হতে পারে। আমি বিরক্ত বোধ করি না। আমি নিপীড়নের অনুভূতি শেয়ার করি না যা কিছু লোক সম্ভবত আইনসভার কার্যাবলী অর্পণ করার পরে আইনসভা ঘুমিয়ে গেলে যে বিপদ ঘটতে পারে তা উপভোগ করতে পারে, কারণ আমি নিশ্চিত যে বিধায়কদের এত ঘুমে পতিত হলে একটি অভদ্র জাগরণ হবে। পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে তারা নিজেদেরকে আইনসভার চেম্বার থেকে বের করে দেবে। আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে আইনসভা তার ক্ষমতা অর্পণ করার পর যে ব্যক্তিদেরকে তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করে তাদের কার্যকলাপের প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখবে এবং যখনই এটি দেখতে পাবে যে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হচ্ছে ক্ষতিকর। জনসাধারণের, আইনসভা হয় কাজগুলো বাতিল করে দেবে এই ধরনের প্রতিনিধিদের অধীনে বা আরও কিছু যোগ্য কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করুন বা বিষয়টি নিজের হাতে তুলে নিন। যখনই অধস্তন অধস্তন সংস্থার কাছে ব্যাপক আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সাধারণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় তখন অপব্যবহারের কিছু ঝুঁকি থাকে এবং সবসময় থাকবে, তবে প্রতিকারটি সংশোধনের মধ্যে রয়েছে। আইনসভার ক্ষমতা নিজেই এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, জনমতের সজাগ দৃষ্টিতে এবং তার সংবিধানের উপকরণ দ্বারা নির্ধারিত পরিধির মধ্যে আইনসভা কর্তৃক আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অবাধ প্রয়োগের বিরুদ্ধে নির্বিচারে বিচারিক ফিয়াটে নয়।

আইনসভার ইচ্ছার জন্য তার নিজস্ব ধারণাকে প্রতিস্থাপন করা আদালতের জন্য নয়। এটা, আমি অনুমান, আইন সঠিক অবস্থান. আমার বিচারে, আমাদের আইন যদি যুক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন না হয় এবং নিজেকে নির্বীজ মতবাদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করার বিস্তৃত ক্ষমতা আমাদের সংসদে দিতে হবে। এই প্রয়োজনীয় ক্ষমতার অস্বীকৃতি "সরকারের চাকা বন্ধ করে দেবে" এবং আমরা "বিধান এবং নির্বাহী বিভাগের উপর একটি খড়্গ হিসাবে কাজ করব।"

সম্রাট বনাম বেনোয়ারি লাল(১)-এ ভারদাচারিয়ার সি.জে.-এর পর্যবেক্ষণগুলি হস্তক্ষেপকারীদের জন্য বিজ্ঞ পরামর্শ দ্বারা দৃঢ়ভাবে নির্ভর করা হয়েছিল। সেই বিশিষ্ট প্রধান বিচারপতির মতামত সর্বদা সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী এবং একজনকে তাই সাবধানতার সাথে বিবেচনা করতে হবে। রিপোর্ট থেকে দেখা যাবে যে গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের হয়ে হাজির হওয়া ভারতের বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট-জেনারেল অবশ্যই বিচারক রানির পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করেছেন, যা আমি ইতিমধ্যে উদ্ধৃত করেছি, আমেরিকান সিদ্ধান্তগুলি একটি নিরাপদ নির্দেশনা দিতে পারে তা স্বীকার না করে তার যুক্তি হিসাবে। বিন্দুতে এই ছাড় এবং বুরাহর মামলায় "আইন প্রণয়নের প্রকৃতি ও নীতি" এর রেফারেন্স বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতিকে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অ-অর্পণ সংক্রান্ত আমেরিকান সিদ্ধান্তের নীতিগুলি গ্রহণ করতে প্ররোচিত করেছে এবং নেতৃত্ব দিয়েছে। বেশ কয়েকটি প্রিভি কাউন্সিলের মামলার উল্লেখ করার পর, বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি মতামত দেন যে এই মামলাগুলিতে এমন কিছু ছিল না যা বিচারক রানির দ্বারা নির্ধারিত নীতিগুলির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলা যেতে পারে। তারপরে তার লর্ডশিপ বিভিন্ন আমেরিকান সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করেন এবং স্যার সেসিল কার দ্বারা প্রস্তাবিত অর্পিত আইনের বিরুদ্ধে সুরক্ষার কথা উল্লেখ করেন এবং উপসংহারে আসেন:-

"আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি, পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে প্রস্তাবিত বিবেচনা এবং সুরক্ষাগুলি ইংরেজী সংবিধানের অধীনে নীতি বা সুবিধার বিবেচনার চেয়ে বেশি নয়। তবে ভারতীয় এবং আমেরিকানগুলির মতো সংবিধানগুলির অধীনে, যেখানে আইন প্রণয়নের সাংবিধানিকতা পরীক্ষাযোগ্য। আইন আদালত, এই বিবেচনা, আমাদের মধ্যে মতামত, কার্যনির্বাহী বিভাগে আইনসভা দ্বারা দায়িত্ব অর্পণ করার সীমাবদ্ধতার একটি অবিচ্ছেদ্য এবং অপরিহার্য অংশ।

(১) [১৯৪৩]এফ.সি.আর . ৯৬, এ.আই.আর ১৯৪৩ এফ.সি. ৩৬.

বর্তমান ক্ষেত্রে, এটা অস্বীকার করা অসম্ভব যে অর্ডিন্যান্স প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ কোনো নিয়ম বা শর্ত প্রণয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গেছে বা এমনকি নীতিমালার উল্লেখ করে যে মামলাগুলো যথাক্রমে সাধারণ ফৌজদারি আদালতে এবং বিশেষ আদালতে অর্পণ করা হবে এবং পুরোটাই ছেড়ে দিয়েছে। নির্বাহী কর্তৃপক্ষের অনিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপের ব্যাপার। এটি আইনপ্রণেতার নীতির সমালোচনা নয়-কারণ রাজার কৌঁসুলি এটি প্রকাশ করবেন-বরং একটি অভিযোগ যে অধ্যাদেশের ৫,১০ এবং ১৬ ধারা দ্বারা নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে অর্পিত অনির্ধারিত ক্ষমতার প্রয়োগকে নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন কোনও নীতি বা নীতি নির্ধারণ করেনি।

বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতি এই সত্যটিকে উপেক্ষা করেছিলেন যে ভারতীয় আইনের কাঠামোর অন্তর্নিহিত প্রিভি কাউন্সিলের দ্বারা সর্বদা এই ধারণাটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে সংসদের আইন দ্বারা নির্ধারিত পরিধির মধ্যে ভারতীয় আইনসভাই সর্বোচ্চ এবং আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। খোদ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, এবং বুরাহর ক্ষেত্রে যে "প্রকৃতি ও নীতিমালা" উল্লেখ করা হয়েছে তা ছিল আইন প্রণয়নের ইংরেজী ধারণা এবং আমেরিকান বৈচিত্র নয়। বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে, আমি নিজেকে তার দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিক হিসাবে গ্রহণ করতে অক্ষম বলে মনে করি যে প্রিভি কাউন্সিলের তাদের লর্ডশিপের ঘোষণাগুলি তার দ্বারা উল্লেখিত বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে "বিধানসভা দ্বারা প্রতিটি ধরণের প্রতিনিধি দলকে অনুমোদন করেনি।" " বিপরীতে, কারণগুলির জন্য আমি ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করেছি, আমি বিভিন্ন প্রিভি কাউন্সিলের মামলা থেকে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলি পড়েছি যা স্পষ্টতই ইঙ্গিত করে যে প্রিভি কাউন্সিল আইনী ক্ষমতা অর্পণ করার বিস্তৃত ক্ষমতার অনুমোদন দিয়েছে যা ত্যাগ বা বিলুপ্তির কম ছিল। আইনসভা নিজেই. আরও, এই বিষয়ে বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতির দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে বাতিল করেছিলেন ভিসকাউন্ট সাইমন যিনি সেই সিদ্ধান্ত থেকে আপীলে প্রিভি কাউন্সিলের রায় প্রদান করেছিলেন নিম্নোক্ত কথায়:-

""এই বিশিষ্ট বিচারকদের প্রতি সর্বাধিক শ্রদ্ধার সাথে, তাদের প্রভুরা নির্দেশ করতে বাধ্য বোধ করেন যে অধ্যাদেশটি আন্তঃগুণ কি অতিগুণ এই প্রশ্নটি আইনশাস্ত্র বা নীতির বিবেচনার উপর নির্ভর করে না। এটি কেবল ভারত সরকার আইনের ভাষা পরীক্ষা করার উপর নির্ভর করে এবং গভর্নর-জেনারেলকে প্রদত্ত আইন প্রণয়নের অধিকারকে অধ্যাদেশের বিধানগুলির সাথে তুলনা করার উপর নির্ভর করে যার মাধ্যমে তিনি সেই কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে চান। এটা হতে পারে যে, বিজ্ঞ ও সুচিন্তিত আইন প্রণয়নের বিষয় হিসাবে, পরিস্থিতি অনুমতি দিলে, তা করা ভাল। একটি আইন এমনভাবে তৈরি করুন যাতে অপরাধী আগে থেকেই জানতে পারে যে তার বিরুদ্ধে যদি কোনও অপরাধের অভিযোগ আনা হয় তবে তাকে কোন আদালতে আনা হবে; তবে তা নীতির প্রশ্ন হিসাবে, আইনের নয়। কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বারা গৃহীত হোক বা গভর্নর-জেনারেলের জরুরি ক্ষমতার অধীনে, যা এই নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, ভারতীয় সংবিধানে এমন কোনও আইনকে অবৈধ করার জন্য তাদের লর্ডশিপগুলি কিছুই জানে না।

তদুপরি, ভারত সরকারের আইনের অধীনে আমাদের সংবিধান ব্রিটিশ সংবিধানের তুলনায় আমেরিকান সংবিধানের প্রায় কাছাকাছি এবং ঘনিষ্ঠভাবে আনুমানিক যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তা যাই হোক না কেন, আমাদের নতুন সংবিধানের বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সেই দৃষ্টিভঙ্গিটি সম্ভবত এখন ভাল রাখা যাবে না। যার অধীনে কার্যনির্বাহী আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ এবং সংসদকে বিস্তৃত শর্তে আইন প্রণয়নের অবশিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। প্রাঙ্গনে, আমি ফেডারেল কোর্টের বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণের সঠিকতা গ্রহণ করতে অক্ষম।

যতীন্দ্র নাথ গুপ্ত বনাম বিহার প্রদেশ(১) এ ফেডারেল আদালতের রায়ে হস্তক্ষেপকারীদের জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা রিলায়েন্সকে রাখা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতির পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল সেই ক্ষেত্রে ফেডারেল আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের সঠিকতাকে কঠোরভাবে চ্যালেঞ্জ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান রেফারেন্সটি একটি উপায়ে সেই সিদ্ধান্তের দ্বারা উপলভ্য হয়েছে। বিষয়টি উদ্বিগ্ন ছিল

(১) [১৯৪৯] এফ.সি.আর ৫৯৫, এ.আই.আর ১৯৪৯ এফ.সি ১৭৫।

বিষয়টি উদ্বিগ্ন ছিল বিহার মেইনটেন্যান্স অফ পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট (ভি অফ ১৯৪৭) এর ধারা ১ (৩) এর বিধানের বৈধতার প্রশ্ন সহ। ধারা ১ (৩) বিধান করেছে যে আইনটি শুরু হওয়ার তারিখ থেকে এক বছরের জন্য কার্যকর থাকতে হবে। শর্তের প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নলিখিত শর্তে ছিল:-

"তবে শর্ত থাকে যে, প্রাদেশিক সরকার বিহার বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত এবং স্মার বিধান পরিষদ কর্তৃক সম্মত একটি প্রস্তাবের উপর নোফিকেশনের মাধ্যমে নির্দেশ দিতে পারবে যে, এই আইনটি প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত পরিবর্তন, যদি থাকে, সহ আরও এক বছরের জন্য বলবৎ থাকবে।"

বিজ্ঞ বিচারকদের মধ্যে তিনজন বিচারক বলেছেন যে শর্ত এবং প্রজ্ঞাপনের অধীনে ছিল "ক্ষমতা বহির্ভূত" এবং অকার্যকর। তারা আইনের আয়ু বাড়ানোর সময় প্রাদেশিক সরকারকে আইনের কোনো পরিবর্তন করার ক্ষমতার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছিল যে এটি আইন প্রণয়ন ক্ষমতার একটি প্রতিনিধিত্ব ছিল। অন্য একজন বিজ্ঞ বিচারক এই বিষয়টির সিদ্ধান্ত নেননি তবে আদেশটি একপাশে রাখতে সম্মত হন। আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের জন্য উপাদান নয় অন্য একটি ভিত্তিতে আটক এবং অবশিষ্ট বিজ্ঞ বিচারক একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন-অনুরোধের প্রভাব এবং ধরেছেন যে এটি রানী বনাম বুরাহ (সুপ্রা) এর সিদ্ধান্তের অর্থের মধ্যে একটি শর্তাধীন আইন ছিল। সেই ক্ষেত্রে ফেডারেল আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ের পর্যবেক্ষণে আমার কাছে মনে হয় যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি তাদের সামনে অর্ধেক এত কঠোরভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে বোঝানো হয়নি যেমনটি এই উপলক্ষে আমাদের সামনে করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, আমি বিশ্বাস করতে পরিচালিত হয়েছি যে বিহার প্রদেশের পক্ষে উপস্থিত হওয়া বিজ্ঞ কৌঁসুলি কার্যত স্বীকার করেছেন যে পরিবর্তনের ক্ষমতা অর্পণ করা অনুমোদিত নয় এবং তার পুরো মামলাটি ছিল যে বিধানের সেই অংশটি বিচ্ছেদযোগ্য এবং বাকিটা ছিল শর্তসাপেক্ষ আইন যা বুরাহর ক্ষেত্রে নির্ধারিত নীতির মধ্যে এসেছিল। আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অবশ্য মনে করেছিল যে ধারা ১ (৩) এর বিধানে অন্তর্ভুক্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা কৌঁসুলির পরামর্শ অনুসারে ছিন্ন করা যায় না।

অতএব,, সেইজন্য, পুরো শর্তটি ছিল "ক্ষমতা বহির্ভূত" এবং ফলস্বরূপ এর অধীনে জারি করা বিজ্ঞপ্তিটি ছিল বেআইনি। আমি অত্যন্ত নম্রতার সাথে এবং ইতিমধ্যে দেওয়া কারণের সাথে বলতে বাধ্য বোধ করছি যে, সেই ক্ষেত্রে ফেডারেল আদালতের সংখ্যাগরিষ্ঠের পর্যবেক্ষণগুলি অনেক দূরে চলে গেছে এবং, বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেলের সাথে একমত হয়ে, আমি সেগুলি গ্রহণ করতে অক্ষম আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত নীতির সঠিক প্রকাশ। আমার রায়ে, প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা আইন প্রণয়নের ক্ষমতার মধ্যেই অন্তর্নিহিত এবং যে, স্ব-অপ্রত্যাশিতভাবে, আইনসভা প্রতিনিধিত্বের ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। উপরে আলোচিত নীতির আলোকে আমি এখন আমাদের উল্লেখ করা প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি।

প্রশ্ন ১: দিল্লি আইন আইন, ১৯১২, আইনের প্রস্তাবনাতে আবৃত্তি করা পরিস্থিতিতে পাস করা হয়েছিল। ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯১২ তারিখের নং ৯১১ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, কেন্দ্রীয় সরকার, ভারতের সেক্রেটারি অফ স্টেটের অনুমোদনের মাধ্যমে, তফসিল ক-তে উল্লিখিত অঞ্চলটিকে তার তাত্ক্ষণিক কর্তৃত্ব ও পরিচালনার অধীনে নিয়েছিল, যা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাঞ্জাব এবং দিল্লি প্রদেশ নামে পরিচিত একটি পৃথক প্রদেশ হিসাবে একজন প্রধান কমিশনার দ্বারা এর প্রশাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে দিল্লিকে আলাদা করা এবং একটি পৃথক প্রদেশ হিসাবে এর সংবিধানের জন্য নতুন প্রদেশের জন্য আইন প্রণয়নের জন্য অবিলম্বে বিধানের প্রয়োজন ছিল। তদনুসারে, দিল্লি আইন আইন, ১৯১২, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১২-এ গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল দ্বারা পাস হয়েছিল। আইনের ধারা ২ এই ধরনের বিচ্ছেদের আগে সেখানে কার্যকর থাকা সমস্ত বিদ্যমান আইনগুলির আঞ্চলিক প্রয়োগ সংরক্ষণ করেছিল। অধ্যায় ৭ নিম্নরূপ প্রদান করা হয়েছে:-

প্রাদেশিক সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, দিল্লি প্রদেশ বা তার যে কোনও অংশে, এই জাতীয় প্রজ্ঞাপনের তারিখে ব্রিটিশ ভারতের যে কোনও অংশে কার্যকর যে কোনও আইন প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করে বিধিনিষেধ এবং সংশোধন সহ প্রসারিত করতে পারে।

এই আইনের বৈধতা নির্ধারণের জন্য ১৯১২ সালে গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের আইন প্রণয়নের ক্ষমতার পরিধি এবং পরিধি নির্ণয় করা প্রয়োজন। এটি করতে হবে, যেমনটি বুরাহর ক্ষেত্রে লর্ড সেলবোর্ন দেখেছিলেন। কাগজপত্রের শর্তাবলী যার দ্বারা ইতিবাচকভাবে আইনী ক্ষমতা তৈরি করা হয়েছিল এবং যার দ্বারা নেতিবাচকভাবে, তারা সীমাবদ্ধ।

উল্লেখ্য প্রথম সংসদীয় আইন হল চার্টার অ্যাক্ট, ১৮৩৩ (৩ এবং ৪ উইল। IV C. ৮৫)। ধারা ৩৯ দ্বারা সমগ্র বেসামরিক এবং সামরিক সরকারের তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা এবং নিয়ন্ত্রণ একজন গভর্নর-জেনারেল এবং কাউন্সেলরদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল, যার স্টাইল "ভারতের গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল"। কাউন্সিল ছিল, ধারা ৪০ এর অধীনে, তিনজন সদস্য যারা কোম্পানির সেবক ছিলেন বা ছিলেন, এবং একজন সদস্য যিনি কোম্পানির সেবক ছিলেন না। এই চতুর্থ সদস্য আইন ও প্রবিধান প্রণয়নের সভা ছাড়া উক্ত পরিষদে বসার বা ভোট দেওয়ার অধিকারী ছিলেন না। ধারা ৪৩ গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলকে "সকল ব্যক্তির জন্য, ব্রিটিশ বা স্থানীয়, বিদেশী বা অন্যদের জন্য এবং সমস্ত বিচার আদালতের জন্য, মহামান্যের সনদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হোক বা অন্যথায়, এবং এর এখতিয়ারের জন্য আইন ও প্রবিধান প্রণয়ন করার ক্ষমতা প্রদান করে, এবং সমস্ত স্থান এবং জিনিসগুলির জন্য... সংরক্ষন এবং ধারা ৪৪ ব্যতীত কাউন্সিলের গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন বাতিল করার ক্ষমতা আদালতের কাছে সংরক্ষিত। উল্লিখিত অঞ্চলগুলির মধ্যে এবং জুড়ে একই শক্তি এবং প্রভাব থাকবে যেভাবে সংসদের যে কোনও আইন একই অঞ্চলের মধ্যে হবে এবং সংসদের একটি আইনের ধারা ৬৬-এর মতো একইভাবে সমস্ত আদালতের নোটিশ নেওয়া উচিত কাউন্সিল অফ বেঙ্গল, মাদ্রাজ, বোম্বে এবং আগ্রার গভর্নরদেরকে গভর্নর-জেনারেলের কাছে কোন আইনের খসড়া বা প্রকল্পের প্রস্তাব করতে সক্ষম করে এবং পরবর্তীতে কাউন্সিলের গভর্নরদের প্রাক্তন আইনী ক্ষমতাগুলিকে বিবেচনা করা হয় এই আইন দ্বারা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ১৮৫৩ সালের সনদ আইন (১৬ এবং

১৭ ভাইস. গ. ৯৫) ধারা ২২ দ্বারা গভর্নর-জেনারেল কাউন্সিলকে বর্ধিত করা হয় কিন্তু ১৮৩৩ সালের আইনের ৪৩ ধারার অধীনে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার পরিধি অক্ষত ছিল। ভারত সরকার আইন, ১৮৫৮ (২১ এবং ২২ ভিসি. সি. ১০৬) দ্বারা ব্রিটিশ ক্রাউন পূর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে নিযুক্ত অঞ্চলগুলির সরকার গ্রহণ করে। তারপরে ভারতীয় কাউন্সিল আইন, ১৮৬১ (২৪ এবং ২৫ ভিসি) আসে। সি. ৬৭) ধারা ২ ১৮৩৩ সালের আইনের ধারা ৪০, ৪৩, ৪৪, ৫০, ৬৬ এবং ৭০ রহিত করেছে এবং শর্ত দিয়েছে যে গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিল বা কাউন্সিলের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সমস্ত আইন তখন বলবৎ হবে। গভর্নরদের বল চালিয়ে যেতে হবে। এর অর্থ হল ১৮৩৩ সালের আইনের ৪৫ ধারা যা গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত আইনগুলিকে সংসদের একটি আইনের বল প্রদান করে, যাতে ১৮৬১ সালের আইনের অধীনে গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের দ্বারা প্রণীত আইনগুলিও অব্যাহত থাকে। ব্রিটিশ ভারতে পার্লামেন্টের একটি আইনের বল ছিল। ধারা ৩ গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের গঠন নিয়ে কাজ করে। ধারা ২২ উল্লেখযোগ্যভাবে ১৮৩৩ সালের আইনের ধারা ৪৩-এর বিধানগুলিকে পুনঃপ্রণয়ন করেছে এই শর্ত সাপেক্ষে যে গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের ১৮৬১ সালের এই আইন বা এতে উল্লেখিত অন্যান্য আইনের বিধানগুলি বাতিল বা প্রভাবিত করার ক্ষমতা থাকবে না। কাউন্সিল অফ দ্য প্রেসিডেন্সিতে গভর্নরদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। এই আইনটি পরবর্তীকালে সময়ে সময়ে সংশোধন করা হয়েছিল কিন্তু সেই পরিবর্তনগুলি মূলত গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের গঠনের সাথে সম্পর্কিত। কাউন্সিলটি বর্ধিত করা হয়েছিল কিন্তু সর্বদা এটি কার্যনির্বাহী এবং সদস্যদের অফিসিয়াল ব্লক দ্বারা আধিপত্য ছিল যাতে কাউন্সিলের গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক প্রণীত আইনগুলি কার্যনির্বাহী ফিয়াটের সমতুল্য ছিল। এইভাবে, এক ধরণের সংমিশ্রণ ছিল যেখানে কার্যনির্বাহী ক্ষমতা আইন প্রণয়নের ক্ষমতার উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং তাই, কার্যনির্বাহীকে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অর্পণ অনুশীলনে কোন পার্থক্য করেনি। আইন প্রণয়ন ক্ষমতার পরিধি এবং পরিধি ১৮৩৩ সালের মতোই বিস্তৃত এবং অস্পষ্ট ছিল। অতএব, ১৯১২ সালে যখন দিল্লি আইন আইন পাস হয় তখন কাউন্সিলের গভর্নর জেনারেলের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ১৮৬৯ সালে বুরাহর ক্ষেত্রে বিবেচিত ১৮৬৯ সালের XXI। আইন পাস হওয়ার মতোই ছিল।

'দিল্লি আইন আইনের ধারা ৭ এর ভাষাকে ১৮৬৯ সালের আইন XXII এর ধারা ৮ এর সাথে তুলনা করা আকর্ষণীয় হবে যা বুরাহর ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা বিবেচনা করা হয়েছিল। সেই আইনের ধারা ৯ লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে, ক্যালকাটা গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, আইনের অন্যান্য ধারায় থাকা সমস্ত বা যেকোনো বিধানকে উল্লিখিত নির্দিষ্ট স্থানে প্রসারিত করার জন্য ক্ষমতা দেয়। লেফটেন্যান্ট-গভর্নর, বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, সেই আইনের সমস্ত বিধান খাসি এবং জৈন্তিয়া পাহাড় জেলায় প্রসারিত করেছিলেন। তার মানে সেই জেলায় ৮ ধারাও বাড়ানো হয়েছিল। একটি ঘনিষ্ঠ বিশ্লেষণে এটি লক্ষ্য করা যাবে যে ধারা ৮ লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে সেই জায়গায় কোনও আইন বা কোনও আইনের যে কোনও অংশ প্রসারিত করার ক্ষমতা দিয়েছে (i) এখন তার সরকারের অধীনস্থ অন্যান্য অঞ্চলে বলবৎ বা (ii) যা পরবর্তীতে হতে পারে গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিল (ক) বা (খ) উল্লিখিত লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কাউন্সিল দ্বারা প্রণীত হবে। মিলের পয়েন্টগুলি নোট করুন। দিল্লি আইন আইনের ধারা ৭ দ্বারা, ১৮৬৯ সালের আইন XXII এর ধারা ৮ অনুসারে, সমস্ত বিদ্যমান আইন প্রসারিত করা যেতে পারে। বিদ্যমান আইনগুলি প্রয়োগ করার ক্ষমতা নির্বাহীকে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও গুরুতর আপত্তি নেওয়া হয়নি কারণ বিদ্যমান আইনগুলি সমস্ত গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের কাছে জানা ছিল এবং পরবর্তীটি সম্ভবত, তার আইন প্রণয়নের মানসিকতা প্রয়োগ করেছে বলে অনুমান করা যেতে পারে। প্রশ্নবিদ্ধ অঞ্চলগুলিতে সেই আইনগুলি প্রসারিত করার আকাঙ্ক্ষা। দিল্লি আইন আইনের ধারা ৭-এর আসল আপত্তি হল যে এটি নির্বাহীকে ভবিষ্যতের আইন প্রসারিত করার ক্ষমতা দিয়েছে, কারণ বলা হয়, গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল সম্ভবত অনুমান করতে পারেনি যে এটি কী আইন বা প্রাদেশিক আইন প্রণয়ন করবে। ভবিষ্যতে। গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিলের দ্বারা ভবিষ্যতে প্রণীত আইন সম্পর্কে এই আপত্তির শক্তি নগণ্য তবে যে কোনও প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রণীত ভবিষ্যতের আইনের ক্ষেত্রে আপত্তি অবশ্যই যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু ১৮৬৯ সালের আইন XXII-এর ধারা ৮-এ লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে ভবিষ্যত আইন প্রণয়ন করা নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ জেলাগুলিতে প্রসারিত করার জন্য অনুমোদিত করেছিল, যা কেবল কাউন্সিলের গভর্নর-জেনারেল দ্বারা নয় বরং কাউন্সিলের লেফটেন্যান্ট-গভর্নর দ্বারাও তৈরি করা হয়েছিল, সেই জেলাগুলি, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের অধীনে অন্যান্য অঞ্চল থেকে পৃথক করা হয়েছিল,

এই জেলাগুলি, বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের অধীনে অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা হওয়ার পরে, এই ধরনের পৃথকীকরণের পরে লেফটেন্যান্ট-গভর্নর ইন কাউন্সিল (লেজিসলেটিভ) দ্বারা প্রণীত আইনগুলি সেই জেলাগুলির ক্ষেত্রে ইপিসো ফ্যাক্টো প্রযোজ্য হয় না, অন্যথায় সেখানে থাকবে না। লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে (এক্সিকিউটিভ) এই ভবিষ্যত আইনগুলিকে সেই জেলাগুলিতে প্রসারিত করার জন্য অনুমোদন করার জন্য নির্দেশ করুন৷ অতএব, লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের (নির্বাহী) দায়িত্বে থাকা অঞ্চলগুলির অন্যান্য অংশের জন্য লেফটেন্যান্ট-গভর্নর ইন কাউন্সিল (লেজিসলেটিভ) দ্বারা এই ধরনের বিচ্ছিন্নতার পরে যখন আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল তখন প্রাক্তনটি তার আইন প্রণয়নের মানসিকতা প্রয়োগ করেছিল বলে ধরে নেওয়া যায় না। সেই জেলাগুলির জন্য এই ধরনের আইনগুলির উপযুক্ততা বা প্রয়োজনীয়তা, কারণ তখন কেউ জানত না যে এই আইনগুলি পরবর্তীতে লেফটেন্যান্ট-গভর্নর (নির্বাহী) দ্বারা সেই জেলাগুলিতে প্রসারিত হবে। আরও এবং যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল যে কোনও হারে গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল ১৮৬৯ সালের আইন XXII এর ধারা ৮ এবং ৯ প্রণয়ন করার সময় সম্ভবত লেফটেন্যান্ট-এর দ্বারা তৈরি করা সেই ভবিষ্যত আইনগুলির উপযুক্ততার জন্য তার আইনী মন প্রয়োগ করতে পারেনি। নতুন জেলাগুলির জন্য কাউন্সিলে গভর্নর। অতএব, 'এই ক্ষেত্রে দিল্লি আইন আইনের ধারা ৭, ১৮৬৯ সালের আইন XXII-এর ধারা ৮-এর মতোই ঠিক একইভাবে দাঁড়িয়েছে।

শুধুমাত্র রাজপ্রতিনিধির পরিষদ দ্বারা, কিন্তু পরিষদের লেফটেন্যান্ট-গভর্নর দ্বারাও তৈরি। এই জেলাগুলি, বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের অধীনে অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা হওয়ার পরে, এই ধরনের পৃথকীকরণের পরে লেফটেন্যান্ট-গভর্নর পরিশ (বিধানিক) দ্বারা প্রণীত আইনগুলি সেই জেলাগুলির ক্ষেত্রে "ইপিসো ফ্যাক্টো" প্রযোজ্য হয় না, অন্যথায় সেখানে থাকবে না। লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে (কার্জনিবাহী) এই ভবিষ্যত আইনগুলিকে সেই জেলাগুলিতে প্রসারিত করার জন্য অনুমোদন করার জন্য নির্দেশ করুন। অতএব, লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের (নির্বাহী) দায়িত্বে থাকা অঞ্চলগুলির অন্যান্য অংশের জন্য লেফটেন্যান্ট-গভর্নর পরিষদ (বিধানিক) দ্বারা এই ধরনের বিচ্ছিন্নতার পরে যখন আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল তখন প্রাক্তনটি তার আইন প্রণয়নের মানসিকতা প্রয়োগ করেছিল বলে ধরে নেওয়া যায় না। সেই জেলাগুলির জন্য এই ধরনের আইনগুলির উপযুক্ততা বা প্রয়োজনীয়তা, কারণ তখন কেউ জানত না যে এই আইনগুলি পরবর্তীতে লেফটেন্যান্ট-গভর্নর (নির্বাহী) দ্বারা সেই জেলাগুলিতে প্রসারিত হবে। আরও এবং যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল যে কোনও হারে রাষ্ট্রপালের পরিষদ ১৮৬৯ সালের আইন XXII এর ধারা ৮ এবং ৯ প্রণয়ন করার সময় সম্ভবত লেফটেন্যান্ট-এর দ্বারা তৈরি করা সেই ভবিষ্যত আইনগুলির উপযুক্ততার জন্য তার আইনী মন প্রয়োগ করতে পারেনি। নতুন জেলাগুলির জন্য কাউন্সিলে গভর্নর। অতএব, 'এই ক্ষেত্রে দিল্লি আইন আইনের ধারা ৭ ১৮৬৯ সালের আইন XXII-এর ধারা ৮-এর মতোই ঠিক একইভাবে দাঁড়িয়েছে।

বলা হয় যে পরবর্তী ধারার অধীনে লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের আইনটি প্রসারিত করার আগে আইন সংশোধন করার কোনো ক্ষমতা ছিল না যেখানে প্রাক্তন ধারার অধীনে প্রাদেশিক সরকারের সেই ক্ষমতা ছিল এবং এই ধরনের ক্ষমতা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জড়িত। ১৮৬৯ সালের আইন XXII এর ধারা ৯ লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে আইনের সমস্ত বা যে কোনো বিধান প্রসারিত করার জন্য এবং ধারা ৮ লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে কোনো আইন বা কোনো আইনের কোনো অংশ প্রসারিত করার জন্য অনুমোদিত করে। একটি আইনের পরিবর্তিত পরিবর্তনের ক্ষমতায় অবশ্যই কিছু পরিবর্তন জড়িত থাকে, তা যতই ছোট হোক না কেন। একটি আইনের একটি অংশ প্রসারিত করার ক্ষমতার মধ্যে অগত্যা কিছু ধারা বা কিছু ধারার অংশ বাদ দেওয়ার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত ছিল, বা গুরুত্বপূর্ণ

যে কোন বিভাগে যোগ্যতা এবং শর্তাবলী। এই প্রক্রিয়ার সাথে পরিবর্তনের একটি ক্ষমতাও এইভাবে জড়িত ছিল৷ বুরাহর মামলায় তাদের রায়ের শেষে প্রিভি কাউন্সিলের দেওয়া চিত্রগুলি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে একটি আইনের সম্প্রসারণ "যেকোনো বিধিনিষেধ, সীমাবদ্ধতা বা বিধান সাপেক্ষে যা স্থানীয় সরকার সঠিক মনে করতে পারে" তাদের লর্ডশিপ দ্বারা বেশ অনুমোদিত বলে বিবেচিত হয়েছিল। এটা যুক্তিযুক্ত হতে পারে যে দিল্লি আইন আইনের ধারা ৭ এর উদ্দেশ্য ছিল যে অনুমোদনযোগ্য পরিবর্তনগুলি এমন হওয়া উচিত যে সংশোধনের পরে, আইনটির সাধারণ চরিত্রটি অক্ষত থাকবে। "পরিবর্তন" শব্দের একটি অর্থ অক্সফোর্ড অভিধান ভলিউমে দেওয়া হয়েছে। খণ্ড ।, পৃষ্ঠা ১২৬৯, "আমূল রূপান্তর ছাড়াই পরিবর্তন করতে।" যদি এই অর্থটি দিল্লি আইন আইনের ৭ ধারায় "পরিবর্তন" শব্দটিকে দেওয়া হয়, তবে এর দ্বারা চিন্তা করা পরিবর্তনগুলি অভিব্যক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা অভিযোজন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা উল্লিখিত শর্তাধীন আইনের কয়েকটি উদাহরণে "মিউটাটিস মিউট্যান্ডিস" এবং "নিষেধাজ্ঞা, সীমাবদ্ধতা বা প্রভিসো" উল্লেখ করা হয়েছে, তাই, এই নির্মাণের উপর, দিল্লি আইন আইনের ৭ ধারাটি বেশ স্পষ্ট বলে মনে হবে ১৮৬৯ সালের আইন XXII-এর ধারা ৮-এর মতো একই স্তরে এবং পরবর্তী ধারার মতো একই প্রভাব ছিল।

১৮৬৯ সালের আইন XXII এর ধারা ৮ এবং ৯ এর প্রভাব কী ছিল তা বুরার ক্ষেত্রে লর্ড সেলবোর্নের ভাষায় ১৯৪-১৯৫ পৃষ্ঠায় বলা ভাল:-

"রাষ্ট্রপালের পরিষদ নির্ধারণ করেছেন, আইন প্রণয়নের যথাযথ এবং সাধারণ পদ্ধতিতে, একটি নির্দিষ্ট জেলাকে সাধারণ আদালত এবং অফিসের এখতিয়ার থেকে সরিয়ে দিতে এবং এটিকে নতুন আদালত ও দপ্তরের অধীনে স্থাপন করতে, যার দ্বারা নিযুক্ত এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে সেই পরিবর্তনটি কী সময়ে ঘটবে তা বলার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাকে সে বা অন্য কোন জেলার জন্য কী আইন করতে চান তা প্রকাশ করতে হবে; সেই জেলার জন্য কোন আইন, বা আইনের অংশ, যা হয় ইতিমধ্যেই ছিল, বা সময়ে সময়ে যথাযথ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বলবৎ হতে পারে।

কর্তৃত্ব, "তার সরকারের অধীন অন্যান্য অঞ্চলে।" আইনসভা নির্ধারণ করেছে যে, এখন পর্যন্ত, একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তন হওয়া উচিত; তবে সময়টি ছেড়ে দেওয়া সমীচীন ছিল, এবং এটি কার্যকর করার পদ্ধতি লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের বিবেচনার ভিত্তিতে; এবং এছাড়াও, যে আইনগুলি একই সরকারের অধীন অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে কার্যকর ছিল বা হতে পারে সেগুলি এই জেলাতেও প্রযোজ্য হতে পারে এবং উপযুক্ত হতে পারে: কিন্তু যেহেতু এটি নিশ্চিত ছিল না যে সেই সমস্ত আইনগুলি এবং তাদের প্রতিটি অংশ, সমান সুবিধার সাথে প্রয়োগ করা যেতে পারে, সেই ক্ষেত্রেও লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কাছে বিচক্ষণতা অর্পণ করা সমীচীন ছিল। গারো পাহাড়ের জন্য এটি করা হয়েছে, খাসিয়া এবং জৈন্তিয়া পাহাড়ের জন্য কী করা হয়েছে? আইনসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে খাসি এবং জৈন্তিয়া পাহাড়ের সংলগ্ন জেলাকেও বিদ্যমান আদালতের এখতিয়ার থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত এবং গারো পাহাড়ের সাথে একই বিধানের অধীনে আনা উচিত, অগত্যা এবং সব ঘটনাতেই নয় কিন্তু যদি এবং যখন রাস্ট্রপালের এটা করা বাঞ্ছনীয় মনে করবেন; এবং এটাও সম্ভব ছিল যে এটা সমীচীন হতে পারে। সমস্ত নয়, তবে কেবলমাত্র সেই বিধানগুলির মধ্যে কয়েকটি সেই পার্শ্ববর্তী জেলায় প্রয়োগ করা উচিত। এবং তদনুসারে আইনসভা অর্পিত, এই উদ্দেশ্যে এছাড়াও, এটি লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের বিবেচনার ক্ষমতা।"

১৮৬৯ সালের আইন XXII এর ধারা ৮ যদি উপরের যুক্তি এবং নির্মাণের উপর "ভাল এবং বৈধ শর্তাধীন আইন" এর উদাহরণ হিসাবে বহাল রাখা যায় তবে আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন দিল্লি আইন আইনের ৭ ধারা একই যুক্তিতে বহাল রাখা উচিত নয়। . দিল্লি আইনে লর্ড সেলবোর্নের ভাষাকে অভিযোজিত করে সমান শক্তির সাথে বলা যেতে পারে যে, যখন দিল্লির নতুন প্রদেশ স্থাপিত হয়েছিল, তখন আইনসভা, অর্থাৎ, রাস্ট্রপালের পরিষদ যেটি দিল্লির আইন প্রণয়ন করেছিল, সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে প্রাদেশিক সরকারকে সক্ষম করা সমীচীন ছিল, নতুন প্রদেশের জন্য কোন আইন প্রণয়ন করা উচিত তা নয়, বরং প্রদেশে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা সমীচীন ছিল, যা আগে থেকেই ছিল বা সময়ে সময়ে যথাযথ আইনী কর্তৃপক্ষের দ্বারা কার্যকর হতে পারে। অন্যান্য প্রদেশে এবং এছাড়াও

অন্যান্য প্রদেশে যে আইনগুলি বলবৎ ছিল বা হতে পারে সেগুলি এমন ছিল যে এই নতুন প্রদেশে প্রযোজ্য হতে পারে এবং উপযুক্ত হতে পারে কিন্তু যেহেতু এটি নিশ্চিত ছিল না যে এই সমস্ত আইন এবং তাদের প্রতিটি অংশ সমান সুবিধার সাথে হতে পারে, প্রয়োগ করা হলে, প্রাদেশিক সরকারের কাছে এই ধরনের আইন বা এই ধরনের আইনের অনুরূপ অংশ প্রয়োগ করার জন্য একটি বিচক্ষণতা অর্পণ করা সমীচীন ছিল। ১৮৬৯ সালের আইন XXII এর ধারা ৮৯ দ্বারা লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে যা দেওয়া হয়েছিল তার চেয়ে যদি দিল্লির আইনে "পরিবর্তন" শব্দের ব্যবহারকে প্রাদেশিক সরকারকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া বলে গণ্য করা হয়, এমনকি সেই সত্যটিও তা করতে পারে না। পার্থক্য, পরিবর্তনের এই ধরনের ক্ষমতার জন্য শর্তাধীন আইনের নীতির মধ্যেও সহজেই আনা যেতে পারে। বলা যেতে পারে যে উপযুক্ত আইনসভা, অর্থাৎ, রাষ্ট্রপালের পরিষদ, যেটি দিল্লির আইন প্রণয়ন করেছিল, তার আইনী মন প্রয়োগ করেছিল এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে যে আইনগুলি ব্রিটিশ ভারতের অন্য কোনো অংশে বলবৎ ছিল বা হতে পারে সেগুলি এমন ছিল যে দিল্লির নতুন প্রদেশে এটি প্রয়োগ করা উপযুক্ত এবং সঠিক হতে পারে তবে যেহেতু এটি নিশ্চিত ছিল না যে এই সমস্ত আইন সমান সুবিধার সাথে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা যেতে পারে, তাই সেই ক্ষেত্রেও একটি বিচক্ষণতা অর্পণ করা সমীচীন ছিল। প্রাদেশিক সরকার এই ধরনের বিধিনিষেধ বা পরিবর্তনের সাথে এই ধরনের আইন প্রয়োগ করা যাতে এটিকে আরও বেশি করে নতুন প্রদেশের জন্য এটিকে বাস্তবে প্রসারিত করার আগে আরও উপযুক্ত করে তোলে। এই যুক্তি অবিলম্বে বুরার মামলার সিদ্ধান্তের চার কোণে পরিবর্তনের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দিল্লি আইন আইনকে নিয়ে আসবে। আমি, তাই, বুরাহের ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ১ নং প্রশ্নটি ধরে রাখতে প্রস্তুত।

তবে বিষয়টি শুধুমাত্র পূর্বোক্ত ভূমিতে স্থির থাকে না, কারণ, ধরে নিলাম যে প্রাদেশিক সরকারকে দেওয়া পরিবর্তনের ক্ষমতা দিল্লি আইন আইনের ধারা ৭ কে শর্তসাপেক্ষ, আইনের পরিধি এবং সুযোগের বাইরে নিয়ে গেছে রাষ্ট্রপালের পরিষদ দ্বারা আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বৈধ অনুশীলনের বিকল্প ভিত্তিতে এর বৈধতা সম্পর্কে একই উপসংহার

প্রাদেশিক সরকারের কাছে। বিচারিক সিদ্ধান্তগুলি থেকে নির্ণয়যোগ্য নীতিগুলি এটি স্পষ্ট করে যে বিধানসভা, দিল্লির আইন প্রণয়ন করে, নিজেকে ধ্বংস করেনি বা সমস্ত ক্ষমতা ত্যাগ করেনি বা তার নিজস্ব ক্ষমতাকে ধ্বংস করেনি বা তার নিজস্ব ক্ষমতা দিয়ে একটি নতুন আইন প্রণয়ন ক্ষমতা স্থাপন করেনি। আমি আইনে এই ধরনের কোন উদ্দেশ্য বুঝতে পারি না। বলা হয় যে প্রাদেশিক সরকার নীতি বা নীতির প্রশ্নগুলিকে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, যেমন, নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে, এবং অন্য কোনো প্রদেশের নিষেধাজ্ঞার আইন দিল্লিতে প্রসারিত করেছিল যা দিল্লির জন্য মোটেও উপযুক্ত নাও হতে পারে। আমি মনে করি না প্রাদেশিক সরকার বাস্তবে এমন কোনো কঠোর কাজ করেছে। যে কোনও ক্ষেত্রেই নির্বাহীর ভুল বা এমনকি নকশার দ্বারা কিছু ভুল করার সম্ভাবনায় বিচলিত হওয়ার দরকার ছিল না, কারণ এটি যদি করে তবে আইনসভার পক্ষে পা নামানো, ভুল সংশোধন করা বা ভুল বাতিল করা যথেষ্ট সহজ ছিল। করা বা, যদি প্রয়োজন হয়, বিষয়টি নিজের হাতে তুলে নেওয়া। এই অবস্থানের কারণে, একমাত্র অন্য জিনিসটি নিশ্চিত করা যায় যে ১৯১২ সালে রাস্ত্রপালের পরিষদ দিল্লির আইন প্রণয়ন করার আইনী ক্ষমতা ছিল কিনা। আমি ইতিমধ্যে বলেছি যে ১৮৬১ সালের আইনের ২২ ধারাটি ১৮৩৩ সালের চার্টার অ্যাক্টের ৪৩ ধারাকে উল্লেখযোগ্যভাবে পুনঃপ্রণয়ন করেছে এবং রাস্ত্রপালের পরিষদ সমস্ত ব্যক্তির জন্য, সমস্ত আদালতের জন্য এবং সমস্ত স্থান এবং জিনিসগুলির জন্য আইন প্রণয়নের জন্য ক্ষমতা দিয়েছে। একটি অধীনস্থ আইনসভাকে প্রদত্ত কোন বৃহত্তর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কল্পনা করা কঠিন। এর আইনগুলিকে ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে একই শক্তি এবং প্রভাব দেওয়া হয়েছিল যেমন সংসদের একটি আইনে দেওয়া হয়েছিল। একমাত্র সীমাবদ্ধতা ছিল যে রাষ্ট্রপাল পরিষদ ১৮৬১ সালের আইন এবং সেখানে উল্লিখিত কিছু অন্যান্য আইনকে প্রভাবিত করে এমন কোনও আইন করতে পারেনি। দিল্লির আইন অবশ্যই "স্থানের" "ব্যক্তিদের" জন্য আইন ছিল যাকে দিল্লী প্রদেশ বলা হয়। এ ছাড়া বিচারিক সিদ্ধান্তগুলি, যেমন আমি তাদের ধরি, বেশ স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত যে প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা হল একটি উপাদানের অংশ। আইন প্রণয়ন ক্ষমতার বিষয়বস্তু এবং একবার এই অর্পণ ক্ষমতা গ্রহণ করা হলে, আমি যা উল্লেখ করেছি তা ছাড়া এর কোন সীমা নেই। অতএব, কোন অবশেষ

আমার মনে সন্দেহ আছে যে গভর্নর-জেনারেল ইন কাউন্সিল তার ক্ষমতার মধ্যে প্রাদেশিক সরকারকে দিল্লির নতুন প্রদেশের জন্য উপযুক্ত আইন নির্বাচনের ক্ষমতা অর্পণ করার এবং সেই প্রদেশে এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনের সাথে প্রসারিত করার জন্য ভালভাবে কাজ করেছেন। পরের চিন্তা ফিট. তাই, আমি সন্তুষ্ট যে ১৯১২ সালে দিল্লির আইনের ৭ ধারা প্রণয়ন করার সময় রাস্ত্রপালের পরিষদ আইন প্রণয়ন ক্ষমতার পরিধির মধ্যে কাজ করেছিলেন এবং তারপরে তার উপর অর্পিত ছিলেন এবং ধারার কোনও অংশই উলত্রা ভিরেস রাজ্যপালের ক্ষমতাকে অতিমাত্রায় ব্যবহার করেনি।

প্রশ্ন ২: আজমির-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৪৭-এ প্রণীত হয়েছিল। ভারতের সংবিধান তখন ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭-এর অধীনে অভিযোজিত হিসাবে ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের আইনের ৭ অধিপত্য নির্বাহী কর্তৃত্ব মহামহিমের পক্ষে রাস্ত্রপালের দ্বারা প্রয়োগ করা হয়েছিল। ধারা ৪৬ অনুসারে "প্রদেশ" বলতে রাজ্যপালের প্রদেশকে বোঝায়। ধারা ৪৯ এর অধীনে একটি প্রদেশের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হতে হবে রাজ্যপালের দ্বারা মহামান্যের পক্ষে অনুশীলন করা হয়েছে। ধারা ১৮ হিসাবে অভিযোজিত করা হয়েছে যে ডোমিনিয়ন আইনসভার ক্ষমতাগুলি গণপরিষদ দ্বারা প্রয়োগ করা উচিত। ধারা ৪২ যা দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে ছিল নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে গভর্নর-জেনারেলকে আইনী ক্ষমতা প্রদান করে। ধারা ৬০-এ বিধান করা হয়েছে যে প্রতিটি প্রদেশের জন্য একটি প্রাদেশিক আইনসভা থাকতে হবে যা গভর্নর দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেন এবং কিছু প্রদেশে দুটি চেম্বারে দুটি চেম্বার এবং অন্যটিতে একটি। ধারা ৯৪ প্রধান কমিশনারদের প্রদেশগুলি গণনা করে। দিল্লি এবং আজমীর-মেরওয়ারা অংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। অধ্যায় ৯৯ এবং ১০০ ডোমিনিয়ন আইনসভা এবং প্রাদেশিক আইনসভার মধ্যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বণ্টন করে এবং তাদের নিজ নিজ আইন প্রণয়ন ক্ষমতাকে সপ্তম তফসিলে নির্ধারিত উপযুক্ত আইনী তালিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে। ধারা ১০০ এর উপ-ধারা (৪) নিম্নরূপ ছিল: -

"অধিপত্য আইনসভার মধ্যে গণনা করা বিষয়গুলির বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে

একটি প্রদেশ বা তার কোনো অংশ ছাড়া প্রাদেশিক আইনী তালিকা।"

এই উপ-ধারায় "প্রদেশ"-এর সংজ্ঞা প্রয়োগ করে, এর অর্থ হল অধিপত্য আইনসভা তিনটি তালিকার সমস্ত বিষয়ে প্রধান কমিশনারদের প্রদেশগুলির জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতাপ্রাপ্ত।অংশ ।X বিচার বিভাগ নিয়ে কাজ করেছে। ধারা ২০০ প্রদান করে যে একটি ফেডারেল আদালত থাকা উচিত। ধারা ২১৯ বিভিন্ন হাইকোর্টের গণনা করেছে। আমি যা বলেছি তা থেকে এটা স্পষ্ট যে ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫-এ আমেরিকান সংবিধানের মতো নির্বাহী, আইনসভা বা বিচার বিভাগের কোনও "অধিকার" ছিল না।

আজমির-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ২ ছিল নিম্নরূপ:-

"কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, আজমির-মেরওয়ারা প্রদেশে এই ধরনের বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনের সাথে প্রসারিত করতে পারে কারণ এটি মনে করে যে এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির তারিখে অন্য কোনো প্রদেশে কার্যকরী কোনো আইন কার্যকর হবে।"

আমি দিল্লির আইনের ৭ ধারার ক্ষেত্রে যেভাবে ব্যবহার করেছি যুক্তির একই লাইনে বুরাহর মামলার অর্থের মধ্যে এই আইনটিকে শর্তসাপেক্ষ আইনের একটি অংশ হিসাবে বিবেচনা করতে আমি কোন অসুবিধা দেখি না। লর্ড সেলবোর্নের ভাষা এই আইনের পরিবর্তনে সমানভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। আমি আরও মনে করি, বিকল্পভাবে, আমি উপরে যে অর্থে ব্যাখ্যা করেছি সে অর্থে নিজেকে প্রভাবিত না করে আজমির-মেরওয়ারা আইনটি আইনসভার দ্বারা আইনী ক্ষমতার একটি বৈধ প্রতিনিধি হিসাবেও সমর্থন করা যেতে পারে। এটা সত্য যে প্রধান কমিশনারদের প্রদেশগুলির জন্য আইন প্রণয়ন করার জন্য ডোমিনিয়ন আইনসভার ক্ষমতা তিনটি তালিকার প্রবেশ দ্বারা পরিসীমাবদ্ধ ছিল এবং আইন প্রণয়নের অবশিষ্ট ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করেনি যা আমাদের বর্তমান সংবিধানের অধীনে সংসদে ৯৭ এন্ট্রির অধীনে রয়েছে। ইউনিয়ন তালিকা এবং অনুচ্ছেদ ২৪৮ এর অধীনে, তথাপি অধিপত্য আইনসভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তিনটি তালিকায় প্রসারিত হয়েছে এবং তাই, তিনটি তালিকার প্রতিটিতে প্রতিটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে অধিপত্য আইনসভা দ্বারা

আজমির-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ২, কেন্দ্রীয় সরকারকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, শুধুমাত্র সেই আইনগুলিকে প্রসারিত করার ক্ষমতা অর্পণ করেছে যা এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির তারিখে অন্য কোনো প্রদেশে বলবৎ ছিল। অধিপত্য আইনসভা দ্বারা প্রণীত আইনটি অবশ্যই অধিপত্য প্রতিটি অংশে প্রযোজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আজমির-মেরওয়ারা পর্যন্ত প্রসারিত করার কোন প্রশ্নই ছিল না। যাই হোক না কেন, অধিপত্য আইনসভা একটি আইন প্রণয়ন করার সময় আসলে এটিতে তার মন প্রয়োগ করেছিল। কার্যত, তাই, আজমির-মেরওয়ারা আইনের ধারা ২ দ্বারা অধিপত্য আইনসভা প্রাদেশিক এবং সমসাময়িক তালিকার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের আইনসভার ক্ষমতা অর্পণ করে। এটি তার ক্ষমতার পরিধির মধ্যে বেশ স্পষ্টতই ছিল এবং সেই আইনের কোনো অংশই অতি বিরূপ ছিল না।

প্রশ্ন ৩: অংশ গ রাজ্য (লাওস) আইন, ১৯৫০, আমাদের সংবিধান কার্যকর হওয়ার পরে, ১৬ এপ্রিল, ১৯৫০-এ প্রণীত হয়েছিল। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের সংবিধানের অধীনে আমাদের সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কী তা খুঁজে বের করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৫৩ দ্বারা সমিতির নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর "ন্যস্ত" হবে। অনুচ্ছেদ ৭৪-এর প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটি মন্ত্রী পরিষদ থাকবে। অনুচ্ছেদ ৭৩(৩) এর অধীনে মন্ত্রী পরিষদকে জনগণের হাউসের কাছে সম্মিলিতভাবে দায়বদ্ধ হতে হবে: অনুচ্ছেদ ৭৯-এর প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি এবং দুটি হাউস নিয়ে গঠিত সমিতির জন্য একটি সংসদ থাকবে। সংসদ এবং রাজ্য আইনসভার মধ্যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার বন্টন অনুচ্ছেদ ২৪৫ এবং ২৪৬ দ্বারা সম্পাদিত হয়। অনুচ্ছেদ ২৪৫ এর অধীনে সংসদ সমগ্র ভারতের বা যেকোনো অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে। সংসদ যে বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে সেগুলি আমাদের সংবিধানের সপ্তম তফসিলে নির্ধারিত ইউনিয়ন তালিকায় গণনা করা হয়েছে। রাজ্য আইনসভা রাজ্য তালিকায় নির্ধারিত বিষয়গুলির বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। সংসদ এবং রাজ্য আইনসভা উভয়ই সমবর্তী তালিকার ক্ষেত্রেও আইন প্রণয়ন করতে পারে। সমিতির তালিকার প্রবেশ ৯৭ এবং অনুচ্ছেদ ২৪৮ তবে আইন প্রণয়নের অবশিষ্ট ক্ষমতা দেয়

সমসাময়িক বা রাজ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোনো বিষয়ে সংসদ আইন প্রণয়ন করবে। পঞ্চম খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায় কেন্দ্রীয় বিচার বিভাগের সাথে সম্পর্কিত। অনুচ্ছেদ ১২৪ বিধান করে যে ভারতের একটি সুপ্রিম কোর্ট থাকবে। রাষ্ট্রের নির্বাহী, আইনসভা এবং বিচার বিভাগের ক্ষেত্রেও একই ধরনের বিধান রয়েছে।

এটি লক্ষ্য করা উচিত যে এটি কেবলমাত্র নির্বাহী কর্তৃত্ব যা রাষ্ট্রপতি বা গভর্নরের কাছে "ন্যস্ত" যে ক্ষেত্রে হতে পারে৷ আমেরিকান সংবিধানের মতো আইন প্রণয়ন বা বিচারিক ক্ষমতার কোনও ন্যস্ত নেই৷ এই ক্ষেত্রে আমাদের সংবিধান কানাডিয়ান সংবিধানের নমুনা অনুসরণ করে। আরও, আমাদের সংবিধান ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং জনগণের মন্ত্রী পরিষদের সম্মিলিত দায়িত্ব প্রদান করেছে। এইভাবে ইংল্যান্ডের মতো নির্বাহী এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতার সংমিশ্রণ রয়েছে। যদিও আমাদের একটি ফেডারেশন, তবুও আমরা ব্রিটিশ সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করেছি।

পরবর্তী যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় তা হল আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভা উভয়েরই "এই সংবিধানের বিধানের অধীন।" অনুচ্ছেদ ১৩(২) বিধান করে যে সমিতি বা রাজ্য এমন কোনো আইন প্রণয়ন করবে না যা সংবিধানের তৃতীয় অংশে প্রাতিভু মৌলিক অধিকারগুলি হরণ বা সংক্ষিপ্ত করে। আবার, আইনসভা ক্ষেত্রের একচেটিয়া সীমাবদ্ধতা সম্ভবত একটি সীমাবদ্ধতা বোঝাতে পারে যে সংসদ তার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা রাজ্য আইনসভাকে অর্পণ করতে পারে না এবং এর বিপরীতে, কারণ এটি সংবিধানেরই বিরোধী হবে। [দেখুন নোভা স্কোটিয়ার মহাব্যহারদেশক বনাম কানাডার মহাব্যহারদেশক (১)] সংসদ বা রাজ্য আইনসভা কোনোভাবেই সংবিধানের দ্বারা নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেছে কিনা তা অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত এবং এই ক্ষেত্রে আদালতের আধিপত্য রয়েছে আইনসভার উপরে। কিন্তু তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের মধ্যে, আমাদের সংসদ এবং রাজ্য আইনসভাগুলি সর্বোচ্চ এবং আদালত তাদের নিজ নিজ যোগ্যতার মধ্যে প্রণীত কোনও আইনের প্রজ্ঞা বা যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে না।

এই প্রশ্নে আমি গোপালনের ক্ষেত্রে (১) যা বলেছি তা মেনে চলেছি।

প্রথম তফসিলের অংশ গ-এর ১০টি রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই রাজ্যগুলির প্রতিটি, ২৩৯ অনুচ্ছেদের অধীনে, রাষ্ট্রপতি দ্বারা একজন প্রধান কমিশনার বা একজন লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের মাধ্যমে বা প্রতিবেশী রাজ্যের সরকারের মাধ্যমে শাসিত হয়। অনুচ্ছেদ ২৪০ সংসদকে এই রাজ্যগুলির যে কোনও একটির জন্য স্থানীয় আইনসভা বা উপদেষ্টা পরিষদ তৈরি বা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা দেয় এবং অনুচ্ছেদ ২৪১ সংসদকে এই রাজ্যগুলির যে কোনও একটির জন্য একটি উচ্চ আদালত গঠন করার ক্ষমতা দেয়। অনুচ্ছেদ ২৪৬(৪) এর অধীনে সংসদকে এই রাজ্যগুলির যে কোনও একটির জন্য রাজ্য তালিকার যে কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২৪৫ এর অধীনে, সংসদ ভারতের ভূখণ্ডের সমগ্র বা যে কোনও অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে। অতএব, সংসদের কাছে তিনটি তালিকার যে কোনো বিষয়ের সাথে সাথে তার অবশিষ্ট আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্য কোনো বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে। অন্য কথায়, অংশ সি রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সংসদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ভারত সরকারের আইনের অধীনে অধিপত্য আইনসভার আইনসভার ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি। এই ব্যাপক ক্ষমতার প্রয়োগে সংসদ অংশ গ রাজ্য (লাওস) আইন, ১৯৫০ প্রণয়ন করেছে, যার ধারা ২ এইভাবে চলে: -

"কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, যে কোনও অংশ সি রাজ্যে (কুর্গ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ব্যতীত) বা এই জাতীয় রাজ্যের যে কোনও অংশে, এই জাতীয় বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তনগুলি সহ যেটি উপযুক্ত মনে করে, যে কোনও আইন প্রসারিত করতে পারে। যেটি প্রজ্ঞাপনের তারিখে একটি অংশ এ রাজ্যে বলবৎ আছে এবং যে কোনো আইনে বিধান করা যেতে পারে যাতে কোনো সংশ্লিষ্ট আইন (কেন্দ্রীয় আইন ব্যতীত) বাতিল বা সংশোধনের জন্য প্রযোজ্য হয়; সেই অংশ গ রাজ্যে।"

এই ধারা এবং দিল্লীর আইন, ১৯১২-এর ধারা ৭, বা আজমের-মেরওয়া (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ২-এর মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল

এই ধারাটি কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতা দেয়, একটি অংশ এ রাজ্যের একটি আইনকে একটি অংশ সি রাজ্যে প্রসারিত করার সময়, সেই অংশ গ রাজ্যে বলবৎ যে কোনো সংশ্লিষ্ট আইন বাতিল বা সংশোধনের ব্যবস্থা করার জন্য। আমি মনে করি না যে এই পার্থক্যটি এই ধারাটিকে বুরাহর মামলার অর্থের মধ্যে শর্তসাপেক্ষ আইনের একটি অংশ হিসাবে গণ্য করা থেকে বাধা দেয়। লর্ড সেলবোর্নের ভাষাটি অংশ গ রাজ্য (লাওস) আইনের ধারা ২-এর প্রথম অংশের সাথে খাপ খায় ঠিক যেমনটি হয়েছিল। ১৮৬৯ সালের আইন XXII-এর ধারা ৮ বা দিল্লির আইন, ১৯১২-এর ধারা ৭ বা আজমির-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ২ সহ। সেই ভাষাটি ধারা ২-এর পরবর্তী অংশে সমানভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অংশ গ রাজ্য (লাওস) আইনের কারণ এটি সমান প্রশংসনীয়তার সাথে বলা যেতে পারে যে উপযুক্ত আইনসভা, অর্থাৎ সংসদ, ধারার দ্বিতীয় অংশের বিষয়েও তার মন প্রয়োগ করেছে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এটি সক্ষম করা সমীচীন। কেন্দ্রীয় সরকার যে আইনটি খুশি করবে তা তৈরি করবে না, তবে একটি পার্ট সি রাজ্যে যে আইনগুলি কার্যকর ছিল বা হতে পারে সেগুলিকে একটি পার্ট সি রাজ্যে প্রযোজ্য করতে হবে এবং এটি একটি উপযুক্ত আইনসভা দ্বারা প্রণয়ন করা হবে। যেমন এই অংশ গ রাজ্যগুলির যে কোনও একটিতে প্রয়োগ করা উপযুক্ত এবং যথাযথ হতে পারে তবে এই জাতীয় আইন ইতিমধ্যে এই রাজ্যে কার্যকর হওয়া অনুরূপ আইনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে তাই সর্বশেষ উল্লিখিত আইনটি বাতিল বা সংশোধন করা প্রয়োজন এবং বাঞ্ছনীয় হবে। আরও উপযুক্ত আইনটিকে এই ধরনের রাজ্যে প্রসারিত ও প্রয়োগ করতে সক্ষম করার জন্য এবং তাই, সেই ক্ষেত্রেও, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কার্যকর আইন বাতিল বা সংশোধন করার বিচক্ষণতা অর্পণ করা সমীচীন। সুতরাং বলা যায়, বিষয়টি বুরাহর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত শর্তসাপেক্ষ আইনের নীতির অধীনে সরাসরি আসে। বিকল্পভাবে যদি অংশ গ রাজ্য (লাওস) আইনের ধারা ২ কোনো কারণে শর্তসাপেক্ষ আইনের আওতার বাইরে থাকে, তবে ধারাটি বহাল রাখা যেতে পারে। দুটি ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অনুমোদনযোগ্য অর্পণের উদাহরণ হিসাবে, প্রথমত, প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা আইন প্রণয়নের ক্ষমতার মধ্যেই অন্তর্নিহিত এবং দ্বিতীয়ত, এই প্রতিনিধিদলটি আইন প্রণয়নের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে যেমনটি এন্ট্রি ৯৭ দ্বারা স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সমিতির তালিকা

অনুচ্ছেদ ২৪৮ অনুসারে। আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অর্পণকে সহজে সমসাময়িক বা রাজ্য তালিকায় গণনা করা হয়নি এমন বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সংসদ নিজেকে কার্যকর করেনি। আইনটি সংসদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে এবং তাই এটি বৈধ।

বিজ্ঞ মহাব্যবহারদেশক এই তিনটি আইনের বৈধতার সমর্থনে ভারতীয় আইন প্রথার উপর নির্ভর করেছিলেন। তিনি রাষ্ট্রপতির মামলার বিবৃতিতে যুক্ত এই জাতীয় আইনের বেশ কয়েকটি উদাহরণের উপর নির্ভর করেছেন। ভারতে ব্রিটিশ সম্পত্তির সম্প্রসারণের সময়, ভারতের বিস্তৃত অংশে ছোট ছোট অঞ্চলগুলি ক্রমাগত ব্রিটিশদের দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু এই জাতীয় অঞ্চলগুলির ক্ষুদ্রতার কারণে বা প্রতিষ্ঠিত প্রদেশগুলির সাথে তাদের অবিলম্বে একীভূত হওয়ার অনাকাঙ্ক্ষিততার কারণে। এই ছিটমহলগুলির জন্য আইন পরিষদ প্রদান করা কার্যত সম্ভব ছিল না। এমনকি রাস্ত্রপালের পরসদের পক্ষে এই অঞ্চলগুলির বিটগুলির প্রতিদিনের প্রশাসনের জন্য বা তাদের সমস্ত প্রয়োজনের জন্য আইন প্রণয়ন করা সম্ভব ছিল না। এই অভ্যাসটি, তাই রাষ্ট্রপাল পরিশের জন্য, একটি সাধারণ আইন দ্বারা, লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে এই ধরনের অঞ্চলগুলিতে প্রসারিত করার ক্ষমতা প্রদানের জন্য, যেমন আইনের অধীনে অঞ্চলগুলির অন্যান্য অংশে বলবৎ ছিল বা হতে পারে। লেফটেন্যান্ট-গভর্নর যা এই অঞ্চলগুলির জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই ধরনের অনুশীলন অবশ্যই সুবিধাজনক ছিল, এবং এমনকি যেহেতু বুরাহের ঘটনাটি গুরুতরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে বলে মনে হয় না। আমি বলছি না যে যুক্তির কোন যোগ্যতা নেই, তবে আমি উপরে যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছি এবং প্রকাশ করেছি, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই যুক্তির উপর আমার মতামতের ভিত্তি করার প্রয়োজন মনে করি না।

আমি শেষ করার আগে, অনুচ্ছেদ ৩৫৩ এবং ৩৫৭ অনুচ্ছেদের উপর ভিত্তি করে একটি যুক্তি নোট করা প্রয়োজন। এই অনুচ্ছেদগুলি সংবিধানের XVIII অংশে রয়েছে এবং জরুরী বিধান। অনুচ্ছেদ ৩৬২ রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা দেয়, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে নির্দিষ্ট ধরণের একটি গুরুতর জরুরী অবস্থা বিদ্যমান, একটি ঘোষণা করার জন্য

যেমন জরুরি। এই ধরনের ঘোষণা কার্যকর থাকাকালীন, ইউনিয়নের নির্বাহী ক্ষমতা রাজ্যের নির্বাহী ক্ষমতা যে পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হবে এবং যে কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার জন্য সংসদের ক্ষমতা যে কোনও রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য প্রসারিত হবে। আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা এবং দায়িত্ব আরোপ বা ক্ষমতা অর্পণ এবং দায়িত্ব আরোপ অনুমোদনের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত থাকবে, সমিতি বা সমিতির কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষের উপর সেই বিষয়ে। অনুচ্ছেদ ৩৫৬ রাজ্যগুলিতে সাংবিধানিক দলিল ভেঙে দেওয়ার বিধান করে এবং রাষ্ট্রপতিকে নিজের ক্ষমতা গ্রহণ করার ঘোষণার মাধ্যমে ক্ষমতা দেয়। রাজ্য সরকারের এবং ঘোষণা করা যে রাজ্য আইনসভার ক্ষমতা সংসদের কর্তৃত্ব দ্বারা বা তার অধীনে প্রয়োগযোগ্য হবে। অনুচ্ছেদ ৩৫৭ ঘোষণা করে যে এই জাতীয় ঘোষণার ক্ষেত্রে সংসদ রাষ্ট্রপতিকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করতে এবং রাষ্ট্রপতিকে অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে অর্পিত ক্ষমতা অর্পণ করার ক্ষমতা প্রদান করতে সক্ষম হবে। যুক্তি হল যে যদি আইন প্রণয়ন ক্ষমতার মধ্যেই প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা থাকে তবে কেন ৩৫৩ এবং ৩৫৭ অনুচ্ছেদে প্রতিনিধিত্বের প্রকাশ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। উপসংহার টানা চাওয়া হয় যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা, এর বেশি ছাড়া, একটি ক্ষমতা বহন করে না। প্রতিনিধিদলের এবং তাই এই দুটি অনুচ্ছেদে প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছিল। এই যুক্তি আমার কাছে সঠিক বলে মনে হয় না। প্রথম স্থানে, এটি উল্লেখ করা উচিত যে এই দুটি ধারা কেন্দ্রীয় সরকার বা সংসদ দ্বারা রাজ্য সরকার বা রাজ্য আইনসভার ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রদান করে। তাই অর্পণের ক্ষমতা স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন বলে মনে করা হয়েছিল। আরও জরুরী পরিস্থিতি বা পরিস্থিতির অন্যান্য চাপের পরিপ্রেক্ষিতে এই অধিদপ্তরের ক্ষমতার জন্য স্পষ্টভাবে প্রদান করা সমীচীন হতে পারে। আমি বলতে প্রস্তুত নই যে এই দুটি অনুচ্ছেদের বিধান সম্ভবত ক্ষমতাকে নেতিবাচক করতে পারে। আমি বলতে প্রস্তুত নই যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অর্পণের বিধান যা আনুষঙ্গিক এবং আইন প্রণয়নের ক্ষমতার আনুষঙ্গিক এবং যা

এমনকি ক্ষমতা বিচ্ছিন্নতার দেশেও এক বিন্দু পর্যন্ত স্বীকার করা হয়।

ফলাফল, অতএব, আমি নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি: -

প্রশ্ন ১: দিল্লীর আইন, ১৯১২-এর ধারা ৭ বৈধ ছিল এবং এর কোন অংশই এটি পাস করা আইনসভার কাছে "ক্ষমতা বহির্ভূত" ছিল না।

প্রশ্ন ২: আজমীর-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭, বৈধ ছিল এবং এর কোনো অংশই এটি পাস করা আইনসভার কাছে অতিরঞ্জিত ছিল না।

প্রশ্ন ৩: অংশ গ রাজ্য (লাওস) আইন, ১৯৫০-এর ধারা ২ বৈধ এবং এর কোনো অংশই সংসদে অতিমাত্রায় নয়।

বিচারপতি বসু -আমি প্রথমে ১৯১২ সালের দিল্লির আইনের সাথে মোকাবিলা করবো। প্রশ্ন হল ধারা ৭, বা এর যেকোনও বিধান কি অতি বিরোধিতাকারী। এটি নির্ধারণ করার জন্য, ভারতের বর্তমান সংবিধানকে ভুলে যাওয়া এবং আমাদের মনকে ১৯১২ সালের দিকে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন হবে যখন ভারত তখনও ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল।

দিল্লি মূলত পাঞ্জাব প্রদেশের অংশ ছিল কিন্তু ১৭ ই সেপ্টেম্বর ১৯১২-এ এটি একটি প্রধান কমিশনারের অধীনে একটি পৃথক প্রদেশে গঠন করা হয়েছিল। যখন এটি করা হয়েছিল তখন এই নতুন প্রদেশে কী কী আইন প্রয়োগ করা হবে তা নির্ধারণের জন্য আইন প্রণয়নের প্রয়োজন ছিল। নতুন আইনের একটি সম্পূর্ণ শ্রেনি এনে নতুন করে শুরু করার পরিবর্তে, দিল্লির আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। ধারা ২ এর অধীনে আইনের সম্পূর্ণ অংশ যা এই এলাকায় কার্যকর ছিল যা পাঞ্জাব থেকে বের করে নেওয়ার ঠিক আগে থেকেই বলবৎ ছিল এবং ধারা ৭-এর অধীনে নতুন প্রদেশের প্রাদেশিক সরকার, অর্থাৎ নির্বাহী কর্তৃপক্ষ ছিল। প্রজ্ঞাপনের তারিখে ব্রিটিশ ভারতের যে কোনো অংশে বলবৎ কোনো আইন, বিধিনিষেধ বা পরিবর্তন সহ বা ছাড়াই এই এলাকায় প্রসারিত করার জন্য অনুমোদিত। এটা বিতর্কিত নয় যে এই আইনটি একটি আইন বা পরিবর্তনের মাধ্যমে পাস করা হয়েছিল, যে কোনটিতে কার্যকরী আইনে এটিকে যারা এই আইনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তারা দাবি করে যে আইনসভার প্রাদেশিক সরকারকে প্রদান করার কোন ক্ষমতা ছিল না, যা একটি আইনসভা সংস্থা নয়, কি ভেতরে

সারমর্ম হল আইন প্রণয়ন ক্ষমতা, অর্থাৎ প্রদেশে নতুন আইন প্রবর্তনের ক্ষমতা যা আগে ছিল না।

যে আইনসভা দিল্লি আইন আইন ১৯১২ প্রণয়ন করেছিল তা ছিল পরিষদের রাষ্ট্রপতি আইনসভা বিভাগ বা সুবিধার জন্য যা বলা যেতে পারে, আইন পরিষদে রাষ্ট্রপাল। এই সংস্থাটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি আইন দ্বারা গঠিত হয়েছিল, মূলত ১৮৩৩ সালের সনদ আইন। এর গঠন এবং ক্ষমতা সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়, যেমন, ১৮৫৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট এবং ১৮৬১, ১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনের দ্বারা। এবং ১৯০৯, কিন্তু মূলত এটি ১৯১২ সালে ভারতে আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ ছিল। সেই বছরে এর ক্ষমতাগুলি ১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনের ২২ ধারা থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল। যে ক্ষেত্রে, সুযোগ এবং এই ক্ষমতাগুলির পরিধি স্বাভাবিকভাবেই সেই আইন থেকে সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দুর্ভাগ্যবশত এটি আমাদের এখানে সাহায্য করে না কারণ এই ক্ষমতাগুলির প্রয়োজন ছিল সাধারণ পদে প্রদত্ত এবং পুরো প্রশ্ন হল শব্দের অর্থ কী। এটি স্বীকার করা হয়েছিল যে ১৯১২ সালের দিল্লি আইন আইনের ৭ ধারায় মূর্ত বিস্তৃত ক্ষমতাগুলি অন্য কোনও কর্তৃপক্ষকে প্রদান করার জন্য এই নতুন আইনসভা সংস্থাকে আইন পরিষদের গভর্নর-জেনারেলকে স্পষ্ট ভাষায় ক্ষমতা প্রদান করার কোনও বিধান নেই, তবে এটি বিতর্কিত হয়েছিল এটি করার অধিকার আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অন্তর্নিহিত এবং যেহেতু আইন পরিষদে রাষ্ট্রপালকে অন্যান্য ক্ষেত্রে, দিল্লি প্রদেশের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, দিল্লিতে যা করেছে তা করার অধিকার ছিল। আইন আইন তার স্বাভাবিক আইনী কার্যাবলীর অংশ হিসাবে ছিল।

এটি আমাদের প্রশ্নে নিয়ে আসে, একটি রাজ্যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বা রাজ্যের একটি অংশ কী নিয়ে গঠিত? এই বিষয়ে মতামতের একটি বড় ভিন্নতা রয়েছে এবং আমরা গ্রেট ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ মহাদেশের অনেক বিশিষ্ট বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এবং আইনবিদদের মতামতের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে নেওয়া হয়েছিল। আমি মনে করি না যে তাদের দীর্ঘমেয়াদী পরীক্ষা করা লাভজনক হবে কারণ শেষ পর্যন্ত এটি সবই এখানে আসে।

আইন প্রণয়ন ক্ষমতার ধারণা বিভিন্ন দেশে পরিবর্তিত হয় এবং প্রকৃতপক্ষে প্রায়শই একই দেশে মন থেকে মনে। সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত কোন সংজ্ঞা নেই। তাই আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে এবং তাদের মধ্যে বেছে নিতে হবে। কিন্তু এটা করতে গিয়ে আমি নিম্নলিখিত কারণে ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গিকে যা বলতে পারি তার দিকে ঝুঁকে পড়া ঠিক বলে মনে করি।

আমরা এখানে উদ্বিগ্ন, সূত্রে, ব্রিটিশ সংসদের একটি আইন এবং সেই সময়ে ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত একটি দেশ নিয়ে। ভারতে আইন প্রণয়ন কর্তৃত্ব ব্রিটেন থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে রাষ্ট্রপাল ব্রিটিশ সংসদ সৃষ্টি। যখন, তাই, সংসদ যখন এটিকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছিল, তখন আমাদের অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে যে সংসদ কী করতে চেয়েছিল এবং সেই সংস্থাটি আইন প্রণয়নের ক্ষমতার পরিধির মধ্যে থাকা বিষয়গুলি কী বলে বিবেচিত হয়েছিল। এটি করার একমাত্র উপায় হল অনুরূপ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সংসদের ব্যবহার এবং অনুশীলন পরীক্ষা করা এবং এই জন্য এর আইনগুলিকে ব্রিটিশ আদালতের আইন দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমি অবশ্যই এর দ্বারা বোঝাতে চাই না যে আমরা ব্রিটিশ সংসদের ক্ষমতা পরীক্ষা করতে চাই কারণ সবাই স্বীকার করে যে এর ক্ষমতা আইনীভাবে নিরঙ্কুশ এবং আইনের কোন আদালত এটি যা করে তা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে না: আমি বলতে চাচ্ছি যে ক্ষমতার প্রকৃতি পরীক্ষা করা এটি অন্যান্য আইনসভার উপর, যেমন লেজিসলেটিভ কাউন্সিলেররাষ্ট্রপাল , যা ব্রিটিশ সংসদের দ্বারা সময়ে সময়ে ব্রিটিশদের বিভিন্ন অংশে তৈরি করা হয়েছে।

সাম্রাজ্য, এটি করার সময় আমি যতদূর পারি, শব্দ এবং শব্দগুচ্ছের ব্যবহার এড়াতে চাই যা প্রযুক্তিগত তাত্পর্য অর্জন করেছে কিন্তু যার অর্থ সম্পর্কে দুটি মন একমত বলে মনে হয় না। আমার মনে শব্দ আছে যেমন সার্বভৌম, ত্যাগ, অর্পিত কর্তৃত্ব, ক্ষমতা পৃথকীকরণ ইত্যাদি। আমি মনে করি না যে অনুসন্ধানের বিস্তৃত ক্ষেত্রটিতে প্রবেশ করা প্রয়োজন যা এই শর্তগুলির একটি বিশ্লেষণকে অন্তর্ভুক্ত করবে কারণ, আমার দৃষ্টিতে, আমাদের এখানে যা নির্ধারণ করতে হবে তা অনেক সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে।

নিজেদেরকে ১৯১২ সালের অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে আমাদের অবস্থানটিকে ব্রিটিশ আদালত হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

করবে এবং বিশেষ করে প্রিভি পতিসদের বিচার বিভাগীয় কমিটি। ক্রফট বনাম ডানফি (১) এ জুডিশিয়াল কমিটি বলেছে, কানাডার একটি মামলায়:-

"এই পরিস্থিতিতে, এটা ভাবা কঠিন যে শুল্ক সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের জন্য আধিপত্য সংসদকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রে সংসদ তার থেকে সীমাবদ্ধতার অনুরূপ বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করা উচিত ছিল যা দীর্ঘদিন ধরে একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ইম্পেরিয়াল কাস্টমস আইনের এবং যা সম্ভবত এর কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজনীয় হিসাবে স্বীকৃত ছিল।"

আমার মনে, এটি এই পদ্ধতির ন্যায্যতা দেয় যে ১৮৬১ সালের ভারতীয় পরিষদ আইন এবং ১৮৯২ এবং ১৯০৯ সালের পরবর্তী আইনগুলির ধারা ২২ গঠন করার সময়, আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তার মনে অনেকগুলি বিচারিক বিষয় উপস্থাপন করেছিল। আইনসভার সুযোগ এবং পরিধি সংক্রান্ত ঘোষণা, আইনসভাগুলিকে অর্পিত কর্তৃত্ব যা রাজকীয় সংসদ সৃষ্টি। কিন্তু যতদূর দিল্লি আইন আইন উদ্বিগ্ন, একটি মামলা যথেষ্ট হবে, যথা দ্য কুইন বনাম বুরাহ(২)।

এটি ছিল ১৮৭৮ সালের বিচার বিভাগীয় সমিতি একটি সিদ্ধান্ত। মামলাটি ভারত থেকে এসেছিল। তাদের লর্ডশিপগুলি একটি সাধারণ এবং সুদূরপ্রসারী প্রকৃতির বেশ কয়েকটি পর্যবেক্ষণ করেছে, তবে বর্তমান উদ্দেশ্য থেকে আমি নিজেকে কিছুটা সংকীর্ণ বিন্দুতে সীমাবদ্ধ করব যা, আমার মতে, বর্তমান ক্ষেত্রে আরও সংগত। তাদের লর্ডশিপগুলি ১৮৬৯ সালের লেজিসলেটিভ পরিসদে রাষ্ট্রপালের একটি আইনের সাথে সম্পর্কিত ছিল যা অস্বীকার করা হয়েছিল। সেই তারিখে খাসি পাহাড় নামে পরিচিত অঞ্চলের একটি অংশ ১৮৩৫ সালের আইন V। এবং ১৮২২ সালের বাংলার নিয়ন্ত্রণ X দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল; তাই গারো পাহাড় নামে পরিচিত ভূখণ্ডের আরেকটি অংশ। অভিযুক্ত আইনের ধারা ৩ এই আইনগুলিকে বাতিল করেছে (যা আমাদের উদ্বেগজনক নয় এমন বিষয়গুলি ব্যতীত) যতদূর তারা খাসি পাহাড় সম্পর্কিত এবং ধারা ৪ গারো পাহাড়কে তাদের কার্যক্রম থেকে বাদ দিয়েছে। ধারা ৮ প্রণয়ন করেছে যে:-

"কথিত লেফটেন্যান্ট-গভর্নর (বাংলা) সময়ে সময়ে, কলকাতা গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা,

উল্লিখিত অঞ্চলে (গারো পাহাড়) প্রসারিত কোনো আইন, বা কোনো আইনের কোনো অংশ, যা এখন তার সরকারের অধীন অন্যান্য অঞ্চলে বলবৎ, বা যা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপাল বা উক্ত লেফটেন্যান্টের কাউন্সিল দ্বারা প্রণীত হতে পারে। আইন ও প্রবিধান প্রণয়নের জন্য, এবং এই ধরনের বর্ধিতকরণ সরাসরি করতে পারেন যার দ্বারা প্রসারিত বিধানের কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্বের ঘটনা প্রয়োগ করা হবে বা সম্পাদন করা হবে, এবং এমন কোনো আদেশ দিতে পারেন যা তিনি এই ধরনের বিধান কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করবেন। "(পৃষ্ঠা ১৮০)।

ধারা ৯ খাসি পাহাড়ে (পৃষ্ঠা ১৮০) ধারা ৮ (অন্যদের মধ্যে) প্রয়োগ করে খাসি পাহাড়ের জন্য একই কাজ করার জন্য লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে ক্ষমতা দেয়। এই বিধানগুলি "ক্ষমতা বহির্ভূত" হিসাবে আক্রমণ করা হয়েছিল। পৃষ্ঠা ১৯০ দেখুন যেখানে তাদের লর্ডশিপ বলে:-

"পরবর্তী প্রশ্ন হল ১৮৬৯ সালের পুরো আইনটি বাতিল কি না।" আক্রমণের দুটি কারণ ছিল, (১) এটি আইন নয়, একটি প্রতিনিধি দল। আইনসভার ক্ষমতা (পৃষ্ঠা ১৯২) এবং (২) যে আইন পরিষদের রাষ্ট্রপাল এখানে একটি নতুন আইনসভা তৈরি করার চেষ্টা করছেন (পৃষ্ঠা ১৯৪)। উভয় বিতর্কই খণ্ডন করা হয়েছিল, প্রথমটি এই ভিত্তিতে যে ভারতীয় আইনসভা কোনও অর্থেই ব্রিটিশ সংসদের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধি নয় এবং দ্বিতীয়টি, কারণ এটি একটি নতুন আইনসভা গঠনের প্রভাব ফেলেনি।

এই মুহূর্তে আমি দ্বিতীয় পয়েন্টে মনোযোগ দিতে চাই। বিচার বিভাগীয় কমিটি এভাবেই মোকাবিলা করেছে। তাদের লর্ডশিপ একটি নতুন আইনসভা তৈরির বিষয়ে যুক্তি খণ্ডন করে বলেছেন:-

"বর্তমান ক্ষেত্রে তাদের লর্ডশিপের মতামত অনুসারে, এই ধরণের কিছুই করা হয়নি বা করার চেষ্টা করা হয়নি। যা করা হয়েছে তা হল। পরিষদের রাষ্ট্রপাল একটি নির্দিষ্ট জেলাকে অপসারণের জন্য আইন প্রণয়নের যথাযথ এবং সাধারণ পদ্ধতিতে নির্ধারণ করেছেন। সাধারণ আদালত ও দফতরের এখতিয়ার থেকে, এবং এটিকে নতুন আদালত ও দফতরের অধীনে রাখার জন্য, বাংলার লেফটেন্যান্ট-গভর্নর কর্তৃক নিযুক্ত করা এবং দায়বদ্ধ করা লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের উপর ছেড়ে দেওয়া যে ঠ্যাংটি কখন ঘটবে; এবং

এছাড়াও, তাকে সেই আইন বা অন্য কোন জেলার জন্য কোন আইন প্রণয়ন করতে না দিয়ে, সেই জেলায় কোন আইন বা আইনের অংশ, যা আগে থেকেই ছিল বা সময়ে সময়ে হতে পারে, সেই জেলায় জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রয়োগ করতে সক্ষম করে। তার সরকার সাপেক্ষে অন্যান্য অঞ্চলে যথাযথ, আইনী কর্তৃত্ব দ্বারা বলপ্রয়োগ করুন।' আইনসভা নির্ধারণ করেছে যে, এখন পর্যন্ত, একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তন হওয়া উচিত; কিন্তু লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের বিবেচনার জন্য এটি কার্যকর করার সময় এবং পদ্ধতি ছেড়ে দেওয়া সমীচীন ছিল; এবং এছাড়াও, যে আইনগুলি একই সরকারের অধীন অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে কার্যকর ছিল বা হতে পারে সেগুলি এই জেলাতেও প্রযোজ্য হতে পারে এবং উপযুক্ত হতে পারে; কিন্তু, যেহেতু এটা নিশ্চিত ছিল না যে সেই সমস্ত আইন এবং তাদের প্রতিটি অংশ সমান সুবিধার সাথে হতে পারে।প্রয়োগ করা হয়েছিল, সেই ক্ষেত্রেও লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের কাছে বিচক্ষণতা অর্পণ করা সমীচীন ছিল।"

এই মুহূর্তে আমি সেই বিচারিক নীতিগুলি অনুসন্ধান করতে চাই না যেগুলির উপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কারণ আমার মতে, এটি এর জন্য প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব, যথা, একটি আইনী সংস্থা যাকে আমি বলব এ, ব্রিটিশ দ্বারা তৈরি "এক্স+অয়+যদ" অঞ্চলের জন্য সংসদ আইন প্রণয়ন করতে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি করার ক্ষমতা রাখে:-

(১) একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বিদ্যমান সমস্ত আইন বাতিল করা যা পুরো "এক্স+ওয়+জদ" থেকে খোদাই করা হয়েছে এবং যা এ এর আইনী এখতিয়ারের অধীন;

(২) একটি বিশুদ্ধভাবে নির্বাহী কর্তৃপক্ষ বি কে অনুমোদন করা যিনি ওয়-এর অধস্তন নির্বাহী এবং আইন প্রণয়ন নিয়ন্ত্রণে আছেন এবং যিনি এখন এক্স-এর কার্যনির্বাহী দায়িত্বে রয়েছেন, এক্স-এর জন্য যে কোনও আইন বাছাই করা এবং বেছে নেওয়ার জন্য যা তখন ওয় বা জদ-এ বিদ্যমান। , আইনসভা এ-এর দ্বারা তৈরি করা হোক বা ওয় এর জন্য ওয়-তে অধস্তন আইনসভা দ্বারা তৈরি করা হোক, এবং সেগুলিকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রয়োগ করুন, যেমনটি তিনি এক্স-কে খুশি করেন; আরও,

(৩) বি-কে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাছাই এবং প্রয়োগ করার জন্য অনুমোদন করা, যে কোনো আইন যা পরবর্তীতে ওয়- এর বা জদ-এর জন্য আইনসভা এক্স- এর দ্বারা প্রণীত হতে পারে, অথবা অন্য অধস্তন আইনসভা দ্বারা যা এ- এর নয় কিন্তু ওয়-এর জন্য বি-এর অধীনে।

এখন বর্তমান মামলায় (দিল্লি লজ আইন) এরই আবেদন। যে আইনসভা দিল্লি আইন আইন প্রণয়ন করেছিল বুরার মামলার ক্ষেত্রে একই আইনসভা ছিল, যদিও অবশ্যই এর গঠন ভিন্ন ছিল। বুরাহর ক্ষেত্রে, ক্ষমতাগুলি ১৮৩৩, ১৮৫৩ এবং ১৮৬১ সালের আইন থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল। বর্তমান ক্ষেত্রে, ক্ষমতাগুলি ১৮৯২ এবং ১৯০৯ সালের আইনগুলির সাথে মিলিত আইনগুলির একই সিরিজ থেকে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী আইনগুলি আইনসভার গঠনকে পরিবর্তন করেছিল এবং এর আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন করেছে কিন্তু আইন প্রণয়নের সামগ্রিক ক্ষমতা ১৮৬১ সালের ইম্পেরিয়াল আইনের ২২ ধারার উপর ভিত্তি করে ছিল, যেমনটি বুরাহর মামলার ক্ষেত্রে ছিল। অতএব, আমার দৃষ্টান্তে, ক রয়ে গেছে ক কিন্তু খ হল নতুন প্রদেশের দিল্লির প্রাদেশিক সরকার এবং ম হল নতুন প্রদেশ দ্বারা আলিঙ্গিত এলাকা। য়+র হল অবশিষ্ট প্রদেশগুলির একটিও নেই। আইনসভা ক দ্বারা প্রণীত দিল্লি আইন আইনের ধারা ৭ ম-এর দায়িত্বে থাকা একটি নির্বাহী কর্তৃপক্ষ খ-কে ক্ষমতা দেয়।

(১) ম তে প্রয়োগ করা, সীমাবদ্ধতা বা পরিবর্তন ছাড়াই, য় বা র -এর জন্য ক দ্বারা প্রণীত কোনো আইন;

(২) একইভাবে ম-এর ক্ষেত্রে যেকোনো আইন প্রযোজ্য। য়-এর জন্য য়-তে একটি প্রাদেশিক আইনসভা দ্বারা প্রণীত;

(৩) একইভাবে ম -এ প্রয়োগ করার জন্য যে কোনও আইন যা পরবর্তীতে ক দ্বারা য় বা র-এর জন্য প্রণীত হতে পারে; এবং

(৪) পূর্বের মতো, ম-এর জন্য প্রয়োগ করা যে কোনও আইন যা পরবর্তীতে য়-এর কোনও প্রাদেশিক আইনসভা দ্বারা প্রণীত হতে পারে, খ -এর দায়িত্বে নয়, য়-এর জন্য।

এটি দেখা যাবে যে এটি এবং বুরাহর মামলার ক্ষেত্রে পার্থক্য শুধুমাত্র আইটেম (২) এবং (৪) এর মধ্যে রয়েছে। প্রিভি কাউন্সিল সেই আইনটিকে বহাল রাখে যা খ -কে ম-এর জন্য ক দ্বারা প্রণীত যে কোনো আইন বেছে নেওয়ার ক্ষমতা দেয়। অতএব, যে কোনো হারে ধারা ৭ বহাল রাখতে হবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে প্রাদেশিক সরকার একটি কেন্দ্রীয় নির্বাচন করেছে কিনা। বা একটি প্রাদেশিক আইন। কিন্তু প্রিভি কাউন্সিল আরও এগিয়ে গিয়ে খ -কে একটি প্রাদেশিক আইন বেছে নেওয়ার অনুমতি দেয়,

যদিও নির্বাচনের ক্ষেত্রটি প্রাদেশিক আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যে অঞ্চলগুলির খ লেফটেন্যান্ট-গভর্নর ছিলেন এবং যেগুলি তার নির্বাহী ও আইন প্রণয়নের অধীনে ছিল। দিল্লির ক্ষেত্রে, নির্বাচনের ক্ষেত্রটি বিস্তৃত এবং প্রদেশগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত যেগুলি খ -এর দায়িত্বে নেই। এটি কি নীতিগতভাবে কোন পার্থক্য করে? ক উদ্বিগ্ন হিসাবে এটি তাই করে তা আমি দেখতে পাচ্ছি না। এটা সত্য যে বিচার বিভাগীয় কমিটি বলেছে যে যে আইনগুলি লেফটেন্যান্ট-গভর্নর প্রয়োগ করার অধিকারী ছিলেন সেগুলি ছিল "যে আইনগুলি একই সরকারের অধীন অন্যান্য অঞ্চলে বলবৎ ছিল বা হতে পারে। ধারা ৮ এর আলোকে যে শব্দগুলি পড়েছিল হত্যা করা হয়েছিল, আমি মনে করি এর অর্থ লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের অধীনে অন্যান্য অঞ্চল (গভর্নর-জেনারেল নয়), এবং অবশ্যই লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের পছন্দের এলাকাটি সেই ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল তবে এটি ছিল কারণ এই ধরনের একটি সীমাবদ্ধতা স্থাপন করা হয়েছিল ১৮৬৯-এর আইন যা সেখানে প্রযোজ্য।

বুরাহর মামলায় সিদ্ধান্তের প্রকৃত ভিত্তি যাই হোক না কেন, প্রিভি কাউন্সিল আইনসভা ক দ্বারা প্রণীত একটি আইনকে বহাল রেখেছিল যা একটি নির্বাহী কর্তৃপক্ষ খ কে ক্ষমতায়ন করে, যেটি দিল্লির প্রাদেশিক সরকারের মতো ক-এর সাথে একই সম্পর্ক বহন করে, নির্বাচন এবং আবেদন করার জন্য। ক এর আইনসভার এখতিয়ারের মধ্যে একটি এলাকা ম , ভারতের অন্য অংশে একটি প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন, এছাড়াও আইনীভাবে ক এর অধীনে। এটাই এখানে সঠিক অবস্থান।

এই মামলা এবং বুরাহর মামলার মধ্যে পার্থক্যের একমাত্র আরেকটি বিষয় হল যে লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে "যেকোনো আইন বা যেকোনো আইনের কোনো অংশ" নির্বাচন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যেখানে, এখানে, প্রাদেশিক সরকার নির্দিষ্ট আইনগুলি প্রসারিত করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত "যেমন বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তন" যেমন এটি উপযুক্ত মনে করে। আমি মনে করি না এটি পদার্থের কোনও পার্থক্য করে। ফলস্বরূপ, প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের দ্বারা আবদ্ধ ১৯১২ সালের ব্রিটিশ আদালতের অবস্থানে নিজেকে স্থাপন করে, আমি এই সংকীর্ণ মাটিতে ধরে রাখব। ১৯১২ সালের দিল্লি আইন আইনের ৭ অনুচ্ছেদ আমি খুব কমই ভাবতে পারি যে তার নিজস্ব নজির দ্বারা আবদ্ধ প্রিভি কাউন্সিল অন্যথায় সিদ্ধান্ত নিত।

আমি আজমীর-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭-এর পাশে ফিরে আসি। ধারা ২ হল অপ্রকৃত অংশ। এটি অন্যটির মতোই একই শব্দে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে (একটি নির্বাহী সংস্থার বিরুদ্ধে) প্রাদেশিকের পরিবর্তে আইন প্রবর্তনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে (নিষেধাজ্ঞা ও পরিবর্তন সহ)। সরকার এখানেও, যে আইনগুলি প্রবর্তন করা যেতে পারে সেগুলি কেবল কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বারা প্রণীত নয় বরং প্রাদেশিক আইনসভা দ্বারা প্রণীত আইনগুলিও প্রবর্তন করা যেতে পারে এবং যে আইনগুলি নির্বাচন করা যেতে পারে সেগুলি আইনের তারিখে এবং যেগুলি হতে পারে উভয়ই। ভবিষ্যতে তৈরি। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় আইনসভার চরিত্রে একটি আমূল পরিবর্তন এসেছে এবং প্রশ্ন হল এটি কোন পার্থক্য করেছে কিনা। আমার মনে হয় না।

ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫, দেশের সরকারে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় উপাদান প্রবর্তন করে এবং এটিকে একটি সংবিধান দেয়। এটি আইনী কর্তৃত্বের পরিধিকে বিভক্ত করে এবং কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে স্বার্থের আইনী ক্ষেত্র তৈরি করে এবং কেন্দ্রকে অবশিষ্ট ক্ষমতা দেয়। কিন্তু তা ছাড়া, এটি আইন প্রণয়ন ক্ষমতার মৌলিক ধারণাকে পরিবর্তন করেনি। ১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল আইনের ২২ ধারার অধীনে আইন পরিষদের গভর্নর-জেনারেলকে ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে সমস্ত ব্যক্তি এবং জিনিসের জন্য "আইন তৈরি করার" ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যদিও নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে, উদাহরণস্বরূপ, এটি পরিবর্তন বা প্রভাবিত করে এমন কোনও আইন তৈরি করতে পারেনি। ইম্পেরিয়াল পার্লামেন্টের একটি আইন যদি না স্পষ্টভাবে অনুমোদিত হয় কিন্তু, যেমনটি আমরা দেখেছি, যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে দিল্লি আইন আইনের অধীনে যা করা হয়েছিল তা করার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯১৫ সালের ভারত সরকার আইন যা দেশের সরকারকে স্পর্শ করার পূর্ববর্তী আইনগুলিকে একীভূত করে, এই বিষয়ে কোনও পরিবর্তন করেনি যদিও এর আগে সংসদে রানী বনাম বুরাহ ছিল। ১৯৩৫ সালে, কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন সত্ত্বেও, ক্ষমতার অপরিহার্য ধারণাটি পরিবর্তিত ছিল না, শুধুমাত্র তার কাজ করার পদ্ধতি। যদি কিছু হয়, কর্তৃত্বের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা হয়েছিল কারণ ফেডারেল আইনসভাকে অতিরিক্ত-আঞ্চলিক প্রয়োগের আইন তৈরি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, একটি ভারতীয অধিকার

তখন পর্যন্ত আইনসভা দখল করেনি। ধারা ৯৯ ফেডারেল আইনসভাকে পুরো বা ব্রিটিশ ভারতের যে কোনো অংশের জন্য "আইন প্রণয়নের" জন্য অনুমোদিত করে, তবে, আইনের অন্যান্য বিধানের জন্য। অন্যান্য বিধানগুলি কেবল সেই বিষয়গুলিকে বিভক্ত করেছে যেগুলির উপর আইন প্রণয়ন অনুমোদিত৷ তারা আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তৈরি করতে যেতে প্রয়োজনীয় উপাদান সম্পর্কে কিছুই বলেন না. ভাষা, এটা দেখা হবে, ১৯১৫ সালের ভারত সরকারের আইনের ভাষার মতই। কিন্তু, আমার মনে, সত্যিই মৌলিক সত্য হল যে আমরা এখানে এখনও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি আইন প্রণয়ন করার বিষয়ে কাজ করছি। ভারতের জন্য। এটি উপসংহারে আসা যুক্তিসঙ্গত যে আইনী ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংসদের ধারণা পরিবর্তিত হয়নি, বিশেষ করে যখন আমরা দেখতে পাই যে এটি ১৮৬১ এবং ১৯১৫ সালের মতো একই ভাষা ব্যবহার করছে।

এরপর আসে ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন। এটি ভারতকে একটি ডোমিনিয়নে রূপান্তরিত করে এবং এর আইনসভাগুলিতে আরও ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করে। ১৯৩৫ সালের আইনের ১০৮ ধারা আরোপিত আইন প্রণয়নের সীমাবদ্ধতা দূর করা হয়েছে। কিন্তু, যতদূর আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অপরিহার্য বিষয়বস্তু উদ্বিগ্ন ছিল, অবস্থান একই ছিল এবং একই ভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল যথা, ডোমিনিয়ন আইনসভা "আইন প্রণয়ন করতে পারে ইত্যাদি।" এর আইন প্রণয়নের ক্ষমতার উপর কোন নতুন সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়নি।

এখন আবার এখানে, যদিও ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল এবং নিজের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হয়েছিল যতক্ষণ না পর্যন্ত এটি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দ্বারা প্রণীত পুরানো সংবিধানটি রয়ে গেছে। এই সন্ধিক্ষণে অবস্থান অনেকটা কানাডার মতোই। অস্ট্রেলিয়ার কমনওয়েলথ বনাম দ্য কলোনিয়াল সুগার রিফাইনিং কোম্পানি লিমিটেড(') এর অ্যাটর্নি-জেনারেল-এ ভিসকাউন্ট হ্যালডেনের পর্যবেক্ষণ দেখুন। অতএব, নীচে, আমরা এখনও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি আইন তৈরি করছি। আমরা এখনও ব্রিটিশদের চোখ দিয়ে এই আইনসভার দিকে তাকিয়ে আছি। ১৯৪৭ সালে যখন এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছিল তখন প্রিভি কাউন্সিল এই আইনের বৈধতা সম্পর্কে কী উত্তর দেবে তা আমাদের এখনও বিবেচনা করতে হবে। রানীর মুখে

(১) [১৯১৪] এ সি . ২৩৭ এ ২৫৩।

বনাম . বুরাহ আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে এই আইনটি বহাল থাকত। তাই আমার আর অনুসন্ধান করার দরকার নেই কারণ, যদিও সেই তারিখের পরে এই ধরণের আইন সম্পর্কে প্রচুর মামলা হয়েছিল, তবে বিচার বিভাগীয় কমিটির কোনও একক সিদ্ধান্তই বুরাহর মামলার সুষ্ঠুতা নিয়ে কোনও সন্দেহ ছুড়ে দেয়নি। বিপরীতে, সিদ্ধান্তটি ডোমিনিয়ন থেকে মামলার পর মামলার উপর নির্ভর করা হয়েছে এবং এর শর্তাবলীর বিস্তৃত প্রশস্ততাকে সমর্থন করা হয়েছে। অতএব, আমিও এই আইনের বৈধতা বহাল রাখব। কিন্তু আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে আমি আগের মতো একই সংকীর্ণ মাটিতে এটি করি এবং আমি আইন প্রণয়ন ক্ষমতা কী নিয়ে গঠিত তা সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করিনি। আমি শুধুমাত্র এই দুটি ক্ষেত্রেই সংকীর্ণ প্রশ্ন নিয়ে উদ্বিগ্ন যে এই দুটি আইন "ক্ষমতাধীন" কিনা। আমার উত্তর হল যে তারা ব্রিটিশদের দৃষ্টিতে কারণ, আইন প্রণয়ন ক্ষমতায় অন্য যাই থাকুক বা না থাকুক, প্রিভি কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এই ধরনের আইন বৈধ এবং যখন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটি দেশের সুষ্ঠু শাসনের জন্য আরেকটি আইনসভা তৈরি করে। এটি এই ধরণের আইনকে তার যোগ্যতার মধ্যে বিবেচনা করে। এই দুই ক্ষেত্রে এটাই যথেষ্ট।

তৃতীয় যে আইনটি আমাদের পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে তা হল অংশ গ স্টেটস (আইন) আইন, ১৯৫০। ধারা ২ হল সেই বিধান যা প্রশ্নে বলা হয়েছে।

বিভাগের প্রথম অংশটি এখন পরিচিত প্যাটার্ন অনুসরণ করে। কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রসারিত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে কোনও আইন যা একটি অংশ ক রাজ্যে প্রবর্তনের তারিখে যেকোন অংশ গ রাজ্যে (তিনটি বাদে) "যেমন উপযুক্ত মনে করে সেরকম বিধিনিষেধ এবং পরিবর্তন সহ।" কেন্দ্রীয় সরকারকেও ক্ষমতা দেওয়া হয়, যখন এই জাতীয় আইন প্রসারিত করা হয়, এতে বিধান করার জন্য।

"কোনও সংশ্লিষ্ট আইন বাতিল বা সংশোধনের জন্য (একটি কেন্দ্রীয় আইন ব্যতীত) যা সেই অংশ গ রাজ্যে আপাতত প্রযোজ্য।"

এই পরের অংশটি আগের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে যায়। কিন্তু যে আলাদা. এটি ছিল ১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধান কার্যকর হওয়ার পরে। আমরা

তাই এখানে অকর্ষিত মাটির উপর পদদলিত. এই আইনটি পাশ করা আইনসভা ছিল ভারতীয় সংসদ, এটি একটি সংস্থা তৈরি করেছে, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দ্বারা নয়আইন প্রণয়ন ক্ষমতার ব্রিটিশ ধারণা, কিন্তু ভারতের গণপরিষদ দ্বারা যা শুধুমাত্র ব্রিটিশ মডেলের উপর আঁকেনি, বরং সারা বিশ্ব থেকে যাকে তার বুদ্ধিমত্তায় এই দেশের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করেছিল এবং নিজের কিছু বিট যোগ করার পর একটি সংমিশ্রণ তৈরি করেছিল। যেটি এর মডেলগুলির কোনটি মেনে চলে কিন্তু তাজা এবং সেই অর্থে অনন্য কিছু। আমরা, বিশ্লেষণে, এটিতে ব্রিটিশ মডেল, আমেরিকান, কানাডিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান এবং জাপানিদের চিহ্ন খুঁজে পেতে পারি। তাই আমার কাছে মনে হয় অন্য দেশের বা তাদের আদালতের চোখ দিয়ে এটি দেখার চেষ্টা করা বৃথা। আমাদের সংবিধান থেকেই খুঁজে বের করতে হবে যে সংবিধান প্রদত্ত গণপরিষদের দৃষ্টিতে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার ধারণাটি কেমন ছিল। সেই সংস্থাটি যখন প্রথমবারের মতো একটি ভারতীয় সংসদ তৈরি করেছিল এবং এটিকে জীবন দিয়েছিল, তখন তারা ভেবেছিল তারা কী করছে? তাদের মনে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার কোন ধারণা ছিল? এর উত্তরের জন্য সেই সময়ে তাদের হাতে থাকা বিভিন্ন তথ্যের কল্পনা করা প্রয়োজন হবে।

প্রথম এবং সর্বাগ্রে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্রিটিশ মডেল ছিল যেখানে সংসদ এই অর্থে সর্বোচ্চ যে এটি যা খুশি তা করতে পারে এবং আইনের কোনও আদালত তার আইনগুলির উপর রায় দিতে পারে না। যে মডেলটি এটি একটি ফেডারেশন প্রবর্তন করে এবং আইন প্রণয়ন কর্তৃপক্ষের পরিধিকে বিভক্ত করে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এটি মৌলিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এটি সংবিধানের ক্ষমতা প্রয়োগ এবং সাধারণ আইনী কার্যকলাপের মধ্যে একটি পার্থক্য অঙ্কন করে প্রত্যাখ্যান করেছে। এটি ২৪৯(৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য সংসদের অযোগ্যতার কথা স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করে। এটি প্রত্যাখ্যান করে বিস্তৃত সংবিধান তৈরি করে যার পরিধির মধ্যে একা সংসদ কাজ করতে পারে। তাই সীমিত ধরনের আইনসভার বিষয়ে গণপরিষদকে কী বিষয়বস্তু আঁকতে হবে তা বিবেচনা করতে হবে।

একদিকে, তাদের সামনে নমনীয় ব্রিটিশ ধারণা ছিল যা ব্যাপকভাবে বিবর্তনের পক্ষে ছিল

একটি নতুন আইনসভা তৈরি করার ক্ষমতা কম। আমি একটি নতুন আইনসভা গঠনের সংক্ষিপ্ত বলছি কারণ প্রিভি কাউন্সিল ১৯৪ পৃষ্ঠায় দ্য কুইন বনাম বুরাহ (১) এ বলেছে যে_

"কাউন্সিলের গভর্নর-জেনারেল ভারতে আইনের কোন প্রকারের মাধ্যমে তৈরি করতে পারে না, এবং সাধারণ আইনী কর্তৃত্বের সাথে সজ্জিত হতে পারে, একটি নতুন আইনী ক্ষমতা, যা কাউন্সিল আইন দ্বারা তৈরি বা অনুমোদিত নয়।"

এটি অন্যান্য ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি হয়েছিল যা আমি পরীক্ষা করতে চাই না কারণ আমি এখন নীতিগুলি অনুসন্ধান করছি এবং বিবেচনা করছি না যে আমি এই কর্তৃপক্ষের দ্বারা আবদ্ধ কিনা। আমি কুমারী মাটিতে পদদলিত করছি।

এর বিপরীতে, তাদের সামনে ছিল ক্ষমতার পৃথকীকরণের কঠোর মতবাদ সহ আমেরিকান মডেল; এবং তাদের মধ্যে কানাডিয়ান এবং অস্ট্রেলিয়ান মডেলগুলি ছিল যা সম্পূর্ণ এক জিনিস বা অন্যটি নয় বরং এর মধ্যে কিছু ছিল।

এখন সংবিধান থেকে এই গুরুতর সমস্যা সম্পর্কে গণপরিষদ কী ভেবেছিল তা আবিষ্কার করার চেষ্টা করার জন্য, আমি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় নেওয়াকে যথাযথ মনে করি। প্রথমত, সমস্ত মুক্ত দেশে এটা স্বীকার করা হয়েছে যে, ক্ষমতার বিশাল হস্তান্তর এবং কর্তৃত্বের অর্পণ ছাড়া একটি আধুনিক রাষ্ট্রের সরকারকে তার অসীম জটিলতা এবং প্রভাব সহকারে পরিচালনা করা অসম্ভব। কর্তৃপক্ষের উদ্ধৃতি দেওয়া বাহুল্য। প্রস্তাবটি স্বতঃসিদ্ধ। পরবর্তীতে, সেই নীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ বহু বছর ধরে ভারতে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে এবং ইংল্যান্ডে স্পষ্ট হয়েছে। তৃতীয় স্থানে, এমনকি আমেরিকাতেও বিচারকদের তাদের আগের মতবাদের দৃঢ়তা থেকে সরে আসতে হয়েছে এবং এর কঠোরতাকে নরম করার জন্য উপায় ও উপায় তৈরি করতে হয়েছে এবং তারা সবসময় শব্দের বাঁধে, এই সত্যটিকে ছদ্মবেশ দিতে সক্ষম হয়নি যে তারা সত্য এবং প্রকৃতপক্ষে একটি প্রস্থান প্রভাব কারণ বল দ্বারা করতে বাধ্য পরিস্থিতিতে

আমি পরবর্তীতে বিবেচনা করি যে এই দেশটি কাছের জন্য রয়েছে তা বিবেচনায় নেওয়া প্রাসঙ্গিক

(১) ৫ ১ . এ ১৭৮.

এক শতাব্দী ব্রিটিশ লাইন ধরে শাসিত হয়েছে এবং বর্তমান সংবিধানটি ১৯৩৫ সালের মতই যেখানে এটি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নিয়ে কাজ করে। সেই শক্তিগুলির ধারণাটি তাই এমন কিছু যা ভারতের জনগণ এবং যারা তাদের শাসন করে তারা প্রায় একশ বছর ধরে অভ্যস্ত। ফলস্বরূপ, এটি এমন কিছু যা অবশ্যই ভাল চিন্তা করা উচিত ছিল, অন্যথায় এটি সংবিধানে স্পষ্টভাবে নেতিবাচক হয়ে যেত যেমন অন্যান্য জিনিসগুলি এদেশে সঠিক বলে বিবেচিত হয়নি।

এর বিপরীতে, আমাদের কাছে এই সত্য যে সংসদকে সংবিধানের ক্ষমতা প্রয়োগ করা ছাড়া মুক্ত রাখা হয়নি। এর ওপর সংবিধানের আওতায় বেড়ি দেওয়া হয়েছে। কিছু বিষয় মৌলিক করা হয়েছে। কিছু নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। ভারতবাসীকে মুক্ত জীবনযাপনের উপহার দেওয়া হয়েছে। দেশটি একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে গঠিত হয়েছে। যদিও, অনিবার্য ছিল, স্বাধীনতার উপর বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এটা হতেই হবে কারণ নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। প্রত্যেক মানুষ যদি তার পছন্দ মতো কাজ করে তবে বিশৃঙ্খলা হবে; রাষ্ট্রের নিরাপত্তাও বিপন্ন হবে। কিছু ক্ষেত্রে, বেড়িগুলি সংবিধানেই তৈরি জাল পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে সংবিধান কেবলমাত্র ভবিষ্যতে আরও বিধিনিষেধের প্রয়োজন হতে পারে এমন সম্ভাবনাকে কল্পনা করেছে এবং কখন, ছিল এবং কীভাবে এবং তাদের পরিমাণ নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নির্ধারণের দায়িত্ব সংসদকে অর্পণ করেছে। আমি মনে করি যে এসব ক্ষেত্রে সংসদ তার কর্তৃত্ব অর্পণ করতে স্বাধীন নয়। এটি অন্য কিছুকে ছেড়ে দিতে পারে না যা তার নিজস্ব বিশেষ যত্নের জন্য অর্পিত হয়েছে। ভারতের জনগণ সেই বিশেষ শ্রেণীর ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের নিজস্ব পরিপক্ক আলোচনার ফল, এর দেশপ্রেম এবং এর সম্মিলিত প্রজ্ঞার অধিকারী। আমি এই ভাবে পার্থক্য আঁকা হবে. যেখানে সংসদকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে একটি সাধারণ উপায়ে আইন প্রণয়নের জন্য স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, আমি মনে করি এটি সেই পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন করতে পারে যা এই ভূখণ্ডে বছরের পর বছর ধরে একটি সাধারণ জায়গা হয়েছে। আমি সাধারণ নিয়ম পাড়া কাম্য মনে করি না। প্রতিটি

মামলাটি তার নিজস্ব বাস্তবতার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে কারণ এটি উদ্ভূত হয়। একমাত্র সীমাবদ্ধতা হল যা করা হয় তা অবশ্যই আইন হতে হবে। কিন্তু সংসদে যখন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছেসংবিধানের অধীনে একটি নির্দিষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট কাজ করা, এবং বিশেষ করে মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ের অধীনে, উদাহরণস্বরূপ, অনুচ্ছেদ ২২(৭) (খ) এর অধীনে সর্বাধিক আটকের সময়কাল নির্ধারণ করা, আমার মতে এই ধরণের কর্তব্য হতে পারে না , অর্পণ করা এই ক্ষেত্রে আমি এর চেয়ে বেশি দুদিকে যেতে প্রস্তুত নই।

আমার তাই ধরে রাখার কারণ হিসাবে এই. সংবিধানের ২৪৫(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:-

"এই সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে, সংসদ ভারতের ভূখণ্ডের সমগ্র বা যেকোনো অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং একটি রাজ্যের আইনসভা রাজ্যের সমগ্র বা যেকোনো অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে।"

এটি ভারতের গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৩৫-এর ধারা ৯৯(১) এর মতই শব্দের জন্য, দেশের পরিবর্তিত অবস্থার ফলাফল ব্যতীত। কিন্তু যখন আমরা সংবিধানের অন্যান্য অংশের দিকে ফিরে যাই তখন আমরা কিছু বিষয় দেখতে পাই যা নতুন। উদাহরণস্বরূপ, মৌলিক অধিকারের অধ্যায় আছে। এখন যখন একটি জিনিসকে মৌলিক করা হয় এবং তার পরিধি নির্দেশিত হয় যে পরিমাণে এটি একটি নির্দিষ্ট উপায়ে পরিবর্তিত হতে পারে, আমার বিচারে, এটি কেবলমাত্র সেইভাবে পরিবর্তিত হতে পারে এবং

অন্য কেউ না। অন্যথায় ধরে রাখা গ্যারান্টির গাম্ভীর্য থেকে অপমানিত হবে এবং এটিকে অন্য কোনো আইনের সমতুল্য স্থাপন করবে। আমি পরিষ্কার যে এটা উদ্দেশ্য ছিল না. মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত গ্যারান্টিগুলির পুরো বিষয়টি ছিল একজন মানুষের স্বাধীনতাকে রোধ করে নির্বিচারে নির্বাহী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ত্রাণ প্রদান করা; এবং ক এর দ্বারা ক্ষমতার অনুপযুক্ত প্রয়োগের বিরুদ্ধে কোন গ্যারান্টি নেই যে ক আপনাকে আটকে রাখবে না যতক্ষণ না সে না চায় এবং তার ইচ্ছা না থাকলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে আপনাকে আটকে রাখার অধিকার তার নেই। এটি একটি গ্যারান্টি যে ক আপনাকে তিন মাসের বেশি আটকে রাখবে না যদি না

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আলোচনার পর দীর্ঘ সময় নির্ধারণ করাই সঙ্গত মনে করেন। কিন্তু যখন এটি করা হয় তখন ক বা প্রকৃতপক্ষে কোন প্রতিনিধি দল থাকতে পারে না অন্য কোন আমি স্পষ্ট যে এই শ্রেণীর ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের স্বাভাবিক পদ্ধতি (স্বাভাবিক, অর্থাৎ এই দেশে বলা যায়) থেকে প্রস্থানের উদ্দেশ্য ছিল। এইবিশেষত তাই যখন আমরা ২৪৯(৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে সংসদের অযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য স্পষ্ট বিধান খুঁজে পাই এবং যখন আমরা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অর্পণ করার জন্য স্পষ্ট বিধান খুঁজে পাই। আমার মনে আছে, উদাহরণস্বরূপ, ৩৫৭ অনুচ্ছেদ।

অনুচ্ছেদ ৩৫৬ একটি রাজ্যে সাংবিধানিক দলিলের ব্যর্থতার সম্ভাবনাকে কল্পনা করে। সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে "ঘোষণা করার ক্ষমতা দেওয়া হয় যে রাজ্যের আইনসভার ক্ষমতা সংসদের কর্তৃত্ব দ্বারা বা তার অধীনে প্রয়োগযোগ্য হবে।" যখন এটি করা হয়, অনুচ্ছেদ ৩৫৭(১)(ক) সংসদকে ক্ষমতা দেয় রাষ্ট্রপতিকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করার জন্য এবং রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা অর্পণ করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করে যাতে তিনি নির্দিষ্ট করতে বেছে নেন অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে অর্পিত ক্ষমতা। . আমি স্পষ্ট যে এই ক্ষমতা অর্পণ করা যাবে না এবং শুধুমাত্র সংসদই রাষ্ট্রপতিকে প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব প্রদান করতে পারে* এটি সিদ্ধান্ত অন্য কারো উপর ছেড়ে দিতে পারে না এবং তাকে এটি করার ক্ষমতা দিতে পারে না যদিও এই এক্সপ্রেসটি না থাকলে এটি হত। অনুমোদন

এই অনুচ্ছেদটি যুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং এটি দাবি করা হয়েছিল যে সংবিধানে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারের কথা বলা হয় না যখন এটি স্পষ্টভাবে অনুমোদন করা হয়। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে কর্তৃত্ব অর্পণ করার অধিকার যদি আইন প্রণয়নের অধিকারের অন্তর্নিহিত থাকে, তবে অনুচ্ছেদ ৩৫৭ এর এই অংশটি অত্যাধিক হবে। অতএব, সংবিধান যে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিনিধিদলকে স্পষ্টভাবে অনুমোদন করে তা নির্দেশ করে যে প্রতিনিধি দলের কোনো সাধারণ ক্ষমতা বিদ্যমান নেই। এর মধ্যে জোর আছে কিন্তু, সম্মানের সাথে, আমি মনে করি না এটি শব্দ। অনুচ্ছেদ ৩৫৭(১)(ক) প্রিভি কাউন্সিল যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার সাথে মোকাবিলা করছে না তা মোটেই আইন প্রণয়ন ক্ষমতার প্রতিনিধি নয় কিন্তু ক্ষমতায়ন করছে যা প্রিভি কাউন্সিল একটি ভারতীয় আইনসভা সংবিধানের আগে করতে পারেনি, যথা, নতুন আইনসভা এবং এটি সঙ্গে অস্ত্র

সাধারণ আইনী কর্তৃপক্ষ। আমি তালিকায় প্রবেশ করতে চাই না এবং যারা "প্রতিনিধিত্ব" এবং "প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ক্ষমতা" এর প্রকৃত অর্থ নিয়ে বিতর্ক করে তাদের সাথে ঝগড়া করতে চাই না। কারণ আমার পক্ষে এটা বলাই যথেষ্ট যে অন্য কর্তৃপক্ষ যা-ই ভাবুক না কেন, প্রিভি কাউন্সিল বলেছিল যে বুরাহর ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার কোনো প্রতিনিধি দল ছিল না বরং এটির একটি সাধারণ এবং স্বাভাবিক অনুশীলন ছিল। তারা আরও বলেছিল যে একটি নতুন আইনসভা তৈরি করা ভারতীয় আইনসভার ক্ষমতার বাইরে ছিল যেমনটি তখন গঠিত হয়েছিল। আমি স্পষ্ট যে ৩৫৭(১)(ক) অনুচ্ছেদ প্রণয়ন করার সময় সংবিধান পরিষদের মতামত ছিল যে সংসদের একটি নতুন আইনসভা তৈরি করার অন্তর্নিহিত অধিকার নেই। এটি কেবল তখনই করতে পারে যখন স্পষ্টভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এটি নিজেই এই ধারণাটি আমদানি করে না যে গণপরিষদও এই মত পোষণ করেছিল যে সংসদের এমন কোন ক্ষমতা থাকবে না যা ১৮৭৮ সালে রানী বনাম বুরাহ থেকে ভারতীয় আইনসভার স্বাভাবিক কাজ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। আইন প্রণয়ন ক্ষমতার ধারণা বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ছাড়া সংবিধান দ্বারা পরিবর্তন বা বাতিল করা হয়নি। আমি তাই ধরে রাখতে পছন্দ করি যে রানী বনাম বুরাহ অনুমোদন করেছেন, আপনি যাকেই বলুন না কেন, বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যতীত রহিত করা হয়নি।

আমি তাই অন্য কারণের জন্য ধরে রাখছি, তা হল, অন্যথায় সিদ্ধান্ত নেওয়া ভারত সরকারের জন্য অত্যন্ত কঠিন বিষয় হয়ে উঠবে এবং ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেবে। আমি তাই ধরে রাখতে পছন্দ করি-এবং এর পিছনে ইতিহাসের যুক্তি রয়েছে- যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার ধারণাটি ভারতে এতদিন গৃহীত হয়েছিল তা পণ্য ধারণ করা অব্যাহত ছিল কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সংবিধান দ্বারা তার উপর স্থাপন করা হয়েছিল, অর্থাৎ সংবিধান যেখানেই থাকুক না কেন। নিয়োগকর্তাদের সংসদে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়নের বিপরীতে কোনো বিশেষ বিষয়ে কোনো প্রতিনিধি দল থাকতে পারে না। সংসদকেই কাজ করতে হবে।

কিন্তু এমনকি এটি সম্পূর্ণ চিত্র নয় কারণ এটি প্রাচীনকাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়েছে, এমনকি যখন সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট (১) দ্বারা সৃষ্ট একটি আইনসভা তার ক্ষমতার পরিধির বাইরে কাজ করতে পারে না যার পরিমাণ অবশ্যই থাকা

দলিল থেকে সংগৃহীত যা এটিকে অস্তিত্বে আনে (২) এটি সাধারণভাবে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি নতুন আইনসভা তৈরি করতে পারে না এবং (৩) এটি ত্যাগ করতে পারে না। এই সীমাবদ্ধতাগুলি আমি বর্তমানে উল্লেখ করব এমন কয়েকটি মামলা থেকে সংগ্রহ করা হবে। আমি মনে করি যে ভারতীয় পার্লামেন্টের ক্ষেত্রেও একই সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান কারণ এটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মত, এটি পছন্দ মতো কাজ করতে স্বাধীন নয়; এটা সংবিধান দ্বারা আবদ্ধ।

আমি এখানে সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে প্রবেশ করতে চাই না কারণ সার্বভৌমত্বের ধারণা ভিন্ন। এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সংসদ সম্পূর্ণ সার্বভৌম কারণ এটি প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা এবং নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সংবিধান সংশোধন করতে পারে এবং নিজের ইচ্ছামত ক্ষমতা প্রদান করতে পারে। কিন্তু অন্য কোণ থেকে দেখলে এটা স্পষ্ট যে সংবিধান প্রণেতারা সংবিধানে পরিবর্তনের বিধিনিষেধ আরোপ করার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রেই কেন্দ্র ও রাজ্য এবং ভারতের জনগণের মধ্যে তৈরি একটি চুক্তির ব্যাখ্যা করতে হবে। অস্ট্রেলিয়ার কমনওয়েলথ বনাম ঔপনিবেশিক সুগার রিফাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (১): অ্যাটর্নি-জেনারেল-এ ভিসকাউন্ট হ্যালডেনের ভাষা ব্যবহার করতে:

"তাদের প্রভুত্বকে কমনওয়েলথ এবং রাজ্যগুলির মধ্যে প্রণীত আইনী চুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। .....এটা স্পষ্ট যে ক্ষমতার বিদ্যমান বন্টনে যে কোনও পরিবর্তন এমনভাবে সুরক্ষিত করা হয়েছে যে একটি পয়েন্টে যেহেতু বোর্ডের সামনে কমনওয়েলথ পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করতে পারেনি যাতে শুধুমাত্র তার নিজস্ব গতিতে সেই বন্টন পরিবর্তন করতে পারে।"

এটা পূর্ণ সার্বভৌমত্ব আমদানি করে কিনা তা জিজ্ঞাসা করা আমার মনে নিছক কথার খেলা। আমি সন্দেহ করি না যে সংসদের সংশোধনের ক্ষমতা আছে কিন্তু সমানভাবে আমি স্পষ্ট যে যতক্ষণ না এটি সংবিধান পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটি তার দ্বারা এবং এর থেকে যে প্রভাবগুলি অনুসরণ করে তার দ্বারা আবদ্ধ। আপনি একটি শরীরকে লেবেল করার জন্য কী বেছে নেন, যাই হোক আগস্ট, এই ধরনের ক্ষমতা থাকা এবং এই ধরনের সীমাবদ্ধতার দ্বারা হেজ করা, খুব কমই গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র

(১) [১৯১৪] এ সি ২৩৭ এ ২৫৬.

প্রশ্ন হল ঐ ক্ষমতার পরিধি কি এবং সীমাবদ্ধতার পরিধি কি।

যতদূর ব্রিটিশ ধারণা যায়, একটি আইনসভার উপর নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতাগুলি যা একটি লিখিত যন্ত্রের সৃষ্টি এবং যা তার শর্তাবলী দ্বারা আবদ্ধ, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইন হোক বা অন্যথায়, সময়ে সময়ে নির্দেশিত হয়েছে। প্রথম উচ্চারণটি হল ১৮৭১-এর একটি, দ্য কুইন বনাম বুরাহ(১) যা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি। এই মামলা তিনটি সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করেছে যা আমি সবেমাত্র গণনা করেছি। উপরন্তু, তাদের প্রভুত্ব ১৯৪ পৃষ্ঠায় বলেছে যে সেই ক্ষেত্রে লেফটেন্যান্ট-গভর্নরকে প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি ছিল তিনি কোন আইন তৈরি করতে চান তা নয় বরং নতুন অঞ্চলে এমন কোনও আইন প্রয়োগ করা যা ইতিমধ্যেই ছিল বা সময়ে সময়ে হতে পারে, তার সরকারের অধীন অন্যান্য অঞ্চলে, কর্তৃপক্ষের দ্বারা বলপূর্বক যথাযথ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে ।

১৮৮২ সালে রাসেল বনাম দ্য কুইন (২), কানাডার একটি মামলায় একই নীতির পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। প্রিভি কাউন্সিল ৮৩৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন:-

"অধিকারের কিছু অংশ শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের আবেদনের ভিত্তিতে কার্যকর হবে এমন বিধানগুলি এই ব্যক্তিদের ক্ষমতা প্রদান না করে আইন প্রণয়ন পার্লামেন্ট নিজেই শর্ত প্রণয়ন করে এবং শর্ত পূরণের পর যা অনুসরণ করতে হয় তার সবকিছুই প্রণয়ন করে।"

১৮৮৩ সালে বিচার বিভাগীয় কমিটি এই ধরণের কর্তৃত্বকে "আইন প্রণয়নের আনুষঙ্গিক" হিসাবে বর্ণনা করে। (দেখুন হজ বনাম দ্য কুইন (৩) কানাডা থেকে একটি মামলা)।

১৯১৯ সালে, দ্য ইনিশিয়েটিভ অ্যান্ড রেফারেন্ডাম আইন (৪), আরেকটি কানাডিয়ান মামলায়, বিচার বিভাগীয় কমিটি ইঙ্গিত দেয় যে আমরা যে ধরনের আইনসভা বিবেচনা করছি "নিজের ক্ষমতার সাথে একটি নতুন আইন প্রণয়ন ক্ষমতা তৈরি করতে পারে না যা আইন দ্বারা সৃষ্ট নয় যার কাছে এটি তার নিজের অস্তিত্বের ঋণী।"

১৯৪৪ সালে ভারত থেকে আরেকটি মামলা হয়েছিল, কিং-এম্পেরর বনাম বেনোয়ারিলাল সরমা (৫)। তাদের প্রভুত্ব

(১) ৫ আই এ ১৭৮। (২) ৭ অ্যাপ। কাস। ৮২৯ (৩) ৯ অ্যাপ। কাস। ১১৭ এ ১৩২। (৪) [১৯১৯] এ সি ৯৩৫ এ ৯৪৫।(৫) ৭২ আই এ ৫৭।

আবার বলেছেন যে ভারতীয় আইনসভা তার আইন প্রণয়নের দায়িত্ব অন্য কোন কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে পারে না।

দুই বছর পরে (১৯৪৬) কানাডা থেকে আরেকটি মামলা হয়েছিল, কো-অপারেটিভ কমিটি অন জাপানিজ কানাডিয়ান বনাম কানাডার অ্যাটর্নি-জেনারেল(১)। তাদের প্রভুত্ব সেখানে বলেছিলেন যে যখন কোনও নির্বাহী কর্তৃপক্ষ (সেক্ষেত্রে কাউন্সিলের গভর্নর) এই ধরণের আইনসভা দ্বারা প্রদত্ত কর্তৃত্বের অধীনে কাজ করে, তখন আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসাবে তার কোনও স্বাধীন মর্যাদা নেই এবং যদিও তার আদেশগুলি "আইন"। তারা বাস্তবে সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন' তাদের ঘোষণার তারিখে। তাদের প্রভুত্ব এই সত্যটির উপর জোর দিয়েছিলেন যে সংসদ (সেক্ষেত্রে কানাডিয়ান সংসদ) "সম্পূর্ণ ডোমিনিয়নের জন্য একমাত্র আইনী কর্তৃপক্ষ।" এটা আমার মতে ভারতের জন্যও ভালো।

আমি নিজেকে ব্রিটিশ নজিরগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি এবং প্রিভি কাউন্সিলের চেয়ে বেশি ভ্রমণ করিনি৷ আমি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে এটি করেছি আংশিকভাবে কারণ ব্রিটিশ আদালতগুলি এই ধরণের আইনের মোকাবেলায় অন্য যে কোনও তুলনায় এগিয়ে গেছে, তবে প্রধানত কারণ আমি এই মুহূর্তে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট যার সাথে এই দেশটি বর্তমান সংবিধানের একশ বছর আগে পরিচিত ছিল। মনে রাখতে হবে, এটাই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার ওপর আমাদের সংবিধান প্রণেতাদের চিন্তাভাবনা করতে হয়েছিল- যে জিনিসটি মাটিতে রোপণ করা হয়েছে এবং কতটা গভীরে গেঁথে গেছে তা উপড়ে ফেলা, ছেঁটে ফেলা, আটকানো বা একা রাখা উচিত।

যুক্তিতে উল্লেখ করা সমস্ত কর্তৃপক্ষ এবং বইগুলির একটি উদ্বেগজনক পর্যালোচনা এবং আমি এখানে যে সিদ্ধান্তগুলি বিশ্লেষণ করেছি, সেগুলি আমাকে এই সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় যে তাদের থেকে কোনও যৌক্তিক নীতি নির্ণয় করা কঠিন। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্তটি অ্যাডহক হয়েছে এবং মামলার প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য তাদের সামনে, বিচারকরা শব্দ এবং বাক্যাংশগুলিতে তাদের নিজস্ব অর্থ স্থাপন করেছেন যা অন্যথায় সাধারণ প্রয়োগের একটি নীতিকে মূর্ত করতে পারে তাই আমি যতদূর সম্ভব

চেষ্টা করেছি, কারণ

(১) [১৯৪৭] এ সি . ১০৭.এর ৮৭

এই বিতর্কিত পদগুলির ব্যবহার এড়াতে পারে এবং অতীতের উত্তরাধিকারকে গ্রহণ করতে এবং এই প্রশ্নটিকে ব্যবহারিক উপায়ে মোকাবেলা করতে পছন্দ করে। আমার উপসংহার হল যে ভারতীয় পার্লামেন্ট একাই দ্য কুইন বনাম বুরাহ-এর লাইনে আইন প্রণয়ন করতে পারে, অর্থাৎ, এটি অন্য কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে সেই আইনের প্রবর্তন বা প্রয়োগের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে পারে যা সেই সময়ে বিদ্যমান ছিল বা থাকতে পারে। ভারতের অংশ যা সংসদের আইনী নিয়ন্ত্রণের অধীন, সেই আইনগুলি সংসদ দ্বারা প্রণীত হয়েছিল বা সংবিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি রাজ্য আইনসভা দ্বারা। অতীতে এটাই প্রথা ছিল। এটি সমর্থন করার জন্য ব্যবহারিক প্রকৃতির ওজনদার কারণ রয়েছে এবং এটি সংবিধান দ্বারা বাতিল করা হয়েছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু আমি এটাও বিবেচনা করি যে এই ধরণের প্রতিনিধিদল এর বাইরে যেতে পারে না এবং এটি আইনের প্রয়োজনীয় বিবরণগুলি বাতিল বা পরিবর্তনের জন্য প্রসারিত করতে পারে না যা ইতিমধ্যেই প্রশ্নবিদ্ধ এলাকায় কার্যকর রয়েছে। এটি এমন একটি বিষয় যা সংসদ একাই পরিচালনা করতে পারে।

আমি আইন প্রণয়ন প্রতিনিধি দলের পরিধি বাড়ানোর কোন কারণ দেখি না সীমাবদ্ধতা যা এত দিন পবিত্র করা হয়েছে। ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত প্রিভি কাউন্সিলের দ্বারা এই ধরণের অনুশীলনের আশীর্বাদ না হলে এবং তারপর থেকে একাধিক সিদ্ধান্তে এটি সমর্থন করা হয়েছে, এবং এটি যদি মামলার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার জন্য না হত, আমি করতাম। তিনটি আইনই "ক্ষমতা বহির্ভূত" ধরে রেখেছে। কিন্তু, তৃতীয় আইনের শেষের অংশটি সম্পর্কে, এমন কোনও মামলা উদ্ধৃত করা হয়নি যেখানে জমির বিদ্যমান আইনগুলি বাতিল করার এবং তাদের পরিবর্তে অন্যদের প্রতিস্থাপন করার অধিকার রয়েছে।বহাল রাখা হয়েছে। এটি দক্ষিণ আফ্রিকার একটি মামলায় বিচার করা হয়েছিল, স্যার জন গর্ডেন স্প্রিগ বনাম সিগকাউ(১), কিন্তু প্রিভি কাউন্সিল বলেছিল যে এটি করা যাবে না, প্রকৃতপক্ষে এমন কোনও ভিত্তিতে নয় যা এখানে উপাদান রয়েছে তবে এটিই একমাত্র মামলা যেখানে আমি জানি চেষ্টা করা হয়েছে এবং অধিকার মামলা করা হয়েছে. শূন্যতা বা আংশিক শূন্যতা পূরণ করা এক জিনিস। একটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রণীত বিদ্যমান আইন ছুঁড়ে ফেলার জন্য বেশ আরেকটি। এটা আমার মনের জন্য যথেষ্ট খারাপ যে প্রথমটি একটি প্রতিনিধি দল নয়(১) [১৮৯৭] এ সি ২৩৮.

আইন প্রণয়ন ক্ষমতার। কিন্তু যেহেতু এটি এমন একটি কর্তৃত্বের দ্বারা অধিষ্ঠিত ছিল যা এখন পর্যন্ত অতীতের বিষয়ে প্রশ্ন করা অসম্ভব, আমি এর প্রজ্ঞার কাছে নত হয়েছি। কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, আমি মনে করি যে একটি সংস্থা যা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে তার আইন প্রণয়ন করা উচিত এবং নীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত অন্য মনের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। তাই আমি মনে করি যে দ্য কুইন বনাম বুরাহ কর্তৃক বহাল থাকা ক্ষমতা ১৯৫০ সালের অংশ গ স্টেটস (আইন) আইনের ধারা ২ এর পরবর্তী অংশটি যতদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয় না।

আমি এটাও স্পষ্ট যে সংসদকে যখন সংবিধানের দ্বারা একটি বিশেষ ধরনের আইন প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হয়েছে, সাধারণভাবে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়নের বিপরীতে, সেখানে কোনো প্রতিনিধি দল থাকতে পারে না।

আমি বুঝতে পারি যে এটি একটি সঠিক রেখা টানতে পারে না এবং প্রতিটি মামলা যখন এবং যখন এটি উত্থাপিত হয় তখন তার নিজস্ব তথ্যের উপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমি এটাও বুঝতে পারি যে এটি কঠোরভাবে যৌক্তিক নয়। কিন্তু এর কারণ হল আমি অতীতের উত্তরাধিকার থেকে যা করতে পারি তা করতে হবে যা বিমূর্ত যুক্তির চেয়ে ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে। আমি নিজেকে দুটি বিরোধপূর্ণ নীতির মধ্যে একটি মধ্যম পথ পরিচালনা করতে বাধ্য বলে মনে করি যা অতীত থেকে দেওয়া হয়েছে এবং যা বর্তমান সংবিধানের পূর্বে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার ভারতীয় ধারণায় বোনা হয়েছে। একজন খুব অনুমতি দেয়। "প্রতিনিধি" "আইন প্রণয়ন", "সার্বভৌমত্ব" এবং "ত্যাগ" এর মতো শব্দগুলির একটি বিশেষ অর্থ স্থাপন করে সেই সত্যকে ছদ্মবেশ দেওয়ার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যথাযথ এবং বাস্তব কারণে প্রতিনিধি দলের ব্যাপক ক্ষমতা। অন্যটি মনে করে যে আমাদের মতো বেঁধে রাখা আইনসভার দ্বারা নতুন আইনসভা সংস্থাগুলি স্থাপন করা যায় না (আমি অবশ্যই বলতে চাইছি যখন তারা সংবিধানের ক্ষমতা প্রয়োগ করছে না) এবং এর ফলস্বরূপ, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় না। উভয় নীতিই সঠিক, এবং উভয়কেই ধরে রাখার জন্য অনেক বড় কারণ রয়েছে, কারণ প্রকৃতপক্ষে প্রিভি কাউন্সিল ১৮৭৮ সাল থেকে যন্ত্রণাদায়ক ছিল। কিন্তু আমি তাদের পাশাপাশি রাখা এবং একই সাথে কঠোরভাবে যৌক্তিক বলে মনে করি। তাই আমি উভয়কেই ব্যবহারিক উপায়ে কার্যকর করার চেষ্টা করেছি,

যতটা ভাল আমি পারতাম। আমি বুঝতে পারি যে এটি পৃথক মামলায় বিচারকদের মধ্যে মতের পার্থক্যের দিকে পরিচালিত করবে৷ কিন্তু আমার মনে, এটি এমন পরিস্থিতি মোকাবেলার একমাত্র সম্ভাব্য এবং বাস্তব উপায় যেখানে চিন্তার অনেক বিভ্রান্তি ইতিমধ্যেই বিদ্যমান৷ যাই হোক না কেন, এই লাইনগুলিই ব্রিটিশ আইনশাস্ত্র শতাব্দী ধরে কাজ করেছে এবং আমাদের আইনী এবং আইনগত ভিত্তি সেখানে রয়েছে। এটার অনেক যোগ্যতা আছে। এটি আইন প্রণয়ন এবং নির্বাহী কর্মকাণ্ডকে সমানভাবে বজায় রাখতে সাহায্য করে, যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমতাগুলি সংযত এবং সংযমের সাথে ব্যবহার করা হয়, কোন আদালতের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা নেই। এটি কেবল তখনই যখন সঠিক ব্যবহারিক বিবেচনার উপর ভিত্তি করে একটি মতবাদের সুবিধা নেওয়া হয় এবং এটিকে আরও এবং আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটি প্রচেষ্টা করা হয় অনুমতিপ্রাপ্ত কর্তৃত্বের অর্পণ এবং আইনী কার্যাবলীর ভার্চুয়াল ত্যাগের মধ্যে বিভাজন রেখা পর্যন্ত, একজন সাধারণ জ্ঞানী মানুষ হিসাবে। রাস্তায় এটা বুঝতে হবে, আইনি সূক্ষ্মতা বর্জিত, বিপজ্জনকভাবে পাতলা হয়ে যায় যে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

আমি স্বীকার করি যে আমি এই ধরনের আইনের প্রতি আকৃষ্ট নই। আমি এই দায়বদ্ধতা এড়ানো পছন্দ করি না, কারণ, সর্বোপরি, একটি আইনসভার প্রধান কাজ হলআইন প্রণয়ন এবং অন্যদের জন্য ছেড়ে না. এটির প্রাথমিক কর্তব্য হল পছন্দনীয়তা বিবেচনা করা এবং অন্যথায় নতুন আইন প্রবর্তন এবং বাতিল করা_অথবা উভয়ই। অত্যাবশ্যকীয় বিবরণে পুরানোগুলিকে সংশোধন করা। কিন্তু, বিচারিকভাবে বলতে গেলে, আমাদের অতীত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এবং একটি আধুনিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি ধরে রাখতে পারি না যে, উপরে যে বিষয়গুলো আমি উল্লেখ করেছি, আমি যে সীমাবদ্ধতাগুলো উল্লেখ করেছি, সেগুলোর যোগ্যতার বাইরে। সংসদ। তবে আমি বিশ্বাস করি যে, এই ক্ষমতাগুলি নীতিগত এবং ব্যবহারিক সুবিধার ভিত্তিতে উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হবে, এই মামলার অভিজ্ঞতার জন্য এবং অতীতের পাঠগুলি জড়িত ঝুঁকিগুলিকে খুব স্পষ্টভাবে দেখায়। এই ধরনের আইন যে কোন সময় প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে এবং এটি সর্বদা একটি জুয়া যা কোন পথে পড়বে। এই ধরনের ক্ষেত্রে একটি সেলাই অনেক সমস্যা বাঁচায়। এমনকি ইংল্যান্ডে, যেখানে পার্লামেন্ট নিরবচ্ছিন্ন, সেখানে এই ধরনের ইচ্ছাশক্তি পরীক্ষা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়

.

আইন প্রণয়ন সুপারিশ করেছে যে এই জন্য সংসদের ক্ষমতা কম ব্যবহার করা হবে। প্রদত্ত কারণগুলি ভারতে অনেক বেশি শক্তির সাথে প্রযোজ্য।

রেফারেন্সে আমার উত্তরগুলি নিম্নরূপ: -

(১) দিল্লি আইন আইন, ১৯১২-এর ধারা ৭, আইনসভার অন্তর্গত যা এটি পাস করেছে এবং তাই, আজমির-মেরওয়ারা (আইনের সম্প্রসারণ) আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ২।

(২) অংশ গ স্টেটস (আইন) আইন, ১৯৫০-এর ধারা ২, সমাপ্তি বাক্য ব্যতীত যা নিম্নরূপ চলে:-

"এবং সেই অংশ গ রাজ্যের জন্য আপাতত প্রযোজ্য যে কোনও সংশ্লিষ্ট আইন (একটি কেন্দ্রীয় আইন ব্যতীত) বাতিল বা সংশোধনের জন্য এত বর্ধিত যে কোনও আইনে বিধান করা যেতে পারে।"

আমার বিচারে, এই অংশটি "ক্ষমতা বহির্ভূত" তবে এটিকে আইনের বাকি অংশ থেকে আলাদা করা যেতে পারে, বাকিটা ভালো।

আমার উত্তর, যাইহোক, এই যোগ্যতা সাপেক্ষে. "সীমাবদ্ধ এবং পরিবর্তন" করার ক্ষমতা অপরিহার্য পরিবর্তন করার ক্ষমতা আমদানি করে না। এটি একটি ছোটখাট চরিত্রের পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ যেমন একটি আইন অন্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করার উদ্দেশ্যে একটি আইন তৈরি করা এবং এটিকে রাজ্যে ইতিমধ্যে বিদ্যমান আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, বা অংশগুলি মুছে ফেলা যা কেবলমাত্র অন্য এলাকার জন্য। . একটি আইনের অপরিহার্য চরিত্র পরিবর্তন করা বা বস্তুগত বিবরণে এটি পরিবর্তন করা হল আইন প্রণয়ন করা, এবং এটি, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, সমস্ত কর্তৃপক্ষ সম্মত, একটি আইনসভা দ্বারা অর্পণ করা যাবে না যা নিরবচ্ছিন্ন নয়।

আদালতের মতামত।

আদালত সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা ধরে রেখেছে যে প্রশ্ন ১ এবং ২-এ থাকা বিধানগুলি সেই বিধানগুলি সম্বলিত আইনটি পাশ করা আইনসভাগুলির জন্য "ক্ষমতা বহির্ভূত" নয়। প্রশ্ন ৩-এ উল্লিখিত বিভাগ সম্পর্কে, প্রথম অংশটি অন্তর্ভুক্ত হিসাবে ধরা হয়েছিল, তবে দ্বিতীয় অংশটি, যা নিম্নলিখিত শর্তে:

"যেকোনো আইনে বিধান করা যেতে পারে যাতে আপাততঃ যে কোনো সংশ্লিষ্ট আইন (একটি কেন্দ্রীয় আইন ব্যতীত) বাতিল বা সংশোধনের জন্য বর্ধিত করা যেতে পারে।সেই অংশ গ রাজ্যের জন্য প্রযোজ্য," যা আইনটি পাশ করা ভারতীয় সংসদের "ক্ষমতা বহির্ভূত"।

ভারতের রাষ্ট্রপতি, বোম্বে রাজ্য, মাদ্রাজ রাজ্য এবং মহীশূর রাজ্যের প্রতিনিধি পি এ মেহতা।
উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের প্রতিনিধি সি.পি. লাল।

ক্যাপ্টেন দীপ চাঁদ এবং পন্ডিতদের প্রতিনিধি অমরনাথ ভরদ্বাজ , আর এস নারুলা।

আজমির ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং লিমিটেডের প্রতিনিধি এম. এস কে শাস্ত্রী।

আজমীরের মিউনিসিপ্যাল কমিটির প্রতিনিধি , মেইডেনস হোটেল এবং রুংলাল নাসিরাবাদ: রাজিন্দর নারাইন।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।